



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
September 2019

ঈশ্বরীয় জন্মদিনের গোল্ডেন গিফ্ট - 'দিব্য বুদ্ধি'

আজ বিশ্ব রচয়িতা বাবা জগতের নয়নমণি, জগৎ জ্যোতি বাচ্চাদের দেখছেন। তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা জগতের আলো অর্থাৎ জগতের জন্য তোমরা জ্ঞানদীপ্তক দীপ। যদি স্থূল আলো নেই তো জগৎ নেই, কারণ আলো অর্থাৎ আলোকচ্ছটা। আলো নেই তো অন্ধকারের কারণে জগৎ নেই। একইভাবে, তোমরা সব নয়নমণি নেই তো দুনিয়া উদ্ভাসিত নয়। তোমরা বিদ্যমান আছ অর্থাৎ রোশনির কারণ উপস্থিত, সুতরাং জগৎ বিদ্যমান। তাইতো বাপদাদা জগতের এইরকম সব নূর (আলোক) বাচ্চাকে দেখছেন। এমন বাচ্চারা সদা মহিমাম্বিত এবং পূজিত। এমন বাচ্চারাই বিশ্বের রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হয়। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে বাপদাদা তোমাদের দিব্য জন্মদিনে তোমাদের প্রত্যেককে দুটো বিশেষ দিব্য উপহার দেন। দুনিয়ায় মানব আত্মারা মানব আত্মাদের গিফ্ট দেয়, সেখানে স্বয়ং বাবা এই সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের দিব্য উপহার দেন। কি দেন? এক, দিব্য বুদ্ধি আর দুই, দিব্য নেত্র অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আলো। এই দুটো গিফ্ট প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার জন্ম দিনের গিফ্ট। সদাসর্বদা এই দুই গিফ্ট সাথে রেখে তোমরা সদা সফলতা স্বরূপ থাক। দিব্য বুদ্ধিই তোমাদের, অর্থাৎ প্রত্যেক বাচ্চাকে দিব্য জ্ঞান, দিব্য স্মরণ, দিব্য ধারণা স্বরূপ বানায়। দিব্য বুদ্ধিই ধারণা থাকার বিশেষ গিফ্ট। সদা দিব্য বুদ্ধি থাকা অর্থাৎ ধারণার প্রতিমূর্তি হওয়া। তোমাদের দিব্য বুদ্ধিতে অর্থাৎ সতঃপ্রধান গোল্ডেন বুদ্ধিতে যদি সামান্য রজঃ তমঃ-র প্রভাব পড়ে তবে ধারণা স্বরূপ হওয়ার পরিবর্তে, তোমরা মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যাও, সেইজন্য সব সহজ ব্যাপারও তোমরা কঠিন অনুভব কর। গিফ্ট রূপে সহজে প্রাপ্ত দিব্য বুদ্ধি দুর্বল হওয়ার কারণে তোমাদের কঠিন পরিশ্রম অনুভব হয়। যখনই কোনকিছু তোমাদের মুশকিল বা কঠিন পরিশ্রম অনুভূত হয় তখন অবশ্যই দিব্য বুদ্ধি মায়ার কোনও রূপে প্রভাবিত হয়, সেইজন্যই তোমরা এমন অনুভব কর। কেউ দিব্য বুদ্ধির দ্বারা সেকেন্ডে বাপদাদার শ্রীমং ধারণা করে, সদা সমর্থ, সদা অনড়, সদা মাস্টার সর্বশক্তিমান স্থিতিতে থাকার অনুভব করে। শ্রীমং অর্থাৎ যে মত শ্রেষ্ঠ তৈরি করে। তারা কখনও কঠিন অনুভব করতে পারে না। শ্রীমং এমন গতিপথ যা তোমাদের সদা সহজে ওড়ায়। কিন্তু ধারণ করার দিব্য বুদ্ধি অবশ্যই প্রয়োজন। সুতরাং, চেক কর, নিজের জন্ম-উপহার সদা সাথে আছে? মায়ী কখনো দিব্য বুদ্ধির গিফ্ট ছিনিয়ে নেয় না তো? কখনো মায়ার প্রভাবে সরলবুদ্ধি হয়ে যাও না তো, যাতে পরমাত্ম গিফ্টই খুইয়ে ফেল! মায়ীও ঈশ্বরীয় গিফ্টকে আপন করে নেওয়ার চাতুরী জানে। সুতরাং সে চতুর হয়ে যায় আর তোমাদের সাদাসিধে বানিয়ে দেয়, সেইজন্য ভোলানাথ বাবার ভোলা বাচ্চা যদিও বা হও কিন্তু মায়ার ভোলা হযোনা। মায়ার ভোলা হওয়া অর্থাৎ আত্মবিভ্রম হওয়া। ঈশ্বরীয় দিব্য বুদ্ধির গিফ্ট সদা সুরক্ষিত ছত্রছায়া, সেখানে মায়ী নিজের ছায়া প্রতিসৃষ্ট করে। ছত্র উড়ে যায়, শুধু ছায়া থেকে যায়। সেইজন্য সদা চেক কর, বাবার গিফ্ট সদা তোমার সাথে আছে কিনা। দিব্য বুদ্ধির লক্ষণ, গিফ্ট লিফ্টের মতো কার্য করে যাতে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পরূপী সুইচ অন করার সাথে সাথে সেই স্থিতিতে এক সেকেন্ডে স্থিত হও। যদি তোমাদের দিব্য বুদ্ধির সামনে মায়ার ছায়া থাকে তবে এই গিফ্টের লিফ্ট কার্য করবে না। স্থূল লিফ্ট যখন খারাপ হয়ে যায় তখন কি অবস্থা হয়? না ওপরে না নিচে, মাঝখানেই আটকে পড়ে। স্ব-মর্যাদার পরিবর্তে তোমরা পরাহত হও। যতই সুইচ অন কর সেটা কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রাপ্তি করতে পারবে না। তোমরা এই গিফ্টের লিফ্ট নষ্ট করে দাও, সেইজন্য পরিশ্রম রূপী সিঁড়ি চড়তে হয়। তখন কি বলো তোমরা? তোমাদের আত্মপ্রত্যয়রূপী (হিস্মত) পদযুগল চলতে পারছে না। সুতরাং সহজকে কঠিন কে বানাল আর কিভাবেই বা বানাল? নিজেরা নিজেদের অমনোযোগী বানিয়েছ। তোমরা মায়ার ছায়ায় চলে যাও, সেইজন্য যে সহজ বিষয় সেকেন্ড ভর সময় নেয়, সেটাই তোমাদের শ্রমসাধ্য আর সময়সাপেক্ষ অনুভূত হয়। দিব্য বুদ্ধির গিফ্ট অলৌকিক বিমান। যে দিব্য বিমান দ্বারা সেকেন্ডের সুইচ অন করে যেখানে চাও সেখানে পৌঁছাতে পার। সুইচ হলো তোমাদের সঙ্কল্প। সায়েন্টিস্টরা এক লোকে (দুনিয়ায়) সফর করতে পারে, তোমরা ত্রিলোক পরিক্রমা করতে পার। সেকেন্ডে বিশ্ব কল্যাণকারী স্বরূপ হয়ে সারা বিশ্বকে লাইট আর মাইট দিতে পার। শুধু দিব্য বুদ্ধির বিমান দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। তারা যেমন বিমান দ্বারা হিমালয়ের ওপরে, নদীতে ভস্ম ছিটিয়ে দিয়েছিল, কিসের জন্য? চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ারই তো জন্য, তাই না! তারা তো ভস্ম ছিটিয়ে দিয়েছে, তোমরা দিব্য বুদ্ধি রূপী বিমান দ্বারা সবচেয়ে উঁচু চূড়ার স্থিতিতে স্থিত হয়ে বিশ্বের সকল আত্মার প্রতি লাইট আর মাইটের শুভ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনার সহযোগের তরঙ্গ খেলাও। তোমাদের বিমান তো শক্তিশালী, তাই না? কিভাবে ইউজ করতে হয়, শুধু জানতে হবে তোমাদের।

বাপদাদার রিফাইন্ড, শ্রেষ্ঠ মতের সাধন তোমাদের প্রয়োজন। আজকাল যেমন শুধু রিফাইন্ডের বদলে তোমাদের ডবল রিফাইন্ড জ্বালানি থাকে, তাই না ! সুতরাং বাপদাদার এটা ডবল রিফাইন্ড সাধন। সামান্য পরিমাণও যদি মনোমত, পরমতের আবর্জনা থাকে তবে কি হবে ? উঁচুতে উঠবে নাকি নিচে নামবে ? সুতরাং এটা চেক কর, তোমাদের বুদ্ধিরূপী বিমানে ডবল রিফাইন্ড সাধন সবসময় আছে কিনা ! এর মধ্যে কোন ময়লা ঢুকে যায় না তো ! যায় কি ? তা নাহলে বিমান সদাই সুখদায়ী। সত্যযুগে যেমন কখনও কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে না, কারণ তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ থাকে। এমন কোনও কর্ম হয় না যা কর্মভোগ হিসেবে তোমাদের দুঃখ ভুগতে হবে। ঠিক একইভাবে, এইরকম সঙ্গমযুগী গডলি গিস্ট দিব্য বুদ্ধি সদা সবারকম দুঃখ আর ছল-কপট থেকে মুক্ত। যাদের দিব্য বুদ্ধি থাকে তারা কখনো প্রতারিত হতে পারে না, দুঃখের অনুভূতি করতে পারে না। তারা সদা সেফ, প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত থাকে। অতএব, এই গডলি গিস্টের মহস্বকে জেনে এই গিস্ট সদা তোমাদের সাথে রাখ। এই গিস্টের মহস্ব বুঝেছ তোমরা ? সবাই তোমরা এই গডলি গিস্ট পেয়েছ নাকি তোমরা কেউ কেউ বাকি থেকে গেছ ? সবাই তো পেয়েই গেছ, তাই না ? কিভাবে এটা সামলে রাখবে তা শুধু তোমার জানা বা না জানার ওপরে নির্ভর করে। অমৃতবেলায় সদা চেক কর - সামান্যতম যদি ঘাটতি থাকে তবে অমৃতবেলায় ঠিক করে নিলে সারাদিন শক্তিশালী থাকবে। যদি নিজে ঠিক করতে না পার তবে অন্য কাউকে দিয়ে ঠিক করাও। যাই হোক, অমৃতবেলাতেই ঠিক করে নাও। আচ্ছা - বাবা অন্য কোন সময় দিব্য দৃষ্টি সম্বন্ধে তোমাদের বলবেন। দিব্য দৃষ্টি বলো বা দিব্য নেত্র অথবা আধ্যাত্মিক নূর, ব্যাপার একই। এই সময় তো দিব্য বুদ্ধির এই গিস্ট সবার কাছে আছে, তাই না ! তোমরা সোনার পাত্র (আধার), তাই নয় কি ? এটা দিব্য বুদ্ধি। সবাই তোমরা দিব্য বুদ্ধিরূপী সম্পূর্ণ সোনার পাত্র নিয়ে মধুবনে এসেছ, তাই না ? প্রকৃত সোনার সাথে সিলভার বা কপার তো মিক্সড নেই ? সতঃপ্রধান অর্থাৎ সম্পূর্ণ সোনা, একেই দিব্য বুদ্ধি বলা হয়। আচ্ছা -

তোমরা যেখান থেকেই এসেছ, সব দিক থেকে তোমরা সব স্তান-নদী এসে সাগরে মিশেছ। এটাই নদীসমূহ আর সাগরের সঙ্গম। তোমরা মহান মেলা উদযাপন করতে এসেছ, তাই না ! মিলন মেলা উদযাপন করতে এসেছ। বাপদাদাও সকল স্তান-নদীকে দেখে উৎফুল্ল হন, কিভাবে তোমরা উদ্যম-উৎসাহের সঙ্গে, কতো দূর দূর থেকে এই মিলন মেলায় পৌঁছেছ ! আচ্ছা !

যারা সদা দিব্য বুদ্ধির গোল্ডেন গিস্টকে কার্যে পর্যবসিত করে, সদা বাবা সমান চতুর সূজান অর্থাৎ দক্ষ এবং সুমহান হয়ে মায়ার চাতুরী সম্বন্ধে অবহিত আছে, সদা বাবার সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় থেকে মায়ার ছায়া থেকে দূরে থাকে, সদা স্তান সাগরের সাথে মধুর মিলন মেলা উদযাপন করে, যারা কঠিন যেকোন কিছু সহজ বানিয়ে বিশ্ব কল্যাণকারী হয়, শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

পার্সোনাল সাক্ষাৎকার

১) তোমাদের দৃষ্টি বদল করে সৃষ্টি বদল হয়ে গেছে, তাই না ! দৃষ্টি শ্রেষ্ঠ হয়েছে তো সৃষ্টিও শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে ! এখন বাবা তোমাদের দুনিয়া। বাবার মধ্যেই সৃষ্টি সমাহিত হয়ে আছে। এমনই অনুভব হয়, তাই না ! তাঁর মতো এমন স্নেহী সারা বিশ্বে আর কেউ হতে পারে না যিনি প্রতি সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্পে তোমাদের সাথে থাকবেন। লৌকিকে যে যতই স্নেহী হোক, তবুও কিন্তু তারা সদা তোমাদের সাথ দিতে পারে না। ইনি তো স্বপ্নেও সাথ দেন। তোমরা এমন সাথী পেয়েছ যিনি সাহচর্যের সব দায়িত্ব পরিপূর্ণ করেন, এই কারণে সৃষ্টি বদলে গেছে। এখন লৌকিকেও তোমরা অলৌকিকতা অনুভব কর, তাই না ! লৌকিক দুনিয়ায় যে সমস্তই তোমরা দেখ, প্রকৃত সম্বন্ধ নিজে থেকেই স্মৃতিতে আসে, সেই আত্মারাও এর মাধ্যমে শক্তি লাভ করে। যখন বাবা সদা তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা বেফিকর বাদশাহ। ঠিক হবে কি হবে না, সেটাও চিন্তা করার প্রয়োজন থাকে না। যখন বাবা সাথে আছেন তখন সবকিছুই ঠিক। সুতরাং তাঁর সাহচর্য অনুভব করতে করতে উড়ে চলো। ভাবনাও বাবার কাজ, আমাদের কাজ শুধু তাঁর সাহচর্যে নিবিষ্ট হয়ে থাকা, সেইজন্য দুর্বল ভাবনাও সমাপ্ত হয়েছে। সদা বেফিকর বাদশাহ থাক, তোমরা এখনও বাদশাহ আর সদাকালেরও বাদশাহ।

২) সদা নিজেকে সফলতার নক্ষত্র মনে কর আর অন্য আত্মাদেরও সফলতার চাবি দিতে থাক। এই সেবা দ্বারা সব আত্মারা খুশি হয়ে হৃদয় থেকে তোমাদেরকে আশীর্বাদ দেবে। বাবা এবং সকলের আশীর্বাদই তোমাদের অগ্রচালিত করে।

বিশেষভাবে বাছাই করা অব্যক্ত মহাবাক্য - সহযোগী হও আর সহযোগী বানাও

প্রজা যেমন রাজার সহযোগী, স্নেহী হয়, সেইরকমই আগে তোমাদের সব কর্মেন্দ্রিয়, বিশেষ শক্তি সদা স্নেহী, সহযোগী হতে দাও, তবেই এর প্রভাব সাকারে তোমাদের সেবার সাথীদের বা লৌকিক সম্বন্ধীয়দের, সাথীদের ওপরে পড়বে। যখন স্বয়ং নিজের সব কর্মেন্দ্রিয়কে অর্ডারে রাখবে তখন তোমাদের অন্য সব সাথী তোমাদের কার্যে সহযোগী হবে। যার প্রতি স্নেহ বা ভালোবাসা থাকে, তার সকল কাজেই সহযোগী হতে দেখা যায়। অতি স্নেহী আত্মার লক্ষণ হল, সে সদা বাবার শ্রেষ্ঠ কার্যে সহযোগী হবে। সে যতটা সহযোগী ততটাই সহজ যোগী হবে। সুতরাং দিনরাত এই একনিষ্ঠা যেন থাকে, বাবা আর সেবা, আর কিছু নেই। এমন আত্মারা মায়ার সহযোগী হতে পারে না, তারা মায়ার থেকে দূরে সরে যায়।

অন্যেরা নিজেদের যতই অন্য পথের মনে করুক, কিন্তু ঈশ্বরীয় স্নেহ তাদের সহযোগী বানিয়ে 'একত্রিত হওয়া'র সূত্রে বেঁধে তাদের এগিয়ে চলতে সমর্থ বানায়। স্নেহ সর্বাগ্রে সহযোগী বানায়, সহযোগী বানানোর সময়কালীন নিজে থেকেই সহজ যোগী বানিয়ে দেয়। ঈশ্বরীয় স্নেহ পরিবর্তনের ফাউন্ডেশন অথবা জীবন পরিবর্তনের বীজ স্বরূপ। আত্মাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় স্নেহের বীজ বোনা হলে, সেই বীজ সহযোগী হওয়ার বৃক্ষ নিজে থেকেই তৈরি করতে থাকবে এবং সঠিক সময়ে সহজ যোগী হওয়ার ফল দেখা দেবে। কারণ পরিবর্তনের বীজ অবশ্যই ফল দেখায়। সবার মনের শুভ কামনা আর শুভ ভাবনার সহযোগ যেকোন কার্যে সাফল্য লাভ করতে তোমাদের সমর্থ বানাও কারণ এই শুভ ভাবনা, শুভ কামনার সুরক্ষিত দুর্গ আত্মাদের পরিবর্তিত হতে সমর্থ বানায়। বায়ুমন্ডলের দুর্গ সবার সহযোগের দ্বারাই তৈরি হয়। যখন ঈশ্বরীয় স্নেহের সূত্র এক হয়, তখন অনেক ভাবনা বা ধারণা সত্ত্বেও সহযোগী হওয়ার ভাবনা উৎপন্ন হয়। এখন সর্ব সত্ত্বাকে সহযোগী বানাও। তারা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তাদের আরও কাছে নিয়ে এসো, তাদের অধিকতর সহযোগী বানাও, কারণ এখন প্রত্যক্ষতার সময় সমাপ্ত। আগে তোমরা তাদের সহযোগী বানানোর পরিশ্রম করতে কিন্তু এখন তারা নিজেরা সহযোগী হওয়ার অফার করছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে।

সময় সময়ে সেবার রূপরেখা বদলে যাচ্ছে এবং বদলাতে থাকবে। এখন তোমাদের অধিক বলতে হবে না, বরং তারা নিজেরা বলবে 'এই কার্য শ্রেষ্ঠ আর সেইজন্য আমাদেরও উচিত তোমাদের সহযোগী হওয়া।' যারা প্রকৃত হৃদয়ে, স্নেহে সহযোগ দেয়, তারা বাবার থেকে পদমণ্ডল অর্থাৎ লক্ষ-কোটি সহযোগ নেওয়ার অধিকারী হয়। বাবা সম্পূর্ণভাবে সহযোগের হিসেব চুকিয়ে দেন। বড় কার্যকেও সহজ করার ধারণা চিত্রে যে দেখানো হয়েছে আঙুল দিয়ে পর্বতকে তুলতে; সেটাও সহযোগের নিদর্শন। প্রত্যেককে সহযোগী আত্মা হিসেবে তোমাদের সামনে আসতে দাও, প্রয়োজনের সময় প্রত্যেককে সহযোগী হতে দাও, এখন এটার আবশ্যিকতা আছে। এর জন্য তোমাদের শক্তিশালী তির নিষ্ক্ষেপ করতে হবে। শক্তিশালী তির সেটাই যাতে সকল আত্মার সহযোগের ভাবনা থাকবে, খুশির ভাবনা থাকবে, সদ্ভাবনা থাকবে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

বরদান:-

স্নেহ আর নবীনত্বের অথরিটির সাথে অন্যকে সমর্পিত হতে উৎসাহিত করে মহান আত্মা ভব*

যে কেউই তোমার সম্পর্কে এলে তাকে এমন সম্বন্ধে নিয়ে এসো যাতে সম্বন্ধে আসতে আসতে তাদের সমর্পণ বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং বলে, বাবা যা বলেছেন সেটাই সত্য, একেই বলে, সমর্পণ বুদ্ধি। তারপরে তাদের প্রশ্ন সমাপ্ত হয়ে যাবে। তারা যেন শুধু এটা না বলে যে এঁদের জ্ঞান ভালো। কিন্তু এটা নতুন জ্ঞান যা নতুন দুনিয়া নিয়ে আসবে - এই আওয়াজ উঠলে তখনই কুম্ভকর্ণ জেগে উঠবে। সুতরাং নবীনত্বের মহত্ব দ্বারা স্নেহ আর অথরিটির ব্যালেন্স এইভাবে তাদের সমর্পণ হতে সমর্থ বানাবে এবং শুধুমাত্র তখনই বলা যাবে, মাইক প্রস্তুত হয়েছে।

স্লোগান:-

এক পরমাত্মার প্রিয় হও, তবেই বিশ্বের প্রিয় হয়ে উঠবে।*

*"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো এক আশ্চর্যজনক সংসঙ্গ, যেখানে তোমাদের জীবন্মৃত হতে শেখানো হয়, যারা জীবন্মৃত হতে পারে, তারাই হংস হতে পারে।"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের এখন এক কোন্ চিন্তা আছে?

উত্তর:- আমাদের বিনাশের পূর্বে সম্পন্ন হতে হবে। যে বাচ্চারা জ্ঞান আর যোগে দৃঢ় হতে থাকে, তাদের মানুষকে দেবতা বানানোর অভ্যাস হতে থাকে। তারা সেবা বিনা থাকতেই পারে না। তারা জিনের মতো দৌঁড়াতে থাকবে। তাদের সেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সম্পন্ন করার চিন্তা থাকবে।

ওম শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে তাঁর আত্মিক সন্তানদের বোঝান -- আত্মা এখন সকারে আছে এবং তারা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, কেননা তাদের অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে। সকলেই তোমাদের বলে যে, এরা ভাই - বোন হয়ে যায়। বাবা তাঁর বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তোমরা আত্মারা হলে ভাই - ভাই। সৃষ্টি এখন নতুন হবে, তাই সর্বপ্রথম শিখায় ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। তোমরা শূদ্র ছিলে, এখন তোমাদের পরিবর্তন হয়েছে। ব্রাহ্মণও তো অবশ্যই চাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো বিখ্যাত। এই হিসাবে তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা সমস্ত বাচ্চারা ভাই - বোন হলাম। যারা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলে পরিচয় দেবে, তারা অবশ্যই ভাই - বোন অনুভব হবে। সবাই যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, তখন অবশ্যই ভাই - বোন হওয়া উচিত। অবুঝদের এই কথা বুঝিয়ে বলা উচিত। অবুঝরাও যেমন আছে, তেমনই অন্ধ বিশ্বাসীরাও আছে। তারা যার পূজা করে, যার প্রতি বিশ্বাস রাখে যে, এ অমুক, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তারা লক্ষ্মী - নারায়ণের পূজা করে, কিন্তু তাঁরা কবে এসেছিলেন, কিভাবে এমন হয়েছিলেন, এরপর কোথায় গেলেন, এসব কেউই জানে না। কোনো মানুষ যদি নেহেরু ইত্যাদিকে জানে, তাহলে তাঁর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফিকেও অবশ্যই জানে। যদি তাঁর জীবনী না জানে তাহলে কোন কাজের? ওরা পূজা করে কিন্তু জীবন কাহিনীই জানে না। মানুষের জীবন কাহিনী তো জানে কিন্তু বড়রা, যারা অতীত হয়ে গেছেন তাদের একজনেরও জীবন কাহিনী জানে না। শিবের কতো পূজারী, তারা পূজা করে, তবুও মুখে বলে দেয়, ঈশ্বর নুড়ি - পাথরের মধ্যে আছেন, কণায় - কণায় আছেন। একি কোনো জীবন - কাহিনী হলো? এ তো কোনো বুদ্ধির কথাই নয়। মানুষ নিজেদেরও পতিত বলে দেয়। পতিত শব্দ কতটা সঠিক? পতিত কথার অর্থ বিকারী। তোমরা বুঝিয়ে বলতে পারো, আমাদের কেন ব্রহ্মাকুমার - কুমারী বলা হয়? কেননা আমরা ব্রহ্মার গৃহীত সন্তান। আমরা কুলজাত নয়, আমরা মুখ বংশাবলী। ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণীরা তো ভাই - বোন হলো। তাই তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো কুদৃষ্টি থাকতে পারে না। মুখ্য খারাপ চিন্তা হলো কাম বিকারের। তোমরা বলো যে, আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, তাই ভাই - বোন হয়ে যাই। তোমরা মনে করো, আমরা সবাই শিববাবার সন্তান, ভাই - ভাই। এও পাকা কথা। এই দুনিয়া এসবের কিছুই জানে না। তারা যেমন খুশী বলে দেয়। তোমরা সবাইকে বুঝিয়ে বলতে পারো, সমস্ত আত্মাদের বাবা ওই একজনই। তাঁকেই সবাই ডাকতে থাকে। তোমরা তাঁর ছবিও দেখিয়েছো। বড় - বড় ধর্মের মানুষরাও এই নিরাকার বাবাকে মানেন। তিনি হলেন সমস্ত নিরাকার আত্মাদের বাবা, আর সাকারে সকলের বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যার থেকে বৃদ্ধি হতে থাকে এবং বৃক্ষের ঝাড় বাড়তে থাকে। আত্মা ক্রমাগত ভিন্ন - ভিন্ন ধর্মে আসতে থাকে। আত্মা তো এই শরীর থেকে পৃথক। শরীর দেখে মানুষ বলে -- এ আমেরিকান, এ অমুক। আত্মাকে তো সে কথা বলে না। আত্মারা সকলেই শান্তিধামে থাকে। সেখান থেকে অভিনয় করার জন্য আসে। তোমরা যে কোনো ধর্মের মানুষদের এ কথা শোনাও, পুনর্জন্ম তো সবাই নেয় আর উপর থেকেও নতুন আত্মা আসতে থাকে। তাই বাবা বলেন - তোমরাও মানুষ আর মানুষেরই তো সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানা উচিত যে, এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরছে, এর রচয়িতা কে, এই সৃষ্টিচক্র ঘুরতে কতটা সময় লাগে? এ কথা তোমরাই জানো, দেবতারা তো জানেই না। মানুষই সব জেনে দেবতা হয়। আর এই মানুষকে দেবতা বানান বাবা। বাবা নিজের এবং রচনার পরিচয় দেন। তোমরা জানো যে, আমরা বীজরূপ বাবার বীজরূপ সন্তান। বাবা যেমন এই উল্টো বৃক্ষকে জানেন, তেমনই আমরাও জেনে গেছি। মানুষ, মানুষকে এ কথা কখনোই বোঝাতে পারবে না। বাবা কিন্তু তোমাদের তা বুঝিয়েছেন।

যতক্ষণ না তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হচ্ছো ততক্ষণ তোমরা এখানে আসতে পারবে না। যতক্ষণ না তোমরা কোর্স সম্পূর্ণ করে বুঝতে পারছো ততক্ষণ এই ব্রাহ্মণদের সভায় কিভাবে বসতে পারবে? একে ইন্দ্র সভাও বলা হয়। ইন্দ্র কখনো জলের বর্ষণ করেন না। 'ইন্দ্র সভা' বলা হয় আর পরীও তোমাদেরই হতে হবে। অনেক প্রকার পরীর মহিমা আছে।

কোনো কোনো বাচ্চা খুব সুন্দর হলে যেমন বলা হয়, এ তো যেন পরীর মতো । পাউডার লাগিয়ে সুন্দর হয়ে যায় । সত্যযুগে তোমরা পরী হও, পরীজাদা হও । এখন তোমরা জ্ঞানের সাগরে জ্ঞান স্নান করতে পরী (দেবী - দেবতা) হয়ে যাও । তোমরা জানো যে, আমরা কি থেকে কি হচ্ছে । সেই পরিব্রাজক বাবা, যিনি সদা পবিত্র, চির সুন্দর, তিনি তোমাদেরও তাঁর তুল্য বানানোর জন্য অপবিত্র শরীরে প্রবেশ করেন । এখন গোরা অর্থাৎ নির্বিকারী, সুন্দর কে বানাবেন ? বাবাকেই তো বানাতে হবে, তাই না । এই সৃষ্টিচক্রকে তো ঘুরতেই হবে । তোমাদের এখন গোরা অর্থাৎ সুন্দর হতে হবে । একমাত্র জ্ঞানের সাগর বাবাই তোমাদের পড়ান । তিনি জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর । সেই বাবার মহিমার গায়ন যেমন হয়, লৌকিক বাবার তেমন হয়ই না । এ হলো অসীম জগতের পিতার মহিমা । তাঁকেই সবাই ডাকতে থাকে যে, তুমি এসে আমাদেরও এমন মহিমা সম্পন্ন করো । এখন তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তেমন তৈরী হচ্ছেো । এই পড়াতে সবাই একরস হয় না । এতে রাতদিনের তফাৎ থাকে । এরপর তোমাদের কাছেও অনেকেই আসবে । তোমাদের অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে । এরপর কেউ ভালোভাবে পড়ে, কেউ আবার কম । এই আধ্যাত্মিক পঠনে যে ভালো হবে, সে আবার অন্যদেরও পড়াতে পারবে । তোমরা এখন বুঝতে পারো, কতো আধ্যাত্মিক মহাবিদ্যালয় তৈরী হচ্ছে । বাবাও বলেন, এমন মহাবিদ্যালয় তোমরা বানাও যাতে যে কেউ এসে যেন বুঝতে পারে যে, এই মহাবিদ্যালয়ে রচয়িতা এবং রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান মেলে । বাবা এই ভারতেই আসেন তাই ভারতেই আধ্যাত্মিক মহাবিদ্যালয় খোলা হয় । এর পরে বিদেশেও খুলতে থাকবে । অনেক কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয় তো চাই যেখানে অনেকে এসেই পড়বে আর যখন এই পাঠ সম্পূর্ণ হবে তখন দেবী - দেবতা ধর্ম সবাই ট্রান্সফার হয়ে যাবে অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাবে । তোমরা তো মনুষ্য থেকে দেবতা হও, তাই না । এমন মহিমাও আছে - মানুষ থেকে দেবতা করা হলো ----- । এখানে এটা হলো মনুষ্যের দুনিয়া আর ওটা হলো দেবতাদের দুনিয়া । দেবতা আর মানুষে রাতদিনের তফাৎ । দিনে হলো দেবতা আর রাতে মানুষ । সমস্ত ভক্তই হলো ভক্ত এবং পূজারী । তোমরা এখন পূজারী থেকে পূজ্য পরিণত হচ্ছেো । সত্যযুগে শাস্ত্র - ভক্তি ইত্যাদির কোনো নাম থাকে না । সেখানে সকলেই হলো দেবতা । মানুষ হলো ভক্ত । মানুষই আবার পরে দেবতা হয় । সে হলো দৈবী দুনিয়া আর একে বলা হয় আসুরী দুনিয়া । রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য । পূর্বে তোমাদের বুদ্ধিতে ছিলোই না যে, রাবণ রাজ্য কাকে বলা হয় ? রাবণ কবে এসেছিলো ? তোমরা কিছুই জানতে না । মানুষ বলে যে, লক্ষা সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলো । দ্বারকার জন্যও এমনই বলা হয় । এখন তোমরা জানো যে, এই সম্পূর্ণ লক্ষা ডুবে যাবে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো অসীম জগতের লক্ষা । এ সবই ডুবে যাবে, অনেক জল এসে যাবে । বাকি স্বর্গ কখনোই ডুবে যায় না । সেখানে অগাধ ধন - সম্পদ ছিলো । বাবা বুঝিয়েছেন যে, এক সোমনাথ মন্দিরকে মুসলিমরা কতটা লুট করেছিলো । এখন দেখো, কিছুই নেই । ভারতে কতো অগাধ ধন ছিলো । ভারতকেই স্বর্গ বলা হয় । এখন কি একে স্বর্গ বলা হবে ? এখন তো নরক, আবার স্বর্গ তৈরী হবে । কে স্বর্গ আর কে নরক বানায় ? এ কথা এখন তোমরা জেনে গেছো । রাবণ রাজ্য কতো সময় ধরে চলে, এও তোমাদের বলা হয়েছে । রাবণ রাজ্যে কতো অজস্র ধর্ম হয়ে যায় । রামরাজ্যে তো কেবল সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীরা থাকে । এখন তোমরা এই আধ্যাত্মিক পাঠ গ্রহণ করছো । এই পাঠ আর কারোর বুদ্ধিতেই নেই । তারা তো রাবণ রাজ্যেই আছে । রামরাজ্য হয় সত্যযুগে । বাবা বলেন, আমি তোমাদের যোগ্য বানাই । তারপর তোমরা অযোগ্য হয়ে যাও । অযোগ্য কেন বলা হয় তোমাদের ? কেননা তোমরা পতিত হয়ে যাও । তোমরা দেবতাদের যোগ্যতার মহিমা করো আর নিজেদের অযোগ্যতার গান করো ।

বাবা বোঝান যে - তোমরা যখন পূজ্য ছিলে তখন দুনিয়া নতুন ছিলো । সেখানে খুবই অল্প মানুষ ছিলো । তোমরাই সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলে । এখন তোমাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত । তোমরা তো ভাই - বোন হয়ে যাও, তাই না । ওরা বলে দেয়, তোমরা ঘর ভেঙ্গে দাও । আবার ওরাই যখন এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করে তখন বুঝতে পারে, এই জ্ঞান তো খুবই ভালো । তখন অর্থ বুঝতে পারে, তাই না । ভাই - বোন সম্পর্ক ছাড়া পবিত্রতা কোথা থেকে আসবে ? সমস্ত কিছুই পবিত্রতার উপর নির্ভর করে । বাবা আসেনই মগধ দেশে, যা কিনা অনেক পড়ে যাওয়া দেশ, সেখানে অনেক পতিত, থাওয়া - দাওয়াও সেখানে অশুদ্ধ । বাবা বলেন - আমি অনেক জন্মের অন্ত জন্মের শরীরে প্রবেশ করি । ইনি ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন । অন্তিম থেকে প্রথম আর প্রথম থেকে অন্তিমে যান । একজনকে তো উদাহরণ বানাবেন, তাই না । তোমাদের সাম্রাজ্য এখন তৈরী হচ্ছে । তোমরা যতো ভালোভাবে বুঝতে পারবে, ততই তোমাদের কাছে অনেকে আসবে । এখন এই বৃক্ষের ঝাড় খুবই ছোটো । ঝড়ও অনেক আসে । সত্যযুগে ঝড়ের কোনো কথাই নেই । উপর থেকে নতুন নতুন আত্মা আসতে থাকে । এখানে মায়ার ঝড় এলেই মানুষ পড়ে যায় । ওখানে মায়ার তুফান থাকেই না । এখানে তো বসে বসেই মানুষ প্রাণত্যাগ করে, আর তোমাদের তো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ, তাই ময়াও তোমাদের হারান করে । সত্যযুগে এসব হয় না । দ্বিতীয় অন্য কোনো ধর্মে এমন বিষয় নেই । রাবণ রাজ্য আর রাম রাজ্যকে আর কেউই বুঝতে পারে না । সত্যযুগে যদিও বা যায়, সেখানে মরা - বাঁচার কোনো কথাই নেই । এখানে তো বাচ্চাদের দণ্ডক নেওয়া হয় । তোমরা

বলো, আমরা শিববারার সন্তান, আমরা তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। এই উত্তরাধিকার নিতে নিতে আমরা নামতে থাকি তখন এই উত্তরাধিকারও শেষ হয়ে যায়। হংস থেকে পরিবর্তন হয়ে বক হয়ে যায়। বাবা তো দয়ালু, তাই তিনি আবারও বোঝাতে থাকেন। কেউ আবার নতুন করে উঠতে থাকে। যে স্থির, অচল থাকে, তাকে বলা হয় মহাবীর, হনুমান। তোমরাই হলে সেই মহাবীর। তোমাদের নশ্বরের ক্রমানুসারে তো থাকেই। সবথেকে শক্তিশালীকে মহাবীর বলা হয়। আদিদেবকেও মহাবীর বলা হয়, যার থেকে এই মহাবীরের জন্ম হয়, তিনিই এই বিশ্বের রাজস্ব করেন। পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করতে থাকো। রাবণ হলো পাঁচ বিকার। এ তো বোঝার মতো কথা। বাবা এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলছেন। এরপর তালা একদম বন্ধ হয়ে যায়। এখানেও এমন আছে, যার তালা খুলে গেলে গিয়ে সার্ভিস করে। বাবা বলেন, তোমরা গিয়ে সার্ভিস করো, যারা গর্তে পড়ে আছে তাদের তুলে ধরো। এমন নয় যে, তোমরাও গর্তে পড়ে গেলে। তোমরা গর্ত থেকে বের হয়ে অন্যদেরও বের করো। বিষয় বৈতরণী নদীতে অপার দুঃখ থাকে। এখন তোমাদের অপার সুখের দুনিয়ায় যেতে হবে। যিনি অপার সুখ প্রদান করেন, তাঁর মহিমার গায়ন হয়। রাবণ, যে দুঃখ দেয়, তার কি মহিমা হবে? রাবণকে বলা হয় অসুর। বাবা বলেন যে, তোমরা রাবণ রাজ্যে ছিলে, এখন অপার সুখ পাওয়ার জন্য তোমরা এখানে এসেছো। তোমরা কতো অপার সুখ পাও। তোমাদের কতটা খুশীতে থাকা উচিত আবার সাবধানও থাকা উচিত। নশ্বরের ক্রমানুসারে তো তোমাদের পজিশন হয়। প্রত্যেক অভিনেতার পজিশন আলাদা। সবার মধ্যে তো ঈশ্বর থাকতে পারে না। বাবা প্রত্যেকটি কথা নিজে বসে বোঝান। তোমরা পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে বাবাকে আর এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে যাও। পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে এই পার্ঠের উপর মার্কস দেওয়া হয়। এ হলো অসীম জগতের পার্ঠ, এতে বাচ্চাদের খুবই মনোযোগ দেওয়া উচিত। একদিনও যেন এই পার্ঠ বাদ না যায়। আমরা হলাম ছাত্র, গড ফাদার আমাদের পড়ান - বাচ্চাদের এই নেশা থাকা উচিত। ভগবান উবাচঃ - ওরা কেবল নাম পরিবর্তন করে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। ভুল করে ওরা কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ ভেবে নিয়েছে কেননা কৃষ্ণ হলেন ভগবানের সবথেকে কাছে। বাবা যে স্বর্গ স্থাপন করেন তাতে এক নশ্বর হলেন ইনি। এই জ্ঞান এখন তোমরা পেয়েছো। পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে তারা নিজেরও কল্যাণ করে, আর অন্যেরও কল্যাণ করতে থাকে, তাদের সেবা ছাড়া কিছুতেই সুখ আসবে না।

বাচ্চারা, তোমরা যোগ আর জ্ঞানে দৃঢ় হয়ে যাবে, তখন এমনভাবে কাজ করবে, যেন জিন। মানুষের দেবতা হওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। মৃত্যুর আগেই তোমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। তোমাদের অনেক সেবা করতে হবে। এরপরে তো লড়াই লেগে যাবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও আসবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) লাস্ট এসেও ফাস্ট (দ্রুত) যাওয়ার জন্য মহাবীর হয়ে পুরুষার্থ করতে হবে। মায়ার ঝড় দেখে ঘাবড়ে যেও না। বাবার সমান দয়ালু হয়ে মানুষের বুদ্ধির তালা খোলার সেবা করতে হবে।

২) জ্ঞানের সাগরে রোজ স্নান করে পরীজাদা হতে হবে। একদিনও এই আধ্যাত্মিক পার্ঠ বাদ দেবে না। আমরা ভগবানের ছাত্র -- এই নেশায় থাকতে হবে।

বরদানঃ- মন থেকে "আমার বাবা" বলে সত্যিকারের কামাই করে সমর্পিত বা জীবন্মুত ভব*
ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হওয়া অর্থাৎ সমর্পিত হওয়া। মন থেকে যখন বলো "আমার বাবা" তখন বাবাও বলেন, বাচ্চারা, সবকিছুই তোমাদের। প্রবৃত্তিতেই থাকো অথবা সেন্টারে, মন থেকে যদি কেউ বলে "আমার বাবা", তখন বাবাও আপন করে নেন, এ হলো মনের কামাই, মুখের স্থূল কামাই নয়। সমর্পণ অর্থাৎ শ্রীমতের অন্দরে থাকা। এমন সমর্পিতরাই জীবন্মুত ব্রাহ্মণ হয়।

স্লোগানঃ- যদি 'আমার' শব্দের প্রতি প্রেম থাকে তাহলে অনেক 'আমারকে' এক 'আমার বাবার' কাছে বিলীন করে দাও*।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই রহস্যটি সবাইকে শোনাও যে, আবু হল সবচেয়ে বড় তীর্থ, স্বয়ং ভগবান এখানে সকলের সদগতি করেছেন"

প্রশ্ন:- কোন একটি কথা মানুষ যদি বুঝে যায় তাহলে এখানে ভিড় লেগে যাবে?

উত্তর:- মূখ্য কথাটি যদি বুঝে নেয় যে, বাবা রাজযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি এখন আবার শেখাচ্ছেন, তিনি সর্বব্যাপী নন। বাবা এই সময় আবুতে এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করছেন, তারই জড় স্মৃতি চিহ্ন হল দিলওয়াড়া মন্দির। আদি দেব এখানে চৈতন্য অবস্থায় বসে আছেন, এইটি হল চৈতন্য দিলওয়াড়া মন্দির, এই কথা বুঝে নিলে আবু-র মহিমা বেড়ে যাবে আর এখানে ভিড় লেগে যাবে। আবু-র নাম খ্যাতি অর্জন করলে এখানে অনেকে আসবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের যোগ শিখিয়েছেন। অন্য সব জায়গায় নিজে নিজেই শেখে, শেখানোর জন্য পিতা থাকেন না। একে অপরকে শেখায়। এখানে তো বাবা বসে শেখান বাচ্চাদেরকে। রাত-দিনের তফাৎ আছে। সেখানে তো মিত্র-আত্মীয় স্বজন সবার স্মৃতি থাকে, এত স্মরণ করতে পারে না, তাই দেহী-অভিমানী হওয়া কঠিন হয়ে যায়। এখানে তো তোমাদের দেহী-অভিমানী খুব দ্রুত বেগে হওয়া উচিত, কিন্তু অনেকে আছে যাদের কিছুই জ্ঞান নেই। শিববাবা আমাদের সার্ভিস করছেন, আমাদের বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। যে পিতা এনার (ব্রহ্মাবাবার) মধ্যে বিরাজমান আছেন, এখানে বসে আছেন, তাঁকেই স্মরণ করতে হয়। অনেক বাচ্চারা আছে যাদের এই নিশ্চয় নেই যে শিববাবা ব্রহ্মা দেহের দ্বারা আমাদের শেখাচ্ছেন, যেমন অন্যরা বলে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব তেমন এখানেও অনেকে আছে। যদি সম্পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস (নিশ্চয়) থাকে তাহলে তো খুব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিজেকে শক্তিশালী করবে, অনেক সার্ভিস করবে কারণ সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করতে হবে, তাই না। যোগেও কম তো জ্ঞানেও কম আছে। শোনে তো সবই কিন্তু ধারণা হয় না। ধারণা হয়ে থাকলে তো অন্যদেরও ধারণা করতে পারবে। বাবা বুঝিয়েছিলেন তারা কনফারেন্স ইত্যাদি করে, বিশ্বে শান্তির জন্য কিন্তু বিশ্বে শান্তি কবে ছিল, কিরূপ ছিল, সেসব কিছুই জানা নেই। শান্তি কীরূপ ছিল, সেইরকমই চাই, তাইনা। এই কথা তো তোমরা বাচ্চারাও জানো বিশ্বে সুখ-শান্তির স্থাপনা এখন হচ্ছে। বাবা এসেছেন। কিভাবে এই দিলওয়াড়া মন্দির আছে, আদি দেবও আছেন এবং উপরে বিশ্বে শান্তির দৃশ্যও আছে। কোথাও কনফারেন্স ইত্যাদিতে তোমাদের ডাকলে তোমরা জিজ্ঞাসা করো - বিশ্বে শান্তি কি রকম চাই? এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে বিশ্বে শান্তি ছিল। দিলওয়াড়া মন্দিরে পূর্ণ স্মারক চিহ্ন আছে। বিশ্বে শান্তির স্যাম্পল তো চাই তাইনা। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দ্বারাও কিছু বোঝে না। পাথরবুদ্ধি যে। তো তাদের বলা উচিত যে আমরা বলতে পারি বিশ্বে শান্তির স্যাম্পল এক লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং তাঁদের রাজধানীও যদি দেখতে চাও তো সেসব দিলওয়াড়া মন্দিরে গিয়ে দেখো। মডেল-ই দেখানো হবে, তাইনা, সেসব গিয়ে আবুতে দেখো। মন্দির যারা তৈরি করেছে তারা নিজেরাও জানে না, তারা বসে এই স্মারক চিহ্ন তৈরি করেছে, যার নাম দিলওয়াড়া মন্দির নাম রেখে দিয়েছে। আদিদেবকেও বসিয়েছে, উপরে স্বর্গও দেখিয়েছে। যেমন ওটা হল জড় তেমন তোমরা হলে চৈতন্য। চৈতন্য দিলওয়াড়া নাম রাখা যায়। কিন্তু তারপরে কত ভিড় হয়ে যাবে। মানুষ তো কনফিউজড হয়ে যাবে, এসব কি অদ্ভুত কথা! বোঝাতে খুব পরিশ্রম লাগে। অনেক বাচ্চারাও বোঝে না। যদিও এখানে কাছে বসে আছে - কিন্তু কিছুই বোঝে না। প্রদর্শনী ইত্যাদিতে অনেক প্রকারের মানুষ আসে, অনেক মঠ-পন্থ আছে, বৈষ্ণব ধর্মের মানুষও আছে। বৈষ্ণব ধর্মের অর্থ বোঝে না। কৃষ্ণের বাদশাহী কোথায় জানে না। কৃষ্ণের রাজত্বকে স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ বলা হয়।

বাবা বলেছিলেন যেখানে আমন্ত্রণ করা হবে, সেখানে গিয়ে বোঝাও - বিশ্বে শান্তি কবে ছিল? এই আবু হল সবচেয়ে উঁচু থেকে উঁচু তীর্থ স্থল, এখানে বাবা বিশ্বের সঙ্গতি করছেন, আবু পাহাড়িতে তার স্যাম্পল দেখতে হলে দিলওয়াড়া মন্দির দেখো। বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা হয়েছিল কীভাবে - তারই স্যাম্পল আছে। শুনে অনেক খুশী হবে। জৈন ধর্মাবলম্বীরাও খুশী হবে। তোমরা বলবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন আমাদের পিতা আদি দেব। তোমরা বোঝাও, কিন্তু তারা বোঝে না। তারা বলে ব্রহ্মাকুমারীরা কি জানি কি বলে। অতএব বাচ্চারা, এখন তোমাদের আবু তীর্থের উঁচু মহিমা বর্ণনা করে বোঝানো উচিত। আবু হল শ্রেষ্ঠ তীর্থ। বস্ত্রতে গিয়েও বোঝাতে পারো - আবু পাহাড় সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, কারণ পরমপিতা পরমাত্মা আবুতে এসে স্বর্গের স্থাপনা করেছেন। স্বর্গের রচনা কিভাবে করেছেন - সেই স্বর্গের এবং আদিদেবের মডেল সবই আবুতে

আছে, যে কথা মানুষ বোঝে না। আমরা এখন জানি, তোমরা জানো না, তাই তোমাদের বোঝাই। প্রথমে তো তোমরা জিজ্ঞাসা করো যে বিশ্বে কিরকমের শান্তি চাও, কখনও দেখেছ ? বিশ্বে শান্তি তো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে ছিল। একটি মাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, এঁদের বংশের রাজ্য ছিল। চলো এঁদের রাজধানীর মডেল আবুতে তোমাদের দেখাই। এ হল পুরানো পতিত দুনিয়া। নতুন দুনিয়া তো বলবে না, তাইনা। নতুন দুনিয়ার মডেল তো এখানে আছে, নতুন দুনিয়া এখন স্থাপন হচ্ছে। তোমরা জানো তবেই বলো। সবাই জানে না। না বলে আর না বুঝতে পারে। এ'কথা খুব সহজ। উপরে স্বর্গের রাজধানী আছে, নীচে আদিদেব বসে আছেন যাকে অ্যাডম-ও বলা হয়। উনি হলেন গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। তোমরা এমন মহিমা বর্ণনা করলে শুনে তারা খুশি হবে। কথাটি যথাযথ ভাবে সঠিক, বলা তোমরা কৃষ্ণের মহিমা গান কর কিন্তু তোমরা তো কিছুই জানো না। কৃষ্ণ তো হলেন বৈকুণ্ঠের মহারাজা, বিশ্বের মালিক ছিলেন। তোমরা সেই মডেল দেখতে চাও তো চলো আবুতে, তোমাদের বৈকুণ্ঠের মডেল দেখাব। কিভাবে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে রাজযোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করে বিশ্বের মালিক হই, সেই মডেল দেখাব। সঙ্গম যুগের তপস্যাও দেখাব। প্রাক্টিক্যালি যা কিছু হয়েছিল তারই স্মরণিকা দেখাব। শিববাবা যিনি লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, তাঁরও চিত্র আছে, অশ্বা দেবীরও মন্দির আছে। অশ্বা দেবীর কোনও ১০-২০ টি ভূজা হয় না। ভূজা তো দুটিই হয়। তোমরা এসো তো তোমাদের দেখাব। বৈকুণ্ঠও আবুতে দেখাব। আবুতেই বাবা এসে সম্পূর্ণ বিশ্বকে স্বর্গে পরিণত করেন। সদগতি প্রদান করেন। আবু হল সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ, সব ধর্মের মানুষের সদগতি করেন যিনি তিনি হলেন একমাত্র পিতা, তাঁরই স্মরণিকা চলো আবুতে দেখাব। তোমরা আবুর অনেক মহিমা বর্ণনা করতে পারো। তোমাদের সব স্মরণিকা দেখাই। খ্রিস্টানরাও জানতে চায় - প্রাচীন ভারতের রাজযোগ কে শিখিয়েছেন, সেটা কি জিনিস ? বলো, আবুতে চলো দেখাব। বৈকুণ্ঠের চিত্রও সঠিক বানানো আছে উপরে ছাদে। তোমরা এমন তৈরি করতে পারো না। অতএব খুব ভালো ভাবে বলতে হবে। টুরিস্টরা যারা কষ্ট করে দেখতে আসে, তারাও এসে বুঝবে। তোমাদের আবুর নাম বিখ্যাত হলে অনেকে আসবে। আবু বিখ্যাত হয়ে যাবে। যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে যে বিশ্বে শান্তি হবে কিভাবে ? সন্মেলন ইত্যাদিতে নিমন্ত্রণ দিলে জিজ্ঞাসা করা উচিত - বিশ্বে শান্তি কবে ছিল, সে কথা কি জানো ? বিশ্বে শান্তি কিভাবে ছিল - চলো আমরা বোঝাই, মডেল ইত্যাদি সব দেখাই। এমন মডেল অন্য কোথাও নেই। আবু হল একমাত্র উঁচু থেকে উঁচু তীর্থ, যেখানে বাবা এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেন, সকলের সদগতি করেন। এইসব কথা কেউ জানে না। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে, যতই মহারথী, মিউজিয়ামের সংরক্ষক হোক, কিন্তু ঠিক মত কাউকে বোঝাতে পারছে কি না সেসব তো বাবা লক্ষ্য তো করেন, তাইনা। বাবা সবই বোঝেন, যে যেখানে আছে, সবাইকে বোঝেন। কে কে পুরুষার্থ করে, কি পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে ? এই সময় যদি মৃত্যু হয় তবে কিছুই পদ পাবে না। স্মরণের যাত্রার পরিশ্রম তারা বোঝে না। বাবা রোজ নতুন কথা বোঝান, এমন এমন বুঝিয়ে নিয়ে এসো। এখানে তো স্মরণিকা রয়েছে।

বাবা বলেন আমিও এখানে আছি, আদিদেবও এখানে আছেন, বৈকুণ্ঠও এখানে আছে। আবুর বিরাট মহিমা হয়ে যাবে। আবু না জানি কিরূপ হয়ে যাবে। যেমন দেখো কুরুক্ষেত্রকে ভালো করে তৈরি করতে কোটি টাকা খরচ করে। কত অসংখ্য মানুষ সেখানে গিয়ে একত্রিত হয়, এত আবর্জনা জমা হয় দুর্গন্ধ হয় যে বলার নয়। কত ভিড় হয়। খবর এসেছিল যে ভজন মন্ডলীর একটি বাস নদীতে ডুবে গেছে। এইসব হল দুঃখ, তাইনা। অকালে মৃত্যুও হয়। সেখানে তো এমন কিছুই হয় না, এইসব কথা তোমরা বোঝাতে পারো। যে কথা বলবে সে সেন্সিবল হওয়া চাই। বাবা জ্ঞান পাশ্প করছেন, বুদ্ধিতে বসাচ্ছেন। দুনিয়া কি এইসব কথা বোঝে ! তারা ভাবে নতুন দুনিয়ার যাত্রা করতে যায়। বাবা বলেন এই দুনিয়া এখন পুরানো হয়েছে, শেষ হল বলে। তারা বলে ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। তোমরা তো বল সম্পূর্ণ কল্পের আয়ু হল ৫ হাজার বছরের। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একেই বলা হয় ঘোর অন্ধকার। কুস্তকর্ণের নিদ্রায় সবাই নিদ্রিত। কুস্তকর্ণ অর্ধকল্প ঘুমাত, অর্ধকল্প জেগে থাকত। তোমরা কুস্তকর্ণ ছিলে। এই খেলাটি খুবই ওয়ান্ডারফুল। এইসব কথা সবাই কি আর বুঝবে। অনেকে তো এমনি ভাবের বশে চলে আসে। শোনে যে সবাই যাচ্ছে তো চলে আসে। তাদেরকে বলা হয় আমরা শিববাবার কাছে যাই, শিববাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করলে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, ব্যস। তখন তারাও বলে শিববাবা, আমরা আপনার সন্তান, আপনার কাছে উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত করব। ব্যস, তাহলেই ভব সাগর পার। ভাবের মূল্য তো প্রাপ্ত হবেই। ভক্তিমার্গে থাকে অল্পকালের সুখ। এখানে তোমরা বাচ্চারা জানো অসীম জগতের পিতার কাছে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সেটা হল ভাবের মূল্য প্রাপ্তি, অল্পকালের সুখের প্রাপ্তি। এখানে তোমরা ২১ জন্মের জন্য ভাবের মূল্য প্রাপ্ত কর। যদিও সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে কিছুই নেই। কেউ বলে সাক্ষাৎকার হোক, তখন বাবা বোঝেন কিছুই বোঝে নি। সাক্ষাৎকার করতে হলে গিয়ে নবধা ভক্তি অর্থাৎ অখন্ড ভক্তি করো। তাতে প্রাপ্তি কিছুই নেই। ওইসব করে পরের জন্মে কিছু ভালো প্রাপ্তি হবে। সৎ ভক্ত হলে ভালো জন্ম লাভ করবে। এইখানে তো কথা-ই আলাদা। এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। বাবা হলেন দুনিয়া পরিবর্তনকারী।

স্মরণিক তো রয়েছেই। খুব পুরানো এই মন্দির। কিছু ভাঙচুর হলে মেরামত করানো হয়। কিন্তু সেই শোভনীয় রূপ তো খর্ব হয়ে যায়। এইসবই হল বিনাশী বস্তু। অতএব বাবা বোঝান - বাচ্চারা, এক তো নিজের কল্যাণের জন্য নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এ হল পড়াশোনার কথা। বাকি এই যে মথুরায় বৃন্দাবন, কুঞ্জগলী ইত্যাদি বসে বানিয়েছে, সেসব কিছুই নয়। গোপ-গোপীকাদের খেলাও নেই। এইসব বোঝাতে পরিশ্রম করতে হয়। এক-একটি পয়েন্ট ভালো করে বসে বোঝাও। কনফারেন্স ইত্যাদিতে এমন কাউকে চাই যে হবে যোগ যুক্ত। তলোয়ারে ধার না থাকলে, কারো তীর লাগবে না। তখন বাবাও বলেন এখন দেরি আছে। এখন বিশ্বাস করে নিলে যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন তাহলেই ভিড় লেগে যাবে। কিন্তু এখন সময় নয়। এখন একটি মুখ্য কথা বুঝে যাক যে রাজযোগের শিক্ষা পরমপিতা পরমাত্মা বাবা দিয়েছিলেন, বর্তমানে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর নামের পরিবর্তে যে নাম (শ্রীকৃষ্ণের) লেখা হয়েছে তিনি এখন অসুন্দর হয়ে আছেন। কত বড় ভুল করেছে মানুষ। এই ভুলের জন্য তোমাদের পতন হয়েছে।

এখন বাবা বোঝাচ্ছেন - এই পড়া হল সোর্স অফ ইনকাম, স্বয়ং পরমাত্মা পিতা মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে পড়াতে আসেন, এতে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে, দৈব গুণও ধারণ করতে হবে। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। যে সব সেন্টার গুলি আছে সবই হল নম্বর অনুসারে। এই রূপ সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নাকি। বলা, স্বর্গ বলা হয় সত্যযুগকে। কিন্তু রাজত্ব কিভাবে চলে, দেবতাদের দলকে দেখতে হলে চলো আবুতে। অন্য কোনও স্থান নেই যেখানে এমন ছাদের নীচে রাজত্ব দেখতে পাবে। যদিও আজমেরে স্বর্গের মডেল আছে কিন্তু সেইটি অন্য কথা। এখানে তো আদি দেবও আছেন, তাইনা। সত্যযুগকে কিভাবে স্থাপন করেছেন, সেই কথাটির সঠিক স্মরণিক তো আছে। এখন আমরা চৈতন্য দিলওয়াড়া নাম লিখতে পারি না। যখন মানুষ নিজেরাই বুঝবে তখন তারা বলবে তোমরা লেখো। এখন নয়। এখন তো সামান্য কথাও কী পরিণাম ধারণ করে! ক্রোধ করে, দেহ-অভিমাণে আছে কিনা। বাচ্চারা, তোমাদের ছাড়া দেহী-অভিমानी তো কেউ হতে পারে না। পুরুষার্থ করতে হবে। এমন নয় যে ভাগ্যে আছে, হবে। পুরুষার্থী এমন বলবে না। তারা তো পুরুষার্থ করে তারপরে যখন ফেল হয় তখন বলে যা ভাগ্যে ছিল। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) দেহী-অভিমानी হওয়ার পুরো পুরুষার্থ করতে হবে। এমন কখনও ভাববে না যে যা ভাগ্যে আছে, হবে। সেম্বিবল হতে হবে।

২) জ্ঞান শুনে সেইসব স্বরূপে আনতে হবে, স্মরণের শক্তি ধারণ করে অন্যদের সেবা করতে হবে। সবাইকে আবু মহান তীর্থের মহিমা শোনাতে হবে।

বরদান:- বাবার সঙ্গে থেকে থেকে তাঁর সমান হয়ে সর্ব আকর্ষণের প্রভাব থেকে মুক্ত ভব*

ব্যাখা: যেখানে বাবার স্মরণ আছে অর্থাৎ বাবা সঙ্গে আছেন সেখানে বডি-কনশাসের উৎপত্তি হতে পারে না। বাবার সঙ্গে বা বাবার কাছে থাকলে দুনিয়ার বিকারী ভাইরেশন বা আকর্ষণের প্রভাব থেকে দূরে থাকা যায়। এমন সঙ্গে থাকতে থাকতে তারা বাবার সমান হয়ে যায়। যেমন বাবা হলেন উঁচু থেকে উঁচু স্থানে অবস্থিত তেমনই বাচ্চাদের স্থিতিও উঁচুতে হয়ে যায়। নীচের কোনও কথা-ই তাদের প্রভাবিত করতে পারে না।

স্লোগান:- মন ও বুদ্ধি কন্ট্রোলে থাকলে অশরীরী হওয়া সহজ হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে ধরনীর চৈতন্য নক্ষত্র, তোমাদের-কেই সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করতে হবে"

প্রশ্ন: - বাচ্চারা, শিববাবা তোমাদের কায়া(শরীর) কিভাবে কাঞ্চে (পবিত্র) পরিণত করেন ?

উত্তর: - ব্রহ্মা মায়ের দ্বারা তোমাদের জ্ঞান-দুষ্ক পান করিয়ে তোমাদের কায়া কাঞ্চে(পবিত্র) পরিণত করে দেন, তাই তো তাঁর মহিমা-কীর্তন করা হয়, 'স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব.....'। এখন তোমরা ব্রহ্মা মায়ের দ্বারা জ্ঞান-দুষ্ক পান করছ, যার ফলে তোমাদের সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তোমরা কাঞ্চে (পবিত্রস্বর্গে) পরিণত হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের(রুহানী) পিতা বসে বোঝান, যেমন আকাশে নক্ষত্র রয়েছে তেমনি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের উদ্দেশ্যেও গাওয়া হয় -- এরা ধরনীর নক্ষত্র। তাদের অর্থাৎ নক্ষত্রদেরও নক্ষত্র-দেবতা বলা হয়। কিন্তু তারা তো কোনো দেবতা নয়। তোমরা ওদের থেকে মহা বলবান। কারণ নক্ষত্র-রূপী তোমরা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত কর। তোমরাই দেবতা হবে। তোমাদেরই উত্থান আর পতন হয়। তারা তো শুধু ব্রহ্মান্ডকে আলোকিত করে, তাদের কেউ দেবতা বলে না। তোমরাই দেবতা হচ্ছে। তোমরা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করবে। এখন সমগ্র বিশ্বই ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রত্যেকেই অপবিত্র হয়ে পড়েছে। এখন বাবা তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি বাচ্চাদের দেবতা বানাতে আসেন। মানুষ তো সবকিছুকেই দেবতা মনে করে নেয়। এমনকি সূর্যকেও দেবতা বলে। কোথাও-কোথাও সূর্য-চিহ্নের পতাকাও উত্তোলন করে। আর নিজেদের সূর্যবংশীয় বলে। বাস্তবে তো তোমরাই সূর্যবংশী, তাই না। বাচ্চারা, তাই বাবা বসে তোমাদের বোঝান। ভারতই এখন ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখন ভারতেই আলোর প্রয়োজন। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান-অঞ্জন লাগিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা অজ্ঞানতার নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলে, বাবা এসে তোমাদের পুনরায় জাগরিত করছেন। তিনি বলেন, ড্রামা প্ল্যান অনুসারে প্রতি কল্পের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আমি পুনরায় আসি। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। বাচ্চারা, এই যুগকে এখন কেবল তোমরাই জানো, কারণ নক্ষত্র-রূপী তোমরাই পুনরায় দেবতা হও। তোমাদেরই বলা হয় নক্ষত্র দেবতায় নমঃ। এখনই তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য হচ্ছে। সেখানে তোমরা পূজ্য হয়ে যাও। এও তো বুঝতে হবে, তাই না। একে আধ্যাত্মিক পড়া(জ্ঞান) বলা হয়। এখানে কখনো কারোর মধ্যে লড়াই হয় না। টিচার সাধারণভাবে পড়ান আর বাচ্চারাও সাধারণ রীতিতে পড়ে। এখানে লড়াইয়ের (যুদ্ধ) কোনো প্রশ্নই ওঠে না। উনি কি এমনভাবে বলেন যে, আমি ভগবান, না বলেন না। বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই জানো যে, শিক্ষাদাতা হলেন নিরাকার (ইনকরপরিয়াল) শিববাবা। ওঁনার নিজস্ব শরীর নেই। তিনি বলেন, আমি এই রথকে ধার (লোন) হিসাবে নিই। ভাগীরথ কেন বলা হয় ? কারণ তিনি অত্যন্ত ভাগ্যশালী রথ। ইনিই পুনরায় বিশ্বের মালিক হন। তাহলে ভাগীরথই তো হলো, তাই না। তাই সবকিছুর অর্থ বুঝতে হবে, তাই না। এ হলো সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জ্ঞান। দুনিয়ায় তো সব মিথ্যাই মিথ্যা, তাই না। কথিতও তো রয়েছে না --- সত্যের তরী হলে-দোলে কিন্তু ডোবে না। আজকাল তো অনেকপ্রকারের ভগবান বেরিয়ে গেছে। নিজেকে তো বলেই, আবার নুড়ি-পাথরেও ভগবান আছে বলে দেয়। ভগবানকে চতুর্দিকে কত ছড়িয়ে দিয়েছে। বাবা বসে বোঝান, যেমন লৌকিক পিতাও বাচ্চাদের বোঝান, কিন্তু তিনি(লৌকিক পিতা) এমন হন না। যিনি বাবাও, টিচারও আবার তিনি গুরুও। প্রথমে বাবার কাছে জন্ম নেয়, একটু বড় হলে আবার টিচারও চাই পড়ানোর জন্য। আবার ৬০ বছর পর গুরুও চাই। ইনি তো হলেন একজনই, তিনি একাধারে পিতা, শিক্ষক সতগুরু। তিনি বলেন, আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। পড়েও তো আত্মা। আত্মাকে তো আত্মাই বলা হয়। এছাড়া শরীরের তো বহু নাম রয়েছে। খেয়াল কর (ভেবে দেখ) এ হলো অসীম জগতের ড্রামা, যা পূর্ব-নির্ধারিত সেটাই রিপীট হচ্ছে....এ কোনো নতুন কথা নয়। এ হলো অনাদি পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, যা আবর্তিত হতেই থাকে। সকল আত্মাই যখন হলো (ড্রামার) অভিনেতা। আত্মারা কোথায় থাকে ? বলে যে, আমরা নিজেদের গৃহ, পরমধামে থাকি আবার আমরা এখানে (সাকারলোকে) আসি। অসীম জগতের ভূমিকা(পার্ট) পালন করতে। বাবা তো সদা ওখানেই থাকেন। তিনি পুনর্জন্মে আসেন না। এখন তোমাদের রচয়িতা বাবা, তাঁর নিজের এবং রচনার সারমর্ম শোনান। *তোমাদেরকে বলেন, বাচ্চারা তোমরাই হলে স্বদর্শন-চক্রধারী। এর অর্থ আর কেউ-ই বুঝতে পারে না। কারণ তারা তো মনে করে স্বদর্শন চক্রধারী হলো বিষ্ণু, তাই তারা প্রশ্ন করে, কেন একথা আবার মনুষ্যদের উদ্দেশ্যে বলা হয় ? একথা একমাত্র তোমরাই জানো। যখন শূদ্র ছিলে তখনও মনুষ্যই ছিলে, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছে এখনও মনুষ্যই রয়েছে আবার যখন দেবতা হবে তখনও মনুষ্যই থাকবে, কিন্তু শুধু চরিত্র বদলে যাবে। যখন

রাবণ(বিকার) আসে তখন তোমাদের চরিত্র কত নষ্ট হয়ে যায়। সত্যযুগে এই বিকার থাকেই না*।

বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের অমরকথা শোনাচ্ছেন। ভক্তিমার্গে তোমরা কত কথা শুনেছ। কথিত আছে, অমরনাথ পার্বতীকে কথা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে(পার্বতী) তো শঙ্করই কথা শোনাবে, তাই না। শিব কিভাবে শোনাবে ! কত অসংখ্য মানুষ যায় শুনতে। এ হলো ভক্তিমার্গের কথা, বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। বাবা এমন কখনও বলেন না যে -- ভক্তি করা খারাপ। না, এ তো হলো ড্রামা যা অনাদি, এও বোঝান হয়, এখন বাবা বলেন যে, প্রথমত, নিজেকে আত্মা মনে কর। মুখ্যকথাই হলো এটা। ভগবানুবাচ -- "মনমনাভব" । এর অর্থ কি ? একথা বাবা বসে মুখ দ্বারা শোনান তাহলে ইনি(ব্রহ্মা) হলেন গোমুখ। এও বোঝান হয় 'হ্রমেব মাতাশ্চ পিতা.....' -- এ ওঁনার উদ্দেশ্যই বলা হয়। এই মাতার (ব্রহ্মা) দ্বারাই তোমাদের অ্যাডপ্ট (দওক নেওয়া) করেন। শিববাবা বলেন, এই মুখ দ্বারা তোমাদের সকলকে জ্ঞান-দুগ্ধ পান করাই আর তাতে তোমাদের যে পাপ বাকি রয়ে গেছে, তা ভস্মীভূত হয়ে যায়। তোমাদের আত্মা কাঞ্চনে (পবিত্র) পরিণত হয়। আর কায়াও কাঞ্চন-তুল্য পাওয়া যায়। আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র কাঞ্চন-সম হয়ে যায় এবং পুনরায় ধীরে-ধীরে সিড়ি নামতে থাকে। এখন তোমার বুঝে গেছ যে, আমরা অর্থাৎ আত্মাও কাঞ্চন-সম ছিলাম, আর শরীরও কাঞ্চন-সম ছিল, পুনরায় ড্রামা অনুসারে আমরা ৮৪-র চক্রতে আসি। এখন আর কাঞ্চন-সম নেই। এখন ৯ ক্যারেট বলা হবে, অল্প পারসেন্টেজ রয়ে গেছে। সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলা যাবে না। এর কিছু না কিছু রয়ে যায়। বাবা এই চিহ্নের কথাও বলেছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র হল নম্বর ওয়ান। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র চক্রই (জ্ঞান) এসে গেছে। বাবার পরিচয়ও এসে গেছে। যদিও তোমাদের আত্মা এখনও সম্পূর্ণরূপে শোনায়ে (পবিত্র) পরিণত হয়নি, কিন্তু বাবার পরিচয় তো বুদ্ধিতে রয়েছে, তাই না। বাবা কাঞ্চন-সম হওয়ার যুক্তি বলেন। আত্মায় যে খাদ পড়ে রয়েছে তা কিভাবে বের করা যাবে ? তারজন্য চাই স্মরণের যাত্রা। একে বলা হয় যুদ্ধক্ষেত্র। তোমরা প্রত্যেকেই হলে যুদ্ধের ময়দানের (এক-একজন) স্বাধীন যোদ্ধা। তাই এখন প্রত্যেকেই যত চাও তত পুরুষার্থ করতে পারো। পুরুষার্থ করাই হলো স্টুডেন্টদের কাজ। যেখানেই যাও, একে-অপরকে সাবধান কর -- "মনমনাভব" । শিববাবা স্মরণে রয়েছে তো ? একে-অপরকে সেই ইঙ্গিতই (স্মরণ করানো) দিতে থাকো। বাবার পড়াও হলো ইশারা, তবেই তো বাবা বলেন, এক সেকেন্ডে কায়া কাঞ্চনে পরিণত হয়ে যায়। আমি বিশ্বের মালিক বানিয়ে দিই। বাবার বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হয়ে যাওয়া। পুনরায় বিশ্বে রাজত্ব করা (বাদশাহী)। তাতে উচ্চপদ অর্জন করা -- সেটাই হলো পুরুষার্থ করা। তাছাড়া জীবনমুক্তি তো হয় এক সেকেন্ডে। এটাই তো সঠিক, তাই না। প্রত্যেকেই নিজস্ব পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। সতোপ্রধান হয়ে সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। কতবার তোমরা তমোপ্রধান থেকে পুনরায় সতোপ্রধান হয়েছ ! এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। এর কখনো অন্ত হয় না। বাবা বসে কত সঠিক রীতি অনুযায়ী বোঝান। তিনি বলেন, আমি প্রতি কল্পে আসি। তোমরা বাচ্চারা আমাকে ছিঃ ছিঃ দুনিয়ায় নিমন্ত্রণ কর। কিভাবে নিমন্ত্রণ কর ? তারা বলে যে, আমরা পতিত হয়ে গেছি, তুমি এসে পবিত্র বানাও। বাহ ! কেমন তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা বল যে, আমাদের শান্তিধাম-সুখধামে নিয়ে চল, তাহলে আমি তো তোমাদের আন্তরিকারী ভৃত্য(ওবিডিয়েন্ট স্টুডেন্ট)। এও ড্রামারই খেলা। তোমরা জানো -- আমরা প্রতি কল্পে সেই পড়াই পড়ি, আর সেই ভূমিকাই পালন করি। আত্মাই তার (নিজ) ভূমিকা পালন করে। এখানে বসেও বাবা আত্মাদের দেখেন। তিনি নক্ষত্রদের দেখেন। আত্মা কত ছোট। যেন নক্ষত্রেরা জ্বল-জ্বল করছে। কোন-কোন নক্ষত্র অতি তীক্ষ্ণ(উজ্জ্বল), কোনটি আবার হালকা বা অনুজ্জ্বল। কোনটি আবার চন্দ্রমার অতি নিকটে থাকে। তোমরাও যোগবলের দ্বারা সঠিক রীতি অনুসারে পবিত্রতাকে ধারণ কর, তবেই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাবাও বলেন, বাচ্চাদের মধ্যে যারা অতি ভাল অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র তাদেরকে ফুল দাও। বাচ্চারাও তো একে-অপরকে জানে, তাই না। কেউ-কেউ অতি তীক্ষ্ণ হয়, কেউ আবার অতি দুর্বল। সেইসব নক্ষত্রদের দেবতা বলা যেতে পারে না। তোমরাও হলে মানুষ কিন্তু তোমাদের আত্মাকে বাবা পবিত্র বানিয়ে বিশ্বের মালিক করে দেন। উত্তরাধিকারের আশীর্বাদ-স্বরূপ তোমাদের কত শক্তি প্রদান করেন। বাবা তো সর্বশক্তিমান (অলমাইটি), তাই না। বাবা বলেন, বাচ্চারা আমি তোমাদের অনেক শক্তি প্রদান করি। গাওয়াও তো হয়, তাই না --- শিববাবা তুমি তো এখানে বসে আমাদের পড়াশোনা করিয়ে মনুষ্য থেকে দেবতা বানিয়ে দাও, বাঃ ! এমন তো আর কেউ বানায় না। পড়াই হলো উপার্জনের উৎস(সোর্স অফ ইনকাম), তাই না। সমগ্র আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি সবই আমাদের হয়ে যায়। কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারে না। একে বলা হয় সুদূর অখন্ড রাজ্য। যা কেউ খন্ডিত করে দিতে পারে না। কেউ জ্বালিয়ে দিতে পারে না। এমন বাবার শ্রীমতে তোমাদের চলা উচিত, তাই না। প্রত্যেকে তার নিজ পুরুষার্থ করতে হবে।

বাচ্চারা, মিউজিয়াম ইত্যাদি তৈরী করে -- এই চিত্রাদির মাধ্যমে সমগোত্রীয়দের (হামজিন্স) বোঝাও। বাবা ডায়রেকশন দিতে থাকেন -- যে চিত্রের প্রয়োজন মনে করবে সেটাই তৈরী কর। বুদ্ধি তো সকলেরই কাজ করে। মানুষের কল্যাণের

উদ্দেশ্যই এগুলো তৈরী করা হয়। তোমরা জানো যে, সেন্টারে কেউ এলে, তখন আমরা কি যুক্তি রচনা করব, যার ফলে লোকেরা নিজের থেকে এসেই এই মিষ্টি (জ্ঞান) গ্রহণ করবে? কারও মিষ্টি (জ্ঞানদান) ভাল হয় তখন আবার (তাদের দ্বারা) যারা এর স্বাদগ্রহণ করেছে) অ্যাডভার্টাইজ হয়ে যায়। তখন সকলেই একে-অপরকে বলবে যে, অমুক দোকানে যাও। এ তো অতীব ভাল নম্বর ওয়ান মিষ্টি(জ্ঞান)। এমন মিষ্টি আর কেউ দিতে পারে না। একজন যখন দেখে যায় তখন অন্যদেরও শোনায়। মনে তো থাকে যে সমগ্র ভারত কিভাবে গোল্ডেন এজে (সত্যযুগে) পরিণত হয়, তারজন্য কত বোঝান হয় কিন্তু প্রস্তুতবুদ্ধি, তাই পরিশ্রম তো করতে হবে, তাই না। শিকার করাও শিখতে হয়, তাই না। সর্বপ্রথমে ছোট-ছোট শিকার শিখতে হয়। বড় শিকারের জন্য শক্তির প্রয়োজন, তাই না। কত বড়-বড় বিদ্বান-পন্ডিত রয়েছে। যাদের বেদ-শাস্ত্রাদি পড়া রয়েছে। নিজেদের কত বড় অথরিটি মনে করে। বেনারসে এরা কত বড়-বড় উপাধি পায়। তখন বাবা বুঝিয়েছিলেন, প্রথমে বেনারসে সকলকে জড়ো করে সার্ভিস কর। বড়দের(গণ্যমান্যব্যক্তিদের) থেকে যখন আওয়াজ উঠবে তখন অন্যরাও শুনবে। ছোটদের থেকে কেউ শোনে না। এইসব সিংহদের বোঝা উচিত যারা নিজেদেরকে শাস্ত্রের অথরিটি বা শাস্ত্রজ্ঞ মনে করে। কত বড়-বড় উপাধি দেওয়া হয়। শিববাবারও এত উপাধি (টাইটেল) নেই। এ হলো ভক্তিমার্গের রাজ্য, তাই তো পুনরায় হয় জ্ঞানমার্গের রাজ্য। জ্ঞানমার্গে ভক্তি হয় না। ভক্তিতে আবার জ্ঞান একদমই থাকে না। এ'কথা বাবা-ই বোঝান, বাবা দেখেনও এইভাবে, মনে করেন নক্ষত্রেরা বসে রয়েছে। দেহ-ভান পরিত্যাগ করা উচিত। যেমনভাবে উপরে(আকাশে) নক্ষত্রেরা জ্বল-জ্বল করেছে তেমনই এখানেও (আত্মা-রূপী নক্ষত্রেরা) জ্বল-জ্বল করেছে। কেউ-কেউ অতি তীক্ষ্ণ প্রকাশময়। ঐরাই হলো ধরণীর নক্ষত্র, যাঁদের দেবতা বলা হয়। এ কত বড় অসীম ব্রহ্মান্ড। বাবা বোঝান, ওটা হলো পার্থিব জগতের দিন আর রাত। এ হলো আবার অসীম জগতের আধাকল্প রাত, আধাকল্প দিন। দিনে শুধু সুখই-সুখ। কোথাও ধাক্কা খাওয়ার প্রয়োজনই নেই। জ্ঞানে সুখ, ভক্তিতে দুঃখ রয়েছে। সত্যযুগে দুঃখের নামও থাকে না। ওখানে কাল (অকালমৃত্যু) হয়ই না। তোমরা কালের উপর বিজয়প্রাপ্ত কর। মৃত্যুর নামই থাকে না (যথা সময়ে মৃত্যু হয় বলে মৃত্যু ভয় থাকে না)। ওটা হলো অমরলোক। তোমরা জানো, বাবা আমাদের অমরকথা শোনাচ্ছেন অমরলোকে গমনের জন্য। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এখন প্রথম থেকেই সমগ্র চক্রের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর হলো ব্রহ্মলোক। ওখান থেকে নম্বরের ক্রমানুসারে (নিজ) ভূমিকা পালন করতে এখানে আসে। সেখানে অসংখ্য আত্মারা রয়েছে, বাবা কী এক-একজনকে আলাদা করে বসে বোঝাবেন, না বোঝাবেন না। তিনি সবকিছু সংক্ষেপে(সারমর্ম) বোঝান। সেখানে অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। বৃক্ষ যখন বৃদ্ধি পায় তখন তার অনেক শাখা-প্রশাখাও বেরোতে থাকে। এমন অনেকেই রয়েছেন যারা নিজেদের ধর্মকেও জানে না। বাবা এসে বোঝান যে, তোমরা আসলে দেবী-দেবতা ধর্মের কিন্তু এখন ধর্মব্রষ্ট, কর্মব্রষ্ট হয়ে গেছো।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমরা আসলে শান্তিধাম-নিবাসী, পরে আসি নিজ ভূমিকা পালন করতে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তাদের ডাইনেস্টিও(রাজবংশ) ছিল। এখন আবার তোমরা সঙ্গমযুগে দাঁড়িয়ে রয়েছ। বাবা বলেন, তোমরা সূর্যবংশীয় ছিলে, পরে চন্দ্রবংশীয় হয়েছ। এছাড়া এর মাঝের যা কিছু, তা হলো বাই-প্লটস। এ হলো অসীম জগতের খেলা। এ হলো কত ছোট বৃক্ষ। এ হলো ব্রাহ্মণকুল। পুনরায় কত বড় হয়ে যাবে, তখন তোমরা প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করতে বা মিলিত হতেও পারবে না। তোমরা সকলকে ঘেরাও কর(সেবা)। বাবা বলেন, বেনারস এবং দিল্লীতে প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে জড়ো করে সেবা কর। পুনরায় তিনি বলেন, তোমরা সমগ্র দুনিয়াকেই ঘেরাও করবে। যোগবলের দ্বারা তোমরা সমগ্র দুনিয়ায় এক রাজ্য স্থাপন কর। কত আনন্দ পাও। কেউ কোথায়, কেউ কোথায় চলে যেতে থাকে। এখন তোমাদের কথা কেউ শোনে না। যখন গণ্যমান্যরা আসবে, সংবাদপত্রে পড়বে তখন বুঝবে। এখন ছোট-ছোট শিকার হচ্ছে। বড়-বড় ধনী ব্যক্তির মনে করে এটাই আমাদের 'স্বর্গ'। গরীবরাই এসে উত্তরাধিকার নেয়। তারা বলে -- বাবা তুমি তো শুধু আমার, অন্য কেউ-ই আমার নয়, কিন্তু তা তো তখনই সম্ভব যখন সমগ্র দুনিয়ার থেকে মোহ কেটে যাবে, তাই না। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আত্মাকে কাঙ্ক্ষন বানানোর জন্য একে-অপরকে সাবধান করতে হবে। "মনমনাভব"-র ইশারা (স্মরণ করানো) দিতে হবে। যোগবলের দ্বারা পবিত্র হয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হতে হবে।

২) এই অসীম জগতের পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামাকে সঠিকভাবে বুঝে স্বদর্শন-চক্রধারী হতে হবে। জ্ঞান-অজ্ঞান লাগিয়ে অস্ত্রানতার ঘন অন্ধকার থেকে বের করতে হবে।

বরদান:- নিজের প্র্যাকটিক্যাল জীবনের প্রমাণ দ্বারা সাইলেন্সের শক্তির আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়া বিশেষ সেবাধারী ভব*

ব্যাখা :- প্রত্যেককে সাইলেন্সের শক্তির অনুভব করাও -- এটাই হল বিশেষ সেবা। সায়েন্সের শক্তি যেমন বিখ্যাত, তেমনই সাইলেন্সের শক্তিও যেন খ্যাতনামা হয়ে যায়। সকলের মুখ থেকে যেন এই স্বরই নির্গত হয় যে, সায়েন্সের শক্তি অপেক্ষা সাইলেন্সের শক্তি উচ্চ। সেইদিনও আসবে। সাইলেন্সের শক্তির প্রত্যক্ষতা অর্থাৎ বাবার প্রত্যক্ষতা। সাইলেন্সের শক্তির প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ হলো তোমাদের সকলের জীবন। চলতে-ফিরতে প্রত্যেকে যেন শান্তির মডেল-রূপে প্রতিভাত হয়। তবেই বিজ্ঞানীদের নজরও শান্তিবাদীদের (সাইলেন্স) উপর পড়বে। এমন সেবা কর তবেই বলবে বিশেষ সেবাধারী।

স্লোগান:- সেবা এবং স্থিতির ভারসাম্য (ব্যালেন্স) বজায় রাখো, তবেই সর্বজনের আশীর্বাদ (ব্লেসিং) প্রাপ্ত হতে থাকবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কাজ হলো নিজের সাথে নিজে কথা বলে পবিত্র হওয়া, অন্য আত্মাদের বিষয়ে চিন্তা করে নিজের টাইম ওয়েস্ট ক'রো না"

প্রশ্নঃ - কোন্ কথাটি বুদ্ধিতে এসে গেলে সমস্ত পুরানো অভ্যাস চলে যাবে ?

উত্তরঃ - আমরা হলাম অসীম জগতের পিতার সন্তান, সেই অর্থে দাঁড়ায় বিশ্বের মালিক, আমাদের দেবতা হতে হবে - এই কথা বুদ্ধিতে এসে গেলে তো পুরানো সব অভ্যাস চলে যাবে, তোমরা বলো বা নাই বলো, আপনাকেই ছেড়ে যাবে। উল্টো-পাল্টা খাদ্য-পানীয়, মদ্য ইত্যাদি নিজে থেকেই ছেড়ে দেবে। বলবে বাঃ ! আমাকে তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হবে, তো পবিত্র কেন না থাকি !

ওম্ শান্তি। বাবা বারংবার বাচ্চাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে বাবার স্মরণে বসেছো ? বুদ্ধি আর কোনো দিকে যাচ্ছে না তো ? বাবাকে ডাকেই এই জন্য যে বাবা এসে আমাদের পবিত্র করো। পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে আর নলেজ তো তোমরা যে কাউকেই বোঝাতে পারো। এই সৃষ্টি চক্র কি ভাবে আবর্তিত হয়, যে কাউকেই বোঝাও না কেন অতি দ্রুত বুঝতে পেরে যাবে। যদি পবিত্র নাও হয় তবুও নলেজ তো পড়ে নেবেই। কোনো বড় ব্যাপার নয়। ৮৪ জন্মের চক্র আর প্রতিটি যুগের এতো আয়ু, এতো জন্ম হয়ে থাকে। কতো সহজ। এর কানেকশন স্মরণের দ্বারা হবে না, এটা তো হলো পড়াশুনা। বাবা তো যথার্থ কথা বোঝান। এছাড়াও আছে সতোপ্রধান হওয়ার ব্যাপার। সেটা হবে স্মরণের দ্বারা। যদি স্মরণ না করো তো খুবই ছোটো পদ প্রাপ্ত করবে। এতো উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না, সেইজন্য বলা হয়ে থাকে অ্যাটেনশন। বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে হবে। একেই প্রাচীন যোগ বলা হয়ে থাকে। টিচারের সাথে তো যোগ প্রত্যেকেরই থাকে। মুখ্য ব্যাপার হলো স্মরণের। স্মরণের যাত্রার দ্বারাই সতোপ্রধান হতে হবে আর সতোপ্রধান হয়ে গৃহে (অর্থাৎ পরমধামে) ফিরে যেতে হবে। তাছাড়া পড়াশুনা তো একদমই সহজ। ছোট বাচ্চাও বুঝতে পারবে। মায়ার যুদ্ধ এই স্মরণেই চলে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর তখন মায়া তার নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ভুলিয়ে দেয়। এরকম বলবে না যে আমার মধ্যে শিববাবা বসে আছেন, আমি হলাম শিব। না, আমি হলাম আত্মা, শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। এরকম নয় আমার ভিতরে শিববাবা প্রবেশ করে রয়েছেন। এরকম হতে পারে না। বাবা বলেন আমি কারোর মধ্যে যাই না। আমি এই রথের উপর চড়েই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকি। হ্যাঁ, কোনো ভোঁতা (ডাল) বুদ্ধির বাচ্চা থাকলে আর কোনো ভালো জিজ্ঞাসা এসে গেলে তার সার্ভিসের জন্য প্রবেশ করে দৃষ্টি দিতে পারি। সম্পূর্ণ ভাবে বসতে পারি না। অনেক রূপ ধারণ করে যে কোনো কারোরই কল্যাণ করতে পারা যায়। তাছাড়া এরকম কেউ বলতে পারে না যে আমার মধ্যে শিববাবার প্রবেশ হয়েছে, আমাকে শিববাবা এটা বলছে। না, শিববাবা তো বাচ্চাদেরকেই বোঝান। মুখ্য ব্যাপার হলোই পবিত্র হওয়ার, যাতে আবার পবিত্র দুনিয়াতে যাওয়া যেতে পারে। ৮৪ জন্মের চক্র তো খুবই সহজে বোঝান হয়। চিত্র সামনে লাগিয়ে রাখা থাকে। বাবা ব্যাভীত এই জ্ঞান তো কেউ দিতে পারে না। আত্মারই নলেজ প্রাপ্ত হয়। তাকেই জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বলা হয়। *আত্মারই সুখ-দুঃখ হয়, শরীর তো তারই যে না। আত্মাই দেবতা হয়। কেউ ব্যারিস্টার, কেউ ব্যাপারী- আত্মাই হয়*। তো এখন আত্মাদের সাথে বাবা বসে কথা বলেন, নিজের পরিচয় দেন। তোমরা যখন দেবতা ছিলে, তো মানুষই ছিলে, কিন্তু পবিত্র আত্মা ছিলে। এখন তোমরা পবিত্র নেই সেইজন্য তোমাদের দেবতা বলা যায় না। এখন দেবতা হওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। তার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। প্রায়ই এটা বলে- বাবা, আমার দ্বারা এই ভুল হয়েছে যে আমি দেহ-অভিমাণে এসে গেছি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। কোনো বিকর্ম করো না। তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন এখানে হতে হবে। পবিত্র হওয়ার ফলে মুক্তিধামে চলে যাবে। আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারই নেই। তোমরা নিজেদের সাথে কথা বলো, দ্বিতীয় কোনো আত্মার চিন্তা করো না। বলা হয় লড়াইতে দুই কোটি মরেছে। এতো আত্মা কোথায় গেল? আরে, তারা যেখানেই যাক, তাতে তোমাদের কি গেল। তোমরা কেন টাইম ওয়েস্ট করছো ? আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। তোমাদের কাজ হলো পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়া। আর কোনো ব্যাপারে গেলে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। কারোর সম্পূর্ণ উত্তর না পাওয়ার ফলে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। বাবা বলেন *মন্বনাভব*। দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধ ছাড়া, আমার কাছেই তোমাদের আসতে হবে। *মানুষ মারা গেলে পরে যখন শ্মশানে নিয়ে যায় সেই সময় মুখ এই দিকে আর পা-দুইটি শ্মশানের দিকে রাখে, আবার যখন শ্মশানের কাছে পৌঁছায় তো পা-দুইটি এই দিকে আর মুখ শ্মশানের দিকে করে দেয়। তোমাদেরও গৃহ যে উপরে।

উপরে কোনো পতিত যেতে পারে না*।

পবিত্র হওয়ার জন্য বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে। বাবার কাছে মুক্তিধামে যেতে হবে। পতিত (অপবিত্র) বলেই তো ডাকে যে আমাদের পতিতদের এসে পবিত্র করে তোলা, লিবারেট (মুক্ত) করো। তো বাবা বলেন এখন পবিত্র হও। বাবা যেই ভাষায় বোঝান, তাতেই কল্প-কল্প বোঝাবেন। এনার যে ভাষা হবে, তাতেই তো বোঝাবেন যে না। আজকাল হিন্দি বেশী চলে, এরকম নয় যে ভাষা পরিবর্তন করে নিতে পারে। না, সংস্কৃত ভাষা ইত্যাদি দেবতাদের ভাষা নয়। সংস্কৃত হিন্দুধর্মের নয়। হিন্দি-ই হওয়া চাই। তবে সংস্কৃতির প্রসঙ্গ আসে কেন ? তো বাবা বোঝান এখানে যখন বসছে তো বাবার স্মরণেই বসতে হবে, আর কোনো ব্যাপারে তোমরা যাবেই না। এতো মশা যে বের হয়, যায় কোথায়? আর্থকোয়েকে (ভূ-কম্প) অনেকে হঠাৎ মারা যায়, আল্ফার্ডা কোথায় যায় ? এতে তোমাদের কি আসে যায়। বাবা তোমাদের শ্রীমত দিয়েছেন যে নিজের উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করো। অপরের চিন্তায় থেকো না। এরকম তো অনেক কিছুই চিন্তা এসে যাবে। ব্যস, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, যে কারণে ডেকেছে সেই যুক্তিতে চলো। তোমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, অন্য ব্যাপারে যেতে নেই, সেই জন্য বাবা ক্ষণে ক্ষণে বলেন অ্যাটেনশন ! বুদ্ধি কোথাও যাচ্ছে না তো। ভগবানের শ্রীমত তো মানা দরকার, তাই না ! অন্য কোনো কথায় লাভ নেই। মুখ্য ব্যাপার হলো পবিত্র হওয়া। এটা সুনিশ্চিত ভাবে স্মরণে রাখো - আমাদের বাবা, বাবাও হন, টিচারও হন, প্রিন্সিপালও (গুরু) হন। এটা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হওয়া দরকার - বাবা, বাবাও বটে, আমাদের পড়াশুনা করান, যোগ শেখান। টিচার পড়ালে বুদ্ধি টিচারের সাথে আর পড়ার প্রতিও যুক্ত থাকে। এটা বাবাও বলেন তোমরা তো বাবার হয়েই গেছো। বাচ্চা তো হওই, তাই তো এখানে বসে আছো। টিচারের কাছে অধ্যয়ন করছো। যেখানেই থাকো বাবার তো হলেই, তবুও পঠন-পাঠনে অ্যাটেনশন দিতে হবে। শিববাবাকে স্মরণ করবে তো বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এই নলেজ আর কেউ দিতে পারে না। মানুষ যে রয়েছে ঘোর অন্ধকারে। জ্ঞানে দেখো- কতো শক্তি। শক্তি কোথা থেকে প্রাপ্ত হয় ? বাবার থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তোমরা পবিত্র হও। আবার এই পড়াশোনাও হলো সিম্পল। লৌকিক পড়াশোনায় তো অনেক মাস লাগে। এটা তো হলো সাত দিনের কোর্স। এর মাধ্যমে তোমরা সব কিছু বুঝে যাবে, আবার তাতে বুদ্ধির উপর সব নির্ভর করে। কারোর বেশী টাইম লাগে, কারোর কম। কেউ তো ২-৩ দিনেই ভালো ভাবে বুঝে যায়। প্রধান ব্যাপার হলো বাবাকে স্মরণ করা, পবিত্র হওয়া। সেটাই মুশকিলের হয়ে যায়। এছাড়া পড়াশুনা তো খুবই সিম্পল। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। সাত দিনের কোর্সেও সব কিছু বুঝতে পারো। আমরা হলাম আল্লা, অসীম জগতের পিতার সন্তান আমরা, তাই অবশ্যই আমরা বিশ্বের মালিক প্রতিপন্ন হলাম। এটা বুদ্ধিতে আসে কি না। দেবতা হতে চাও তো দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। যার বুদ্ধিতে এসে গেছে সে সব অভ্যাস ছেড়ে দেবে। তোমরা বলো বা নাই বলো, নিজে থেকেই ছেড়ে দেবে। উল্টো-পাল্টা, খাদ্য-পানীয়, মদ্য ইত্যাদি নিজে থেকেই ছেড়ে দেবে। বলে- বাঃ ! আমাদের এরকম হতে হবে, ২১ জন্মের জন্য রাজ্য প্রাপ্ত হবে তো পবিত্র থাকি না কেন। চটক চলে যাওয়া চাই। মুখ্য ব্যাপার হলো স্মরণের যাত্রা। এছাড়া ৮৪ জন্মের চক্রের নলেজ তো এক সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়ে যায়। দেখা মাত্রই বুঝে যায়। নতুন বৃক্ষ অবশ্যই ছোটো হবে। এখন তো কতো বড়-বড় বৃক্ষ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কাল আবার নূতন ছোটো হয়ে যাবে। তোমরা জানো-এই জ্ঞান কখনো যে কোনো জায়গা থেকে প্রাপ্ত হয় না। এটা হলো পড়াশোনা। প্রথম ও প্রধান শিক্ষাও প্রাপ্ত হয় বাবাকে স্মরণ করে। ভগবানুবাচ- আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি। আর কোনো মানুষ এরকম বলতে পারবে না। টিচার পড়ালে তো অবশ্যই তো টিচারকে স্মরণ করবে। অসীম জগতের পিতাও তিনি। বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করেন। কিন্তু আল্লা কীভাবে পবিত্র হবে- এটা কেউই বলতে পারে না। যদি নিজেকে ভগবান বলে বা আর যা কিছুই বলুক, কিন্তু পবিত্র করতে পারবে না। আজকাল তো অনেক ভগবান হয়ে গেছে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বলে অনেক ধর্ম বের হচ্ছে, কি জানি কোনটা রাইট। যদি তোমাদের প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম ইত্যাদির উদ্বোধন করে কিন্তু কিছু বোঝেই না। বাস্তবে তো উদ্বোধন হয়েই গেছে। প্রথমে ফাউন্ডেশন হয়, তারপর যখন গৃহ নির্মাণ করে, তখন উদ্বোধন হয়। ফাউন্ডেশন রাখার জন্যও ডাকা হয়। তো এটাও বাবা স্থাপনা করে দিয়েছেন, এছাড়া নূতন দুনিয়ার স্থাপনা তো হয়েই যায়, ওতে কারোর উদ্বোধন করার দরকার হয় না। উদ্বোধন তো স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যাবে। এখানে পড়াশুনা করে আমরা আবার নূতন দুনিয়াতে চলে যাবো। তোমরা মনে করো এখন আমরা স্থাপনা করছি, যার জন্যই পরিশ্রম করতে হবে। বিনাশ হলে তো আবার এই দুনিয়াই পরিবর্তন হয়ে যাবে। তোমরা আবার নূতন দুনিয়াতে রাজত্ব করতে আসবে। সত্যযুগের স্থাপনা বাবা করেন আবার তোমরা এলে তো স্বর্গের রাজধানী প্রাপ্ত হবে। তাহলে ওপেনিং সেরিমনি কে করবে? বাবা তো স্বর্গে আসেন না। জ্ঞানে অগ্রগতির সাথে-সাথে বুঝতে পারবে স্বর্গে কি হয়। পরে কি হয়! অগ্রগতি হলে বোঝা যায়। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো পবিত্রতা ব্যাভীত উইথ অন্যর তো আমরা স্বর্গে যেতে পারবো না। উচ্চ পদও প্রাপ্ত করতে পারব না। সেইজন্য বাবা বলেন, বেশী করে পুরুষার্থ করো। ব্যবসা ইত্যাদি করো, কিন্তু অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে কি করবে ! খেতে তো পারবে

না। তোমাদের পুত্র-পৌত্র ইত্যাদিও থাকে না। সমস্ত মাটিতে মিশে যাবে। সেইজন্য যুক্তির সাথে চলতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে জমাও, (অধিক নয়)। এছাড়া সব ওখানে ট্রান্সফার করে দাও। সবাই তো ট্রান্সফার করতে পারে না। গরীব তাড়াতাড়ি করে ট্রান্সফার করে দেয়। ভক্তি মার্গেও ট্রান্সফার করে দেয় দ্বিতীয় জন্মের জন্য। কিন্তু সেটা হলো ইনডাইরেক্ট। এটা হলো ডায়রেক্ট। পতিত মানুষের তো পতিতের সাথেই লেন-দেন। এখন তো বাবা এসেছেন, তোমাদের তো পতিতের সাথে লেন-দেন নেই। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই সাহায্য করতে হবে। যে নিজে সার্ভিস করে, তার তো সাহায্যের দরকার নেই। এখানে গরীব, বিত্তশালী ইত্যাদি সবাই আসে। এছাড়া কোটিপতির তো আসা মুশকিল। বাবা বলেন আমি হলাম দীনদয়াল। ভারত খুবই গরীব ভূ-খন্ড। বাবা বলেন আমি আসিও ভারতেই, সবচেয়ে বড় তীর্থ হলো আবু, যেখানে বাবা এসে সমগ্র বিশ্বের সন্নতি করেন। এটা হলো নরক। তোমরা জানো নরক থেকে স্বর্গ আবারও কীভাবে হয়। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত নলেজ আছে। বাবা এমন ভাবে যুক্তি দিয়ে বলেন যে সবার কল্যাণ করেন। সত্যযুগে কোনো অকল্যাণের ব্যাপার, কাল্লা, মারধোর ইত্যাদি কিছুই হয় না। *বাবার মহিমা হলো- তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। এখন তোমাদেরও হলো এই মহিমা, যা কিনা হলো বাবার। তোমরাও আনন্দের সাগর হয়ে ওঠো, অনেককে সুখ দাও আবার যখন তোমাদের আত্মা সংস্কার নিয়ে নূতন দুনিয়াতে যাবে তো সেখানে আবার তোমাদের মহিমা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তখন তোমাদের বলা হবে সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী..... এখন তোমরা নরকে বসে আছো, একে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। বাবাকেই বাগানের মালিক, পাটনী বলা হয়। গায়ও, আমাদের নৌকা পার করো। কারণ দুঃখ থাকলে আত্মা ডাকতে থাকে। মহিমা যদিও গায়, কিন্তু কিছুই বোঝে না। যা মনে এল সেটাই বলে দেয়। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবানের নিন্দা করতে থাকে। তোমরা বলবে আমি তো আস্থিক। সকলের সন্নতি দাতা হলেন যে বাবা, ওঁনাকে আমরা জেনে গেছি। বাবা স্বয়ং নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তোমরা ভক্তি করো না বলে কতো বিরক্ত করে। তারা হলো মেজরিটি(সংখ্যায় বেশি), তোমাদের হলো মাইনরিটি (অল্প সংখ্যক)। যখন তোমাদের মেজরিটি হয়ে যাবে, তখন তারাও আকৃষ্ট হবে। বুদ্ধির তালা খুলে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

*১) * নিজের উন্নতিরই চিন্তা করতে হবে। অন্য কোনো কথায় যেতে নেই। পঠন-পাঠন আর স্মরণের উপর সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। বুদ্ধিকে অস্থির করো না।

*২) * এখন বাবা ডায়রেক্ট এসেছেন, সেইজন্য নিজের সব কিছু যুক্তির সাথে ট্রান্সফার করে দিতে হবে। পতিত আত্মাদের সাথে লেনদেন করতে নেই। উইথ অনার স্বর্গে যাওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

বরদান:- যোগ দ্বারা উঁচু স্থিতিকে অনুভবকারী ডবল লাইট ফরিস্তা ভব*
তোমরা রাজযোগী বাচ্চারা যোগে উঁচু স্থিতির অনুভব করো, হঠযোগী আবার শরীরকে উঁচুতে ওঠায়। তোমরা যেখানেই থাকো উঁচু স্থিতিতে থাকো। সেইজন্য বলে যোগী উঁচুতে থাকে। তোমাদের মনের স্থিতির স্থান হলো উচ্চ, কারণ ডবল লাইট হয়ে গেছে। তাই তো বলা হয় ফরিস্তার পা ধরিত্রীর উপরে থাকে না। ফরিস্তা অর্থাৎ যার বুদ্ধি রূপী পা ধরিত্রীর উপরে থাকে না, দেহ-ভানে থাকে না।

শ্লোগান:- এখন আশীর্বাদের খাতাকে সম্পন্ন করে নাও, তবে তোমার চিত্র দ্বারা সকলের অনেক জন্মের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে থাকবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে বাবার সমান ঈশ্বরীয় সেবাধারী হতে হবে, সঙ্গমযুগে বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করার জন্যই আসেন"

প্রশ্ন :- এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগটাই হলো সব থেকে সুন্দর এবং কল্যাণময় - কীভাবে ?

উত্তর :- এই সময়েই তোমরা বাচ্চারা, অর্থাৎ স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই উত্তম হও। কলিযুগের অন্তিম এবং সত্যযুগের আদিকালের মধ্যবর্তী সময়েই এই সঙ্গমযুগ হয়। এই সময়েই বাবা তোমাদের মতো বাচ্চাদের জন্য ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলেন, যেখানে তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও। এইরকম বিশ্ববিদ্যালয় গোটা কল্পে আর কখনো থাকবে না। এই সময়েই সকলের সদগতি হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি। আত্মিক পিতা বসে থেকে তাঁর আত্মিক সন্তানদেরকে বোঝাচ্ছেন। এখানে বসে থেকেই তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। কারণ তিনি হলেন পতিত-পাবন। তোমাদের লক্ষ্যই হলো তাঁকে স্মরণ করে পবিত্র সতোপ্রধান হওয়া। তবে কেবল সতো অবস্থায় পৌঁছানো আমাদের লক্ষ্য নয়। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সুইট হোমকেও স্মরণ করতে হবে, কারণ আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে। তারপর সম্পত্তিও প্রাপ্ত করতে হবে। তাই স্বর্গধামকেও স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন বাবার বাচ্চা হয়েছি। বরাবরের মতো এবারও আমরা বাবার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে পুরুষার্থের ক্রম-অনুসারে স্বর্গে যাব। অন্যান্য সকল জীবাত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। ঘরে তো অবশ্যই যেতে হবে। বাচ্চারা এটাও জেনেছে যে এখন এটা হলো রাবণ রাজ্য। তাই এর সাথে তুলনা করে সত্যযুগের নাম দেওয়া হয়েছে রাম-রাজ্য। ধীরে ধীরে দুই কলা কম হয়ে যায়। ওদেরকে সূর্যবংশী এবং তারপরে এদেরকে চন্দ্রবংশী বলা হয়। খ্রিস্টানদের যেমন একটাই রাজবংশ হয়, সেইরকম এরাও একটাই রাজবংশ। কিন্তু ওদের মধ্যে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রয়েছে। দুনিয়ার কোনো শাস্ত্রে এইসব কথা লেখা নেই। বাবা স্বয়ং বসে থেকে এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। এটাকেই জ্ঞান বা নলেজ বলা হয়। একবার স্বর্গ স্থাপন হয়ে গেলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না। পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই বাচ্চাদেরকে এই নলেজ শেখানো হয়। তোমাদের সেন্টারে অথবা মিউজিয়ামে অবশ্যই বড় বড় হরফে লিখে রাখা উচিত যে - বোনেরা এবং ভাইয়েরা, এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যেটা কেবল একবার আসে। যদি কেউ পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের অর্থ বুঝতে না পারে তবে লিখে দিতে হবে যে কলিযুগের অন্তিম এবং সত্যযুগের আদিকালের মধ্যবর্তী সময়কেই সঙ্গমযুগ বলা হয়। এই সঙ্গমযুগ হলো সবথেকে সুন্দর এবং কল্যাণময়। বাবা বলছেন, আমিও এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আসি। তিনি এসে সঙ্গমযুগের অর্থ বুঝিয়েছেন। বেশ্যালয়ের সমাপ্তি এবং শিবালয়ের শুভারম্ভের মধ্যবর্তী সময়কেই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ বলা হয়। এখানে সবাই বিকারগ্রস্ত। কিন্তু ওখানে সবাই নির্বিকারী হবে। নিশ্চয়ই নির্বিকারীকেই উত্তম বলা যাবে। এই সময় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উত্তম হয়ে যায়। তাই পুরুষোত্তম বলা হয়। বাবা এবং তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই এটা জানে না যে এই সময়টাকে সঙ্গমযুগ বলা হয়। এটা কারোর মাথাতেই আসে না যে কখন পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ হয়। এখন বাবার আগমন হয়েছে। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। এটা কেবল তাঁরই মহিমা। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। জ্ঞানের দ্বারা তিনি সদগতি করেন। তোমরা কখনোই বলবে না যে ভক্তির দ্বারা সদগতি হয়। জ্ঞানের দ্বারা-ই সদগতি হয় এবং সত্যযুগেই সদগতি হয়। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই কলিযুগের অন্তিম এবং সত্যযুগের

আদিকালের সঙ্গমে আসবেন। বাবা কত স্পষ্টভাবে বোঝাচ্ছেন। অনেক নুতন বাচ্চা আসে। যেভাবে আগের কল্পে এসেছিল, সেইভাবে আসতে থাকে। এইভাবেই রাজধানী স্থাপিত হবে। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছো যে আমরাই হলাম সত্যিকারের ঈশ্বরীয় সহযোগী। তিনি নিশ্চয়ই একজনকে পড়াবেন না। প্রথমে একজন শিক্ষালাভ করে, তারপর এনার দ্বারা তোমরাও পড়ো এবং অন্যদেরকেও পড়াও। তাই এত বড় বিশ্ব বিদ্যালয় খুলতে হয়েছে। সমগ্র দুনিয়াতে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের কথা দুনিয়ার কেউই জানে না। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে গীতা জ্ঞান দাতা শিববাবা এসে এই বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নুতন দুনিয়ার মালিক অর্থাৎ দেবী-দেবতাদেরকে তৈরি করেন। এখন যেসকল আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাদেরকেই এখন সতোপ্রধান হতে হবে। এখন তো সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। হয়তো কোনো কুমার, কুমারী কিংবা সন্ন্যাসী পবিত্র থাকে, কিন্তু সেইরকম পবিত্রতা এখন আর নেই। কোনো আত্মা যখন প্রথম এখানে আসে, তখন সে পবিত্র থাকে। তারপর অপবিত্র হয়ে যায়। কারণ তোমরা জানো সবাইকেই সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো এবং তমো অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অন্তিমে সবাই তমোপ্রধান হয়ে যায়। এখন স্বয়ং বাবা সন্মুখে বসে থেকে বোঝাচ্ছেন যে এই বৃক্ষ এখন অতি বৃদ্ধাস্থায় এসে পৌঁছেছে। খুব পুরাতন হয়ে গেছে। তাই এখন এর বিনাশ হওয়া প্রয়োজন।

এটা বিভিন্ন ধর্মের বৃক্ষ। তাই বলা হয় বিরাট লীলা। কত বড় অসীম জগতের বৃক্ষ। ওই বৃক্ষ তো জড় বৃক্ষ, বীজ পুঁতলে গাছ বের হয়। এটা হল বিভিন্ন ধর্মের অদ্ভুত চিত্র। আসলে তো সকলেই মানুষ, কিন্তু ওদের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য। তাই একে বিরাট লীলা বলা হয়। কিভাবে ক্রম অনুসারে সকল ধর্মের উৎপত্তি হয়, সেটাও তোমরা জেনেছ। সবাইকে এখন যেতে হবে, তারপর আবার আসতে হবে। এটা একটা পূর্ব-নির্মিত নাটক। এই নাটক আসলে নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ। সেই নিয়ম অনুসারে এত ছোট আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কত ভূমিকা ভরা থাকে। পরম আত্মাকে এক সঙ্গে পরমাত্মা বলা হয়। তোমরা ওঁনাকে বাবা বলো। কারণ তিনি হলেন সকল আত্মার পরম পিতা। বাচ্চারা জানে যে আত্মাই বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। দুনিয়ার মানুষ এইসব বিষয় জানে না। ওরা তো বলে দেয় যে আত্মার ওপরে কোনো প্রলেপ পড়ে না। বাস্তবে এটা একেবারেই ভুল ধারণা। বড় বড় হরফে লিখে দিতে হবে যে আত্মা কখনোই নির্লেপ (আত্মাতে কোনো দাগ লাগে না এ'কথা ঠিক নয়) নয়। আত্মাই ভাল কিংবা খারাপ যে'রকম কর্ম করে, সেই অনুসারে সে ফল ভোগ করে। খারাপ সংস্কারের কারণে যখন পতিত হয়ে যায়, তখন দেবতাদের সামনে গিয়ে ওদের গুণগান করে। এখন তোমরা ৮৪ জন্ম সম্বন্ধে জেনে গেছ। দুনিয়ার কোনো মানুষ এটা জানে না। তোমরা যখন ওদেরকে যুক্তি সহকারে ৮৪ জন্মের কথা শোনাও, তখন ওরা প্রশ্ন করে যে শাস্ত্রে কি সব মিথ্যা লেখা আছে ? কারণ ওরা শুনেছে যে মনুষ্য আত্মা ৮৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করে। বাবা এখন বসে থেকে এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। বাস্তবে গীতা-ই হলো সকল শাস্ত্রের শিরোমণি। বাবা আমাদেরকে ৫ হাজার বছর আগে যে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, সেটাই এখন পুনরায় শেখাচ্ছেন।

তোমরা জানো যে আমরা পবিত্র ছিলাম, পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল। এখন এটাকে আর ধর্ম বলা যাবে না। সকলে অধার্মিক বা বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন এই খেলাটা বুঝতে পেরেছ। এটা একটা সীমাহীন নাটক যেটা প্রত্যেক ৫ হাজার বছর অন্তর পুনরাবৃত্ত হয়। লক্ষ লক্ষ বছরের বিষয় হলে তো কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না। এটা তো যেন গতকালের কথা। তোমরা গতকাল শিবালয়ে ছিলে, এখন বেশ্যালয়ে রয়েছ, আবার আগামীকাল শিবালয়ে থাকবে। সত্যযুগকে শিবালয়

বলা হয়। ত্রেতাযুগকে সেমি বলা হয়। এতগুলো বছর তোমরা ওখানে থাকবে। পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে। এটা হলো রাবণ রাজ্য। অর্ধেক কল্প তোমরা পতিত হয়ে ছিলে, এখন বাবা বলছেন- ঘর গৃহস্থে থেকেও কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হও। কুমার এবং কুমারীরা তো পবিত্রই আছে। সেক্ষেত্রে ওদেরকে বোঝাতে হবে যে এইরকম (অপবিত্র) গৃহস্থ ধর্ম পালন করে কি লাভ যার জন্য পুনরায় পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। ভগবানুবাচ হল - পবিত্র হও। অসীম জগতের পিতার উপদেশ তো পালন করা উচিত। তোমরা তো ঘর গৃহস্থে থেকেও কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকতে পারো। তাহলে তোমাদের সন্তানদের মধ্যে পতিত হওয়ার অভ্যাস কেন তৈরি করো ? স্বয়ং বাবা এখন ২১ জন্মের জন্য পতিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করছেন। এক্ষেত্রে (পবিত্র হওয়ার জন্য) সামাজিক লজ্জা কিংবা কুল মর্যাদাও ত্যাগ করতে হয়। এটা তো অসীম জগতের বিষয়। সকল ধর্মেই অনেকেই কুমার (ব্যাচেলার) হয়ে জীবন যাপন করে। কিন্তু এই রাবণের রাজ্যে সুরক্ষিত ভাবে কুমার অবস্থায় জীবন যাপন করা খুবই মুশকিল। বিদেশেও অনেক মানুষ এইরকম অবিবাহিত থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে জীবনে একজন সাথী প্রয়োজন হলে বিয়ে করে নেয়। ওরা কোনো খারাপ দৃষ্টি রেখে বিয়ে করে না। দুনিয়াতে এইরকম অনেক মানুষ রয়েছে। যাকে বিয়ে করে, সে তার সম্পূর্ণ দেখাশোনা করে এবং মৃত্যুর সময়ে তাকে কিছু সম্পত্তি দিয়ে যায়। কিছু সম্পত্তি দান করে দেয়। মৃত্যুর আগে ট্রাস্ট কমিটি গঠন করে যায়। বিদেশে এইরকম অনেক বড় বড় ট্রাস্ট রয়েছে যারা এদেশেও সেবা করে। কিন্তু এদেশে এইরকম কোনো ট্রাস্ট নেই যারা বিদেশেও সেবা করে। এখানে তো গরিব মানুষরা রয়েছে। ওরা কিভাবে সাহায্য করবে ? বিদেশে মানুষের কাছে অনেক অর্থ রয়েছে। ভারত তো গরিব দেশ। ভারতবাসীর অবস্থা খুবই করুণ। ভারত কতই না সম্পত্তিবান ছিল। গতকালের কথা। মানুষ নিজেই বলে যে ৩ হাজার বছর আগে স্বর্গ ছিল। বাবা-ই স্বর্গ স্থাপন করেন। তোমরা জানো যে তিনি ওপর থেকে নিচে এসে পতিতদেরকে পবিত্র বানান। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সকলের সদগতি দাতা। অর্থাৎ তিনিই সবাইকে পবিত্র বানান। তোমরা বাচ্চারা জানো যে সকলেই আমার মহিমা করে। তোমাদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য আমি এই পতিত দুনিয়াতেই আসি। তোমরা পবিত্র হয়ে গেলে প্রথমে পবিত্র দুনিয়াতেই আসবে। প্রথমে অনেক সুখ ভোগ করো, তারপরে রাবণ রাজ্যে অধঃপতন হয়। হয়তো মহিমা করে বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর এবং পতিত-পাবন। কিন্তু তিনি কখন পবিত্র বানানোর জন্য আসবেন সেটা তো কেউই জানে না। বাবা বলছেন, তোমরা তো আমার মহিমা করো, তাই না ? এখন আমি স্বয়ং এসে তোমাদেরকে আমার পরিচয় দিচ্ছি। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আমি আসি। কীভাবে আমি আসি - সেটাও বোঝাচ্ছি। ছবিও রয়েছে। সূক্ষ্মবতনে তো ব্রহ্মা থাকে না। ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণ উভয়েই এখানেই রয়েছে। ব্রহ্মাকেই গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। পরবর্তীকালে তার বংশ তৈরি হয়। মানুষ সৃষ্টির বৃক্ষ তো ব্রহ্মা থেকেই শুরু হয়। যেহেতু তিনি প্রজাপিতা, সুতরাং তাঁর নিশ্চয়ই প্রজাও থাকবে। বিকারের দ্বারা তো জন্ম হতে পারে না। নিশ্চয়ই দত্তক নেওয়া সন্তান। যেহেতু তিনি গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই দত্তক নেবেন। তোমরা সকলে দত্তক নেওয়া সন্তান। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, এরপর তোমরা দেবতা হবে। শুদ্ধ থেকে ব্রাহ্মণ, তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা - এটা হলো ডিগবাজির খেলা। বিরাট রূপের চিত্রও রয়েছে। ওখান থেকে তো সবাইকেই এখানে অবশ্যই আসতে হবে। যখন সকলে চলে আসে, তখন রচয়িতাকেও আসতে হয়। তিনি হলেন রচয়িতা এবং নির্দেশক। তিনি অভিনয়ও করেন। বাবা বলছেন - হে আত্মারা, তোমরা এখন আমাকে জেনেছ। তোমরা আত্মারা সবাই আমার সন্তান। তোমরা প্রথমে সত্যযুগে শরীর ধারণ করে অনেক সুখের ভূমিকায় অভিনয়

করেছিলে। এরপর ৮৪ জন্ম নিয়ে তোমরা অনেক দুঃখী হয়ে গেছ। যেকোনো নাটকের রচয়িতা, পরিচালক এবং প্রযোজক থাকে। এটা হলো অসীম জগতের নাটক। এই অসীম জগতের নাটকটাকে কেউই জানে না। ভক্তিমার্গে এমন সব কথা লিখে দিয়েছে যেগুলো মানুষের বুদ্ধিতে ভালোভাবে বসে গেছে।

বাবা এখন বলছেন – মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এগুলো সব ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। ভক্তিমার্গের অনেক সামগ্রী রয়েছে। যেভাবে ছোট একটা বীজ থেকে কত বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরকম ভক্তিরও অনেক বিস্তার। জ্ঞান হলো বীজ। এতে কোনো সামগ্রীর প্রয়োজন নেই। বাবা তো কেবল বলছেন – নিজেকে আল্লা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। এছাড়া আর কোনো ব্রত পালন করতে হবে না। এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। তোমাদের সদগতি হয়ে গেলে এগুলোর আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না। তোমরাই একসময়ে অনেক ভক্তি করেছ। এখন তোমাদেরকে তার ফল দেওয়ার জন্য এসেছি। দেবতারা তো শিবালয়ে ছিল। তাই তো মন্দিরে গিয়ে ওদের গুণগান করে। বাবা বলছেন – মিষ্টি বাচ্চারা, আমি ৫ হাজার বছর আগেও তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলাম যে নিজেকে আল্লা অনুভব করো। সকল শারীরিক সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে আমাকে অর্থাৎ কেবল বাবাকে স্মরণ করলে সেই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের সকল পাপ নাশ হয়ে যাবে। এখন বাবা যা কিছু বোঝাচ্ছেন, সেগুলো তিনি প্রত্যেক কল্পেই বোঝান। গীতাতেও কিছু ভালো কথা রয়েছে। "মন্ননাভব" অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। শিববাবা বলছেন, আমি এখন এখানে এসেছি। আমি কার শরীরে প্রবেশ করি, সেটাও বলছি। ব্রহ্মার দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। চিত্রতেও দেখানো হয় কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। তোমরাই এখন বুঝেছ যে শিববাবা কিভাবে ব্রহ্মার দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সারকথা শোনান। ৮৪ জন্মের এই নাটকের রহস্যও তোমাদেরকে বোঝানো হয়। এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি আসি। ইনিই এরপর এক নম্বর রাজকুমার হয়ে যান এবং তারপর আবার ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা ওঁনার আল্লা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্যসার :-

১) এই রাবণ রাজ্যে থেকেও পতিত সামাজিক লজ্জা এবং কুল মর্যাদাকে ত্যাগ করে অসীম জগতের পিতার কথা মনে চলতে হবে। ঘর গৃহস্থে কমল ফুলের মতো থাকতে হবে।

২) এই অদ্ভুত বিরাট লীলাকে সঠিকভাবে জানতে হবে। এতে যে আল্লারা অভিনয় করছে, তারা কেউই নির্লেপ নয়। ভালো কিংবা খারাপ কর্ম করে এবং তার ফলও ভোগ করে। এই রহস্যটা ভালো করে বুঝে শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে।

বরদান :- আধ্যাত্মিক (রুহানি) অথরিটির সাথে নিরহংকারী হয়ে সত্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখিয়ে সত্যিকারের সেবান্বিত ভব

কোনো বৃক্ষ যখন ফলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন সেই বৃক্ষ ঝুঁকে যায় অর্থাৎ নির্মাণ হওয়ার সেবা করে। সেইরকম যেসব বাচ্চার এইরকম রুহানি অথরিটি রয়েছে, তারা বিশাল অথরিটির সাথে সাথে নির্মাণ এবং সকলের স্নেহের পাত্র হবে। যাদের সাময়িক সময়ের অথরিটি থাকে ওরা অহংকারী হয়

কিন্তু যাদের সত্যতার অথরিটি থাকে তারা অথরিটির সাথে নিরহংকারীও হয় – এটাই হল সত্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ। যে সত্যিকারের সেবাধারী, তার বৃত্তিতে যতটা অথরিটি থাকবে, বাণীতেও ততটাই স্নেহ এবং নম্রতা থাকবে।

স্লোগান :- ত্যাগ বিনা ভাগ্য লাভ হয় না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা কল্প-কল্প এসে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের নিজের পরিচয় দেন, তোমাদেরও সবাইকে বাবার যথার্থ পরিচয় দিতে হবে

প্রশ্ন:- বাচ্চাদের কোন্ প্রশ্নটি শুনে বাবা আশ্চর্য হয়ে যান ?

উত্তর :- বাচ্চারা বলে - বাবা আপনার পরিচয় দেওয়া খুব মুশকিল। আমরা আপনার পরিচয় দেব কিভাবে ? এই প্রশ্ন শুনে বাবার আশ্চর্য অনুভব হয়। যখন বাবা তোমাদের নিজের পরিচয় দিয়েছেন তখন তোমরাও অন্যদের দিতে পারো, এতে মুশকিল কোনও কথাই নেই। এ তো খুব সহজ। আমরা সবাই আত্মারা নিরাকার তাই আত্মাদের পিতাও হবেন নিরাকারই ।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চারা বোঝে যে আমরা অসীমের পিতার কাছে বসে আছি। এই কথাও জানে অসীমের পিতা এই রথেই আসেন। যখন বাপদাদা বলা হয়, এই কথা তো জানা আছে যে শিববাবা আছেন এবং এই রথেই বসে আছেন। নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। বাচ্চারা জানে তিনি হলেন বাবা, বাবা মত দেন যে রুহানী পিতাকে স্মরণ করো তো পাপ ভস্ম হয়ে যাবে, যাকে যোগ অগ্নি বলা হয়। এখন তোমরা বাবাকে তো জেনে গেছ। তাহলে কখনও এমন বলবে নাকি যে বাবার পরিচয় কিভাবে দেব । তোমরা যদি অসীমের পিতার পরিচয় জানো তাহলে অবশ্যই দিতে পারবে। পরিচয় দেবে কিভাবে, এই প্রশ্ন উঠতে পারে না। যেমন তোমরা বাবাকে জেনেছ, তেমনই তোমরা বলতে পারো যে আমরা আত্মা আমাদের পিতা হলেন একজন-ই, এতে কনফিউজড হবে কেন ! কেউ কেউ বলে বাবা আপনার পরিচয় দেওয়া খুব মুশকিল কাজ। আরে, বাবার পরিচয় দেওয়া - এতে মুশকিল কোনও কথাই নেই। জন্তুরাও ইস্তিতে বুঝে নেয় আমি অমূকের সন্তান। তোমরাও জানো যে আমরা আত্মা, তিনি আমাদের পিতা। আমরা আত্মারা এখন এই শরীরে প্রবিষ্ট আছি। যেমন বাবা বুঝিয়েছেন আত্মা হল অকাল মূর্তি । এমন নয় আত্মার কোনো রূপ নেই। বাচ্চারা চিনেছে - খুব সিম্পল এই কথা। আত্মাদের একজনই নিরাকার পিতা আছেন। আমরা সব আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। এক পিতার সন্তান। বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই কথাও জানে এমন কোনও বাচ্চা দুনিয়ায় নেই যে পিতা ও তাঁর রচনার কথা জানে না বাবার কাছে কি সম্পত্তি আছে, তারা সব জানে। এইটি হলই আত্মা ও পরমাত্মার মেলা। এই হল কল্যাণকারী মেলা। বাবা হলেন কল্যাণকারী। অনেক কল্যাণ করেন। বাবার পরিচয় পেয়ে তোমরা বুঝতে পারো - অসীমের পিতার কাছে আমরা অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। তারা সন্ন্যাসী গুরু, তাদের শিষ্যদের গুরুর উত্তরাধিকার নিয়ে কিছুই জ্ঞান থাকে না। গুরুর কাছে কি সম্পত্তি আছে, এই কথা শিষ্যরা জানে না। তোমাদের বুদ্ধিতে তো আছে - তিনি হলেন শিববাবা, সম্পত্তিও বাবার কাছে থাকে। বাচ্চারা জানে অসীমের পিতার কাছে সম্পত্তি আছে - বিশ্বের বাদশাহী স্বর্গ। বাচ্চারা, এই কথা তোমরা ছাড়া আর কারো বুদ্ধিতে নেই। লৌকিক পিতার কাছে কি সম্পত্তি আছে, সেসব তার সন্তানরা-ই জানে। এখন তোমরা বলবে আমরা জীবিত অবস্থায় পারলৌকিক পিতার আপন হয়েছি। তাঁর কাছে কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, সেসবও জানো। আমরা প্রথমে শূদ্র কুলে ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ কুলে এসেছি। এই নলেজ আছে যে বাবা এই ব্রহ্মা দেহে আসেন, তাঁকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়। তিনি (শিব) তো হলেন সব আত্মাদের পিতা। এনাকে (প্রজাপিতা ব্রহ্মা কে) গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। এখন আমরা এনার সন্তান হয়েছি। শিববাবার জন্য তো বলা হয়

তিনি সর্বদা হাজির রয়েছেন। তিনি হলেন সর্ব জ্ঞানী। এই কথাও তোমরা বুঝেছ যে তিনি কিভাবে রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ প্রদান করেন। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা, তাঁর উদ্দেশ্যে নাম-রূপ বিহীন বলা তো মিথ্যা। তাঁর নাম-রূপও মনে আছে। রাত্রিও পালন করা হয়, জয়ন্তী তো মানুষের হয়। শিববার রাত্রি বলা হয়। বাচ্চারা বোঝে রাত্রি কাকে বলে। রাতে ঘোর অন্ধকার থাকে। অস্ত্রানের অন্ধকার, তাই না। জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছেন ফলে অস্ত্রান অন্ধকার বিনাশ হয়েছে -এখনও গান গাওয়া হয় কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। সূর্য কে, কবে প্রকট হয়েছে, কিছুই বোঝে না। বাবা বোঝান জ্ঞান সূর্য কে জ্ঞান সাগরও বলা হয়। অসীমের পিতা হলেন জ্ঞানের সাগর। সন্ন্যাসী, গুরু, গোঁসাই ইত্যাদি নিজেদের শাস্ত্রের অর্থরিটি ভাবে, সেই সব হল ভক্তি। অনেক বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে বিদ্বান হয়। অতএব বাবা বসে আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝান, একেই বলা হয় আত্মা ও পরমাত্মার মেলা। তোমরা বুঝতে পারো বাবা এই রথে উপস্থিত আছেন। এই মিলনকেই মেলা বলা হয়। যখন আমরা ঘরে ফিরে যাই সেও হল মেলা। এখানে বাবা স্বয়ং বসে পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন পিতাও, টিচারও। এই একটি পয়েন্ট ভালো রীতি ধারণ করো, ভুলে যেও না। এবার বাবা তো হলেন নিরাকার, তাঁর নিজস্ব শরীর নেই তাই শরীর লোনে নিতে হয়। তাই নিজেই বলেন আমি প্রকৃতির আধার নিই। তা নাহলে কথা বলব কিভাবে ? শরীর ব্যতীত তো কথা বলা যাবে না। অতএব বাবা এই শরীরে প্রবেশ করে আসেন, এনার নাম রাখা হয় ব্রহ্মা। আমরাও শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হয়েছি তো নাম পরিবর্তন হওয়া উচিত। নাম তো তোমাদের রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও দেখো এখন অনেকেই নেই তাই ব্রাহ্মণদের মালা থাকে না। ভক্ত মালা ও রুদ্র মালার গায়ন আছে। ব্রাহ্মণদের মালা থাকে না। বিষ্ণুর মালা তো আছেই। প্রথম নম্বরে মালার দানা কে ? বলা হবে যুগল তাই সূক্ষ্ম বতনে যুগল দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুর রূপও চার ভূজাধারী দেখানো হয়। দুটি ভূজ লক্ষ্মীর, দুটি ভূজ নারায়ণের।

বাবা বোঝান আমি ধোপাও। আমি যোগ বলের দ্বারা আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদের শুদ্ধ করি তবুও তোমরা বিকার গ্রস্ত হয়ে নিজের শৃঙ্গার নষ্ট কর। বাবা আসেন সবাইকে শুদ্ধ করতে। এসে আত্মাদের শেখান। সূতরাং শেখানোর জন্য অবশ্যই এখানে থাকা উচিত, তাইনা। আহ্বানও করা হয় এসে পবিত্র করো। কাপড় ময়লা হলে তাকে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। তোমরাও ডেকে বল - হে পতিত-পাবন বাবা, এসে পবিত্র করো। আত্মা পবিত্র হলে তো পবিত্র শরীর প্রাপ্ত হবে। অতএব সর্বপ্রথম মূল কথা হল বাবার পরিচয় দেওয়া। বাবার পরিচয় কিভাবে দেবে, এই প্রশ্ন তো জিজ্ঞাসা করতে পারো না। তোমাদেরও বাবা পরিচয় দিয়েছেন তবেই তো তোমরা এসেছ, তাইনা। বাবার কাছে এসেছ, বাবা আছেন কোথায় ? এই রথে। এইটি হল অকাল তখত। তোমরা আত্মারাও হলে অকাল মূর্তি। এ হল তোমাদের তখত, যার উপরে তোমরা আত্মারা বিরাজমান আছো। ওই অকাল তখত (অমৃতসরের) তো ডড়, তাইনা। তোমরা জানো আমি অকাল মূর্তি অর্থাৎ নিরাকার, যার কোনও সাকার রূপ নেই। আমি আত্মা অবিনাশী, কখনও বিনাশ হতে পারে না। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করি। আমি আত্মা, আমার অবিনাশী পার্ট নির্দিষ্ট আছে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমাদের এমন পার্ট শুরু হয়েছিল। ওয়ান - ওয়ান সম্বৎ থেকে আমরা এখানে পার্ট প্লে করতে ঘর অর্থাৎ পরম ধাম থেকে আসি। এটা হল-ই ৫ হাজার বছরের চক্র। তারা তো লক্ষ বছর বলে দেয়, তাই অল্প বছরের সময়কাল চিন্তা করে না। অতএব বাচ্চারা এমন কখনও বলতে পারবে না যে আমরা বাবার পরিচয় কাউকে কিভাবে দেব। এমন-এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে আশ্চর্য অনুভব হয়। আরে, তোমরা বাবার আপন হয়েছ, তাহলে বাবার পরিচয় দিতে পারবে না

কেন ! আমরা সবাই হলাম আল্লা, তিনি হলেন আমাদের পিতা। সর্বজনের সদগতি করেন। সদগতি কবে করবেন এই কথাও তোমরা এখন জেনেছ। কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগে এসে সকলের সদগতি করবেন। তারা তো ভাবে - এখনও ৪০ হাজার বছর বাকি আছে এবং আগেই বলে দেয় নাম-রূপ বিহীন। এবারে নাম-রূপ বিহীন কোনও কিছু হয় না। পাথর কাঁকরেরও নাম থাকে, তাইনা। তাই বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এসেছ অসীমের পিতার কাছে। বাবাও জানেন, অসংখ্য বাচ্চা আছে। বাচ্চাদের এখন সসীম আর অসীমেরও ওপারে যেতে হবে। বাবা সব বাচ্চাদের দেখেন, জানেন এদের সবাইকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। সত্যযুগে তো সংখ্যা খুব কম হবে। কতখানি ক্রিয়ার তাই চিত্র দিয়ে বোঝানো হয়। নলেজ তো খুবই সরল। যদিও স্মরণের যাত্রায় সময় লাগে। এমন পিতাকে কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তো পবিত্র হয়ে যাবে। আমি আসি পতিত থেকে পবিত্র করতে। তোমরা অকালমূর্তি আল্লারা সবাই নিজের নিজের তখতে (ব্রহ্মকুটি রূপী সিংহাসনে) বিরাজমান আছো। বাবাও এই তখত বা দেহের লোন নিয়েছেন। এই ভাগ্যশালী রথে বাবা প্রবিষ্ট হন। কেউ বলে পরমাত্মার নাম-রূপ নেই। এ তো সম্ভব নয়। তাঁকে আহ্বান করা হয়, তাঁর মহিমা বর্ণনা করা হয়, তো অবশ্যই কোনো স্বরূপ আছে, তাইনা। তমোপ্রধান হয়ে যাওয়ার জন্য কিছুই বোঝে না। বাবা বোঝান - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এত গুলি ৮৪ লক্ষ যোনি তো হয় না। আছেই ৮৪-টি জন্ম। পুনর্জন্ম তো সবার হবে। এমন তো নয় ব্রহ্মে বিলীন হবে বা মোক্ষ প্রাপ্ত করবে। এ হল পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। একটুও কম বেশি হতে পারে না। এই অনাদি অবিনাশী ড্রামা থেকেই আবার ছোট ছোট ড্রামা বা নাটক তৈরি করে। সেসব হল বিনাশী। এখন তোমরা বাচ্চারা অসীমের জগতে দাঁড়িয়ে আছো। তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান অর্জন করেছ যে - আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। এখন বাবা বলেছেন, এর আগে কেউ জানত না। ঋষি-মুনিরাও বলতেন - আমরা জানি না। বাবা আসেনই সঙ্গমযুগে, এই পুরানো দুনিয়াটি পরিবর্তন করতে। ব্রহ্মা দ্বারা পুনরায় নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন। তারা তো লক্ষ বছর বলে দেয়। লক্ষ বছর হলে তো পূর্বের কোনও কথাই মনে আসবে না। মহাপ্রলয় কখনোই হয় না। বাবা রাজযোগ শেখান, ফলে তোমরা রাজস্ব প্রাপ্ত কর। এতে সংশয়ের কোনো জায়গা নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো প্রথম নম্বরে সবচেয়ে প্রিয় হলেন শিব বাবা তারপরে নেক্সট প্রিয় হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা জানো শ্রীকৃষ্ণ হলেন প্রথম প্রিন্স, নম্বর ওয়ান। তিনিই পরে ৮৪ জন্ম নেন। তাঁরই অস্তিত্ব জন্মে আমি প্রবেশ করি। এখন তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা, নদী কখনও পবিত্র করতে পারে না। এইসব নদী সত্যযুগেও থাকে। সেখানে তো জল খুবই শুদ্ধ থাকে। আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই থাকে না। এখানে তো কত ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকে। বাবার দেখেছেন, সেই সময় তো জ্ঞান ছিল না। এখন আশ্চর্য অনুভব করেন জল কিভাবে পবিত্র করতে পারে।

অতএব বাবা বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, কখনও কনফিউজড হ'য়ো না যে বাবাকে কিভাবে স্মরণ করি। আরে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পারো না ! তারা হল গর্ভের সন্তান, তোমরা হলে মুখ বংশাবলী সন্তান। দওক সন্তানদের যখন পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তারা কি পিতাকে কখনও ভুলতে পারে ? অসীমের পিতার কাছে অসীমের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় তো তাঁকে ভুলে যাওয়া কি উচিত । লৌকিক বাচ্চারা পিতাকে ভুলে যায় কি ? কিন্তু এখানে মায়ার অপজিশন (বিরোধিতা) আছে। মায়ার যুদ্ধ চলে, সম্পূর্ণ দুনিয়া হল কর্মক্ষেত্র। আল্লা এই শরীরে প্রবেশ করে এখানে কর্ম করে। বাবা কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের রহস্য বুঝিয়ে দেন। এখানে রাবণের রাজ্যে কর্ম বিকর্মে পরিণত

হয়। স্বর্গে রাবণ রাজ্যই নেই, তাই কর্ম অকর্ম হয়ে যায়, বিকর্ম হয় না। এই কথা তো খুব সহজ। এখানে রাবণের রাজ্যে কর্ম বিকর্ম হয় তাই বিকর্মের দন্ড ভোগ করতে হয়। এমন বলা হবে না রাবণ হল অনাদি। না, অর্ধকল্প রাবণ রাজ্য হয়, অর্ধকল্প রাম রাজ্য হয়। তোমরা যখন দেবতা ছিলে তখন তোমাদের কর্ম ছিল অকর্ম। এখন এ হল নলেজ। সন্তান যখন হয়েছ তখন পড়া তো করতেই হবে। ব্যস, পড়ার সময় ব্যবসা ইত্যাদির চিন্তন করা উচিত নয়। কিন্তু গৃহস্থে থাকতে হবে, ব্যবসা ইত্যাদিও করতে হবে। বাবা বলেন, পদ্ম ফুলের মতন থাকো। তবেই এমন দেবতা রূপে পরিণত হবে, তাইনা। সেইসব চিহ্ন বিষ্ণুকে দেওয়া হয়েছে, কারণ তোমাদের দিলে শোভা পাবে না। বিষ্ণুকে শোভা পায়। সেই বিষ্ণুর দুইটি রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। সেটা হল অহিংস পরম দেবী-দেবতা ধর্ম। না সেখানে কোনও বিকারের কাম কাটারী থাকে, না থাকে কোনও লড়াই ঝগড়া। তোমরা ডবল অহিংসক হয়ে যাও। সত্যযুগের মালিক ছিলে তোমরা। নামই ছিল স্বর্ণ যুগ (গোল্ডেন এজ)। কাঞ্চন দুনিয়া। আত্মা ও শরীর (কায়া) দুই-ই হয় কাঞ্চন। কাঞ্চন কায়া কে বানায় ? বাবা। এখন তো হল লৌহ যুগ অর্থাৎ আয়রন এজ, তাইনা। এখন তোমরা বল সত্যযুগ পার হয়েছে। গতকাল সত্যযুগ ছিল, তাইনা। তোমরা রাজত্ব করে য়ছিলে। এখন তোমরা নলেজফুল হয়ে যাচ্ছ। সবাই তো একরকম হবে না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমি আত্মা অকাল সিংহাসনে (তক্ষতে) বিরাজিত, এই স্মৃতিতে থাকতে হবে, সসীম ও অসীমের ওপারে যেতে হবে, তাই সসীম জগতে বুদ্ধি লাগাবে না।

২) অসীমের পিতার কাছে অসীম জগতের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, এই নেশায় থাকতে হবে। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি জেনে বিকর্ম থেকে মুক্ত থাকতে হবে। পড়াশোনার সময় ব্যবসা ইত্যাদি থেকে বুদ্ধি যকে ক্রী রাখতে হবে।

বরদান :- সেবায় স্নেহ ও সত্যতার অথরিটির ব্যালাপ্স দ্বারা সফলতামূর্ত ভব

ব্যাখ্যা: যেমন এই মিথ্যা খন্ডে ব্রহ্মা বাবাকে সত্যতার অথরিটির প্রত্যক্ষ স্বরূপে দেখেছ। ব্রহ্মা বাবার অথরিটির বোল কখনো অহংকারের অনুভূতি করাবে না। অথরিটির বোল স্নেহে সমায়িত থাকে। অথরিটির বোল কেবল স্নেহ যুক্ত নয় বরং প্রভাবশালী হয়। তাই ফলো ফাদার করো - স্নেহ ও অথরিটি, নির্মাণ ভাব এবং মহানতা দুই-ই একত্রে দৃশ্যমান হবে। বর্তমান সময়ে সেবায় এই ব্যালাপ্সকে আন্ডারলাইন করো, তাহলে সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগান - "আমার" ভাবকে "তোমার" ভাবে পরিণত করা অর্থাৎ ভাগ্যের অধিকার প্রাপ্ত করা ।

দিব্য জন্মের গিষ্ট - 'দিব্য নেত্র'

আজ ত্রিকালদর্শী বাবা তাঁর ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী বাচ্চাদের দেখছেন। দিব্য বুদ্ধি এবং দিব্য নেত্র, যাকে ত্রিনেত্র বলা হয়, সেই নেত্র কতদূর পর্যন্ত স্পষ্ট এবং শক্তিশালী হয়েছে এবং প্রত্যেকের দিব্য নেত্রের শক্তির পার্সেন্টেজ কি সেটাই বাপদাদা দেখছেন। বাপদাদা তোমাদের সবাইকে শতকরা ১০০ ভাগ শক্তিশালী দিব্য নেত্র জন্মের গিষ্ট হিসেবে দিয়েছেন। বাপদাদা কাউকে নশ্বর অনুক্রমে শক্তিশালী নেত্র দেননি, কিন্তু প্রত্যেক বাচ্চা নিজের নিজের নিয়ম অনুযায়ী, পূর্বাঙ্কে নেওয়া সতর্কতা অনুযায়ী এবং অ্যাটেনশন অনুযায়ী এই দিব্য নেত্রকে প্র্যাকটিক্যাল কার্যে প্রয়োগ করেছে, সেইজন্য দিব্য নেত্রের শক্তি কারও সম্পূর্ণ শক্তিশালী, কারও দিব্য নেত্রের শক্তি পার্সেন্টেজে থেকে গেছে। বাপদাদার থেকে তোমরা এই তৃতীয় নেত্র, দিব্য নেত্র লাভ করেছ। ঠিক যেমন আজকাল সায়েন্সের সাধন দূরবীন দূরের বস্তুকে কাছে এবং স্পষ্ট অনুভব করায়, সেরকমই এই দিব্য নেত্রও দিব্য দূরবীনের কাজ করে। সেকেন্ডে তোমরা পরমধাম পৌঁছাতে পার, কতো দূরে ! কতো মাইল দূরে তা' তোমরা গুণতেও পারবে না, তবুও কতো কাছে আর স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সায়েন্সের সাধন এই সাকার সৃষ্টির সূর্য, চাঁদ, তারাও তোমরা দেখতে পার। কিন্তু এই দিব্য নেত্র তিন লোক এবং তিন কাল দেখতে পারে। এই দিব্য নেত্রকে অনুভবের নেত্রও বলে। অনুভবের আঁখি, যে আঁখি দিয়ে ৫ হাজার বছরের সবকিছু এত স্পষ্ট দেখা যায় যে যেন গতকালের বিষয়। ৫ হাজার বছর আর গতকালের মধ্যে বিস্তর ফারাক ! তাহলে তোমরা দূরের যা কিছু সবই কাছে আর স্পষ্টভাবে দেখতে পাও, তাই না ! অনুভব করতে পার কাল তোমরা পূজ্য দেব আত্মা ছিলে আর আগামী দিনে আবারও হবে। আজ তোমরা ব্রাহ্মণ, আগামী দিনে দেবতা। সুতরাং, আজ আর কালকের ব্যাপার সহজ হয়ে গেল, তাই না ! শক্তিশালী নেত্রের বাচ্চারা নিজেদের 'ডবল মুকুটধারী' সাজে সজ্জিত স্বরূপ তাদের সামনে সদা স্পষ্ট দেখতে থাকে। ঠিক যেমন কেতাদুরস্ত পোশাক সামনে দেখলে মনে হয় এখনই এখনই পরে নিই, ঠিক সেইরকমই নিজেদের দৈবী শরীর রূপী বস্ত্র সামনে দেখছ, তাই না ? অর্থাৎ, কাল তোমরা এই বস্ত্র ধারণ করছই। এটাই দেখতে পাও তোমরা, পাও না ? এটা তৈরি হচ্ছে নাকি তৈরি হয়েছে এমনই সামনে দেখতে পাও ? যেমন, ব্রহ্মাবাবাকে দেখেছ তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের ভবিষ্যৎ বস্ত্র কিভাবে তিনি সদা সামনে রাখতেন ! ঠিক সেইভাবে, তোমাদের শক্তিশালী নেত্র দিয়ে তোমরা তোমাদের বস্ত্র স্পষ্টভাবে সামনে দেখতে পাও ? এক মুহূর্তে তোমরা ফরিস্তা তো পরমুহূর্তে সেই ফরিস্তাই দেবতা। তোমাদের নেশাও আছে আর দিব্য নেত্র দ্বারা সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপের দৃষ্টিও আছে। তাহলে, তোমাদের নেত্র ততটা শক্তিশালী ? নাকি কিছু দেখার শক্তি কম হয়ে গেছে ? স্থূল নেত্রের শক্তি কম হয়ে গেলে যেমন স্বচ্ছ জিনিসও পর্দার অন্তরালে বা মেঘের অভ্যন্তরে মনে হয়, ঠিক একইভাবে, তোমাদের দেবতা তো হতে হবে, হয়েও তো ছিলে কিন্তু কি ছিলে, কেমন ছিলে - এই 'ছিল' পর্দার ভিতরে দৃশ্যমান নয় তো ? স্পষ্ট তো ? নিশ্চয়ের পর্দা এবং স্মৃতির মণিমালা দুইই শক্তিশালী, তাই না ! নাকি স্মৃতির মণিমালা তো ঠিক আছে, কিন্তু (পূর্বে দেবী দেবতা ছিলাম) পর্দা দুর্বল ! দুয়ের একটিও যদি দুর্বল থাকে, তবে তা' স্পষ্ট হবে না। সুতরাং, চেক কর অথবা চেক করাও তোমাদের নেত্রশক্তির কোথাও ঘাটতি হয়নি তো ! জন্ম থেকে শ্রীমৎ রূপী সতর্কতা যদি অনুসরণ করে এসেছ তো তোমাদের নেত্র সদা শক্তিশালী হবে। শ্রীমৎ পালনে খামতি থাকলে তখন তোমাদের

শক্তিও কম হবে । তারপরে শ্রীমতের আশীর্বাদ বলো, ওষুধ বলো বা শ্রীমতে সংযমপূর্বক থাকা বলো, যা-ই বলো সেটা করলে শক্তিশালী হয়ে যাবে । অতএব, এই নেত্র হলো দিব্য দূরবীন ।

এই নেত্র শক্তিশালী যন্ত্রও, যার দ্বারা যে যেমন তার সেই আত্মিক রূপ এবং বিশেষত্ব তোমরা সহজভাবে স্পষ্ট দেখতে পার । শরীরের অভ্যন্তরে বিরাজমান গুপ্ত আত্মাকে এমনভাবে দেখতে পার ঠিক যেমন স্থূল নেত্র দ্বারা স্থূল শরীরকে দেখ । সেইরকম স্পষ্টভাবে আত্মাকে দেখতে পাও, নাকি শরীর দেখতে পাও ? তোমাদের দৈবী নেত্র দ্বারা একমাত্র দিব্য সূক্ষ্ম আত্মাই তোমরা দেখতে পার এবং প্রত্যেক আত্মার বিশেষত্বই শুধু দেখা যাবে । যেমন নেত্র দিব্য তেমনই বিশেষত্ব অর্থাৎ গুণও দিব্য । অপগুণ হলো দুর্বলতা । দুর্বল নেত্র দুর্বলতাই দেখে । যেমন, স্থূল নেত্র দুর্বল হলে কালো কালো দাগ নজরে পড়ে, ঠিক একইভাবে, দুর্বল নেত্র অপগুণের কালোভাবই দেখে । বাপদাদা তোমাদের দুর্বল নেত্র দেননি । তোমরা নিজেরাই তা' কমজোর বানিয়েছ । বাস্তবে এই শক্তিশালী যন্ত্ররূপী নেত্র ঘুরতে ফিরতে সবসময় ন্যাচারালভাবে শুধু আত্মিক রূপই দেখে । এটা দেখতে তোমাদের পরিশ্রম করতে হয় না যে শরীর নাকি আত্মা ! 'এটা নাকি ওটা' - এই সংশয়ই দুর্বল নেত্রের লক্ষণ । সায়েন্টিস্টরা যেমন শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ (অনুবীক্ষণ যন্ত্র) দ্বারা সব জার্মস স্পষ্ট দেখতে পারে, ঠিক একইভাবে এই দিব্য শক্তিশালী দিব্য নেত্র মায়ার অতি স্বরূপকে স্পষ্ট দেখতে পারে । সেইজন্য জার্মসকে বাড়তে দেয় না, বরং ধ্বংস করে । কারও মায়ার রোগ থাকলে তারা আগে থেকেই জেনে সেইসব ধ্বংস করে সদা নিরোগী থাকে ।

দিব্য নেত্র এমনই শক্তিশালী । এই দিব্য নেত্র দিব্য টিভিও । আজকাল টিভি সবারই খুব ভালো লাগে, তাই না ! একে টিভি বলো বা দূরদর্শন, এই টিভির মাধ্যমে স্বর্গের সব জন্ম তোমরা দেখতে পার, অর্থাৎ নিজের ২১ জন্মের দিব্য ফিল্ম দেখতে পার । তোমাদের রাজ্যের সুন্দর দৃশ্য দেখতে পার । প্রত্যেক জন্মের আত্ম-কাহিনী দেখতে পার । তোমরা তোমাদের রাজমুকুট, সিংহাসন, রাজ্যভাগ্য দেখতে পার । এটা তোমরা দিব্য দর্শন বলো বা দূরদর্শন, দিব্য দর্শনের নেত্র তো শক্তিশালী, না ? যখন তোমরা ফ্রী থাক, সেই সময় এই ফিল্ম দেখ, আজকালকার ডাম্প দেখো না, সেটা ডেঞ্জার ডাম্প । ফরিস্তাদের ডাম্প দেখ, দেবতাদের ডাম্প দেখ । স্মৃতির সুইচ ঠিক আছে, তাই না ? যদি সুইচ ঠিক না হয়, তবে ফিল্ম চালু করলেও কোনকিছুই দেখতে পাবে না । বুঝেছ, এই নেত্র কতো শ্রেষ্ঠ ! আজকাল যখন কোন বস্তু ইনভেনশন করে, সেইসবের অধিকাংশ (মেজরিটি) এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যাতে একটা বস্তু বিভিন্ন কাজে আসে । ঠিক সেইরকমই এই দিব্য নেত্র সফলভাবে অনেক কার্য সমাধা করে । মাঝে মাঝে বাপদাদা বাচ্চাদের দুর্বলতার অনুযোগ (কম্পলেন্ট) শুনে এটাই বলেন, দিব্য বুদ্ধি এবং দিব্য নেত্র লাভ করেছে, একে বিধিপূর্বক সদা ইউজ করতে থাক, তবে না থাকবে কোনকিছুর ব্যাপারে চিন্তা করার ফুরসৎ, না দেখার । না আর কিছু চিন্তা করবে, না কিছু দেখবে । সুতরাং, কোনও কম্পলেন্ট থাকতে পারে না । চিন্তা আর দেখা এই দুই বিশেষ আধার, কমপ্লিট হওয়ার বা কম্পলেন্ট করার । সবকিছু দেখা এবং শোনাকালীন সদা দিব্য ভাবে ভাবো, যেমন তোমার ভাবনা, তেমনই তোমার করণ হয়, সেইজন্য এই দুই দিব্য প্রাপ্তি সদা সাথে রাখ । সহজ, তাই না ! তোমরা শক্তিশালী, কিন্তু কি হয়ে যাও তোমরা ? যখন স্থাপনা শুরু হয়, তখন ছোট ছোট বাচ্চারা ডায়লগ (সংলাপ) বলতো ভোলা ভাইয়ের সম্বন্ধে । তোমরা সমর্থ কিন্তু ভোলা ভাই হয়ে যাও । সুতরাং, ভোলা ভাই হ'য়োনা অর্থাৎ এতটাও আলাভোলা হ'য়োনা ! সদা শক্তিশালী হও এবং অন্যকেও শক্তিশালী বানাও । বুঝেছ - আচ্ছা ।

যারা সদা দিব্য বুদ্ধি আর দিব্য নেত্র কার্যে প্রয়োগ করে, সদা দিব্য বুদ্ধি দ্বারা শ্রেষ্ঠ মনন, দিব্য নেত্র দ্বারা দিব্য দৃশ্য দেখতে মগ্ন থাকে, সদা নিজের ভবিষ্যৎ দেব স্বরূপ স্পষ্টভাবে অনুভব করে, সদা আজ আর কাল এমন নিকটস্থ অনুভব করে, সেই শক্তিশালী, দিব্য নেত্রপ্রাপ্ত ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী বাস্কাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

পার্সোনাল সাক্ষাৎকার

১) সহজ যোগী হওয়ার বিধি - তোমরা সবাই সহজযোগী, তাই না ! সদা বাবার সাথে সর্ব সঙ্কল্পের স্নেহে নিমজ্জমান । সর্ব সঙ্কল্পের স্নেহই সবকিছু সহজ করে দেয় । যেখানে স্নেহের সঙ্কল্প, সেখানে সবকিছু সহজ, আর যা সহজ তা অবিচল । তাহলে, এমন সব সহজযোগী আত্মা বাবার সকল স্নেহী সঙ্কল্পের অনুভূতি কর ? উদ্ধবসম (কৃষ্ণ সখা তথা মন্ত্রী)

হয়েছ নাকি গোপীসম ? উদ্ধব শুধু জ্ঞান বর্ণন করেছে, আর গোপী গোপিনীরা প্রভুপ্রেমের অনুভব করে । সুতরাং বিশেষত্ব হলো সর্ব সঙ্কল্পের অনুভব থাকা । এই সঙ্গমযুগে এই বিশেষ অনুভব করাই বরদান প্রাপ্ত করা । জ্ঞান শোনা বা শোনানো আলাদা বিষয় । সঙ্কল্প পরিপূরণ করা এবং সঙ্কল্পের শক্তি দ্বারা নিরন্তর একমনে মগ্ন থাকা আলাদা বিষয় । সুতরাং, সদা সর্ব সঙ্কল্পের আধারের সহযোগী ভব ।

এই অনুভব বাড়তে থাক । একমনা হওয়ার এই অবস্থা গোপ গোপীদের বিশেষত্ব । একনিবিষ্ট হওয়া একটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু একনিবিষ্ট চিত্তে ভাব-বিভোর হওয়া এক শ্রেষ্ঠ অনুভব ।

২) উঁচু স্থিতি বিঘ্নের প্রভাবের উর্ধ্বে- কখনো কোনও বিঘ্নের দ্বারা তোমরা প্রভাবিত হও না, তাই না ? কারও উঁচু স্থিতি হলে, সে তার উঁচু স্থিতি দ্বারা বিঘ্নের যে কোন প্রভাবের উর্ধ্বে হয়ে যায় । যখন কেউ স্পেসে যায় তো সে উঁচুতে যায়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব থেকে উর্ধ্বে । এইভাবে যে কোনও বিঘ্নের প্রভাব থেকে তোমরা সদা সেফ থাক । যারা ভালোবাসায় ডুবে থাকে না, তাদের যে কোনরকম পরিশ্রমের অনুভব করতে হয় । সুতরাং, সর্ব সঙ্কল্পের স্নেহের অনুভূতিতে থাক । স্নেহ আছে, কিন্তু সেটা এখন ইমার্জ হতে দাও । তোমরা অমৃতবেলায় বাবাকে শুধু স্মরণ করে তারপরে তোমাদের কাজে বিজি হয়ে গেলে স্নেহ মার্জ হয়ে যায় । ইমার্জ রূপে রাখলে তোমরা সদা শক্তিশালী থাকবে ।

বাছাই করা বিশেষ অব্যক্ত মহাবাক্য

সবার জন্য শুভচিন্তক হও । যে সকলের শুভচিন্তক, তার সকলের সহযোগ নিজে থেকেই প্রাপ্ত হয় । শুভ-চিন্তক-ভাবনা অন্যের মনে সহযোগের ভাবনা সহজভাবে নিজে থেকেই উৎপন্ন করে । স্নেহই সহযোগী বানায় । সুতরাং, সদা শুভ-চিন্তনে সম্পন্ন থাক, শুভ-চিন্তক হয়ে সবাইকে স্নেহী, সহযোগী বানাও । প্রয়োজনের সময় যারা যত সহযোগী হয়েছে - তাদের জীবন দ্বারা হোক বা সেবা দ্বারা, ড্রামা অনুসারে তারা বিশেষ শক্তি লাভ করে । নিজের পুরুষার্থ তো আছেই, উপরন্তু তারা এক্সট্রা শক্তি লাভ করে । সেবার প্ল্যানে সম্পর্কে অন্যদের যত কাছে আনবে, ততই সেবার প্রত্যক্ষ রেজাল্ট দেখা যাবে । বার্তা

(সন্দেশ) দেওয়ার সেবা তো তোমরা করেই আসছ, আর তা' তোমাদের ক্রমাগত করে যেতে হবে, কিন্তু বিশেষ এই বছর, শুধু বার্তাই দিও না, তাদের সহযোগী বানাতে হবে অর্থাৎ তাদেরকে সম্পর্কে কাছে নিয়ে আসতে হবে। শুধুমাত্র এক ঘন্টার জন্য বা ফর্ম ভরার সময় অবধি সহযোগী বানানো নয়, বরং সহযোগের মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধের কাছে নিয়ে আসতে হবে।

তোমরা যে সেবাই কর, লক্ষ্য এটাই রাখতে হবে, তারা এমনভাবে সহযোগী হোক, তোমরা নিজেরা যেন 'মাইট' হয়ে যাও আর তারা 'মাইক' হয়ে যায়। সুতরাং, সেবার লক্ষ্য 'মাইক' প্রস্তুত করা, যারা তাদের অনুভবের আধারে তোমাদের বা বাবার জ্ঞান প্রত্যক্ষ করবে।

এমন মাইক প্রস্তুত কর, যে সহজে নিজে থেকেই অন্যের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। লক্ষ্য রাখ, তোমাদের এনার্জি ব্যয় করার পরিবর্তে অন্যের এনার্জি এই ঈশ্বরীয় কার্যের জন্য ব্যবহার করবে। সব দেশে যে কোন ক্ষেত্রে, সহযোগিতা করার ছোট- বড় সংগঠন তোমরা পেতে পার। বর্তমান সময়ে, এমন অনেক সংস্থা আছে, যাদের কাছে এনার্জি আছে, কিন্তু সেটা ইউজ করার পদ্ধতি তাদের জানা নেই। তাদের নজরেও এমন কেউ নেই যে তা' দিয়ে কাজ করে। তারা অনেক ভালোবাসার সাথে তোমাদের সহযোগ দেবে, কাছে আসবে। আর তোমাদের ন'লাখ প্রজাতেও বৃদ্ধি হয়ে যাবে। কিছু উত্তরাধিকারও বেরোবে, কিছু প্রজা বেরোবে। এখন পর্যন্ত যাদের সহযোগী বানিয়েছ তাদের উত্তরাধিকার বানাও। একদিকে উত্তরাধিকার বানাও, অপরদিকে মাইক বানাও। বিশ্ব- কল্যাণকারী হও। সহযোগিতার নিদর্শন রূপে যেমন হাতে হাত ধরে আসছে দেখানো হয়, তাই না! অতএব, সদা বাবার সহযোগী হওয়াই হলো সদা তোমাদের হাত তাঁর হাতে রেখে বুদ্ধিতে সদা তাঁর সঙ্গে থাকা।

যে কোনও কাজ করো তো সেটা নিজে করার ক্ষেত্রেও উদারহৃদয় আর অন্যকে সহযোগী বানানোর ক্ষেত্রেও উদারহৃদয় হও। কখনও নিজের প্রতি বা সহযোগী আত্মাদের প্রতি, সাথীদের প্রতি সঙ্কুচিত হৃদয় হ'য়োনা। এইরকম গাওয়া হয়েছে যে উদারহৃদয় হ'লে ধূলাও সোনা হয়ে যায়, দুর্বল সাথী শক্তিশালী হয়, যে সাফল্য অসম্ভব তা'ই সম্ভব হয়ে যায়। এমন অনেক আত্মা, যারা চট করে সহজযোগী হবে না, কিন্তু তাদের সহযোগ নিতে থাক আর সহযোগী বানিয়ে যাও। সুতরাং, সহযোগের সাথে এগিয়ে যেতে যেতে সহযোগই তাদের সহজযোগী বানিয়ে দেবে। অতএব, সহযোগী আত্মাদের এখন স্টেজে নিয়ে এসো, তাদের সহযোগ সফল হতে দাও।

বরদানঃ- ভূমি, নাড়ি এবং সময় সব কিছু বিবেচনা করে সত্যজ্ঞানকে সকলের কাছে প্রত্যক্ষ করিয়ে নলেজফুল ভব

বাবার এই নতুন জ্ঞান সত্য জ্ঞান, আর এই নতুন জ্ঞান থেকেই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়, এই অথরিটি এবং নেশা স্বরূপে ইমার্জ হতে দাও। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে নতুন আসা কাউকে নতুন জ্ঞানের ব্যাপারে শুনিয়ে তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিলে অর্থাৎ সব তালগোল পাকিয়ে ফেললে। ভূমি, নাড়ি আর সময় বিবেচনা করার পরে জ্ঞান দিও, এটাই নলেজফুল আত্মার লক্ষণ। আত্মার ইচ্ছা অনুমান কর, নাড়ি উপলব্ধি কর, ভূমি তৈরি কর, কিন্তু অন্তঃকরণে সত্যের নির্ভীকতার শক্তি অবশ্যই থাকতে হবে, তখনই সত্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ করাতে পারবে।

স্লোগানঃ- 'আমার' বলা অর্থাৎ ছোট বিষয়কে বড় করা, সেখানে 'তোমার' বলা অর্থাৎ পাহাড়সম বিষয়কে তুলোয় পরিণত করা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ব্রাহ্মণ হলো শিখা আর শূদ্র হলো চরণ, তোমরা যখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হতে পারবে, তখনই দেবতা হতে পারবে"

প্রশ্ন :-- তোমরা কী শুভ ভাবনা করো, যার বিরোধিতা মানুষ করে ?

উত্তর :-- তোমাদের শুভ ভাবনা হলো, এই পুরানো দুনিয়ার অবসান হয়ে নতুন দুনিয়ার যেন স্থাপনা হয়ে যায়, এরজন্যই তোমরা বলো, এই পুরানো দুনিয়া এখন বিনাশ হলো বলে । মানুষ এরই বিরোধিতা করে ।

প্রশ্ন :-- এই ইন্দ্রপ্রস্থের প্রধান নিয়ম কি ?

উত্তর :-- কোনো পতিত শূদ্রকেই এই ইন্দ্রপ্রস্থ সভাতে আনা যাবে না । কেউ যদি তাদের নিয়েও আসে, তো তাদের উপর পাপ লেগে যায় ।

ওম্ শান্তি । আহ্মাদের পিতা তাঁর আত্মিক সন্তানদের বসে বোঝাচ্ছেন । আত্মিক সন্তানরা জানে যে, আমরা নিজেদের জন্য দৈবী রাজ্য পুনরায় স্থাপন করছি, কেননা তোমরা হলেও ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তোমরাই এই কথা জানো। কিন্তু মায়া তোমাদেরও এই কথা ভুলিয়ে দেয় । তোমরা দেবতা হতে চাও, তো মায়া তোমাদের ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র বানিয়ে দেয় । শিববাবাকে স্মরণ না করার কারণে ব্রাহ্মণ, শূদ্র হয়ে যায় । বাচ্চারা এই কথা জানে যে, আমরা নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি । রাজ্য যখন স্থাপন হয়ে যাবে, তখন আর এই পুরানো সৃষ্টি থাকবে না । আমি সবাইকে এই বিশ্ব থেকে শান্তিধামে পাঠিয়ে দিই । এই হলো তোমাদের ভাবনা । কিন্তু তোমরা যে বলো, এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, তখন মানুষ অবশ্যই এর বিরোধিতা করবে, তাই না । তারা বলবে, ব্রহ্মাকুমারীরা এই কথা কি বলছে ? ওরা বিনাশ - বিনাশ, এই কথাই বলতে থাকে । তোমরা জানো যে, এই বিনাশেই প্রধানতঃ ভারতের আর সাধারণভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভালোই হবে । এই কথা দুনিয়ার মানুষ জানে না । বিনাশ হলে সকলেই মুক্তিধাম চলে যাবে । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়েছো । প্রথমে তোমরা আসুরী সম্প্রদায়ের ছিলে । ঈশ্বর তোমাদের নিজেই বলেন - আমাকে ("মামেকম") স্মরণ করো । বাবা তো এই কথা জানেন যে, সর্বদা স্মরণে কেউই থাকতে পারে না । সর্বদা স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, তখন কর্মাতীত অবস্থা এসে যাবে । এখন তো তোমরা সকলেই পুরুষার্থী । যারা ব্রাহ্মণ হতে পারবে তারাই দেবতা হবে । ব্রাহ্মণের পরেই হলো দেবতা । বাবা বুঝিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ হলো শিখা । বাচ্চারা যেমন ডিগবাজির খেলা খেলে - প্রথমে মাথার শিখা বা টিকি আসে । ব্রাহ্মণদের সবসময় শিখা বা টিকি থাকে । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । প্রথমে তোমরা শূদ্র অর্থাৎ চরণ ছিলে । এখন হয়েছো ব্রাহ্মণের টিকি, এরপর দেবতা হবে । দেবতা বলে মুখকে, ক্ষত্রিয় হলো ভুজ, বৈশ্য উদর, শূদ্র বলা হয় চরণকে । শূদ্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তুচ্ছ বুদ্ধি । তুচ্ছ বুদ্ধি তাদের বলা হয় যারা বাবাকে জানে না, আর বাবার গ্লানি করতে থাকে । বাবা তখন বলেন -- যখন ভারতে অতি গ্লানি হয়, তখনই আমি আসি । যারা ভারতবাসী বাবা তাদের সঙ্গেই কথা বলেন । "যদা যদা হি ধর্মস্য...." বাবা এই ভারতেই আসেন । তিনি অন্য কোনো জায়গায় আসেন না । ভারতই হলো অবিনাশী থণ্ড । বাবাও অবিনাশী । তিনি কখনোই জন্ম -

মরণে আসেন না । বাবা বসে অবিনাশী আত্মাদেরই এই কথা শোনান । এই শরীর তো হলো বিনাশী । তোমরা এখন শরীরের ভাব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করতে লেগেছো । বাবা বুঝিয়েছেন যে, হোলিতে কোকি (মিষ্টি চাপাটি) তৈরী করা হয়, তো সমস্ত কোকি জ্বলে যায় কিন্তু সুতো জ্বলে না । আত্মার কখনো বিনাশ হয় না । এর উপরেই এই উদাহরণ । এ কোনো মনুষ্যমাত্রই জানে না যে, আত্মা হলো অবিনাশী । ওরা তো বলে দেয়, আত্মা নির্লিপ্ত । বাবা বলেন -- তা নয়, আত্মাই এই শরীরের দ্বারা ভালো বা মন্দ কর্ম করে । আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে এবং কর্মভোগ করে, সে তো হিসেব - নিকেশ নিয়েই আসে, তাই না, তাই আসুরী দুনিয়াতে মানুষ অপার দুঃখ ভোগ করে । এখানে আয়ুও মানুষের কম থাকে কিন্তু মানুষ এই দুঃখকেই সুখ মনে করে বসে আছে । বাচ্চারা, তোমরা কতো বলতে থাকো, তোমরা নির্বিকারী হও, তবুও তারা বলে, বিষ ছাড়া আমরা থাকতে পারি না, কেননা এ তো শূদ্র সম্প্রদায় । সকলেরই ক্ষুদ্র বুদ্ধি। তোমরা ব্রাহ্মণের শিখা হয়েছে । এই শিখা বা টিকি তো সবথেকে উঁচু । দেবতাদের থেকেও উঁচু । তোমরা এই সময় দেবতাদের থেকেও উঁচু কেননা তোমরা বাবার সঙ্গে আছে । বাবা এইসময় তোমাদের পড়ান । বাবা তো তোমাদের অনুগত সেবক হয়েছেন । বাবা তো বাচ্চাদের অনুগত সেবক হন, তাই না । তিনি বাচ্চাদের জন্ম দিয়ে, মানুষ করে পড়িয়ে, বড় করে তারপর যখন নিজে বৃদ্ধ হন, তখন সমস্ত সম্পত্তি বাচ্চাদের দিয়ে, একেবারে গুরুর কাছে গিয়ে বসেন । বাণপ্রস্তু হয়ে যান । মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য গুরু করেন কিন্তু এভাবে তো মুক্তিধামে যেতে পারেন না । তাই মা - বাবারা বাচ্চাদের দেখভাল করেন । মনে করো, যখন মার অসুস্থতার সময় বাচ্চারা মলত্যাগ করে, তখন বাবাকেই তো তা পরিষ্কার করতে হয়, তাই না । তাহলে তো মা - বাবা বাচ্চাদের সেবকই হলো । তারা সমস্ত সম্পত্তি বাচ্চাদের দিয়ে দেন । অসীম জগতের এই বাবাও বলেন - আমি যখন আসি, তখন কোনো ছোটো বাচ্চার কাছে আসি না । তুমি তো বড় । তোমাকে বসে আমি শিক্ষা দিই । তোমরা যখন শিববাবার সন্তান হয়ে যাও, তখন তোমাদের বি.কে বলা হয় । এর আগে তোমরা শূদ্রকুমার - কুমারী ছিলে, বেশ্যালয়ে ছিলে । এখন তোমরা বেশ্যালয়ে থাকো না । এখানে কোনো বিকারী থাকতে পারে না । তার অনুমতি নেই । তোমরা হলে বি.কে । এই স্থানই হলো বি.কেদের থাকার জন্য । এমনও অনেক আনাড়ী বাচ্চা আছে, যারা বোঝেও না যে, পতিত, বিকারে থাকা মানুষদের শূদ্র বলা হয়, তাদের এখানে থাকার অনুমতি নেই, তারা এখানে আসতেই পারে না । এ তো ইন্দ্র সভার কথা, তাই না । ইন্দ্রসভা তো এখানেই, যেখানে জ্ঞানের বর্ষণ হয় । কোনো বি.কে যদি অপবিত্রকে লুকিয়ে এখানে বসায় তো দুজনেরই অভিশাপ লাগে যে, পাথর বুদ্ধির হয়ে যাও । এই তো হলো প্রকৃত ইন্দ্রপ্রস্থ, তাই না । এ কোনো শূদ্রকুমার - কুমারীদের সংসঙ্গ নয় । দেবতারা পবিত্র হয় আর পতিত হয় শূদ্ররা । বাবা এসে পতিতদের পবিত্র দেবতা বানান । এখন তোমরা পতিত থেকে পবিত্র দেবতা হচ্ছে । তাহলে এ হয়ে গেলো ইন্দ্রসভা । যদি জিজ্ঞাসা না করে কেউ বিকারীকে নিয়ে আসে, তাহলে অনেক সাজা পেতে হয় । তারা পাথর বুদ্ধির হয়ে যায় । এখানে তো তোমরা পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির তৈরী হচ্ছে, তাই না । তাই ওদের যারা নিয়ে আসে, তারাও শাপগ্রস্ত হয় । তোমরা কেন বিকারীদের লুকিয়ে নিয়ে এসেছো ? ইন্দ্রকে (বাবাকে) জিজ্ঞাসাও করো নি । তাহলে কতো সাজা পাবে । এ হলো গুপ্ত কথা । তোমরা এখন দেবতা তৈরী হচ্ছে । এখানকার নিয়ম খুবই শক্ত । অবস্থাই পড়ে যেতে থাকে । একদম পাথর তুল্য বুদ্ধির হয়ে যায় । ওরা পাথরবুদ্ধিরই । পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি হওয়ার জন্য পুরুষার্থই করে না । এ হলো গুপ্ত কথা, যা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো । এখানে বি.কেরা থাকে, বাবা তাদের দেবতা অর্থাৎ পাথর বুদ্ধির থেকে পরশ পাথর বুদ্ধির তৈরী করছেন ।

বাবা তাঁর মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান -- তোমরা কোনো নিয়ম ভঙ্গ ক'রো না । তা না হলে তোমাদের পাঁচ ভূত ধরে ফেলবে । কাম - ক্রোধ - লোভ - মোহ এবং অহংকার - এই হলো পাঁচ বড় বড় ভূত, অর্ধেক কল্পের । তোমরা এখানে ভূতদের দূর করতে এসেছো । যে আত্মা শুদ্ধ, পবিত্র ছিলো, সে আজ অপবিত্র, দুঃখী, রোগী হয়ে গিয়েছে । এই দুনিয়াতে এখন অথৈ দুঃখ । তাই বাবা এখন এসে জ্ঞানের বর্ষণ করেন । বাচ্চারা, তিনি তোমাদের দ্বারাই এই জ্ঞানের বর্ষণ করেন । তিনি তোমাদের জন্য স্বর্গের রচনা করেন । তোমরাই যোগবলের দ্বারা দেবতা হও । বাবা কিন্তু নিজে তা হন না । বাবা তো হলেন সেবক । শিক্ষকও ছাত্রদের সেবক হন । তাঁর এই পড়ানোই হলো সেবা । শিক্ষক বলেন, আমি তোমাদের অতি অনুগত সেবক । কাউকে ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি তৈরী করেন, তাহলে তো সেবকই হলেন, তাই না । যদিও গুরুরাও পথ বলে দেন । তাঁরাও সেবক হয়ে মুক্তিধামে নিয়ে যাওয়ার সেবা করেন কিন্তু আজকাল তো গুরুরা কোথাও নিয়ে যেতে পারেন না, কেননা তাঁরাও পতিত । একই সদগুরু যিনি সদা পবিত্র, বাকি গুরুরা তো সকলেই পতিত । এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই পতিত । সত্যযুগকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়, পতিত দুনিয়া বলা হয় কলিযুগকে । সত্যযুগকেই সম্পূর্ণ স্বর্গ বলা হবে । ত্রেতাতে দুই কলা কম হয়ে যায় । বাচ্চারা, এই কথা তোমরাই বুঝে তারপর ধারণ করো । এই দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না । এমন নয় যে সম্পূর্ণ দুনিয়াই স্বর্গে চলে যাবে । পূর্ব কল্পের মতো ভারতবাসীরাই আসবে এবং সত্যযুগ আর ত্রেতায় দেবতা হবে । ওরাই আবার দ্বাপর যুগে থেকে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেবে । হিন্দু ধর্মে এখন যে আত্মারা উপর থেকে আসছে, তারাও নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয় কিন্তু তারা তো দেবতা হবে না, আর না তারা স্বর্গে যাবে । ওরা তো আবার দ্বাপর যুগের পর নিজের সময় অনুযায়ী নামবে এবং নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেবে । তোমরাই তো দেবতা হও যাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পাঁচ থাকে । এ হলো এই নাটকের অনেক বড় যুক্তি । অনেকের বুদ্ধিতে এই কথা বসে না তাই উঁচু পদও পেতে পারে না ।

এ হলো সত্যনারায়ণের কথা । ওরা তো মিথ্যে কথা শোনায়, ওতে কেউ লক্ষ্মী - নারায়ণ হতেই পারে না । এখানে তোমরা প্রত্যক্ষভাবে এমন তৈরী হয়, কলিযুগে সবই হলো মিথ্যা । মিথ্যা মায়া -- রাবণের রাজ্যই হলো মিথ্যা । বাবা সত্য খণ্ড বানান । এ কথাও তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানতে পারো, তাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে কেননা এ হলো আধ্যাত্মিক পাঠ, কেউ যদি অল্প পাঠ গ্রহণ করে তাহলে ফেল হয়ে যায় । এই পাঠ তো একবারই হতে পারে । তারপর এই পাঠ মুশকিল হয়ে যাবে । শুরুতে যারা এই পাঠ গ্রহণ করার পর শরীর ত্যাগ করে চলে গেছেন, তারা সেই সংস্কার নিয়ে গেছেন । তারা আবার এসে এই পাঠ গ্রহণ করবে । নাম আর রূপের তো পরিবর্তন হয়ে যায় । আত্মাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের পাঁচ পেয়েছে যার ভিত্তিতে বিভিন্ন নাম - রূপ, দেশ এবং কালে অভিনয় করতে থাকে । এতো ছোটো আত্মা কতো বড় শরীর পায় । আত্মা তো সকলের মধ্যেই আছে, তাই না । আত্মা কতো ছোটো যে, ছোটো মশার মধ্যেও থাকে । এ সবই হলো খুব সূক্ষ্ম বোঝার মতো কথা । যে বাচ্চারা এখানে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে, তারা মালার দানা হয় । বাকিরা গিয়ে তো পাই - পয়সার পদ পাবে । তোমাদের এখন এই ফুলের বাগান তৈরী হচ্ছে । প্রথমে তোমরা কাঁটা ছিলে । বাবা বলেন, কাম বিকারের কাঁটা খুবই খারাপ । এ আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখই দেয় । দুঃখের মূল কারণই হলো কাম । কামকে জয় করতে পারলেই তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে, এতেই অনেকের মুশকিল অনুভব হয় । অনেক মুশকিলেই মানুষ পবিত্র হয় ।

বুঝতে পারা যায়, কারা পুরুষার্থ করে উঁচুর থেকেও উঁচু দেবতা হবে । নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হয়, তাই না । নতুন দুনিয়াতে স্ত্রী - পুরুষ দুইই পবিত্র ছিলো । এখন সবাই পতিত । যখন পবিত্র ছিলো তখন সবাই সতোপ্রধান ছিলো । এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এখানে উভয়কেই পুরুষার্থ করতে হবে । এই জ্ঞান সন্ধ্যাসীরা দিতে পারেন না । ওদের ধর্ম হলো আলাদা, নিবৃত্তি মার্গের । এখানে ভগবান তো স্ত্রী - পুরুষ উভয়কেই পড়ান । তিনি উভয়কেই বলেন, এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে হবে । সবাই তো তা হতে পারবে না । লক্ষ্মী - নারায়ণেরও সাম্রাজ্য থাকে । তাঁরা কিভাবে এই রাজ্য নিয়েছিলেন - এ কথা কেউই জানে না । সত্যযুগে এঁদের রাজ্য ছিলো, এও বুঝতে পারে, কিন্তু সত্যযুগকে তবুও লাখ বছর করে দিয়েছে, এ তো অজ্ঞানতা হয়ে গেলো । বাবা বলেন যে - এ হলোই কাঁটার জঙ্গল । আর সে হলো ফুলের বাগান । এখানে আসার আগে তোমরা অসুর ছিলে । এখন তোমরা অসুর থেকে দেবতা হচ্ছে । তোমাদের এমন কে বানান ? অসীম জগতের পিতা । যখন দেবতাদের রাজ্য ছিলো তখন দ্বিতীয় কিছুই ছিলো না । এও তোমরা বোঝো । যারা একথা বুঝতে পারে না, তাদেরই পতিত বলা হয় । এ হলো ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের সভা । এখানে কেউ যদি শয়তানীর কাজ করে তাহলে নিজেকেই অভিশপ্ত করে দেয় । তখন তারা পাথর সম বুদ্ধির হয়ে যায় । তারা তো সোনার বুদ্ধির নর থেকে নারায়ণ হওয়ার মতো নয় -- এর প্রমাণ পাওয়া যায় । তৃতীয় শ্রেণীর যারা, তারা গিয়ে দাস - দাসী হবে । এখনো রাজাদের কাছে দাস - দাসী আছে । এমন গায়নও আছে -- কারো অর্থ চাপা পড়ে যাবে মাটির তলায়, কারো অর্থ খেয়ে নেবে রাজা....। আগুনের গোলা যদি আসে তো বিশ্বের গোলাও আসবে । মৃত্যু তো অবশ্যই আসবে । এমন - এমন জিনিস তৈরী করা হচ্ছে যে মানুষের হাতিয়ারের আর প্রয়োজন পড়বে না । ওখান থেকে বসে এমন বোম্ব ছুড়বে, আর তার হাওয়া এমন ছড়িয়ে পড়বে যে ঝট করে সব শেষ করে দেবে । এতো কোটি - কোটি মানুষের বিনাশ হয়ে যাবে, এ কি কম কথা ? সত্যযুগে কতো সামান্য মানুষ হয় । বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যাবে, যেখানে আমরা সকল আত্মারা থাকি । সুখধামে থাকে স্বর্গ আর দুখধামে নরক । এই চক্র ঘুরতেই থাকে । মানুষ পতিত হওয়ার কারণে এই দুনিয়া দুখধাম হয়ে যায় এরপর বাবা এসে সুখধামে নিয়ে যান । পরমপিতা পরমাত্মা এখন সকলের সদগতি করছেন, তাই তোমাদের তো খুশী হওয়া উচিত, তাই না । মানুষ ভয় পায়, তারা বোঝে না যে, এই মৃত্যুতেই গতি - সদগতি হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণস্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মৃত্যু সার :--

১) ফুলের বাগানে যাওয়ার জন্য ভিতরে কাম - ক্রোধের যে কাঁটা আছে তাকে দূর করতে হবে । এমন কোনো কর্ম করবে না, যাতে শাপগ্রস্ত হতে হয় ।

২) সত্যখণ্ডের মালিক হওয়ার জন্য সত্যনারায়ণের সত্যকথা শুনতে এবং শোনাতে হবে । এই মিথ্যা খণ্ড থেকে নিজেকে পৃথক করে নিতে হবে ।

বরদান :-- স্ব-দর্শন চক্রের দ্বারা মায়ার সব চক্রকে সমাপনকারী মায়াজিৎ ভব

নিজেকে জানা অর্থাৎ স্ব এর দর্শন হওয়া আর চক্রেৰ জ্ঞান হওয়া অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া । তোমরা যখন স্বদর্শন চক্রধারী হও, তখন মায়ার চক্র সমাপ্ত হয়ে যায় । দেহভাবের চক্র, সম্বন্ধের চক্র, সমস্যার চক্র ---মায়ার এমন অনেক চক্র আছে । ৬৩ জন্ম তোমরা এমন অনেক চক্রে আটকে থেকেছো । এখন স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ার কারণে তোমরা মায়াজিৎ হয়ে গেছো । স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া অর্থাৎ জ্ঞান - যোগের ডানার সাহায্যে উড়তি কলায় যাওয়া ।

স্লোগান :-- বিদেহী স্থিতিতে থাকলে সহজেই পরিস্থিতিতে পার করতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা যতটা সময় বাবার স্মরণে থাকবে, ততটা সময় উপার্জন(কামাই) হতেই থাকবে, স্মরণের দ্বারাই তোমরা বাবার সমীপে আসতে থাকবে"

প্রশ্ন :- যে বাচ্চারা (বাবার) স্মরণে থাকতে পারে না, তারা কোন্ বিষয়ে লজ্জা পায় ?

উত্তর :- তারা নিজেদের চার্ট রাখতে লজ্জা পায়। মনে করে, সত্যিকথা লিখলে বাবা কি বলবে। কিন্তু বাচ্চাদের কল্যাণ এতেই রয়েছে যে, তারা যেন সত্যিকারের চার্টই লিখতে থাকে। চার্ট লেখায় অনেক লাভ রয়েছে। বাবা বলেন -- বৎস, এতে লজ্জা পেও না।

ওম শান্তি। আমাদের পিতা বসে তাঁর বাচ্চাদের বোঝান। বাচ্চারা, এখন তোমরা এখানে ১৫ মিনিট পূর্বে এসে বাবাকে স্মরণ করতে বসো। এখানে এখন আর অন্য কোন কাজ নেই। বাবার স্মরণেই এসে বসো। ভক্তিমার্গে তো বাবার কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় নি। এখানে বাবার পরিচয় পেয়েছ আর বাবা বলেন, একমাত্র আমাকেই ("মামেকম") স্মরণ কর। আমি তো সব বাচ্চাদেরই পিতা। বাবাকে স্মরণ করলে (বাবার) অবিনাশী উত্তরাধিকার স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে চলে আসা উচিত। ছোট বাচ্চা তো নও, তাই না। যদিও লেখে যে, আমরা ৫ মাস বা ২ মাসের (বাচ্চা), কিন্তু তোমাদের কর্মেন্দ্রীয় তো বড়। তাই আত্মিক পিতা বোঝান, এখানে বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে বসতে হবে। তোমরা জানো, আমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থে তৎপর বা স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। বাচ্চারা, তাই তোমাদের নোট করা উচিত -- আমরা এখানে বসে-বসে (বাবাকে) কতটা স্মরণ করি ? (চার্ট) লিখলে বাবা বুঝে যাবেন। এমনও নয় যে বাবা জানেন না -- প্রত্যেকে কতটা সময় স্মরণে থাকে ? সে তো প্রত্যেকেই নিজেদের চার্ট দেখেই বুঝতে পারে -- বাবার স্মরণে ছিল, না বুদ্ধি অন্যদিকে চলে গিয়েছিল ? এও বুদ্ধিতে রয়েছে যে, বাবা যখন আসবেন, সেটাও তো বাবার-ই স্মরণ। কতটা সময় স্মরণ করেছ, চার্টে সত্যিকথা লিখবে। মিথ্যাকথা লিখলে তো শতগুণ পাপ চড়বে আরও ক্ষতি হয়ে যাবে তাই সত্যিকথা লেখ -- যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। আর এও জানো যে, আমরা বাবার সমীপে এসে গেছি। শেষে যখন স্মরণ করা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আমরা পুনরায় বাবার কাছে চলে যাব। পুনরায় কেউ শীঘ্র নতুন দুনিয়ায় এসে (নিজ) ভূমিকা পালন করবে, আর কেউ ওখানেই (শান্তিধামে) বসে থাকবে। ওখানে কোন সঙ্কল্প চলে না। ওটা হলো মুক্তিধাম, দুঃখ-সুখের উর্ধ্ব (ন্যায়ারা)। সুখধামে যাওয়ার জন্য এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ। যত তোমরা স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণের চার্ট রাখলে জ্ঞানের ধারণাও ভাল হবে। চার্ট রাখলে লাভই হয়। বাবা জানে যে, স্মরণে না থাকার কারণে লিখতে লজ্জা পায়। বাবা কি আর করবে, মুরলীর মাধ্যমে শুনিতে দেবে। বাবা বলেন, এতে লজ্জার কি আছে। মনে-মনে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে -- আমরা স্মরণ করি কি করি না ? কল্যাণকারী বাবা বোঝান, চার্ট রাখলে কল্যাণই হবে। যেসময়ে বসে তোমরা বাবার জন্য অপেক্ষা করছিলে সেইসময়ে তোমাদের স্মরণের চার্ট কেমন ছিল ? তফাৎটা তোমাদের দেখা উচিত। প্রিয় বস্তুকে তো অনেক স্মরণ করা হয়। কুমার -কুমারীর যখন বাগদান-পর্ব সমাপ্ত হয়ে যায় তখন তারা স্মরণের মাধ্যমে একে-অপরের হৃদয়ে বিরাজ করে। এমনকি একে-অপরকে না দেখেও তারা জানে যে, তারা বাগদত্ত বা বাগদত্তা। পরে বিবাহ হওয়ার পর সেই স্মরণ আরও পাকা হয়ে যায়। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, শিববাবা হলেন আমাদের

অসীম জগতের পিতা। যদিও বাবাকে দেখোনি, কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে বুঝতে পারো। যদি সেই পিতা নাম-রূপ রহিত (ন্যায়ারা) হন, তাহলে পূজা কার কর ? স্মরণ কেন কর ? নাম-রূপ রহিত, অনন্ত তো কোনো বস্তুই হয় না। অবশ্যই সব বস্তুকে দেখা যায় তবেই তো তার বর্ণনা করা হয়। আকাশকেও তো দেখো, তাই না। অনন্ত বলতে পারো না। ভক্তিমার্গে ভগবানকে স্মরণ করে -- 'হে ভগবান' তাহলে অন্তহীন বলবে কি, না বলবে না। 'হে ভগবান' বললেই তো অতি শীঘ্র তিনি স্মরণে আসেন তাহলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। আল্লাকেও জানা যায়, কিন্তু দেখা যায় না।

সকল আল্লাদের পিতা একজনই, আর তোমরা তাঁকে জেনেও গেছো। বাচ্চারা, তোমরা এও জানো যে, বাবা এসে আমাদের পড়ানও। পূর্বে একথা তোমাদের জানা ছিল না যে, তিনিই পড়ান। তাই কৃষ্ণের নাম বলা হয়েছে। কৃষ্ণকে তো এই স্থূল নয়ন দ্বারা দেখা যায়। তাঁর উদ্দেশ্যে অনন্ত, নাম-রূপ বহির্ভূত এসব কথা বলা যেতে পারে না। কৃষ্ণ তো কখনো বলে না -- মামেকম্ স্মরণ কর। তিনি তো সম্মুখেই বিরাজমান। তাঁকে বাবাও বলা যাবে না। মাতারা তো কৃষ্ণকে (তাঁর মূর্তিকে) শিশু মনে করে কোলে বসায়। জন্মাষ্টমীতে ছোট কৃষ্ণকে দোলনায় দোলায়। তাহলে কি সর্বদা ছোটই রয়ে যায়। আবার রাসলীলাও তো করে। তাহলে তো অবশ্যই একটু বড় হয়েছে, যখন আরো বড় হয় তখন কি হন, কোথায় যান, কারোর জানা নেই। সর্বদা শরীর ছোটই তো থাকবে না, তাই না। লোকেরা এইসব কিছুই খেয়াল করে না। (বহুপূর্ব হতেই) এই পূজা-অর্চনাতির রীতি-রেওয়াজের প্রচলন রয়েছে। কারোর মধ্যেই এখন আর জ্ঞান নেই। দেখানোও হয় যে, কৃষ্ণ কংসপুরীতে জন্মগ্রহণ করেছে। এখানে কংসপুরীর তো কোন কথাই নেই। এই ব্যাপারে কারও বিচার-বুদ্ধিই সঠিক দিশায় চলে না। ভক্তরা তো বলে যে, কৃষ্ণ সর্বব্যাপী, পুনরায় তাঁকে স্নানও করানো হয়, ভোজনও করানো হয়। এখন তিনি তো ভোজন করেন না। মূর্তির সম্মুখে রাখে এবং নিজেরাই খেয়ে নেয়। এও তো ভক্তিমার্গ, তাই না। শ্রীনাথজীর সম্মুখে এত ভোগ অর্পণ করা হয়। উনি তো খান না, (ভক্তরা) নিজেরাই খেয়ে নেয়। দেবীমাতা-দের পূজাতেও সেটাই করে। নিজেরাই দেবী-মূর্তি তৈরী করে, পূজা-অর্চনা করে পুনরায় ডুবিয়ে দেয়। গহনাদি সব খুলে নিয়ে ডুবিয়ে দেয়, ওখানে অনেক লোকজন থাকে। যার যাকিছু হাতে আসে সে সেগুলো নিয়ে নেয়। অধিক পূজা দেবীদেরই হয়। লক্ষ্মী আর দুর্গা দুজনেরই মূর্তি তৈরী করা হয়, কিন্তু বড়মা তো এখানেই রয়েছেন, তাই না। তাকে ব্রহ্মপুত্রও বলা হয়। তোমরাই জানো যে, তাঁর এই জন্ম আর ভবিষ্য-রূপের পূজা হয়। ড্রামা কত বিস্ময়কর (ওয়ান্ডারফুল)। এইধরনের কথা শাস্ত্রে আসে না। এ হলো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। বাচ্চারা, এখন তোমাদের জ্ঞান রয়েছে। তোমরা জানো যে, সর্বাপেক্ষা অধিক চিত্র যা বানানো হয়েছে তা হলো আল্লাদের। যখন রুদ্র-যজ্ঞ রচনা করা হয় তখন লক্ষ-লক্ষ শালিগ্রামও তৈরী করা হয়। দেবীমাতাদের চিত্র কখনো লক্ষ-লক্ষ তৈরী করা হয় না। যদিও সেখানে অনেক ভক্তরা থাকে, তারা অনেক দেবী-মূর্তিও বানায়, আর ওরাই আবার সেই একই সময়ে লক্ষ-লক্ষ শালিগ্রামও তৈরী করে। যদিও তাদের কোন নির্দিষ্ট (ফিক্সড) দিন থাকে না। কোন শুভ মুহূর্ত ইত্যাদিও থাকে না। যেমন দেবীদের পূজার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা থাকে, তখনই হয়। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যখন মনে করে যে যজ্ঞের জন্য রুদ্র বা শালিগ্রাম তৈরী করবে, তখন তারা ব্রাহ্মণদের ডাকে। রুদ্র বলা হয় একমাত্র বাবাকেই। তার সঙ্গে আবার অনেক শালিগ্রামও তৈরী করে। তারা বলে দেয় এত গুলো শালিগ্রাম তৈরী কর। তাদের এরজন্য কোন তিথি-তারিখ নির্দিষ্ট করা থাকে না। এমনও নয় যে, তারা শিবজয়ন্তীতেই রুদ্রপূজা করে থাকে। না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃহস্পতিবারকেই শুভদিন হিসাবে ধার্য করা হয়। তারা দীপাবলীতে একটি খালার উপর লক্ষ্মীর চিত্র সাজিয়ে পূজা করে, পুনরায় রেখে

দেয়। উনি হলেন মহালক্ষ্মী, যুগল-মূর্তি, তাই না। মানুষেরা এইসব কথা জানে না। লক্ষ্মীর নিকট টাকাপয়সা কোথা থেকে আসবে ? যুগলকে তো চাই, তাই না। তাই ঐরা হলেন যুগল(লক্ষ্মী-নারায়ণ)। পুনরায় নাম মহালক্ষ্মী রেখে দেয়। কখন দেবীদের আবির্ভাব হয়েছিল ? কোন্ সময়ে মহালক্ষ্মী ছিলেন ? এইসমস্ত কথা মানুষ জানেই না। এখন একথা তোমাদের বাবা বসে বোঝান। তোমাদের মধ্যেও সকলের ধারণা একরকম থাকে না। বাবা এতকিছু বুঝিয়েও পুনরায় বলেন, শিববাবা স্মরণে রয়েছে তো ? উত্তরাধিকার (বর্সা) স্মরণে রয়েছে তো ? মুখ্যকথাই হলো এটা। ভক্তিমার্গে কত পয়সা নষ্ট করে। এখানে তোমাদের পাই-পয়সাও নষ্ট হয় না। তোমরা সলভেন্ট হওয়ার জন্য সার্ভিস কর। ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক পয়সা খরচ কর, বিকারী হয়ে যাও, সবকিছু মাটিতে মিশে যায়। কত পার্থক্য। এইসময় যাকিছু করে তা ঈশ্বরীয় সেবায় শিববাবাকে দেয়। শিববাবা তো খান না, খাও তো তোমরা। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা তো এর ট্রাস্টী। ব্রহ্মাকে তো দাও না। তোমরা শিববাবাকে দাও। কেউ-কেউ বলে -- বাবা, তোমার জন্য ধুতি-কুর্তা নিয়ে এসেছি। বাবা বলেন -- ঐনাকে(ব্রহ্মা) দিলে তোমাদের কিছুই জমা হবে না। জমা সেটাই হবে যা তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করে ঐনাকে দেবে। এ তো জানো যে, ব্রাহ্মণরা শিববাবার ভান্ডার থেকেই লালিত-পালিত হয়। বাবাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই যে পাঠাব কি ? উনি তো নেবেন না। যদি ব্রহ্মাকে স্মরণ কর, তবে তোমাদের (প্রাপ্তি) জমাই হবে না। ব্রহ্মাকেও তো নিতে হবে শিববাবার ভান্ডার (খাজানা) থেকে। তখন শিববাবাই স্মরণে আসবে। তোমাদের জিনিস তিনি কেন গ্রহণ করবেন। বি.কে.-দের দেওয়াও ভুল। বাবা তো বুঝিয়েছেন যে, তোমরা কারোর কাছ থেকে নিয়ে যদি পরিধান কর তাহলে তার কথাই স্মরণে আসবে। যদি কোনো ছোট বা হালকা জিনিস হয় সেটা কোন বড় ব্যাপার নয়। কোন ভাল বা বড় জিনিস হলে তো আরোই মনে পড়বে -- অমুকে এটা দিয়েছে। তাদের জমা তো কিছুই হয় না। তাহলে তো ক্ষতিই হলো, তাই না। শিববাবা বলেন -- মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ কর। আমার বস্ত্রাদির কোন প্রয়োজনই নেই। বস্ত্রাদি তো বাচ্চাদের চাই। তারা শিববাবার ভান্ডার থেকে পড়বে। আমার তো নিজের শরীর নেই। ইনি (ব্রহ্মা) তো শিববাবার ভান্ডার থেকে নেওয়ার অধিকারী। রাজত্বেরও অধিকারী। বাবার ঘরেই তো বাচ্চারা খাওয়া-দাওয়া করে, তাই না। তোমরাও সার্ভিস কর, আর জমা করতে থাকো। যত বেশী সার্ভিস করবে, তত বেশী উপার্জন হবে। তোমরা শিববাবার ভান্ডার থেকেই খাও, পান কর। ঐনাকে যদি না দাও তাহলে তো জমাই হবে না। শিববাবাকেই দিতে হবে। বাবা তোমার থেকে আমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য পদ্মাপদমপতিই হবে। পয়সা তো শেষ হয়ে যাবে, তাই সমর্থের অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের হাতে আমরা তা দিয়ে দিই। বাবা-ই সর্বশক্তিমান, তাই না। তিনি ২১ জন্মের জন্য সবকিছু দিয়ে দেন। পরোক্ষ ভাবে (ইনডায়রেক্টলী) যারা দেয় তারাও তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই দান করে, তাই না। ইনডায়রেক্ট দানে এতটা শক্তি থাকে না। এখন তোমরা অনেক শক্তি অর্জন কর কারণ তিনি (তোমাদের) সম্মুখে রয়েছেন। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান তো এইসময়েই এখানে থাকেন।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছু দান-পুণ্য করলে, অল্পকালের জন্য কিছু প্রাপ্ত হয়। এখানে তো বাবা তোমাদের বোঝান - আমি সম্মুখে রয়েছি। আমিই দাতা। ইনি তো শিববাবাকে সবকিছু দান করে দিয়ে সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব (বাদশাহী) নিয়ে নিয়েছেন, তাই না। এও জানো যে - এই ব্যক্তর-ই(সাকারী ব্রহ্মা) অব্যক্ত-রূপের সাক্ষাৎকার হয়। ঐনার মধ্যেই শিববাবা এসে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন। কখনই এ'কথা মনে আনা উচিত নয় যে -- আমরা মানুষের থেকে নেব। বলা, শিববাবার ভান্ডারায়

পাঠিয়ে দাও, এঁনার উদ্দেশ্যে দান করলে তো কিছুই পাওয়া যাবে না। আরও ক্ষতি হয়ে যাবে। যদি গরীব হয়, তাহলে ৩-৪ টাকার কোনো জিনিস দেবে। এর থেকে তো শিববাবার ভান্ডারায় দান করলে তা লক্ষকোটি গুণ (পদমগুণ) হয়ে যাবে। নিজেকে ক্ষয়-ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবে কি, না যাবে না। পূজা শব্দটি দেবীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, কারণ তোমরা দেবীরাই বিশেষভাবে নিমিত্ত হও জ্ঞান প্রদানের জন্য। যদিও গোপেরাও (ভাই) জানে, কিন্তু সাধারণতঃ মাতারাই ব্রাহ্মণী হয়ে পথ বলে দেয়। তাই দেবীদের নামের মহিমা অধিক। দেবীদের পূজার প্রচলন বেশী। বাম্ভারা, এও তোমরাই জানো যে অর্ধকল্প আমরা পূজ্য ছিলাম। প্রথমে সম্পূর্ণ(ফুল) পূজ্য, তারপর সেমি-পূজ্য। কারণ ২ কলা কম হয়ে যায়। ত্রেতায় ছিল রাম-রাজ্য। ওরা তো লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা বলে, তাই তার কোনো হিসেবই হতে পারে না। ভক্তিমার্গে চলা মানুষের বুদ্ধিতে আর তোমাদের বুদ্ধিতে কত রাত-দিনের পার্থক্য ! তোমরা হলে ঈশ্বরীয় বুদ্ধিসম্পন্ন, ওরা হলো রাবণ-বুদ্ধিসম্পন্ন। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, এই সমগ্র চক্রই ৫ হাজার বছরের, যা আবর্তিত হতেই থাকে। যারা রাতে(ভক্তিতে) রয়েছে তারা বলে লক্ষ-লক্ষ বছর, আর যারা দিনে(জ্ঞানে) রয়েছে তারা বলে ৫ হাজার বছর। ভক্তিমার্গে অর্ধকল্প তোমরা অসত্য কথা শুনেছ। সত্যযুগে এমন কথা হয়ই না। ওখানে তো অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন তোমরা ডায়রেক্ট মত পাও। এ হলো শ্রীমদভগবতগীতা, তাই না। আর কোন শাস্ত্রে 'শ্রীমদ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। প্রতি ৫ হাজার বছর পর এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, গীতার যুগ আসে। লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা তো হতে পারে না। কখনও কেউ এলে তখন তাদের সঙ্গমে নিয়ে যাও। অসীম জগতের পিতা, রচয়িতা অর্থাৎ নিজের এবং তাঁর রচনার সমগ্র পরিচয়(জ্ঞান) দিয়েছেন। তথাপি বলেন যে -- আচ্ছা, বাবাকে স্মরণ কর, আর কোনো ধারণা না করতে পারলে শুধু নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। পবিত্র তো হতেই হবে। বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হলে দৈবী-গুণও ধারণ করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আমাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ২১ জন্মের জন্য লক্ষ কোটি গুণ (পদমগুণ) উপার্জন করতে হলে সরাসরি ঈশ্বরীয় সেবায় সবকিছু সফল করতে হবে। ট্রাস্টী হয়ে শিববাবার জন্য সেবা করতে হবে।

২) যতটা সময়ের জন্য স্মরণ করতে বসো, ততটা সময়ে বুদ্ধি কোথায়-কোথায় গেছে -- তা চেক করতে হবে। সততার সাথে নিজের পোতামেল (চার্ট) রাখতে হবে। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য বাবা আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণে রাখতে হবে।

বরদান :- অবিনাশী প্রাপ্তির স্মৃতি দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের খুশিতে থাকা ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা ভব

ব্যাখ্যা:- বাবা যাদের ভাগ্যবিধাতা, তাদের ভাগ্য কেমন হবে ! সদা এই খুশিই যেন থাকে যে, ভাগ্য আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। "বাহ্ রে ! আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য আর ভাগ্যবিধাতা বাবা" -- এই সঙ্গীত গাইতে-গাইতে খুশিতে উড়তে থাকো। এমন অবিনাশী ভান্ডার প্রাপ্ত করেছ যা অনেক জন্ম

পর্যন্ত সঙ্গে থাকবে, কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না, লুঠ করে নিতে পারবে না। কত বড় ভাগ্য যার মধ্যে আর কোনো ইচ্ছা নেই, যখন মনের খুশি প্রাপ্ত হয়ে গেছে, তখন সর্বপ্রাপ্তিও হয়ে গেছে। এখন কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত নেই। তাই 'ইচ্ছামাত্রম্ অবিদ্যা' হয়ে গেছে।

স্নোগান :- বিকর্ম করার সময় এখন অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু ব্যর্থ সঙ্কল্প, ব্যর্থ বাণীও প্রতারণা করে থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অসীম জগতের স্ফলারশিপ নিতে হলে অভ্যাস করো - এক পিতার স্মরণ ছাড়া অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে"

প্রশ্ন :- বাবার আপন হওয়ার পরেও যদি খুশী অনুভব না হয় তো তার কারণ কি ?

উত্তর :- ১. বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে না। ২. বাবাকে যথার্থ ভাবে স্মরণ করে না। স্মরণ না করার জন্য মায়া ধোঁকা দেয়, তাই খুশী থাকে না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে যেন এই নেশা থাকে - বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন, তাই সর্বদা আনন্দ ও খুশী থাকে। বাবার যে উত্তরাধিকার আছে - পবিত্রতা, সুখ ও শান্তি, এতে পরিপূর্ণ হও তাহলে খুশী থাকবে।

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চাদের স্পষ্ট জানা আছে - আমি আত্মা, এই হল আমার শরীর। এই কথা ভালো ভাবে স্মরণ করো। ভগবান অর্থাৎ আত্মাদের পিতা, তিনি আমাদের পড়ান। এমন কথা কখনও শুনেছ ? তারা তো ভাবে কৃষ্ণ পড়ান, কিন্তু তাঁর তো নাম-রূপ আছে, তাইনা। এইখানে যিনি পড়ান তিনি হলেন নিরাকার পিতা। আত্মা শোনে এবং পরমাত্মা বলেন। এ হল নতুন কথা, তাইনা। বিনাশ তো হওয়ারই আছে, তাই না। এক হল বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি, দ্বিতীয় হল বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি। আগে তো তোমরাও বলতে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, পাথরে নুড়িতে ভগবান আছেন। এইসব কথা ভালো মতন বুঝতে হবে। এই কথা তো বোঝানো হয়েছে আত্মা হল অবিনাশী, শরীর হল বিনাশী। আত্মা কখনও কম-বেশি হয় না। সে হল সূক্ষ্ম আত্মা, সেই সূক্ষ্ম আত্মা-ই ৮৪ জন্ম নিয়ে সম্পূর্ণ পার্ট প্লে করে। আত্মা শরীরকে চালায়। উঁচু থেকে উঁচু বাবা পড়ান, তাই পদ মর্যাদাও অবশ্যই উঁচুই হবে, তাইনা। আত্মা-ই পড়াশোনা করে উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে। আত্মাকে চোখে দেখা যায় না। খুব চেষ্টা করা হয় যাতে আত্মা কিভাবে আসে তা দেখার, বা কোথা থেকে বেরিয়ে যায় ? কিন্তু জানা যায় না। যতই চেষ্টা করা হয়েছে তবুও কেউ বুঝতে পারেনি। এই কথা তো তোমরা বুঝেছ আত্মা-ই এই শরীরে বাস করে। আত্মা ও জীব দুই-ই হল আলাদা। আত্মা ছোট-বড় হয় না। জীব ছোট থেকে বড় হয়। আত্মা-ই পতিত থেকে পবিত্র হয়। আত্মা-ই বাবাকে আহ্বান করে - হে পতিত আত্মাদের পবিত্রকারী বাবা - এসো। এই কথাও বোঝানো হয়েছে - সব আত্মারা হল ব্রাইড (সীতা) এবং উনি হলেন রাম। ব্রাইডগ্রুম হলেন একজন। তারা আবার সবাইকে ব্রাইডগ্রুম বলে দেয়। এবারে ব্রাইড গ্রুম সকলের মধ্যে প্রবেশ করবে, এমন তো হতে পারে না। বুদ্ধিতে এই উল্টো জ্ঞান থাকার দরুন নীচে নেমে এসেছে কারণ গ্লানি বা নিন্দে করেছে, পাপ করেছে, সম্মান হনন করেছে। বাবার অতিরিক্ত গ্লানি করেছে। সন্তান কখনও পিতার গ্লানি করবে নাকি ! কিন্তু আজকাল বাচ্চারা খারাপ হয় বাবাকেও কটু কথা বলে। ইনি তো হলেন অসীম জগতের পিতা। আত্মারা-ই অসীম জগতের পিতার নিন্দে করে - বাবা আপনি হলেন কচ্ছ-মচ্ছ অবতার। কৃষ্ণেরও নিন্দা করেছে - রানীদের হরণ করেছে, এই করেছে সেই করেছে, মাখন চুরি করেছে। এবারে মাখন ইত্যাদি চুরি করার কি দরকার আছে। কতখানি তমোপ্রধান বুদ্ধি হয়েছে। বাবা বলেন আমি তোমাদের পবিত্র হওয়ার সহজ যুক্তি বলি। বাবা হলেন পতিত-পাবন সর্ব শক্তিমান অথরিটি। যেমন সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি যারা আছেন, তাদের শাস্ত্রের অথরিটি বলা হয়। শঙ্করাচার্যকেও বেদ শাস্ত্র ইত্যাদির অথরিটি বলা হবে, তার কত না আড়ম্বর রয়েছে। শিবাচার্যের কোনোরকম আড়ম্বর নেই, তাঁর সঙ্গে কোনো পল্টন বা অনুগামীর ভিড় নেই।

ইনি তো বসে সকল বেদ-শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বলে দেন। যদি শিববাবা আড়ম্বর করবেন তাহলে তো সর্বপ্রথমে এনার (ব্রহ্মাবাবার) আড়ম্বর করা উচিত। কিন্তু না। বাবা বলেন আমি তো বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সার্ভেন্ট। বাবা এনার (ব্রহ্মা বাবার) মধ্যে প্রবেশ করে বোঝান যে বাচ্চারা, তোমরা পতিত হয়েছ। তোমরা পবিত্র হয়ে ৮৪ জন্মের পরে পতিত হয়েছ। এদের-ই হিন্দি-জিওগ্রাফি আবার রিপিট হবে। এনারাই ৮৪ জন্ম ভোগ করছে। তারপরে এদেরই সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি বলি। বাবা-ই হলেন সর্বশক্তিমান। ব্রহ্মা দ্বারা বেদ-শাস্ত্রের সার তত্ত্ব বোঝান। চিত্রে ব্রহ্মাকে শাস্ত্র সহ দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে শাস্ত্র ইত্যাদির ব্যাপার নেই। না বাবার কাছে শাস্ত্র আছে, না ব্রহ্মার কাছে আছে, না তোমাদের কাছে শাস্ত্র আছে। এইসব তো তোমাদের নিত্য নতুন কথা শোনান তিনি। এই কথা তো জানো যে সবই হল ভক্তি মার্গের শাস্ত্র। আমি কোনও শাস্ত্র খোড়াই শোনাই। আমি তো তোমাদের মুখ দিয়ে শোনাই। তোমাদের রাজ যোগ শেখাই, যার নাম ভক্তি মার্গে গীতা রাখা হয়েছে। আমার কাছে বা তোমাদের কাছে কোনও গীতা ইত্যাদি আছে কি? এ তো হল পড়াশুনা। পড়াশুনায় অধ্যায়, শ্লোক ইত্যাদি হয় নাকি। বাচ্চারা, আমি তোমাদের পড়াই, হুবহু কল্প-কল্প এমন ভাবে পড়াব। কতখানি সহজ কথা বলি - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই শরীর তো মাটিতে মিশে যাবে। আত্মা হল অবিনাশী, শরীর তো ক্ষণে ক্ষণে শেষ হতে থাকে। আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে।

বাবা বলেন আমি তো একবার-ই আসি। শিবরাত্রিও পালন করা হয়। বাস্তবে হওয়া উচিত শিব জয়ন্তী। কিন্তু জয়ন্তী বললে মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া হয় যায়, তাই শিব রাত্রি বলা হয়। দ্বাপর-কলিযুগের রাত্রিতে আমাকে খুঁজে বেড়ায়। বলে দেয় সর্বব্যাপী। তবে তো তোমাদের মধ্যেও আছে! তাহলে ধাক্কা কেন খাও! একদম দেবতা সম্প্রদায় থেকে অসুরী সম্প্রদায়ের হয়েছে। দেবতার কখনও মদ্য পান করে কি? সেই আত্মারা-ই পতিত হয়ে মদ ইত্যাদি পান করে। বাবা বলেন, এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। পুরানো দুনিয়ায় আছে অনেক ধর্ম, নতুন দুনিয়ায় থাকে একটি ধর্ম। এক থেকে অনেক ধর্ম হয়েছে পুনরায় এক ধর্ম নিশ্চয় হতে হবে। মানুষ তো বলে দেয় কলিযুগে এখন ৪০ হাজার বছর বাকি আছে, একেই বলা হয় ঘোর অন্ধকার। জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছেন ফলে অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ হবেই। মানুষ কত জ্ঞানহীন। বাবা জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান সাগর আসেন তো তোমাদের ভক্তি মার্গের অজ্ঞানতা মিটে যায়। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে-করতে পবিত্র হয়ে যাও, খাদ বেরিয়ে যায়। এ হল যোগ অগ্নি। কাম অগ্নি কালো করে দেয়। যোগ অগ্নি অর্থাৎ শিববাবার স্মরণ সুন্দর বানিয়ে দেয়। কৃষ্ণের নামও রাখা হয় - শ্যাম-সুন্দর। কিন্তু অর্থ কি আর বোঝে। বাবা এসে অর্থ বুঝিয়ে দেন। সর্ব প্রথমে সত্যযুগে কত সুন্দর স্বরূপ থাকে। আত্মা পবিত্র সুন্দর হয় তো শরীরও পবিত্র সুন্দর ধারণ করে। সেখানে ধন সম্পদ সবকিছুই নতুন থাকে। নতুন পৃথিবী আবার পুরানো হয়। এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। খুব আয়োজন করা হচ্ছে। ভারতবাসী এত বোঝে না, যতটা বোঝে যে, আমরা নিজেদের কুলের বিনাশ করছি। কেউ প্রেরিত করছে। বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা নিজেদের বিনাশ টেনে আনছি। এই কথাও বুঝেছে যে ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে প্যারাডাইজ বা স্বর্গ ছিল। এই গড-গডেজ অর্থাৎ দেব-দেবীর রাজ্য ছিল। ভারত-ই প্রাচীন ছিল। এই রাজ যোগের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণ এমন স্বরূপে পরিণত হয়েছিলেন। সেই রাজ যোগ আবার বাবা-ই শেখাতে পারেন। সন্ন্যাসীরা শেখাতে পারে না। আজকাল কত ঠগবাজি চলছে। বাইরে গিয়ে বলে - আমরা ভারতের প্রাচীন যোগের শিক্ষা দিয়ে থাকি। আর তারপরে বলে ডিম খাও, মদ্য পান ইত্যাদি করো, যা ইচ্ছে তাই করো। এবারে তারা

রাজ যোগের শিক্ষা দেবে কিভাবে। মানুষকে দেবতায় পরিণত করবে কিভাবে। বাবা বোঝান আত্মা কতখানি উচ্চ স্বরূপধারী হয়, পরে পুনর্জন্ম নিতে নিতে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে যায়। এখন তোমরা আবার স্বর্গের স্থাপনা করছ। সেখানে দ্বিতীয় কোনও ধর্ম থাকেই না। এখন বাবা বলেন নরকের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এখানে যারা এসেছে তারা আবার স্বর্গেও নিশ্চয়ই আসবে। শিববাবার কথা একটু শুনে নিলেও স্বর্গে অবশ্যই আসবে। তারপরে যত পড়া করবে, বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। এখন বিনাশ কাল তো হল সবার জন্যই। বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি যারা আছে, বাবা ব্যতীত কাউকে স্মরণ করে না, তারা-ই উঁচু পদের অধিকারী হয়। একেই বলা হয় অসীম জগতের স্ফলারশিপ, এতেই তো রেস করা উচিত। এ হল ঈশ্বরীয় লটারি। এক হল স্মরণ, দ্বিতীয়তঃ দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে এবং রাজা-রানী হতে গেলে প্রজা তো বানাতেই হবে। কেউ অনেক প্রজা বানায়, কেউ কম। প্রজা তৈরি হয় সার্ভিস দ্বারা। মিউজিয়াম, প্রদর্শনী ইত্যাদিতে অসংখ্য প্রজা তৈরি হয়। এই সময় তোমরা পড়ছ তারপরে সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী কুলে চলে যাবে। এ হল তোমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের কুল। বাবা ব্রাহ্মণ কুল অ্যাডপ্ট করে তাদের পড়ান। বাবা বলেন আমি একটি কুল এবং দুইটি বংশ নির্মাণ করি। সূর্যবংশী মহারাজা-মহারানী, চন্দ্রবংশী রাজা-রানী। এদেরকে বলা হয় ডবল মুকুটধারী। পরে যখন বিকারগ্রস্ত রাজারা থাকে তাদের লাইটের মুকুট থাকে না। সেই ডবল মুকুটধারীদের মন্দির বানিয়ে তাঁদের পূজা করে। পবিত্রের সামনে গিয়ে মাথা নত করে। সত্যযুগে এইসব কথা থাকে না। ওটা হল পবিত্র দুনিয়া, সেখানে পতিত কেউ হয় না। তাকে বলা হয় সুখধাম, ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড। এই দুনিয়াকে বলা হয় ভিসস ওয়ার্ল্ড, অপবিত্র দুনিয়া। একজনও পবিত্র নয়। সন্ন্যাসীরা ঘর সংসার ত্যাগ করে চলে যায়, রাজা গোপীচন্দ্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় কিনা। তোমরা জানো কোনও মানুষ একে-অপরকে গতি-সদগতি দিতে পারে না। সকলের সদগতি দাতা এক আমিই। আমি এসে সবাইকে পবিত্র করি। এক তো পবিত্র হয়ে শান্তিধাম যাবে এবং দ্বিতীয় পবিত্র হয়ে সুখধাম আসবে। এটা হল অপবিত্র দুঃখধাম। সত্যযুগে অসুখ বিসুখ ইত্যাদি কিছুই হয় না। তোমরা সেই সুখধামের মালিক ছিলে, তারপরে রাবণ রাজ্যে দুঃখধামের মালিক হয়েছ। বাবা বলেন কল্প-কল্প তোমরা আমার শ্রীমৎ অনুসারে স্বর্গ স্থাপন কর। নতুন দুনিয়ায় রাজ্য প্রাপ্ত কর। তারপরে পতিত নরকবাসী হও। দেবতারা-ই পরে বিকার গ্রস্ত হয়। বাম মার্গে যায়।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বাবা এসে পরিচয় দিয়েছেন যে আমি একবার-ই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আসি। আমি যুগে-যুগে তো আসিই না। কল্পের সঙ্গম যুগে আসি, যুগে-যুগে নয়। কল্পের সঙ্গমে কেন আসি ? কারণ নরককে স্বর্গে পরিণত করি। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসি। অনেক বাচ্চারা লেখে - বাবা, আমাদের খুশীর অনুভূতি স্থির থাকে না, উল্লাস অনুভব হয় না। আরে, বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন, এমন পিতাকে স্মরণ করে তোমাদের খুশীর অনুভূতি হয় না ! তোমরা সম্পূর্ণ রূপে স্মরণ করো না। তাই খুশীও স্থির থাকে না। স্বামীকে স্মরণ করে খুশী অনুভব হয়, যে পতিতে পরিণত করে এবং বাবা, যিনি ডবল মুকুটধারী বানান, তাঁকে স্মরণ করে খুশী অনুভব হয় না। বাবার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বলো যে খুশী থাকে না ! বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই। স্মরণ করো না, তাই মায়া ধোঁকা দেয়। বাচ্চাদের কত ভালো ভাবে বোঝানো হয়। কল্প-কল্প বোঝানো হয়। আত্মারা যারা পাথর বুদ্ধি হয়েছে, তাদের পারস বুদ্ধি অর্থাৎ দৈবী বুদ্ধিতে পরিণত করেন। নলেজফুল বাবা নিজে এসে নলেজ প্রদান করেন। তিনি হলেন সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ। পবিত্রতায় ফুল বা সম্পূর্ণ, প্রেম ভালোবাসায় ফুল। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, প্রেমের সাগর তাই না। এমন

পিতার কাছে তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর। এমন হতেই তোমরা আসো। বাকি ওইসব সংসঙ্গ ইত্যাদি সবই হল ভক্তি মার্গের। তাতে মুখ্য উদ্দেশ্য কিছুই নেই। একেই তো গীতা পাঠশালা বলা হয়, বেদ পাঠশালা নয়। গীতার দ্বারা নর থেকে নারায়ণ হও। নিশ্চয়ই বাবা বানাবেন, তাইনা। মানুষ মানুষকে দেবতা করতে পারে না। বাবা বার-বার বাচ্চাদেরকে বোঝান - বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা কেউ দেহ নও। আত্মা বলে আমি এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করি। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং। বাচ্চাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

- ১) যেমন শিববাবার কোনো আড়ম্বর নেই, সার্ভেন্ট হয়ে বাচ্চাদেরকে পড়াতে এসেছেন, এমন, বাবার সম অর্থটি হওয়া সত্ত্বেও নিরহংকারী হয়ে থাকতে হবে। পবিত্র হয়ে পবিত্র করার সেবা করতে হবে।
- ২) বিনাশ কালের সময় ঈশ্বরীয় লটারি প্রাপ্ত করার জন্য প্রীত বুদ্ধি হয়ে স্মরণে থাকার বা দৈবী গুণ ধারণ করার রেস করতে হবে।

বরদান :- ঈশ্বরীয় সেবা দ্বারা ভ্যারাইটি মেওয়া বা প্রাপ্তকারী অধিকারী আত্মা ভব

ব্যাখা: বলা হয় "করো সেবা তো পাবে মেওয়া অর্থাৎ হবে প্রাপ্তি" । ঈশ্বরীয় জ্ঞান দান করা-ই হল ঈশ্বরীয় সেবা । যে এই সেবা করে, তারা অতীন্দ্রিয় সুখের, শক্তির, খুশীর ভ্যারাইটি মেওয়া প্রাপ্ত করে। তোমরা ব্রাহ্মণরা-ই হলে এর অধিকারী। কারণ তোমাদের কাজ-ই হল ঈশ্বরীয় পড়াশুনা করা এবং করানো। যার দ্বারা ঈশ্বরের আপন হওয়া যায়। সুতরাং, এমন ঈশ্বরীয় সেবা করে ঈশ্বরীয় ফলের অধিকারী হয়েছ - এই নেশাতেই থাকো।

স্লোগান - বাবার সঙ্গে থেকে কর্ম করো, তাহলে ডবল লাইট থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভিতরে-ভিতরে দিন রাত বাবা- বাবা হতে থাকলে তবে অপার খুশী থাকবে, বুদ্ধিতে থাকবে বাবা আমাদের কুবেরের ধন-ভান্ডার দিতে এসেছেন"

প্রশ্ন : - বাবা কোন্ বাচ্চাদের অনেস্ট (সং) ফুল বলেন? তাদের লক্ষণ শোনাও।

উত্তর :- অনেস্ট ফুল হলো সে-ই, যে কখনোই মায়ার বশীভূত হয় না। মায়ার দ্বন্দ্ব আসে না। ঐরকম অনেস্ট ফুল লাস্টে এসেও ফাস্ট (দ্রুত) যাওয়ার পুরুষার্থ করে। তারা পুরানোদের থেকেও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রাখে। নিজেদের অবগুণকে বের করে দেওয়ার পুরুষার্থে থাকে। অপরের অবগুণকে দেখে না।

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ। তিনি হলেন আত্মাদের পিতা। কারণ শিব তো সুপ্রিম রুহ (আত্মা), আত্মাই তো, তাই না। বাবা তো প্রতিদিন নতুন নতুন কথা বোঝাতে থাকেন। গীতা শোনার সল্যাসী ইত্যাদি অনেক আছে। তারা বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। বাবা শব্দ ওদের মুখ থেকে কখনো বের হতে পারে না। এই শব্দ হলোই গৃহস্থ মার্গের লোকদের জন্য। ওরা তো হলো নিবৃত্তি মার্গের। তারা ব্রহ্মকেই স্মরণ করে। মুখে কখনো শিববাবা বলবে না। তোমরা চাইলে গিয়ে চেক করতে পারো। মনে করো বড়-বড় বিদ্বান সল্যাসী চিন্ময়ানন্দ ইত্যাদি গীতা শোনায়, এরকম নয় যে তারা গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পেরে তার সাথে যোগ যুক্ত হতে পারবে। না। তারা তো হলো ব্রহ্মর সাথে যোগ যুক্ত হতে চাওয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানী বা তত্ত্ব জ্ঞানী। কৃষ্ণকে কখনো কেউ বাবা বলছে, এটা হতে পারে না। তাহলে কৃষ্ণ তো গীতা শোনানোর বাবা- এটা দাঁড়ালো না। শিবকে সকলে বাবা বলে, কারণ উনি সমস্ত আত্মাদের পিতা। সব আত্মারা ওঁনাকে ডাকে- পরমপিতা পরমাত্মা। উনি হলেন সুপ্রিম, পরম- কারণ পরমধামে থাকেন। তোমরাও সকলে পরমধামে থাকো, কিন্তু ওঁনাকে পরমাত্মা বলা হয়। উনি কখনো পুনর্জন্মে আসেন না। নিজেই বলেন - আমার জন্ম হলো দিব্য আর অলৌকিক। ঐরকম কোনো রথে প্রবেশ করে তোমাদের বিশ্বের মালিক হওয়ার যুক্তি বলি, এটা আর কোথাও হতে পারে না। তাই বাবা বলেন- আমি যে হই, যেইরকম হই, আমাকে কেউ জানে না। আমি যখন নিজের পরিচয় দিই তখন জানতে পারে। এই ব্রহ্ম অথবা তত্ত্বকে মানে যারা, তারা আবার কৃষ্ণকে নিজের বাবা মানবে কি ভাবে। আত্মারা সবাই বাচ্চা সাব্যস্ত হলো যে না। সবাই কি ভাবে কৃষ্ণকে পিতা বলবে। এরকম তো আর বলতে পারে না যে কৃষ্ণ সবার পিতা। আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স। এরকমও নয় কৃষ্ণ সর্বব্যাপী। সবাই কি আর কৃষ্ণ হতে পারে। যদি সবাই কৃষ্ণ হয় তো তার বাবাও চাই। মানুষ অনেক কিছু ভুলে আছে। জানে না বলেই বলেন আমাদের কোটির মধ্যে কেউ জানে। কৃষ্ণকে তো যে কেউই জেনে যায়। বিলেতের সবাইও তাকে জানে। লর্ড কৃষ্ণ বলে যে। চিত্রও আছে, আসল চিত্র তো নেই। ভারতবাসীদের থেকে শোনে, এনার পূজা অনেক হয়, তারপর গীতাতে এটা লিখে দিয়েছে - কৃষ্ণ ভগবান। ভগবানকে কী লর্ড বলা যায়? তারা বলে লর্ড কৃষ্ণ। লর্ড টাইটেল বাস্তবে বড় মানুষদের প্রাপ্ত হয়। তারা তো সবাইকে দিতে থাকে, একে বলা হয় অঙ্ককার নগরী। যে কোনো পতিত মানুষকে লর্ড বলে দেয়। কোথায় আজকালকার পতিত মানুষ, কোথায় শিব বা কৃষ্ণ! বাবা বলেন, আমি তোমাদের যে জ্ঞান প্রদান করি, সেটা আবার বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমি এসেই নূতন দুনিয়া স্থাপন করি। আমি জ্ঞানও এখনই

দিই। আমি যখন জ্ঞান দেব তখনই বাচ্চারা শুনবে। আমি ছাড়া কেউ শোনাতে পারে না। জানেই না।

সন্ন্যাসী কি আর শিববাবাকে স্মরণ করতে পারে? তারা বলতেও পারে না যে নিরাকার গডকে স্মরণ করো। তোমরা কী কখনো তাদের তা বলতে শুনেছ ? অনেক লেখা-পড়া করা মানুষও বোঝে না। বাবা এখন বোঝান - কৃষ্ণ ভগবান নয়। মানুষ তো তাকেই ভগবান বলতে থাকে। কতো পার্থক্য হয়ে গেছে। বাবা তো বসে বাচ্চাদের পড়ান। তিনি বাবা, টিচার এমন কি গুরুও। শিববাবা বসে সকলকে বোঝান। না বোঝার কারণে ত্রিমূর্তিতে শিব রাখেই না। ব্রহ্মাকে রাখে, যাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলে। প্রজাকে রচনা করেন যিনি। কিন্তু ওনাকে ভগবান বলা হবে না। ভগবান প্রজা রচনা করেন না। ভগবানের তো সকল আত্মারা হলো বাচ্চা। আবার কারোর দ্বারা প্রজা রচনা করেন। তোমাদের কে অ্যাডপ্ট করেছে ? ব্রহ্মা দ্বারা বাবা অ্যাডপ্ট করেছেন। ব্রাহ্মণ হবে যখন তখনই তো দেবতা হবে। এই কথা তো তোমরা কখনো শোনোনি। প্রজাপিতারও অবশ্যই পার্ট আছে। অ্যাক্ট চাই তো। এতো প্রজা কোথা থেকে আসবে। তারা তো গর্ভজাত (কুখ বংশাবলী) হতে পারে না। সেই গর্ভজাত ব্রাহ্মণ বলবে- আমার সারনেম (পদবী) হলো ব্রাহ্মণ। সবার নাম তো আলাদা-আলাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো তখনই বলবে, যখন শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। এটা হলো নূতন কথা। বাবা নিজে বলেন- আমাকে কেউ জানে না, সৃষ্টি চক্র কি তাও জানে না। তাই তো ঋষি-মুনি সকলে এটাও না- ওটাও না (নেতি, নেতি) বলে গেছে। না পরমাত্মাকে, না পরমাত্মার রচনাকে জানে। বাবা বলেন আমি যখন আমি এসে নিজের পরিচয় দিই, তখনই জানে। এই দেবতাদের কি আর ওখানে এই কথা মনে পড়ে যে আমরা এই রাজ্য কীভাবে পেয়েছি ? এদের মধ্যে জ্ঞান থাকেই না। পদ প্রাপ্ত করে নিয়েছে তাই আর জ্ঞানের দরকার থাকে না তাদের । সঙ্গতির জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা। এরা তো সঙ্গতি প্রাপ্ত করেছে। এটা খুবই বোঝার মতো রহস্যপূর্ণ বিষয় । বুদ্ধিমান যে, সে-ই বুঝতে পারবে। এছাড়া যে সব বয়স্ক মাতা-রা আছে, ওদের মধ্যে এতো বুদ্ধিই তো নেই। সেটাও ড্রামার প্ল্যান অনুসারে প্রত্যেকের নিজস্ব পার্ট আছে। এরকম তো বলবে না- হে ঈশ্বর বুদ্ধি দাও। আমি সবাইকে একরকম বুদ্ধি দিলে তো সবাই নারায়ণ হয়ে যাবে। সবাই একে অপরের উপর সিংহাসনে বসবে নাকি ! হ্যাঁ, এইম অবজেক্ট হলো এটা হওয়া। সবাই পুরুষার্থ করছে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। হবে তো পুরুষার্থ অনুসারে, তাই না। সবাই যদি হাত তোলে- আমি নারায়ণ হবো, তো বাবার ভিতরে-ভিতরে হাসি আসবে যে, তাই না। সবাই এক রকম হতে পারে কীভাবে! নম্বর অনুযায়ী তো হয়। নারায়ণ- দ্যা ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড। যে'রকম এডওয়ার্ড দ্যা ফাস্ট, সেকেন্ড থার্ড...হয় । যদিও এইম অবজেক্ট হলো এটা, কিন্তু নিজে তো বুঝতে পারে- চলন এমন হলে তবে কি পদ প্রাপ্ত হবে ? পুরুষার্থ তো অবশ্যই করতে হবে। বাবা নম্বর অনুযায়ী ফুল নিয়ে আসেন, নম্বর অনুযায়ী ফুল দিতেও পারেন কিন্তু ঐরকম করেন না। অনেকেই তাতে আশাহত হয়ে পড়বে । বাবা জানেন, দেখেনও কে বেশী সার্ভিস করছে, এ তো খুব ভালো ফুল । শেষে তো নম্বর অনুযায়ী হয়ই। অনেক পুরানোরাও বসে আছে কিন্তু তাদের মধ্যে নতুন নতুন, বড়-বড় ভালো ফুল আছে। বাবা বলবেন, এ তো নম্বর ওয়ান অনেস্ট ফুল, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ঈর্ষা ইত্যাদি এর মধ্যে নেই। অনেকের মধ্যে কোনো না কোনো ঘাটতি অবশ্যই আছে। কাউকেই তো সম্পূর্ণ বলা যায় না। শোভা কলা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রমের দরকার। এখন তো কেউ সম্পূর্ণ হতে পারে না। এখন তো ভালো ভালো বাচ্চাদের মধ্যেও তো অনেক ঈর্ষা রয়েছে। ঘাটতি তো আছে। বাবা জানেন, সকলে কেমন পুরুষার্থ করছে। দুনিয়ার লোকেরা কি জানে ! তারা তো

কিছু বোঝে না। খুবই কম বোঝে। গরীব যে তাড়াতাড়ি বোঝে। অসীম জগতের বাবা পড়াতে এসেছেন। সেই বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের পাপ খন্ডন হবে। আমরা বাবার কাছে এসেছি, বাবার থেকে নূতন দুনিয়ার উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। নম্বর অনুযায়ী তো হয়ে থাকে- ১০০ থেকে শুরু করে এক নম্বর পর্যন্ত। বাবাকে জেনে নিয়েছে, একটু যদি শুনে থাকে তো অবশ্যই স্বর্গে যাবে। ২১ জন্মের জন্য স্বর্গে আসা কি কিছু কম ব্যাপার ! এ'রকম তো নয় যে, কেউ মরলে পরে বলবে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গে গেছে। স্বর্গ আছেই বা কোথায় ! কিরকম মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং (ভুল বোঝাবুঝি) করে দিয়েছে। বড়-বড় ভালো লোকেরাও বলে দিয়েছে অমুকে স্বর্গে গেছেন । স্বর্গ বলে কাকে ? অর্থ কিছুই বোঝে না। এটা শুধুমাত্র তোমরাই জানো। তোমরাও মানুষ, কিন্তু তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো। নিজেকে ব্রাহ্মণই বলে থাকো। তোমাদের ব্রাহ্মণদের এক বাপদাদা আছেন । সন্ন্যাসীদেরকেও তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো - এই যে মহাবাক্য বা ভগবানুবাচ আছে যে, দেহের সাথে দেহের সকল ধর্ম ছেড়ে মামেকম্ (শুধুমাত্র আমাকে) স্মরণ করো- এটা কি কৃষ্ণ বলে যে, "মামেকম্ স্মরণ করো" ? তোমরা কৃষ্ণকে স্মরণ করো কি ? তারা কিন্তু কখনো হ্যাঁ বলবে না। সেখানেই প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে। কিন্তু বেচারী অবলারা যায়, তারা কি আর জানে। তারা নিজেদের ফলোয়ার্সদের প্রতি দ্রুত হয়ে যায়। দুর্বাসার নাম আছে না ! তাদের আবার খুব অহঙ্কার । তাদের ফলোয়ার্সও অনেক । ভক্তির রাজ্য যে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা কারোর নেই। নয়তো তাকে বলতে হতো তুমি তো শিববাবাকে পূজা করো। এখন ভগবান বলে কাকে ? নুড়ি-পাথর, ভাঙা কলসীর টুকরোতে কি ভগবান ? তারাও পরে এ'সব কথা বুঝবে। তারা এখন তাদের নেশায় রয়েছে । সবাই হলো পূজারী। তাদেরকে পূজ্য বলা যাবে না।

বাবা বলেন, আমাকে বিরলই কেউ জানে। বাচ্চারা, আমি যে হই, যে'রকম হই - তোমাদের মধ্যেও বিরলই কেউ, যথায়থ ভাবে (অ্যাকুউরেট) জানে। তার ভিতরে ভিতরে অনেক খুশী থাকে। এটা তো বোঝে যে, বাবা-ই আমাদের স্বর্গের বাদশাহী দেন। কুবেরের ধন-ভান্ডার লাভ হয় আমাদের । আল্লাহ্ আলাদীনের খেলাও (আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ) দেখান। প্রদীপ ঘোষলেই অটেল ধন-ভান্ডার বেরিয়ে আসবে। অনেক খেলা দেখায়- এক সম্রাটের বন্ধু ছিলেন ভগবান, তার উপরেও গল্প আছে। যে কিনা তার রাজত্ব একদিনের জন্য দিয়ে দেবে তাকে, যে প্রথম সাঁকোর উপরে আসবে। এই সবই হলো গল্প। এখন বাবা বোঝান খোদা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বন্ধু হন, এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করেন, খেলাও করেন। শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবার রথ একই, অবশ্যই তাই শিববাবাও খেলা করতে পারেন। বাবাকে স্মরণ করে খেললে এনার মধ্যে দুই জন থাকে। হলেন তো দুই জন- বাবা আর দাদা। কিন্তু এ'কথা কেউই বোঝে না, বলে রথে করে এসেছেন, তাই আবার ঘোড়ার গাড়ীর রথ দেখিয়ে দিয়েছে। এইরকম বলে না যে, কৃষ্ণের উপর বসে শিববাবা জ্ঞান দিচ্ছেন। তারা আবার বলে দেয় কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এ'রকম তো বলবে না যে, ব্রহ্মা ভগবানুবাচ। না। এটা হলো রথ। শিব ভগবানুবাচ। বাবা বসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নিজের আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয়, ডিউরেশন (সময় কালের পরিধি সম্বন্ধে) বলেন। যে কথা কেউই জানে না। যারা সেন্সেবেল হবে তারা বুদ্ধি দিয়ে কাজে লাগাবে। সন্ন্যাসীদের তো সন্ন্যাস করতে হবে। তোমরাও শরীর সহ সব কিছুর সন্ন্যাস করো। তোমরা জানো যে, এটা পুরানো চামড়া, আমাদের তো এখন নূতন দুনিয়াতে যেতে হবে। আমরা আত্মারা এখানে থাকার জন্য নই। এখানে ভূমিকা পালন করতে এসেছি। আমরা পরমধামের বাসিন্দা। তোমরা বাচ্চারা এটাও জানো ওখানে নিরাকারী বৃক্ষ কিরকম। সমস্ত আত্মারা ওখানে থাকে, এই অনাদি ড্রামা নির্ধারিত হয়েই আছে।

কতো কোটি-কোটি জীব-আত্মা আছে। এতো সব কোথায় থাকে ? নিরাকারী দুনিয়ায়। এছাড়া নক্ষত্র সমূহ তো আর আত্মা নয়। মানুষ তো নক্ষত্রদেরও দেবতা বলে দিয়েছে। কিন্তু সেসব কোনো দেবতা নয়। জ্ঞান সূর্য তো আমরা শিববাবাকে বলব। তাই ওঁনাকে দেবতা বলব কি আর ? শাস্ত্রে কি-কি সব লিখে দিয়েছে। এই সব হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। যার দ্বারা তোমরা নীচে নামতেই থেকেছো। ৮৪ জন্ম নিলে তো অবশ্যই নীচে আসতে থাকবে। এখন এটা হলো আয়রন এজেড দুনিয়া। সত্যযুগকে বলা হয় গোল্ডেন এজেড দুনিয়া। সেখানে কারা থাকত ? দেবতারা। তারা গেল কোথায়- এটা কারোরই জানা নেই। তারা এটা বোঝে যে মানুষ পুনর্জন্ম নেয়। বাবা বুঝিয়েছেন, পুনর্জন্ম নিতে নিতে দেবতা থেকে পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু হয়ে গেছে। পতিত হয়ে গেছে। আর কারোর ধর্ম পরিবর্তিত হয় না। এদের ধর্ম কেন পরিবর্তিত হয়- কারোর জানা নেই। বাবা বলেন ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। দেবী দেবতা যখন ছিলো নারী-পুরুষ পবিত্র জুড়ি ছিলো। তোমরা আবার রাবণ-রাজ্যে অপবিত্র হয়ে গেছো। তাই দেবী-দেবতা বলা যায় না, সেইজন্য নাম হলো হিন্দু। দেবী-দেবতা ধর্ম কৃষ্ণ ভগবান স্থাপন করেননি। অবশ্যই শিববাবা এসেই করে থাকবেন। শিব জয়ন্তী শিব রাত্রিও পালন করা হয় কিন্তু উনি এসেই করেছেন, এটা কারোর জানা নেই। শিব পুরাণও একটি আছে। বাস্তবে শিবের একমাত্র গীতাই আছে, যা শিববাবা শুনিয়েছেন, আর কোন শাস্ত্র হয় না। তোমরা কোনো হিংসা করো না। তোমাদের কোনো শাস্ত্র তৈরী হয় না। তোমরা নূতন দুনিয়াতে চলে যাও। সত্যযুগে গীতা ইত্যাদি কোনো শাস্ত্রই হয় না। সেখানে কে পড়বে ? তারা তো বলে দেয় এই বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পরমম্পরায় চলে আসছে। ওদের কিছুই জানা নেই। স্বর্গে কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি হয় না। বাবা তো দেবতায় পরিণত করে দিয়েছেন, সকলের সদ্ধতি হয়ে গেছে আবার শাস্ত্র পড়ার দরকার কি। সেখানে শাস্ত্র হয় না। এখন বাবা তোমাদের জ্ঞানের চাবি দিয়ে দিয়েছেন, যার দ্বারা বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। প্রথমে তালা একদম বন্ধ ছিলো, কিছুই বুঝতে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কারোর সাথেই ঈর্ষা ইত্যাদি করতে নেই। যাবতীয় দুর্বলতা বের করে দিয়ে সম্পূর্ণ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে।

২) শরীর সহ সব কিছুর সন্ন্যাস করতে হবে। কোনো প্রকার হিংসা করতে নেই। অহঙ্কার রাখতে নেই।

বরদান :- "আমার" - কে "তোমার" শব্দে পরিবর্তন করে নিশ্চিত বাদশাহ হও আর খুশির অতল ধন সম্ভারে ভরপুর হও

যে বাচ্চারা সব কিছু তোমার করে দিয়েছে, তারাই নিশ্চিত থাকে। আমার কিছু নয়, সব তোমার....যখন এ'রকম পরিবর্তন করো, তখন নিশ্চিত হয়ে যাও। জীবনে প্রত্যেকেই নিশ্চিত হতে চায়, যেখানে দুশ্চিন্তা নেই সেখানে সদা খুশী থাকে। তাই "তোমার" বললে, নিশ্চিত হওয়ার জন্য

খুশীর ধন রাশীতে ভরপুর হয়ে যাও। তোমাদের অর্থাৎ নিশ্চিত বাদশাহদের কাছে অপারিসীম, অটুট, অবিনাশী ধন-ভান্ডার আছে, যা সত্যযুগেও থাকবে না।

শ্লোগান :- ধন- ভান্ডারকে সেবাতে লাগানো অর্থাৎ জমার খাতা বৃদ্ধি করা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে যোগযুক্ত থাকার পুরুষার্থের পরিশ্রম তোমাদের সবারই করা উচিত, নিজেকে আত্মা অনুভব করে আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করলে আমিই তোমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেবো"

প্রশ্ন:- সকলেরই সঙ্গতির স্থান কোথায় - যে মহত্বের কথা সমগ্র দুনিয়াই জানবে?

উত্তর:- আবু পার্বত্য অঞ্চলই সবার সঙ্গতির স্থান। বোর্ডে তোমরা ব্রহ্মাকুমারীসের পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখতে পারো - এটাই সর্বোত্তম তীর্থস্থান। সমগ্র দুনিয়ার সদগতি এখান থেকেই হয়। সকলেরই সঙ্গতিদাতা (একমাত্র এই) বাবা এবং আদম (ব্রহ্মা) এখানে বসেই সবার সঙ্গতি করেন। আদম অর্থাৎ তিনিও মানব, দেবতা নয়। এমনকি ওনাকে ভগবানও বলা চলে না।

ওম্ শান্তি ! দুবার ওম্ শান্তি বলার কারণ- প্রথমবার (নিরাকার) বাবার উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয়বার (ব্রহ্মা) দাদার উদ্দেশ্যে। একের (ব্রহ্মার) মধ্যেই যে দুই আত্মা। উনি হলেন 'পরম্ আত্মা', আর ইনি 'আত্মা'! সেই উনিই তোমাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছেন যে, উনি আসলে সুদূর পরমধামের বাসিন্দা। ইনিও সেই একই কথা জানাচ্ছেন। তাই বাবা যেমন বলেন-- ওম্ শান্তি, ইনিও তেমনই বলেন -- ওম্ শান্তি। বাচ্চারাও তেমনি বলে-ওম্ শান্তি! অর্থাৎ যার প্রকৃত অর্থ আমরা আত্মারা সবাই শান্তিধাম নিবাসী। বাচ্চারা, এখানে তোমরা সবাই একটুখানি আলাদা আলাদা ভাবে বসবে। একজনের অঙ্গ যেন অপরজনের অঙ্গ স্পর্শ না করে। যেহেতু প্রত্যেকেরই নিজের নিজের অবস্থা ও যোগের স্থিতির মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ থাকে। কেউ হয়তো খুব ভাল যোগযুক্ত যোগী, কেউ বা আবার একেবারেই স্মরণের যোগ করে না। এমন যে থাকে, একেবারেই স্মরণের যোগে বসে না - সে অবশ্যই তমোপ্রধান পাপী-আত্মা। আর যে স্মরণের যোগে যোগী, সে হলো সতোপ্রধান পুণ্য-আত্মা। এই দুয়ের মধ্যে অনেকটাই তফাৎ ! বাড়ীতে যদিও একসাথেই থাকো, কিন্তু পার্থক্য তো থাকবেই, এরই উদাহরণে ভগবতে (গীতায়) দেবতা ও অসুরের বর্ণনা করা হয়েছে। যা কিন্তু আসলে এই বর্তমান সময় কালেরই ঘটনা। তাই বাবা স্বয়ং বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - এসব ঈশ্বরীয় চরিত্র, যা হল ভক্তি-মার্গের গল্প-গাঁথা। আসলে সত্যযুগে তোমাদের এসব কিছুই মনে থাকে না, তখন ওখানে সব কিছুই ভুলে যাও, যা এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ বাবা এখন পড়াচ্ছেন। সত্যযুগে তা একেবারেই ভুলে যাবে। এরপর দ্বাপর যুগে যখন শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হয়, তখন আবার রাজযোগ শেখানোর প্রচেষ্টা করে। কিন্তু রাজযোগ যে আর কেউই শেখাতে পারে না। তখনই সম্ভব হয়, যখন বাবা স্বয়ং এসে তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে তা শেখান। একমাত্র বি.কে.-রাই জানো কি সুন্দর পদ্ধতিতে বাবা এই সহজ রাজযোগ শেখান। যা আবার ৫-হাজার বছর পরে বাবা বাচ্চাদেরকে ঠিক এমন ভাবেই সম্বোধন করে বলবেন- "মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী সন্তানেরা"- না এখানে কোনও মানুষ কোনও মানুষকে বলতে যেমন সক্ষম হবে, না কোনও দেবতা অন্য দেবতাদের তা বলতে পারবে। একমাত্র এই আধ্যাত্মিক বাবাই ওঁনার আধ্যাত্মিক সন্তানদেরকে এমন ভাবে বলতে পারেন।

বাচ্চারা, একবার তোমরা তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের যে পার্ট করো, আবার ৫-হাজার বছর বাদে আবারও সেই একই পার্ট করতে হয় তোমাদের। যেহেতু অবনমনের সিঁড়ি বেয়ে নামতেই হয় তোমাদের। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আদি-মধ্য-অন্তর রহস্যগুলি জানা আছে। তোমরা এও জানো কোনটা শান্তিধাম অর্থাৎ দূরবর্তী সেই পরমধাম। তোমরা আত্মারা সেই নিরাকার দুনিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারে থাকো সেখানে, অবশ্য তা ক্রমিক অনুসারেই। আকাশে তারাদের অবস্থান যেভাবে দেখা যায়। তারারা সেখানে যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছুই দেখা যায় না। তার উপরে আর কিছুই নেই, সেখানে শুধুমাত্র ব্রহ্মতত্ত্বই আছে। আর এখানে তোমরা এই পৃথিবী-তত্ত্বে অবস্থান করছো - এটাই তোমাদের কর্মক্ষেত্র। এখানে এসে শরীর ধারণ করে তোমরা তোমাদের কর্ম-কর্তব্য পালন করো। এবার বাবা বোঝাচ্ছেন- তোমরা যখন আমার থেকে তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাচ্ছো, তাই আগামী ২১-জন্ম তোমাদের কর্মগুলি অকর্ম হবে, যেহেতু সেখানে রাবণের রাজত্ব থাকে না। একদা সেটাই ছিল ঈশ্বরীয় রাজ্য, যা এখন আবার স্বয়ং ঈশ্বর তা স্থাপন করাচ্ছেন। এইভাবেই বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলছেন - "নিরাকার শিববাবাকে স্মরণ করলেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার পাবে। যেহেতু সেই স্বর্গ-রাজ্য নিরাকার শিববাবার দ্বারাই স্থাপিত হয়। অতএব তোমরা কেবলমাত্র শিববাবা আর সুখধামকেই স্মরণ করবে। অবশ্য শুরুতে শান্তিধামকে স্মরণ করলে সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রই স্মরণে আসবে। বারবার তা মনে করাতে হয়, যেহেতু মুহূর্তে মুহূর্তেই তা ভুলে যাও তোমরা। ওহে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদেরকে কেবলমাত্র আত্মা ভেবে পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপের কালিমাগুলি ভস্ম হয়ে যাবে।" বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের কাছে প্রতিজ্ঞা

করছেন, এই স্মরণে যোগযুক্ত হতে পারলে, তবেই উনি তাকে পাপ থেকে মুক্ত করবেন। যেহেতু একমাত্র এই বাবাই যে পতিত-পাবন, সর্বশক্তির অধিকারী। ওঁনাকেই 'ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি' বলা হয়। একমাত্র উনি সমগ্র সৃষ্টি রহস্যের আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র গ্রন্থগুলির সবকিছুই সার-জ্ঞান জানা আছে ওঁনার - তাই তো উনি বলতে পারেন, এসবের মধ্যে কোনও সারবস্তুই নেই। এমনকি গীতাতেও কোনও সার নেই। যদিও এই গীতাই হলো সর্ব শাস্ত্রগুলির শিরোমণি অর্থাৎ মা-বাবা। বাকী শাস্ত্রগুলি সবাই তো বাচ্চা স্বরূপ। ঠিক যেমন, সর্বপ্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, বাকীরা সবাই তার বাচ্চা স্বরূপ। তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে আদম্ অর্থাৎ আদিপুরুষ বলা হয়। আদম্ অর্থাৎ মানব বা জীবাত্মা। যেহেতু ইনি কেবল মানবাত্মা, অতএব এনাকে দেবতা বলা যাবে না। তাই আদম্ অর্থাৎ আদিপুরুষ বলা হয়। অথচ ভক্তি-মার্গে আদিপুরুষ ব্রহ্মাকেও দেবতা বলা হয়। তাই তো বাবা বসে তা বোঝাচ্ছেন, আদম্ অর্থাৎ মনুষ্য আত্মা, না তো দেবতা আর না ভগবান। লক্ষ্মী-নারায়ণ কিন্তু দেবতা। স্বর্গ-রাজ্য হলো তাদের সেই ঈশ্বরীয় রাজ্য। যা একেবারেই নতুন দুনিয়া। অর্থাৎ ওয়াল্ডার অফ দ্য ওয়াল্ড, যা এক আশ্চর্য পৃথিবী। এছাড়া বাকী যা কিছু তা তো মায়ার আশ্চর্য। দ্বাপরযুগের পরে মায়ার সেই ওয়াল্ডার চলতেই থাকে। আর ঈশ্বরীয় ওয়াল্ডার হলো হেভেন বা স্বর্গ-রাজ্য, যা স্থাপন করেন স্বয়ং বাবা। বর্তমানে বাবার দ্বারা তারই স্থাপনা কার্য চলছে !

এবার বাবা বলছেন- এই যে দিলওয়াড়া মন্দির রয়েছে, এর যথার্থ অর্থের মূল্যায়ন কেউ করতে পারে না। লোকেরা কেবল তীর্থস্থান হিসাবেই যায় সেখানে। যদিও প্রকৃতপক্ষে এটাই কিন্তু মহান তীর্থস্থান। বাচ্চারা, তোমরা তো বোর্ডে লেখো- "ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়, আবু পর্বত বা মাউন্ট আবু", এর সাথে ব্রাকেটে এ কথাও লেখা উচিত, সর্বোত্তম তীর্থস্থান। কারণ, তোমরা জানো, সবার সদগতি তো এখান থেকেই হয়। যা সাধারণ লোকেরা কেউই তা জানে না। ঠিক যেমন, সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি 'গীতা' - তেমনি সর্ব তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান 'মাউন্ট আবু'। এমন লেখা লোকেরা পড়লে, লেখার প্রতি মনোযোগ যাবে। সমগ্র বিশ্বের তীর্থের মধ্যে এটাই যে সবচেয়ে মহান তীর্থ। যেখানে পরমাত্মা বাবা স্বয়ং বসে সবার সদগতি করেন। তীর্থস্থান তো অনেক আছে। গান্ধীজীর সমাধিস্থলকেও অনেকে তীর্থস্থান মনে করে। তারা সেখানে গিয়ে ফুল ইত্যাদি অর্ঘ্য প্রদান করে। এমনটা কেন করছে তা তারা সেভাবে ভাবে না। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা এখানে বসেই তা জানো, এই কারণে তোমাদের মনে কতই না আনন্দ হওয়া উচিত। তোমরা বি.কে.-রা এখন স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনার কার্যে রত। বাবা বলছেন- "বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে কেবলমাত্র আত্মা ভেবে আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ তো খুবই সহজ-সরল, যার জন্য কোনও প্রকারের খরচাপাতিও লাগে না। এই যে তোমাদের মাশ্বা, ওনার কি এক নয়া পয়সাও খরচা লেগেছিল ? একেবারেই বিনা খরচে এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়েই তো কত বুদ্ধিমান ও নম্বর ওয়ান হয়ে উঠেছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ রাজযোগিনীও হয়েছিলেন! মাশ্বার মতন এমন তীক্ষ্ণ আর কেউই হয়ে উঠতে পারেনি।"

বাচ্চারা দেখো, তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সামনে বসে আত্মাদের বাবা (পরমাত্মা) এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। রাজ্য-ভাগ্যের যে প্রাপ্তি তা তো আত্মারাই পায়। আবার সেই রাজ্যকে নিজেরাই খোয়ায় - তাও আত্মারাই। অতি ক্ষুদ্র এই আত্মা আবার কত প্রকারের। এই আত্মাই কত বিশাল বিশাল কার্য করে। আত্মার নিকৃষ্ট থেকেও নিকৃষ্টতর কার্য হলো কাম-বিকারের প্রভাবে আসা। এই আত্মার মধ্যেই ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পাঠ নির্দিষ্ট থাকে। আবার এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে কতই না অদম্য শক্তি সঞ্চিত থাকে। আসলে আত্মারাই কিন্তু সমগ্র বিশ্বে রাজত্ব করে। দেবতাদের আত্মাতেই এত বিশাল ক্ষমতা থাকে। প্রত্যেক ধর্মের আত্মাদেরই তাদের নিজেদের নিজেদের পৃথক শক্তি ও ক্ষমতা থাকে। যেমন খ্রিস্টান ধর্মের আত্মারা খুবই শক্তিশালী। আত্মাতে যে শক্তি থাকে, সেই শক্তির দ্বারাই শরীর তার কর্ম করে। আত্মারাই এই জাগতিক দুনিয়ায় এসে বিশ্বের এই কর্মক্ষেত্রে তার কর্ম-কর্তব্য করে। কিন্তু সেখানে (স্বর্গরাজ্যে) কোনও খারাপ কার্য করে না। আত্মা তখনই বিকারের দিশায় যায় - যখন এই দুনিয়াটা হয়ে ওঠে রাবণ-রাজ্য। অথচ লোকেরা বলে এই বিকারগুলি সদাকালের রীতিনীতি। তাদেরকে তোমরা বোঝাতে পারো - স্বর্গরাজ্য তো আর রাবণরাজ্য নয়, তাই সেখানে বিকার থাকবেই বা কি করে ? সেখানকার সবকিছুই হয় যোগবলের দ্বারা। ভারতের এই রাজযোগের খ্যাতি সমগ্র বিশ্বেই সমাদৃত। তাই তো আগ্রহভরে অনেকেই তা শিখতে চায়। কিন্তু একমাত্র তখনই তা হতে পারবে যখন তোমরা বি. কে.-রা তাদেরকে তা শেখাবে। এছাড়া অন্য কেউই তা পারবে না। যেমন এক মহর্ষি ছিলেন, তিনি কতই না চেষ্টা-পরিশ্রম করতেন যোগ শেখাবার জন্য, কিন্তু দুনিয়ার হঠ-যোগীরা তো তা জানেই না, এই বিশেষ রাজযোগ শেখাতে হয় কি প্রকারে। চিন্ময়ানন্দের কাছেও তো কত লোক যায়। তিনি যদি একবার বলে দেন যে, প্রাচীন ভারতের প্রকৃত রাজযোগ যা একমাত্র বি.কে.-রা ছাড়া আর অন্য কেউই তা শেখাতে পারবে না, তবে তা খুবই ভাল হতো। কিন্তু তেমন কোনও নিয়ম তো নেই, যে এভাবে এই জ্ঞানের প্রচার হবে। কারণ সবাই তো আর তা বুঝবেও না। তাই তাদের কাছে খুবই কষ্টের

কাজ এটা। অবশ্য পরে মহিমা তো প্রচার হবেই, তখন অন্যেরাও বলবে - "হে প্রভু, হে শিববাবা চমৎকার তোমার এই লীলা।" বাচ্চারা- এখন তোমরা বুঝতে পারছো, একমাত্র বি.কে.-রা ছাড়া এই পরমাত্মা বাবার অর্থাৎ সুপ্রিম-বাবা, সুপ্রিম-টিচার ও সুপ্রিম-সদ্বাক্ত এই তিন রূপ একত্রে - একথা আর কেউই বুঝতে পারে না। এখানে এমনও অনেকে আছে, জ্ঞানে চলতে চলতে মায়া তাদেরকে এমন হয়রানি করে যে, তারাও একেবারেই অবুঝ হয়ে যায়। কিন্তু তোমাদের লক্ষ্য তো অনেক উচ্চতর। এটা যে একপ্রকার যুদ্ধক্ষেত্র, তাই মায়া তোমাদের খুবই বিঘ্ন সৃষ্টি করে। একদিকে লোকেরা বিনাশের প্রস্তুতি করেই চলেছে - আর তোমরা বি.কে.-রা ৫-বিকারকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে পুরুষার্থ করে চলেছো। বি.কে.-দের পুরুষার্থের উদ্দেশ্য বিজয় - আর অন্যদের পুরুষার্থের উদ্দেশ্য বিনাশ। দুটো প্রক্রিয়াই একসাথে চলছে। এখনও সময় কিছু অবশিষ্ট আছে, যেহেতু তোমাদের রাজধানী এখনও স্থাপিত হয়নি। এখনও রাজা ও প্রজা তৈরি করার কার্য চলছে। অর্ধ-কল্পের জন্য বাবার কাছ থেকে তোমরা বি.কে.-রা যে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও তা এই সময় কালেই। মোক্ষ কিন্তু কেউই পায় না। যদিও লোকেরা বলে যে, অমুক আত্মাধারী মোক্ষলাভ করেছে। কিন্তু মৃত্যুর পর কি সেই আত্মা তা অনুভব করতে পারে, সে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে? এসব গালগল্প মাত্র।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, আত্মা যখন কোনও শরীর ত্যাগ করে, তারপর অবশ্যই সে অন্য শরীর ধারণ করে। অর্থাৎ মোক্ষ কিন্তু হয় না। আবার এমনটাও হয় না যে, আত্মা জলের বুদবুদের মতন হয়ে জলেই তা মিলিয়ে যায়। তাই বাবা বলছেন- এই যে শাস্ত্র ইত্যাদিতে যা কিছু বর্ণিত এ সব ভক্তি-মার্গের উপকরণ মাত্র। বাচ্চারা, এখানে তোমরা সত্য বাবার সামনে বসে যেমন প্রকৃত তথ্য জানতে পারছো, তেমনি আবার গরম গরম হালুয়াও খাচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী গরম হালুয়া কে খায়? --ব্রহ্মা। যেহেতু ব্রহ্মা একেবারেই বাবার পাশে বসে থাকে। তাই সে তৎক্ষণাৎ তা শুনতে পায় আর নিজে ধারণও করে ফেলে। ফলে সে সবচেয়ে উচ্চ পদও পায়। সূক্ষ্মবতন ও বৈকুণ্ঠের যে সাক্ষাৎকার হয় তোমাদের, তা তো এনার সাথেই। আবার এখানেও তোমরা এনাকেই দেখছো তোমাদের এই চর্মচোখে। বাবা তো এখানে সবাইকেই পড়াচ্ছেন একসাথে। স্মরণের পুরুষার্থেই যেটুকু পরিশ্রম। এই স্মরণের যোগে যোগযুক্ত হওয়াটাই অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য মনে হয়। এক্ষেত্রে কেউ কোনও কৃপা করতে পারে না। বাবা জানাচ্ছেন- যেহেতু আমি এনার (ব্রহ্মার) শরীরকে ধার নিয়েছি, সেই হিসেব-নিকেশ তো তাকে মিটিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু স্মরণে যোগযুক্ত হবার পুরুষার্থ তো এনাকেই (ব্রহ্মাকেই) করতে হবে। তাই সেভাবেই বোঝাই একে - যেহেতু সে আমার পাশেই বসে। উনি বলেন- বাবাকে তো আমি স্মরণ করি, কিন্তু তাতেও ভুলে যাই মাঝে মাঝে। সবচেয়ে বেশী পুরুষার্থের পরিশ্রম তো এনাকেই করতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে শক্তিশালী মহরথী মহাবীর হয়, অর্থাৎ হনুমানের মতন, মায়া তারই বেশী পরীক্ষা নেয় - যেহেতু মায়াও যে তেমনই শক্তিশালী বীর। যে যত শক্তিশালী, মায়া তাকেই তত বেশী করে পরীক্ষা নেয়, তার উপরে মায়ার ঝড়-ঝাপটাও বেশী আসে। অনেক বাচ্চা বাবাকে চিঠি লেখেন- বাবা আমার সাথে এমন এমন হয়। প্রতিত্তোরে বাবা তাদেরকে জানান, এসব তো হবেই। তাই বাবা রোজই এসবের রহস্যগুলিকে ব্যাখ্যা করে সতর্ক হতে বলেন। কেউ আবার লেখে- বাবা, মায়া খুব প্রবল ভাবে আমার জীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করে। কেউ কেউ আবার দেহ-অভিমাণে এসে বাবাকে কিছুই জানায় না। তাদেরকে বাবা বলেন- তোমরা নিজেদেরকে তো খুব বুদ্ধিমান মনে করো। কিন্তু আত্মা পবিত্র হবার পরেই তো শরীর পবিত্র হবে। তবেই তো শরীরেও জোলুস আসবে। শুরুতে এই বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী হয় গরীবেরা। একথা তো প্রচলিতই আছে বাবা হলেন গরীবের বন্ধু 'দীননাথ'! এছাড়া আর যারা আছে, তারাও আসবে এই বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী হতে, তবে একটু দেরীতে।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, যতক্ষণ না পর্যন্ত বি.কে.-রা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্কে পাকাপোক্ত করতে পারে - ততক্ষণ তাদের মধ্যে ভাই-ভাইয়ের ভাব আসে না। যতক্ষণ তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ততক্ষণ তোমাদের নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্ক। বাবা বলছেন- তোমাদেরকে কিন্তু ভাই-ভাই সম্পর্কে আসতেই হবে। এটাই তোমাদের প্রকৃত আদি সম্পর্ক। উপরে (শান্তিধামে) গেলে সেখানেও তো একে অপরের সেই ভাই-ভাই সম্পর্কেই মেলামেশা করবে। সত্যযুগে যখন আসবে, তখন আবার নতুন করে সম্পর্ক শুরু হবে। সেখানে এত সব শালা, কাকা, মামা, ইত্যাদি অনেক সম্পর্ক হয় না। যেহেতু সম্বন্ধ খুব হাল্কা থাকে। এইসব সম্বন্ধ ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই বাবা বলছেন- ভাই-বোন সম্পর্কও নয় - নিজেদেরকে ভাই-ভাই সম্বন্ধ-সম্পর্কের অভ্যাসে অভ্যাসী হতে। ফলে নাম-রূপের অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। বাবা তো আত্মা-ভাইদেরকেই পড়াচ্ছেন। যখন প্রজাপিতার ব্রহ্মার সম্পর্কে থাকবে, তখন ভাই-বোনের সম্বন্ধে থাকবে। কৃষ্ণ নিজেই তো এখন ছোট বাচ্চা। সে কিভাবে তোমাদেরকে এই ভাই-ভাই সম্পর্কে আনবে? গীতাতে কিন্তু এতসব কিছুই উল্লেখ নেই। অন্যান্য জ্ঞানের থেকে এই বিশেষ-জ্ঞান যে সম্পূর্ণ পৃথক। ড্রামার চিত্রনাট্যে কিন্তু এমনটাই লেখা আছে। এক সেকেন্ডের পাঁচ অন্য সেকেন্ডের সাথে মিল খায় না। এইভাবেই কত মাস, কত ঘন্টা, কত দিন অতিবাহিত হতেই থাকে, যা আবার ৫-হাজার বছর পরে ঠিক এমন ভাবেই আসতে থাকবে। অল্প বুদ্ধির বাচ্চারা তা

সঠিক ভাবে ধারণা করে উঠতে পারে না, যদিও তা খুবই সহজ। তাই বাবা জানাচ্ছেন- এবার নিজেকে আত্মা ভেবে মনোযোগ সহকারে অসীমের বাবাকে স্মরণ করো - বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়া যে বিনাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। বাবা আরও জানাচ্ছেন- উনি কেবলমাত্র এই সঙ্গম যুগেই আসেন। তোমরা বি.কে.-রাই একদা দেবী-দেবতা ছিলে। আর এও জানা আছে তোমাদের, যখন সেই দেবী-দেবতারা রাজত্ব করে তখন আর অন্য কোনও ধর্মের অস্তিত্বই থাকে না। সেই দেবী-দেবতাদের রাজ্যের আজ আর কোনও অস্তিত্বই নেই। *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বর্তমানের এই সময়টা অস্তিম সময়কাল। এবার আপন ঘরে ফিরতে হবে। অতএব বুদ্ধি থেকে সবার নাম-রূপ ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই - এই অভ্যাস করতে হবে। দেহ-অভিমানে আসবে না।

২) প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্থিতি ও যোগযুক্ত অবস্থা একের সাথে অপরের রাত-দিনের তফাৎ, তাই প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক হয়ে বসবে। একের অঙ্গ যেন অন্যের অঙ্গ স্পর্শ না করে। পুণ্যাত্মা হওয়ার লক্ষ্যে স্মরণে যোগযুক্ত হওয়ার পরিশ্রম তো করতেই হবে।

বরদান:- স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্সের দ্বারা বাবার সহযোগী অনুভবের পাত্র হয়ে ব্যালেন্সিং আত্মা হও*

ব্যখ্যা:- যেখানে স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স অর্থাৎ সমতা থাকে, সেখানেই বাবার বিশেষ সহযোগ অনুভব হয়। এই সহযোগ-ই হল আশীর্বাদ। যেহেতু বাপদাদা তাকে অন্য আত্মাদের মতন সাধারণ আশীর্বাদ দেন না। বাপদাদা তো হলেনই অশরীরী, তাই বাপদাদার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় অতি সহজেই, আর স্বতঃতই সহযোগ পাওয়া যায়। ফলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। এই সহযোগ-ই হল বিশেষ আশীর্বাদ। এরূপ বিশেষ আশীর্বাদের পাত্র আত্মাদের এক কদমেই পদ্মাপদমের পুণ্যার্জন জমা হয়ে যায়।

স্লোগান:- সকাশ দেওয়ার জন্যে অবিনাশী সুখ-শান্তি আর প্রকৃত প্রেমের স্টক জমা করো।*

.!! ওঁম্ শান্তি !!

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যখন তোমরা নম্বরানুসারে সতোপ্রধান হয়ে উঠবে, তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা বিনাশের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে আর এই পুরানো দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটবে"

প্রশ্ন: -- কোন পুরুষার্থীদের বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ রূপে প্রাপ্ত হয়?

উত্তর: -- সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হলে সর্বপ্রথম বাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাও অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, সে সমস্ত কিছু বাবাকে অর্পণ কর। বাবাকে নিজের সন্তান বানিয়ে নাও তবেই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী হতে পারবে। ২) সম্পূর্ণ পবিত্র হলে তবেই পুরো উত্তরাধিকারী হতে পারবে। সম্পূর্ণ পবিত্র না হলে সাজা খেয়ে ছোটখাটো পুরস্কার টুকুই শুধু প্রাপ্ত হবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের, শুধুমাত্র একজনের স্মরণে বসলেই হবে না। তিনজনের স্মরণে বসতে হবে। যদিও তিনি একজনই কিন্তু তোমরা জান উনি যেমন পিতা, তেমনি শিক্ষক এবং সঙ্গী। তিনি আমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছেন, এই নতুন কথা তোমারই বুঝেছে। বাচ্চারা জানে ওরা (লৌকিক) যারা ভক্তি শেখায়, শাস্ত্র শোনায়, তারা সবাই মানুষ। এনাকে তো মানুষ বলা যায় না, তাই না! ইনি হলেন নিরাকার, নিরাকার আত্মাদের বসে পড়াচ্ছেন। আত্মা শরীর দ্বারা শুনছে। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত, এখন তোমরা অনন্ত জগতের বাবার স্মরণে বসেছ। অনন্ত জগতের পিতা বলেন -- রুহানী বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে। এখানে শাস্ত্র ইত্যাদির কোনও প্রশ্নই নেই। তোমরা জান বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি একজন মহান শিক্ষক, উচ্চ থেকেও উচ্চতর, সূতরাং পদও উচ্চই প্রাপ্ত করান। যখন তোমরা নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী সতোপ্রধান হয়ে উঠবে, তখনই আবার লড়াই হবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে। স্মরণ অবশ্যই করতে হবে। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত। শুধু একবারই বাবা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে বোঝান, নব নির্মিত দুনিয়ার জন্য। ছোট বাচ্চারাও বাবাকে স্মরণ করে। তোমরা তো বিচক্ষণ, তোমরা জানে যে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর উচ্চ পদও প্রাপ্ত করতে পারবে। তোমরা এটাও জানো এই লক্ষী-নারায়ণ নতুন দুনিয়াতে যে পদ প্রাপ্ত করেছে তা শিববাবার কাছ থেকেই পেয়েছে। এই লক্ষী-নারায়ণই আবার ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করে এখন ব্রহ্মা - সরস্বতী হয়েছে। এরাই আবার লক্ষী-নারায়ণ হবে। এখন পুরুষার্থ করছে। সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান তোমাদের আছে। এখন তোমরা অন্ধ শ্রদ্ধা নিয়ে দেবতাদের সামনে মাথা নত করবে না। দেবতাদের সামনে মাথা নত করে মানুষ নিজেকে পতিত বলে প্রমাণ করে। ওরা বলে তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন, আমি পাপী বিকারী, আমার কোনও গুণ নেই। তোমরা যাদের মহিমা করতে, এখন তোমরা নিজেরাই সেটা হয়ে উঠছ। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে -- বাবা, এই শাস্ত্র ইত্যাদি কবে থেকে পড়া শুরু হয়েছে? বাবা বলেন - যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে। এ সবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। তোমরা যখন এখানে এসে বসেছ, সূতরাং সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ হওয়া উচিত। আত্মা এই সংস্কার নিয়ে যাবে (জ্ঞানের)। ভক্তির সংস্কার নিয়ে যাবে না। ভক্তির সংস্কার নিয়ে জন্মানো মানুষ পুরানো দুনিয়াতে মানুষের কাছেই জন্ম নেবে। এরও প্রয়োজন আছে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞানের চক্র ঘোরা উচিত। সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করা উচিত। উনিই আমাদের পিতা। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা আমাদের শিক্ষক, সূতরাং ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন বুদ্ধিতে ধারণ হবে আর সৃষ্টি চক্রের জ্ঞানও বুদ্ধিতে আছে, যার জন্য তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। (স্মরণের যাত্রা চলছে)

ওম্ শান্তি। ভক্তি আর জ্ঞান। বাবাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর। উনি ভক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে, কবে সম্পূর্ণ হবে, মানুষ এসব কিছুই জানে না। বাবা এসেই বুঝিয়ে বলেন। সত্যযুগে তোমরা দেবী-দেবতা বিশ্বের মালিক ছিলে। ওখানে ভক্তির নাম মাত্র নেই। একটাও মন্দির ছিল না। সব দেবী-দেবতারাই ছিল। পরবর্তী সময়ে যখন অর্ধেক দুনিয়া পুরানো হয়ে যায় অর্থাৎ ২৫০০ বছর সম্পূর্ণ হয়ে যায় অথবা ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গম শুরু হয় তখনই রাবণের প্রবেশাধিকার ঘটে। সঙ্গম তো অবশ্যই প্রয়োজন। ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গমে রাবণের আবির্ভাব হয় আর তখনই দেবী-দেবতার বাম মার্গে নামতে থাকে। তোমরা ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ-ই জানে না। বাবাও আসেন কলিযুগের অন্তে আর সত্যযুগ শুরুর সঙ্গমে আর রাবণ আসে ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গমে। ঐ সঙ্গমকে কল্যাণকারী বলা হয় না। তাকে তো অকল্যাণকারী-ই বলা হবে। বাবার নাম-ই হলো কল্যাণকারী। দ্বাপর থেকে অকল্যাণকারী যুগ শুরু হয়। বাবা হলেন চৈতন্য বীজরূপ। ওঁনার সম্পূর্ণ ঝাড়ের নলেজ আছে। ঐ বীজ যদি চৈতন্য

হতো তবে বোঝাত -- আমার থেকে এই ঝাড় কিভাবে নির্গত হয় । কিন্তু জড় হওয়ার কারণে বলতে পারেন না । আমরা বুঝতে পারি বীজ বপন করার আগে গাছ ছোটই বের হয় । তারপর বড় হয়ে ফল দেওয়া শুরু করে । কিন্তু চৈতন্য যিনি, তিনিই সবকিছু বলতে পারেন । দুনিয়াতে দেখা মানুষ আজকাল কত কি করেছে । কত কি আবিষ্কার করেছে । চাঁদে যাওয়ারও চেষ্টা করেছে । এই সব কথাই তোমরা এখন শুনছ । কত লক্ষ মাইল উচ্চতায় চাঁদ, সেখানে চলে যাচ্ছে, পরীক্ষা করে দেখার জন্য চাঁদ বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে কি ? সমুদ্রেও চলে যাচ্ছে, পরীক্ষা করেছে । কিন্তু অন্ত (শেষ) পাওয়া সম্ভব নয়, শুধু জল আর জল । এরোপ্লেনে চড়ে অনেক উচ্চতায় উঠে যাচ্ছে, তার মধ্যে এতটাই পেট্রোল ঢালা হয় যাতে সে আবার ফিরে আসতে পারে । আকাশ অনন্ত তাই না, সাগরও অনন্ত । যেমন বাবা অনন্ত জ্ঞানের সাগর, আর সেটা হলো জলের অনন্ত সাগর । আকাশ তব্ব অনন্ত, ধরিত্রীও অনন্ত, চলতেই থাকে । সাগরের নীচে ধরিত্রী । পাহাড় কার উপর দাড়িয়ে আছে ? ধরিত্রীর উপর । এই ধরিত্রী খনন করলে পাহাড় বেড়িয়ে আসে, তার নীচ থেকে আবার জলও বেড়িয়ে আসে । সাগরও ধরিত্রীর উপর । সাগরের অন্ত পাওয়া সম্ভব নয় যে কতদূর পর্যন্ত জল আছে, কতদূরে ধরিত্রী আছে ? পরমপিতা পরমাত্মা যিনি অনন্ত অসীম জগতের পিতা, ওঁনার জন্য অনন্ত বলা যাবে না । মানুষ যদিও বলে থাকে ঈশ্বর অনন্ত, মায়াও অনন্ত । কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জান ঈশ্বর কখনোই অনন্ত হতে পারেন না । এই আকাশ অনন্ত, ৫ তব্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মাটি তমোপ্রধান হয়ে পড়ে । আত্মাও তমোপ্রধান হয়ে যায় । তারপর বাবা এসে সতোপ্রধান করে তোলেন । কত ছোট আত্মা, ৮৪ জন্ম ভোগ করে । এই চক্র ক্রমান্বয়ে ঘুরতেই থাকে । এ হলো অনাদি নাটক, এর কোনও শেষ নেই । পরম্পরা থেকে চলে আসছে । কবে থেকে শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে বলো, এর অন্তও আছে । এইসব কথাই বোঝাতে হবে-- কবে থেকে নতুন দুনিয়া শুরু হয়, কিভাবে পুরানো হয় । এই ৫ হাজার বছরের চক্র ঘুরতেই থাকে । এখন তোমরা জেনেছ, ওরা তো নানা গল্প জুড়ে দিয়েছে । শাস্ত্রেও লিখেছে সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছরের । মানুষ এসব শুনতে শুনতে একেই সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে । তারা এটা জানেই না যে -- ভগবান কবে এসে নিজের পরিচয় দেবেন ? না জানার কারণে বলে থাকে কলিযুগের আয়ু ৪০ হাজার বছর, এখনও বাকি আছে । যতক্ষণ তোমরা না বুঝিয়ে বলবে । এখন তোমরা নিমিত্ত হয়েছ বোঝাবার জন্য যে কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছরের, লক্ষ বছরের নয় ।

ভক্তি মার্গে কতরকম সামগ্রী, পয়সা থাকলেই মানুষ খরচ করে । বাবা বলেন, আমি তোমাদের কত ধন ঈশ্বর্য দিয়ে যাই । অসীম জগতের পিতা যখন নিশ্চয়ই অনন্ত উত্তরাধিকারই দেবেন । এর দ্বারা সুখও প্রাপ্তি হয়, আয়ুও বৃদ্ধি হয় । বাবা বাচ্চাদের বলেন -- আমার প্রিয় বাচ্চারা, আয়ুজ্ঞান ভব (দীর্ঘজীবী হও) । ওখানে তোমাদের আয়ু ১৫০ বছরের হয়, কখনও কাল খায় না (অকালে মৃত্যু হয় না) । বাবা বর দেন, তোমাদের দীর্ঘজীবী করে তোলেন । তোমরা অমর হও । ওখানে কখনও অকাল মৃত্যু হয় না । ওখানে তোমরা খুব সুখে থাক তাই বলা হয় সুখধাম । ওখানে আয়ুও বৃদ্ধি হয়, ধন সম্পদও অগাধ থাকে, সবাই খুব সুখে থাকে । কাঙাল থেকে মুকুটধারী হয়ে ওঠে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে -- বাবা আসেন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে । নিশ্চয়ই ছোট ঝাড় হবে । ওখানে এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক ভাষা । তাকেই বলে বিশ্বে শান্তি বিরাজ করছে । সম্পূর্ণ বিশ্বে আমরাই ভূমিকা পালন করে থাকি । এই দুনিয়া সেটা জানে না । যদি জেনেই থাকে তবে বলুক কবে থেকে আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করে আসছি? এখন তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের বাবা বোঝাচ্ছেন । গীতও আছে না -- বাবার থেকে যা পাওয়া যায়, তা আর কারোর থেকে পাওয়া যায় না । পৃথিবী, আকাশ, সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজধানী তিনি দিয়ে থাকেন । এই লক্ষী-নারায়ণও বিশ্বের মালিক ছিলেন, তারপর যে রাজারা এসেছে তারা ভারতের ছিল । গীতও আছে বাবা যা দিয়ে থাকেন, তা আর কেউ দিতে পারেনি । বাবা এসেই প্রাপ্তি করান । সুতরাং এই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত যাতে তোমরা যে কোনও আত্মাকে বোঝাতে পার । এটাই ভালো করে বুঝতে হবে । কে বোঝাতে পারবে ? যে বন্ধনমুক্ত হবে । বাবার কাছে যখন কেউ আসে বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- ক'টি সন্তান আছে ? উত্তরে বলে ৫ টি সন্তান নিজের আর ষষ্ঠ সন্তান শিববাবা, সুতরাং সবচেয়ে বড় সন্তান হবে, তাই না । শিববাবার হয়ে গেলে উনিও নিজের সন্তান বানিয়ে বিশ্বের মালিক করে তোলেন । বাচ্চারা উত্তরাধিকারী হয়ে যায় । এই লক্ষী-নারায়ণও শিববাবার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী । পূর্বজন্মে শিববাবাকে সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছিলেন । সুতরাং উত্তরাধিকার তো বাচ্চাদের অবশ্যই পাওয়া উচিত । বাবা বলেন -- আমাকেই উত্তরাধিকারী বানাও, দ্বিতীয় কেউ নয় । বাচ্চারা বলে -- বাবা এই সবকিছুই তোমার, আর যা কিছু তোমার, সবই আমাদের । তুমি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী উত্তরাধিকারী হিসেবে দিয়ে থাক । কেননা আমাদের যা কিছু ছিল সব তোমাকে দিয়েছি (তন, মন, ধন) । ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে, তাইনা । অর্জুনকে যেমন বিনাশের দৃশ্য যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনই চতুর্ভুজও দেখানো হয়েছে । অর্জুন তো অন্য কেউ নয়, ব্রহ্মাবাবার সাক্ষাত্কার হয়েছিল । তিনি দেখেছিলেন, রাজত্ব প্রাপ্তি হচ্ছে, তবে কেন শিববাবাকে উত্তরাধিকারী করব না । তারপর উনিও আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী বানান । এই লেনদেন খুব ভালো । কখনও কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি । গুপ্ত ভাবে সবকিছু দান করেছেন । একেই বলে গুপ্ত দান । কেউ জানতেই পারল

না, এর কি হয়েছে। কেউ কেউ ভাবল বৈরাগ্য এসেছে, তাই সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। সুতরাং এই বাচ্চারাও বলে -- ৫ সন্তান নিজের, আরেকজন সন্তান আমাদের শিববাবা। ব্রহ্মা বাবাও সবকিছুই বাবার সম্মুখে দান করেছেন, যাতে অনেক আত্মার সেবা হয়। বাবাকে দেখে সবারও একই ইচ্ছে হয় আর তারাও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসে। তখন থেকেই হাঙ্গামা শুরু হয়। ওরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসার মতো সাহস দেখিয়েছে। শাস্ত্রেও লেখা আছে, ভট্টি তৈরি হয়েছিল। কেননা তাদের একান্তে থাকা প্রয়োজন ছিল। বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে, মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি কেউ-ই যেন স্মরণে না আসে। কেননা আত্মা পতিত হয়ে গেছে, তাকে পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন গৃহস্থ পরিবারে থেকেও পবিত্র হও। পবিত্র থাকতেই যত বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বলা হয় এই জ্ঞান স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। কেননা একজন যদি পবিত্র হয় আর অপরজন যদি না হয় তবে মারামারি লেগে যায়। অনেকেই মার খেয়েছে, কেননা হঠাত-ই নতুন কথা বাবা এসে বলেছেন। সবাই অবাক হয়ে গেল, ভাবতে লাগল কি এমন ঘটেছে যে সবাই সেখানে ছুটে ছুটে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে তো বিচ্ছিন্নতা নেই, শুধু বলত- নিশ্চয়ই কোনো শক্তি আছে! এমন তো এর আগে কখনও হয়নি যে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে ছুটে চলে যাবে। অবিনাশী ড্রামায় এসবই শিববাবার ঈশ্বরীয় কার্যকলাপ। কেউ তো একেবারে খালি হাতেই চলে গেছে, এও একটা খেলা। ঘরবাড়ি সব ছেড়ে চলে এসেছে, পিছনের আর কিছুই স্মরণে থাকে না। অবশিষ্ট রইলো এই শরীর, যার উপরেই কাজ করতে হবে (কর্মেন্দ্রিয়কে কন্ডোলে আনা, সংযমী হওয়া)। আত্মাকে স্মরণের যাত্রা দ্বারাই পবিত্র করে তুলতে হবে, তবেই পবিত্র আত্মারা ফিরে যেতে পারবে। স্বর্গে অপবিত্র আত্মারা ফিরে যেতে পারে না। নিয়ম নেই। মুক্তিধামে যেতে পবিত্রতা প্রয়োজন। পবিত্র থাকার জন্য কতরকম বিঘ্ন আসে। কোনো সংসঙ্গ ইত্যাদি স্থানে যেতে হলে কোনও রকম বাধা নিষেধ থাকে না। যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। এখানে পবিত্রতার কারণে বিঘ্ন আসে। এটা তো বোঝা গেছে-- পবিত্র হওয়া ছাড়া পরমধাম ঘরে ফেরা যাবে না। ধর্মরাজের সাজা খেতে হবে। তারপর অল্প-স্বল্প পদ প্রাপ্ত হবে। সাজা না খেয়ে গেলে পদও ভালো প্রাপ্তি হবে। এই সবকিছুই বোঝার বিষয়। বাবা বলেন – মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে। এই পুরানো শরীর ছেড়ে পবিত্র আত্মা হতে হবে। তারপর ৫ তন্ত্র যখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে, তখন তোমরাও সতোপ্রধান শরীর ধারণ করতে পারবে। সমস্ত কিছুই উথালপাথাল হয়ে নতুন হয়ে যাবে। যেমন বাবা ব্রহ্মা বাবার মধ্যে এসে বসেন, তেমনি আত্মাও কোনও কষ্ট ছাড়াই গর্ভ মহলে প্রবেশ করবে। তারপর যখন সময় হবে বাইরে বেড়িয়ে আসবে। ঠিক যেন বিচ্ছুরিত আলোর মতো, কেননা আত্মা পবিত্র। এইসব কিছুই ড্রামায় নির্ধারিত। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আত্মাকে পবিত্র করে তোলার জন্য একান্তে ভাঙিতে যোগ যুক্ত হতে হবে। এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও মিত্র-সম্বন্ধী যেন স্মরণে না আসে।

২) বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ করে, বন্ধনমুক্ত হয়ে অন্যদের সার্ভিস করতে হবে। বাবার সাথে প্রকৃত লেনদেন করা উচিত। যেমন বাবা সবকিছু গুপ্ত ভাবে করেছেন, তেমনই গুপ্ত ভাবে দান করতে হবে।

বরদান:- - নিমিত্ত আর নির্মাণ ভাব দ্বারা সেবা করতে সমর্থ শ্রেষ্ঠ সফলতার প্রতিমূর্তি ভব*
সেবাধারী অর্থাৎ সদা বাবার সমতুল্য নিমিত্ত আর নির্মাণে সমর্থ স্বরূপ হওয়া। নির্মাণ ভাব হল শ্রেষ্ঠ সফলতার সাধন। যেকোনও সেবায় সফলতা পাওয়ার জন্য নম্র ভাব আর নিমিত্ত ভাব ধারণ কর। এর ফলে সেবা করতে সবসময় আনন্দ অনুভব করবে। সেবা করতে কখনও ক্লান্তি আসবে না। যে কোনও সেবাই কর না কেন, এই দুই বিশেষত্ব দ্বারা সেবা করলে সফলতা স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্নোগান:- - সেকেন্ডে বিদেহী (অশরীরী) হওয়ার অভ্যাস করলে সূর্য বংশে যেতে পারবে।*

১৫-০৯-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৮-০১-৮৫ মধুবন

বিশ্ব সেবার সহজ সাধন মন্সা সেবা

আজ সর্বশক্তিমান বাবা তাঁর নিজের শক্তি সেনা, পাণ্ডব সেনা, আত্মাদের (রুহানী) সেনাকে দেখছেন। সেনার সব মহাবীর তাদের আত্মিক (রুহানী) শক্তি দ্বারা কতদূর পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছে, তিনি তা লক্ষ্য করছেন। বাবা বিশেষভাবে তিন শক্তি দেখছেন। প্রত্যেক মহাবীর আত্মার মন্সা শক্তি কতখানি স্ব-পরিবর্তনের জন্য এবং সেবার জন্য ধারণ হয়েছে! ঠিক একইভাবে, বাচা শক্তি, কর্মণা শক্তি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্মের শক্তি কতখানি জমা করেছে! বিজয়ী রত্ন হওয়ার জন্য এই তিন শক্তিই আবশ্যিক। এই তিন শক্তির একটা শক্তিও যদি কম থাকে, তবে বর্তমান প্রাপ্তি এবং প্রালব্ধ কম হয়ে যায়। বিজয়ী রত্ন অর্থাৎ তিন শক্তিতে সম্পন্ন। বিশ্ব সেবাধারী তথা বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হওয়ার আধার এই তিন শক্তির সম্পন্নতা। সেবাধারী হওয়া এবং বিশ্ব সেবাধারী হওয়া, বিশ্ব রাজন হওয়া বা সত্যযুগী রাজন হওয়া, এর মধ্যেও প্রভেদ আছে। সেবাধারী অনেক আছে, কিন্তু বিশ্ব সেবাধারী অল্প কিছুই। সেবাধারী অর্থাৎ যে নম্ররানুক্রমে এই তিন শক্তি নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী ধারণ করে। বিশ্ব সেবাধারী অর্থাৎ যে তিন শক্তিতে সম্পন্ন। আজ, বাবা প্রত্যেকের মধ্যে তিন শক্তির পার্সেন্টেজ দেখেছেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ মন্সা শক্তি দ্বারা কোনও আত্মা তোমাদের সমুখে হোক, কাছে হোক বা যত দূরেই হোক, সেকেন্ডে সেই আত্মাকে প্রাপ্তির শক্তি অনুভূতি করতে পার। মন্সা শক্তি কোনও আত্মার মানসিক চঞ্চলতার স্থিতিও অনড় বানাতে পারে। মানসিক শক্তি অর্থাৎ শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনা, এই শ্রেষ্ঠ ভাবনা দ্বারা সংশয়-বুদ্ধি যে কোনও আত্মাকে অনুরাগী ও সমর্পণ বুদ্ধির অর্থাৎ ভাবনাত্মক-বুদ্ধি বানাতে পার। এই শ্রেষ্ঠ ভাবনা দ্বারা যে কোনও আত্মার ব্যর্থ ভাব পরিবর্তন করে তোমরা তা শক্তিশালী বোধে পরিণত করতে পার। শ্রেষ্ঠ বোধ দ্বারা যে কোনও আত্মার স্বভাবও তোমরা বদলাতে পার। শ্রেষ্ঠ ভাবনার শক্তির দ্বারা আত্মাকে ভাবনার ফলের অনুভূতি করতে পার। শ্রেষ্ঠ ভাবনা দ্বারা ভগবানের কাছে নিয়ে আসতে পার। শ্রেষ্ঠ ভাবনা কোনও আত্মার ভাগ্যের রেখা বদলাতে পারে। শ্রেষ্ঠ ভাবনা ভীরা আত্মাকে সাহসী বানাতে পারে। শ্রেষ্ঠ ভাবনার বিধি অনুযায়ী যে কোনও আত্মার মন্সা সেবা করতে পার। বর্তমান সময় সাপেক্ষে মন্সা সেবা অতি আবশ্যিক। কিন্তু মন্সা সেবা সে-ই করতে পারে, যার নিজের মানসিক স্থিতি অর্থাৎ যার সঙ্কল্প সদা সকলের প্রতি শ্রেষ্ঠ হবে, নিঃস্বার্থ হবে। পরোপকারের সদ্ভাবনা থাকবে। যারা তোমাদের অপবাদ দেয় তাদেরও উন্নতি সাধনের শ্রেষ্ঠ ভাবনা হবে। সদা দাতাভাবের ভাবনা হবে। সদা স্ব-পরিবর্তন এবং নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা অন্যকেও শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রেরণা দিতে হবে। 'ইনি করুন তারপরে আমিও করব অথবা কিছু ইনি করুন কিছু আমি করব বা ইনি অন্ততঃ সামান্য কিছু তো করুন' - তোমাদের এই ভাবনার উর্ধ্ব হওয়া আবশ্যিক। 'এটা কেউ করতে পারে না', তবুও দয়ার ভাবনা, সদা সহযোগের ভাবনা, সাহস বাড়ানোর ভাবনা থাকবে, একেই বলে মন্সা সেবাধারী। মন্সা সেবা এক স্থানে স্থিত থেকেও সর্বত্র তোমরা সেবা করতে পার, বচন এবং কর্ম দ্বারা সেবার জন্য শারীরিকভাবে তোমাদের যেতে হবে, কিন্তু মন্সা সেবা যে কোনও জায়গায় বসেও করতে পার।

মন্সা সেবা - আধ্যাত্মিক অ্যায়ারলেস সেট। যার দ্বারা দূরের সম্বন্ধ কাছের তৈরি করতে পার। দূরে বসে কোনও আত্মাকে বাবার হওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা উৎপন্ন করার সন্দেশ (বার্তা) দিতে পার,

যাতে সেই আত্মা অনুভব করবে যে তাকে কোনও মহান শক্তি ডাকছে অথবা কিছু অমূল্য অনুপ্রেরণায় সে উৎসাহিত হচ্ছে। ঠিক যেমন তোমরা সামান্যসামান্য কাউকে বার্তা দিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনায় নিয়ে আস। এইভাবে মন্মা শক্তি দ্বারাও সেই আত্মা একইভাবে অনুভব করবে যে সামনে বসে কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে। যেমন, সায়েন্টিস্টরা এই সাকার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, পৃথিবীর উদ্দেশ্য অন্তরীক্ষ যান অর্থাৎ উপগ্রহ রেখে তাদের কার্য শক্তিশালী বানাতে চেষ্টা করছে। তারা স্থূল (সাকার) থেকে সূক্ষ্মের দিকে যাচ্ছে। কেন? কারণ সূক্ষ্ম অধিক শক্তিশালী।

মন্মা শক্তিও অন্তর্মুখী। যার মাধ্যমে যেখানে পৌঁছাতে চাও, যত তাড়াতাড়ি চাও পৌঁছাতে পার। সাইন্স দ্বারা পৃথিবীর আকর্ষণের উদ্দেশ্য যারা যায়, তারা নিজে থেকেই লাইট (হালকা) হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে, যারা মন্মার শক্তিশালী স্থিতিতে থাকে নিজে থেকেই সদা ডবল লাইট স্বরূপ অনুভব করে। সেইরকম, মহাকাশ যানে যারা আছে তারা উঁচুতে থাকার কারণে পৃথিবীর যে কোনও অংশের ছবি তুলতে চাইলে তুলতে পারে, এইভাবে সাইলেন্সের শক্তির সাথে অন্তর্মুখিতার যান হয়ে মন্মা শক্তি দ্বারা যে কোনও আত্মাকে চরিত্রবান হওয়ার, শ্রেষ্ঠ আত্মা হওয়ার প্রেরণা দিতে পার। সাইন্টিস্টরা সবকিছুতে বহু সময় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। সেক্ষেত্রে, তোমরা বিনা খরচে অল্প সময়ে অনেক সেবা করতে পার। আজকাল, তারা বিভিন্ন জায়গায় ফ্লাইং সসার দেখে। এই ব্যাপারে তোমরা সমাচার শোনো, তাই না! সেটাও শুধু লাইটই দেখা যায়। এইভাবে, তোমরা সব মন্মা সেবাধারী আত্মাকে অন্যেরা ভবিষ্যতে অনুভব করবে, লাইটের বিন্দুর মতো কেউ এসেছেন, বিচিত্র অনুভব করিয়ে গেছেন। কে ছিলেন ইনি? কোথা থেকে এসেছেন? কি দিয়ে গেলেন, এই ধরনের চর্চা বেড়ে যাবে। সকলের নজর যেমন আকাশের নক্ষত্রের দিকে যায়, তেমনই ধরিত্রীর নক্ষত্র হিসেবে দিব্য জ্যোতি চতুর্দিকে অনুভব করবে। এমন শক্তি মন্মা সেবাধারীদের আছে। বুঝেছ তোমরা? আরও অনেক মহত্ব আছে, কিন্তু বাবা আজ শুধু এটুকুই শোনাতে চলেছেন। মন্মা সেবা এখন আরও তীব্র কর, তখনই ৯ লাখ তৈরি হবে। এখন গোল্ডেন জুবিলী পর্যন্ত সংখ্যা কত হয়েছে? সত্য যুগের ডায়মন্ড জুবিলি পর্যন্ত ৯ লাখ তো প্রয়োজন, তাই না! নয়তো বিশ্ব রাজন কার ওপরে রাজ্য-শাসন করবে? ৯ লাখ তারা গাওয়া হয়েছে, তাই না! যখন নক্ষত্র রূপী আত্মাদের তারা অনুভব করবে শুধুমাত্র তখনই ৯ লাখ তারা'র গায়ন হবে, সেইজন্য এখন তারাগণের অনুভব হতে দাও। আত্মা - চতুর্দিক থেকে আসা বাচ্চাদের মধুবন নিবাসী হওয়ার অভিনন্দন, আর মিলন উদযাপনের জন্যও অভিনন্দন। এই অবিনাশী অনুভবের অভিনন্দন সদা সাথে রাখ। বুঝেছ!

সদা মহাবীর হয়ে মন্মা শক্তির মহত্ব দ্বারা যারা শ্রেষ্ঠ সেবা করে, সদা শ্রেষ্ঠ কামনার বিধি দ্বারা অসীম সেবায় সিদ্ধি প্রাপ্ত করে, নিজের উঁচু স্থিতি দ্বারা চারিদিকের আত্মাদের প্রেরণা দেওয়ার বিশ্ব সেবাধারী, সদা নিজের শুভ ভাবনা দ্বারা অন্য আত্মাদেরও ভাবনার ফল দেয়, এমন বিশ্ব কল্যাণকারী, পরোপকারী, বিশ্ব-সেবাধারী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

কুমারদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মধুর বিশেষ মহাবাক্য

কুমার, ব্রহ্মাকুমার তো হয়েই গেছ, কিন্তু ব্রহ্মাকুমার হওয়ার পরে তোমাদের কি হতে হবে? শক্তিশালী কুমার।। যতক্ষণ না পর্যন্ত শক্তিশালী হচ্ছে, বিজয়ী হতে পারবে না। শক্তিশালী কুমার সদা নলেজফুল এবং পাওয়ারফুল আত্মা হবে। নলেজফুল হওয়া অর্থাৎ রচয়িতাকে জানা, রচনাকেও জানা এবং মায়ার বিভিন্ন রূপকেও জানা। এভাবে যারা নলেজফুল এবং পাওয়ারফুল তারা সদা বিজয়ী। জীবনে নলেজ

ধারণা করা অর্থাৎ নলেজকে অস্ত্র বানানো। সুতরাং, যারা অস্ত্রধারী তারা তো শক্তিশালী হবে, তাই না ! আজ মিলিটারি লোক কোন আধারে শক্তিশালী হয় ? তাদের অস্ত্র আছে বন্দুক আছে ব'লে তারা ভয়শূন্য হয়ে যায়। সুতরাং যে নলেজফুল হবে সে পাওয়ারফুল অবশ্যই হবে এবং মায়ার পূর্ণ নলেজও থাকবে। 'কি হবে, কিভাবে হবে, জানি না মায়া কিভাবে এসে গেছে' - এর অর্থ তোমরা নলেজফুল হওনি। নলেজফুল আত্মা আগে থেকেই জানে। যারা মননশীল তারা নিজেদের রোগ সম্পর্কে আগে থেকেই জেনে যায়। যখন কারও স্বপ্ন আসার থাকে তখন সে আগে থেকেই জানতে পারবে যে কিছু হচ্ছে, প্রথম থেকেই সে ওষুধ সেবনে নিজেকে ঠিক করে নেবে আর সুস্থ হয়ে যাবে। যারা অমননশীল তাদের স্বপ্নও আসবে, চলা-ফেরাও করবে আর স্বপ্ন বেড়েও যাবে। এইভাবেই মায়া আসে, কিন্তু আসার আগে তোমাদের বুঝতে হবে এবং দূর থেকে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। সুতরাং, তুমি তোমরা এমনই কুশলী শক্তিশালী কুমার, তাই না ! সদা বিজয়ী, না ! নাকি তোমাদের কাছেও মায়া আসে আর তাকে তাড়িয়ে দিতে টাইম নাও ? শক্তি দেখে শত্রু দূর থেকেই পালিয়ে যায়। তারা যদি আসে আর তোমাদেরকে তাদের পশ্চাৎদ্বাবন করতে হয় তবে টাইমই ওয়েস্ট হয় আর দুর্বলতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। কেউ বারবার অসুস্থ হলে সে দুর্বল হয়ে যায়, তাই না ! অথবা যদি কেউ বারবার তার পড়ায় ফেল করে অর্থাৎ অকৃতকার্য হয়, তবে বলা হবে সে পড়াশোনায় দুর্বল। একইভাবে, মায়া যদি বারবার আসে আর ক্রমাগত তোমাদের আঘাত করতে থাকে, তোমাদের পরাজিত হওয়া অভ্যাসে পরিণত হয় এবং বারংবার পরাহত হতে হতে তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে। সেইজন্য শক্তিশালী হও। এইরকম শক্তিশালী আত্মা সদা প্রাপ্তির অনুভব করে, যুদ্ধে নিজের সময় নষ্ট করে না। তারা খুশির সাথে জয়োৎসব পালন করে। সুতরাং, কখনো কোনও রকম দুর্বলতা আসতে দিও না। কুমার-বুদ্ধি ভালো এবং তেজস্কর। অধর কুমার হওয়ায় বুদ্ধি ভাগ হয়ে যায়। কুমারদের মাত্র একটাই কাজ করতে হয়, তাদের শুধু নিজেদের জীবনের ব্যাপারে ভাবতে হয়, সেক্ষেত্রে অন্যদের তো কত দায়িত্ব থাকে। তোমরা দায়িত্বমুক্ত, যারা মুক্ত তারা এগিয়ে যাবে। যাদের বোঝা থাকবে তারা ধীরে ধীরে চলবে।

যারা মুক্ত তারা হালকা হবে এবং দ্রুতগামী হবে। সুতরাং, তোমরা দ্রুতগতিতে এগোচ্ছ, একরস স্থিত। সদা দ্রুতগতি অর্থাৎ একরস, একে নিবিষ্ট হওয়া। এমন হতে দিও না যে ছয় মাস পর যেমন ছিল সেইভাবেই চলছে, এটাকে তীব্রগতি বলা হবে না। যারা তীব্রগতি তারা আজ যা আছে কাল তার থেকেও এগিয়ে যাবে, পরশু তার থেকেও এগিয়ে যাবে, একে বলে - ক্ষিপ্ৰগামী। অতএব, সদা নিজেকে শক্তিশালী কুমার মনে কর। ব্রহ্মাকুমার হয়ে গেছ, শুধু যদি এই খুশিতেই থাক আর শক্তিশালী না হও, তখন কিন্তু বিজয়ী হতে পারবে না। ব্রহ্মাকুমার হওয়া খুব ভালো, কিন্তু যারা শক্তিশালী ব্রহ্মাকুমার তারা সদা কাছে। এখন যারা কাছাকাছি হবে, তারা রাজত্বের ক্ষেত্রেও কাছে হবে। বর্তমান স্থিতিতে নৈকট্য না থাকলে রাজত্বও নৈকট্য হবে না। এই সময়ের প্রাপ্তি সদাকালের প্রালঙ্ক তৈরি করে দেয়, সেইজন্য সদা শক্তিশালী। এইরকম শক্তিশালীই বিশ্ব কল্যাণকারী হতে পারে। কুমারদের মধ্যে শারীরিক শক্তিই হোক বা আত্মিক শক্তি, সে তো থাকেই। কিন্তু বিশ্ব কল্যাণের জন্য শক্তি আছে নাকি শ্রেষ্ঠ বিশ্বকে বিনাশকারী বানানোর কার্যে লাগানোর শক্তি আছে ? তোমরা তো কল্যাণকারী কুমার, তাই না ? অকল্যাণ সাধন তোমরা কর না। সঙ্কল্পেও সদা সকলের জন্য কল্যাণের ভাবনা হতে দাও। এমনকি, তোমাদের স্বপ্নেও সদা সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা হতে দাও, একে বলা হয়ে থাকে - শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী। কুমার তার শক্তি দ্বারা যা কিছু ভাবে, তা করতে পারে। সেই সঙ্কল্প এবং কর্ম, দুটোই যেন একসাথে হয়। এমন নয় যে সঙ্কল্প আজ করলে কর্ম পরে। সঙ্কল্প আর কর্ম একই সময়ে সাথে সাথে হতে দাও। এমন শক্তি প্রয়োজন। এমন শক্তিদর আত্মারাই

অন্য অনেক আত্মার কল্যাণ করতে পারে । তাহলে সেবাতে সদা তোমরা সফল, নাকি দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় ?

তোমাদের মনে, কর্মে নিজেদের মধ্যে সবসময় সবকিছুতে ঠিক । কোনকিছুতে মতবিরোধ না হয় ! সদা নিজেকে বিশ্ব-কল্যাণকারী কুমার মনে কর, তবেই যে কর্ম করবে তাতে কল্যাণের ভাবনা মিশে থাকবে । আচ্ছা !

বিদায়ের সময় অমৃতবেলায় বাপদাদা বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ দিয়েছেন

সব কার্য শুভ হোক । সব কার্য সদা সফল হোক । এই জন্য সব বাচ্চাকে অভিনন্দন । বাস্তবে, সঙ্গমযুগের প্রতিদিন শুভ, শ্রেষ্ঠ, যা উদ্যম-উৎসাহ দেয়, সেইজন্য প্রতিদিনের নিজ নিজ মহত্ব আছে । আজ এই দিনে প্রতিটা সঙ্কল্পও মঙ্গলময় হতে দাও অর্থাৎ শুভচিন্তক রূপে হোক । কারও প্রতি মঙ্গল কামনা অর্থাৎ শুভ কামনা করে এমন সঙ্কল্প হোক । প্রতিটা সঙ্কল্প মঙ্গলম্ অর্থাৎ খুশি যেন নিয়ে আসে । সুতরাং, আজ এই দিনের এই মহত্বের স্মৃতি প্রতিটা সঙ্কল্পে বোলে এবং কর্মে বিশেষভাবে রাখতে হবে । আর এই স্মৃতি থাকাই প্রতি সেকেন্ডে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করা । সুতরাং, এই সময় বাবা শুধু স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন না ; কিছু প্র্যাকটিক্যালি করার জন্য অর্থাৎ স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করে নেওয়া । সারাদিন আজ এই স্মরণ-স্নেহ নিতে থাক অর্থাৎ স্মরণে থেকে প্রতিটা সঙ্কল্প, বোল দ্বারা ভালোবাসার তরঙ্গে তরঙ্গিত হতে থাক । আচ্ছা - সবাইকে বিশেষ স্মরণ আর গুড মর্নিং ।

সম্মেলনের জন্য অব্যক্ত বাপদাদার বিশেষ সন্দেশ

বাপদাদা বলেছেন, বাচ্চারা সম্মেলন করছে । সম্মেলনের অর্থ সম-মিলন । সম্মেলনে যারা আসে তাদের যদি বাবা সমান না-ও হয়, তোমাদের সমান নিশ্চয়বুদ্ধি তো অবশ্যই বানিও । যে-ই আসবে অবশ্যই কিছু হয়ে ফিরে যেতে হবে, শুধু কিছু বক্তব্য রেখেই ফিরে না যায় । এটা দাতার ঘর । সুতরাং, যারা আসে তাদের এটা ভাবতে দিও না যে তারা আমাদের সাহায্য করতে এসেছে অথবা আমাদের তারা সহযোগ দিতে এসেছে । বরং তারা যেন ভাবে, এই স্থান নেওয়ার স্থান, দেওয়ার নয় । এখানে, ছোট বড় যাদের সঙ্গেই তাদের দেখা হোক, তোমরা যারা সেই সময় সেখানে উপস্থিত থাকবে, তাদের এই সঙ্কল্প করতে হবে যে, তোমরা তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা, বায়ুমন্ডল দ্বারা, সম্পর্ক-সম্বন্ধ দ্বারা 'মাস্টার দাতা' হয়ে থাকবে । তাদের সবাইকে অবশ্যই কিছু না কিছু দিয়ে তোমাদের পাঠাতে হবে । সবার এই লক্ষ্য যেন থাকে । যারা আসে তাদের রিগার্ড তো অবশ্যই দিতে হবে, কিন্তু এক বাবার জন্যও তাদের রিগার্ড হতে দাও । বাবা বলছিলেন, "আমার এত সব লাইট হাউস বাচ্চারা চতুর্দিক থেকে যদি মন্সা সেবা দ্বারা লাইট দেয় তবে সফলতা নিশ্চিত । সেই এক লাইট হাউস কত লোককে রাস্তা দেখায়, আর তোমরা লাইট হাউস মাইট হাউস বাচ্চারা অনেক চমৎকার করতে পার । আচ্ছা !

বরদান:- ঈশ্বরীয় সেবার বন্ধন দ্বারা নিকট সম্বন্ধে এসে রয়্যাল ফ্যামিলির অধিকারী ভব

ঈশ্বরীয় সেবার বন্ধন তোমাদের কাছে সম্বন্ধে নিয়ে আসে । যে যত সেবা করে, সেবার ফল ততই কাছের সম্বন্ধে আসে । এখানকার সেবাধারী ওখানে রয়্যাল ফ্যামিলির অধিকারী হবে । এখানে যত হার্ড (শ্রমসাধ্য) সেবা করে, সেই অনুযায়ী ওখানে আরামে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং এখানে যে আরাম করে ওখানে তাকে কাজ করতে হবে । প্রতিটা সেকেন্ডের এবং প্রতিটা কর্মের হিসাব-নিকাশ বাবার কাছে আছে ।

স্লোগান:- স্ব-পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তনের ভাইব্রেশন তীব্রগতিতে ছড়িয়ে দাও ।

সূচনা:-

আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সবাই সংগঠিতভাবে সন্ধ্যা 6 :30 থেকে 7:30 পর্যন্ত অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগে সম্মিলিত হয়ে নিজের নিরাকার স্বরূপে স্থিত হয়ে, পরমধামের উঁচু স্থিতির অনুভব করুন । সুইট সাইলেন্সে বসে সবাইকে শান্তির সকাশ দেওয়ার সেবা করুন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজের ব্যাটারি চার্জ করার চিন্তা করো, নিজের সময় পরচিন্তন অর্থাৎ অন্যদের কথা ভেবে নষ্ট কোরোনা, নিজের মনে নিজে মন্থন করলে নেশা চড়বে"

প্রশ্ন :- জ্ঞান এক সেকেন্ডের হওয়া সত্ত্বেও বাবাকে এত ডিটেলে বোঝাতে হয় বা এত সময় দেওয়ার প্রয়োজন হয় কেন ?

উত্তর :- কারণ জ্ঞান দান করার পরে বাচ্চাদের মধ্যে কোনও সুপরিবর্তন হয়েছে কিনা, এও তো বাবা দেখেন এবং তারপরেও শুধরে নেওয়ার জন্য জ্ঞান প্রদান করতেই থাকেন। সম্পূর্ণ বীজ এবং কল্প বৃক্ষের জ্ঞান প্রদান করেন, যে কারণে তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। যদি এক সেকেন্ডের মন্ত্র দিয়ে চলে যান তাহলে তো জ্ঞান সাগর - এই টাইটেল তাঁকে দেওয়া যাবে না ।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা (রুহানী) বসে আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝান। ভক্তি মার্গে পরমপিতা পরমাত্মা শিবকে এখানেই পূজা করা হয়। যদিও বুদ্ধিতে আছে তিনি এসে চলে গেছেন। তারা শিবলিঙ্গ সামনে রেখেই তাঁর পূজা করে। এই কথা তো বোঝে শিব পরমধামে বাস করেন, এসে চলে গেছেন, তাই তাঁর স্মরণিক তৈরি করে পূজা করে। যে সময়ে স্মরণ করা হয় তখন বুদ্ধিতে অবশ্যই আসে যে তিনি হলেন নিরাকার, যিনি পরমধামে থাকেন, তাঁকে শিব নামে পূজা করা হয়। মন্দিরে গিয়ে মাথা নত করে, তাঁর উপরে দুধ, ফল, জল ইত্যাদি অর্পণ করে। কিন্তু সে তো হল জড়। জড় বস্তুর ভক্তিই করে। এখন তোমরা জানো - তিনি হলেন চৈতন্য, তাঁর নিবাস হল পরমধাম। তারা যখন পূজা করে তো বুদ্ধিতে থাকে যে তিনি হলেন পরমধাম নিবাসী, দুনিয়ায় এসে চলে গেছেন। তবেই তো এই চিত্র তৈরি হয়েছে, যে স্বরূপের পূজা হয়। ওই চিত্রটি (শিবলিঙ্গ) শিব নয়, শিবের প্রতিমা। সেই ভাবেই দেবতাদেরও পূজা করে, সে সবও হল জড় চিত্র, চৈতন্য নয়। কিন্তু চৈতন্য যারা ছিলেন তারা কোথায় গেছেন, সে কথা বুঝতে পারে না। অবশ্যই পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে এসেছে । এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ। তোমরা বুঝেছ যে দেবতারা ছিলেন, তাঁরা পুনর্জন্ম নিয়েছেন। আত্মা একই আছে, আত্মার নাম পরিবর্তন হয় না। কিন্তু শরীরের নাম পরিবর্তন হয়। ওই আত্মা কোনো শরীরে আছে। পুনর্জন্ম তো নিতেই হয়। তোমরা তাঁদের পূজা কর, যারা সর্বপ্রথমে শরীরধারী ছিলেন (সত্যযুগী লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে) এই সময় তোমাদের চিন্তন চলে যে, এই নলেজ বাবা দিয়ে থাকেন। তোমরা বুঝেছ, যে চিত্রের পূজা করা হয় উনি হলেন প্রথম নম্বর ধারী। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ চৈতন্য ছিলেন। এখানে ভারতেই ছিলেন, এখন নেই। মানুষ এই কথা বোঝে না যে, তাঁরা পুনর্জন্ম নিয়ে ভিন্ন নাম-রূপ ধারণ করে ৮৪ জন্ম পার্ট প্লে করেছেন। এই কথা কারো চিন্তনে নেই। সত্যযুগে তো তারা ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন নেই। এই কথাও কেউ বুঝতে পারে না। এখন তোমরা জানো - ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী আবার চৈতন্য রূপে আসবেন নিশ্চয়ই। মানুষের বুদ্ধিতে এই চিন্তন থাকে না। যদিও এই কথা তারা বোঝে যে, এনারা কখনও ছিলেন। তাঁদের জড় চিত্র রয়েছে। কিন্তু এখন এই কথা কারো বুদ্ধিতে থাকে না যে, তাদের চৈতন্য রূপ এখন কোথায় আছে। মানুষ তো ৮৪ লক্ষ পুনর্জন্ম বলে দেয়, এই কথাও তোমরা বাচ্চারা জেনেছ যে ৮৪ জন্ম হয়, ৮৪ লক্ষ জন্ম নয়। রাম চন্দ্রের পূজা করে, তারা এই কথা জানে না যে, রাম কোথায় গেছেন। তোমরা জানো যে, শ্রী রামের আত্মা তো নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম নিতে থাকে। এখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না । কিন্তু কোনও এক রূপে তো আছে, তাইনা। এখানেই

পুরুষার্থ করছে। এত খ্যাতি রামের, তবে তো আসবেন নিশ্চয়ই, তাঁকেও নলেজ নিতে হবে। এখন মানুষ যেহেতু কিছুই জানে না। তাই সেসব কথা এখন রেখে দাও । এইসব কথায় সময় নষ্ট হয়, তারচেয়ে বরং নিজের সময় সফল করা উচিত। নিজের উন্নতির জন্য ব্যাটারি চার্জ করো। অন্যদের কথা চিন্তন করলে তো পরচিন্তন করা হয়ে গেল। এখন তো নিজের চিন্তন করতে হবে। আমরা বাবাকে স্মরণ করি। তিনিও নিশ্চয়ই পড়ছেন। নিজের ব্যাটারি চার্জ করছেন। কিন্তু তোমাদের নিজেরটা করতে হবে। বলাও হয় - নিজের মনে নিজে মন্থন করতে থাকলে নেশা বাড়তে থাকে ।

বাবা বলেন - যখন তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, তখন তোমাদের পদমর্যাদা খুব উঁচুতে ছিল। এখন আবার পুরুষার্থ করো, আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমাদের সামনে লক্ষ্য তো রয়েছে, তাইনা। এই চিন্তন করতে করতে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। নারায়ণকে স্মরণ করলেই আমরা নারায়ণ হব। শেষসময় যে নারায়ণকে স্মরণ করে। তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যাতে পাপ বিনষ্ট হয়। তারপরে নারায়ণ হবে। এ হল নর থেকে নারায়ণ হওয়ার হাইয়েস্ট যুক্তি। মাত্র একজন নারায়ণ তো হবে না, তাইনা। এই রূপ তো সম্পূর্ণ বংশ তৈরি হবে। বাবা হাইয়েস্ট পুরুষার্থ করাবেন। এটা হল-ই রাজযোগের নলেজ, তাও আবার সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হওয়ার । যত পুরুষার্থ করবে, ততই অবশ্যই লাভ হবে। এক তো নিজেকে অবশ্যই আত্মা নিশ্চয় করো । কেউ-কেউ লিখেও দেয় এমন, অমুক আত্মা আপনাকে স্মরণ করে। আত্মা শরীর দ্বারা লেখে। আত্মার কানেকশন হল শিববাবার সঙ্গে। আমি আত্মা অমুক শরীরের নাম-রূপে পরিচিত। এই কথা তো নিশ্চয়ই বলতে হবে, কারণ আত্মার শরীরের উপরেই ভিন্ন-ভিন্ন নাম থাকে। আমি আত্মা আপনার সন্তান, আমি আত্মা, আমার নাম অমুক। আত্মার নাম তো কখনও বদলায় না। আমি আত্মা অমুক শরীরধারী। শরীরের নাম তো অবশ্যই চাই। তা নাহলে কাজ কারবার, ব্যবসা ইত্যাদি চলতে পারে না। এখানে বাবা বলেন - আমিও এই ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করি টেম্পোরারি, ব্রহ্মার আত্মাকেও বোঝাই। আমি এই শরীর দ্বারা তোমাদের পড়াতে এসেছি। এই শরীর-টি আমার নয়। আমি এই শরীরে প্রবেশ করেছি। পরে ফিরে যাব নিজ ধামে। আমি এসেছি বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের এই মন্ত্র দিতে। এমন নয় মন্ত্র দিয়ে চলে যাব। না, বাচ্চাদেরকে দেখতেও হয় যে কতটুকু সু- পরিবর্তন হয়েছে। তারপরে শুধরে নেওয়ার শিক্ষা দিতে থাকি। সেকেন্ডের জ্ঞান দিয়ে চলে গেলে তো আর জ্ঞান সাগরও বলা হবে না। কত সময় হয়েছে সেসবও বোঝাতে থাকেন। সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের, ভক্তি মার্গের সব কথা বিস্তৃত ভাবে বোঝানোর প্রয়োজন আছে। বাবা তাই ডিটেলে বোঝান। তবে এক কথায় হল (হোলসেলে) "মন্মনাভব" । কিন্তু এমন এক কথায় বলে তো চলে যাবেন না। বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণও করতে হয়। অনেক বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করতে করতে হারিয়ে যায়। অমুক আত্মা যার নাম অমুক নাম ছিল, পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল - স্মৃতি তো আসবে, তাইনা। পুরানো পুরানো অনেক বাচ্চা খুব ভালো ছিল, তাদেরকে মায়া গ্রাস করেছে। শুরুর দিকে অনেকে এসেছিল। চট করে বাবার কোলে এসেছিল। ভাঙি হয়েছিল। তাতে সবাই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছিল। তারপরে ভাগ্য নির্ধারণের চেষ্টা করতে করতে মায়া একেবারে শেষ করে দিল। এখানে থামল না তারা। আবার ৫ হাজার বছর পরেও এমনই হবে। কতজন চলে গেছে, বৃক্ষের অর্ধেক তো চলেই গেছে। যদিও বৃক্ষের বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু পুরানো বাচ্চারা চলে গেছে, যদিও বোঝা যায় - তাদের মধ্যে অনেকে আবার ফিরে আসবে নিশ্চয়ই পড়াশোনা করতে। স্মরণ করবে যে, আমরা

বাবার কাছে পড়তাম, অন্যরা সবাই এখনও পড়ছে। আমরা হার স্বীকার করেছি। আবার ময়দানে আসবে। বাবা আসতে দেবেন, যদি এসে পুরুষার্থ করে। কিছু ভালো পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে।

বাবা মনে করিয়ে দেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো তো পাপ বিনষ্ট হবে। এবারে কিভাবে স্মরণ কর, তা কি বুঝেছ যে, বাবা পরমধামে আছেন ? বাবা তো এইখানে রথে বসে আছেন। এই রথের কথা সবাই জানে। এ হল ভাগ্যশালী রথ। বাবা ঐনার মধ্যে এসেছেন। ভক্তিমার্গে যখন ছিলে তখন তাঁকে পরমধামে স্মরণ করতে কিন্তু এই কথা না জেনে যে, স্মরণ করলে লাভ কি হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বাবা নিজে এই রথে বসে শ্রীমৎ দিচ্ছেন, তাই তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ বাবা এইখানে এই মৃত্যুলোকে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আছেন। তোমরা জানো আমরা ব্রহ্মাকে স্মরণ করি না। বাবা বলেন - "মামেকম্ স্মরণ করো, আমি এই রথে বিরাজিত হয়ে তোমাদের এই নলেজ দিচ্ছি। নিজের পরিচয়ও দিয়ে থাকি, আমি এইখানে আছি" । আগে তো তোমরা ভাবতে বাবা তো পরমধাম নিবাসী। এসে চলে গেছেন। কিন্তু কবে, সে কথা জানতে না। এসে সবাই তো চলে গেছে, তাইনা। যাদের চিত্র ইত্যাদি আছে, তারা এখন কোথায়, সে কথা জানা নেই। যারা চলে যায় তারা আবার নিজের সময় অনুযায়ী আসে। ভিন্ন-ভিন্ন পার্ট প্লে করে। স্বর্গে তো কেউ ফিরে যায় না। বাবা বুঝিয়েছেন, স্বর্গে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হয় এবং পুরানো দুনিয়ার শেষ, নতুন দুনিয়ার আদি হওয়া চাই, যাকে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ বলা হয়। এই জ্ঞান এখন তোমাদের আছে। মানুষ কিছুই জানে না। তারা বুঝতে পারে মৃত্যু হলে শরীর জ্বলে পুড়ে যায়, আত্মা গমন করে। এখন কলিযুগ, তাই জন্ম অবশ্যই কলিযুগেই নেবে। সত্যযুগে যখন ছিল তখন জন্ম সত্যযুগে হত। তোমরা এই কথাও জানো, আত্মাদের সম্পূর্ণ স্টক নিরাকারী দুনিয়ায় থাকে। এই কথা তো বুদ্ধিতে আছে, তাইনা। তারপরে সেখান থেকে আসে, এখানে শরীর ধারণ করে জীব আত্মা হয়। সবাইকে এখানে এসে জীব আত্মা হতে হবে। তারপরে ক্রম অনুসারে ফিরে যেতে হবে। সবাইকে তো নিয়ে যাবে না, তাহলে তো প্রলয় হয়ে যাবে। দেখানো হয় প্রলয় হয়েছে, রেজাল্ট কিছুই দেখায়নি। তোমরা তো জানো এই দুনিয়া কখনোই খালি হতে পারে না। বলা হয়ে থাকে - রাম গেল, রাবণের অনেক পরিবার ও প্রায় একে একে চলে গেল । সম্পূর্ণ দুনিয়ায় তো রাবণ সম্প্রদায় আছে, তাইনা। রাম সম্প্রদায় তো খুবই কম আছে। রামের সম্প্রদায় হয়ই সত্যযুগ-ত্রৈতায। উভয়ের অনেক তফাৎ। পরে (দ্বাপরে) আরও শাখা-প্রশাখা বের হয়। এখন তোমরা বীজ ও বৃক্ষের কথা জেনেছ। বাবা সবকিছু জানেন, তবেই তো জ্ঞান শোনাতে থাকেন তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, একই কথা যদি হয় তাহলে তো কোনও শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হবে না। বাবা সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বিষয়ে ডিটেলে বোঝাতে থাকেন। মুখ্য কথা নস্বরওয়ান সাবজেক্ট হল বাবাকে স্মরণ করা। এতেই পরিশ্রম আছে। স্মরণের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। যদিও বৃক্ষের বিষয়ে তোমরা তো জেনেছ। দুনিয়ায় এই কথাগুলি কেউ জানে না। তোমরা সব ধর্মের মানুষদের তিথি-তারিখ ইত্যাদি সবই বলে দাও। অর্ধকল্প বললে এইসব এসে যায়। বাকি রইল সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী। তার জন্যে অনেক যুগ তো হবে না, তাইনা। আছেই দুটি যুগ। সেখানে মানুষের সংখ্যা কম থাকে। ৮৪ লক্ষ জন্ম তো হতেও পারে না। কথাগুলি মানুষের বোধ শক্তির বাইরে চলে যায়, তাই আবার বাবা এসে বোধগম্য করান। বাবা, যিনি হলেন রচয়িতা, তিনি-ই রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ বসে প্রদান করেন। ভারতবাসী তো একেবারেই কিছু জানে না। সবার পূজা করতে থাকে, মুসলমানকে, ফরাসীকে, যে আসে তারই পূজা করে, কারণ নিজের ধর্মস্থাপককে ভুলে গেছে। অন্যরা তো সবাই নিজের-নিজের ধর্মকে জানে, সবার জ্ঞান আছে অমুক ধর্ম কবে, কে স্থাপন করেছে। যদিও সত্যযুগ-ত্রৈতার হিস্টি-

জিওগ্রাফি কারো জানা নেই। চিত্র দেখে, ভাবে শিববাবার এই রূপ। তিনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চতম পিতা। অতএব স্মরণও তাঁকেই করতে হবে। এখানে আবার সবচেয়ে বেশি পূজা করে কৃষ্ণের, কারণ নেক্সট নম্বরে আছে, তাই না। কৃষ্ণকেই ভালোবাসে, তাই গীতার ভগবানও তাঁকেই ভেবে নিয়েছে। জ্ঞান শোনার জন্য কাউকে তো চাই, তবে তো তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা-ই শোনান, নতুন দুনিয়ার স্থাপনা এবং পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করেন যিনি, তিনি এক বাবা ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারে না। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ, বিষ্ণু দ্বারা পালনা - এই কথাও লেখে। তা যে এখানকার জন্যই। কিন্তু কিছুই বোঝে না।

তোমরা জানো ওটা হল নিরাকারী সৃষ্টি। এটা হল সাকারী সৃষ্টি। সৃষ্টি তো এইটাই - এখানেই রামরাজ্য ও রাবণরাজ্য হয়। মহিমা সম্পূর্ণ এখানকার। যদিও সূক্ষ্মলোকে (বতনে) শুধু সাক্ষাৎকার হয়। মূলধামে (বতনে) তো আত্মারা থাকে, তারপরে এখানে এসে পার্ট প্লে করে। বাকি সূক্ষ্মলোকে কি আছে, তার চিত্রও বানানো হয়েছে, যে চিত্রের বিষয়ে বাবা বোঝান। বাচ্চারা, তোমাদের এমন সূক্ষ্মবতনবাসী ফুরিস্তা হতে হবে। ফুরিস্তা বা অ্যাঞ্জেল হাড়-মাংস বিহীন হয়। বলা হয়ে থাকে - দধিচি ঋষি হাড় দান করেছিলেন। যদিও শঙ্করের প্রশস্তি কোথাও নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণুর মন্দির আছে। শঙ্করের কিছু নেই। অতএব তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে বিনাশের কার্যে। যদিও এমন কেউ চোখ খুলেই বিনাশ করে না। দেবতার হিংসাপূর্ণ কোনো কর্ম করবেন কিভাবে। না তাঁরা করেন, না বাবা এমন ডাইরেকশন দেন। যিনি ডাইরেকশন দেন, তার উপরেও তো দায়িত্ব থাকে, তাইনা। যে বলবে সে-ই ফেঁসে যাবে। তারা তো শিব-শঙ্করকে একত্রে বলে দেয়। এখন বাবাও বলেন আমাকে স্মরণ করো, মামেকম্ স্মরণ করো। এমন তো বলেন না শিব-শঙ্করকে স্মরণ করো। পতিত-পাবন একজন কেই বলা হয়। ভগবান অর্থ সহ বুঝিয়ে দেন, এই কথা কেউ জানে না। তাই এই চিত্র দেখে কনফিউজড হয়ে পড়ে। অর্থ অবশ্যই বলে দিতে হবে, তাইনা। বুঝতে সময় লাগে। কোটিতে কেউ একজন বিরল আত্মা জ্ঞানে আসে। আমি আসলে কে, কেমন, কোটিতে কেউ একজন-ই আমাকে চিনতে পারে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সূমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তা করে নিজের সময় নষ্ট করবে না। নিজের মনে আনন্দে থাকতে হবে। নিজের চিন্তন করে আত্মাকে সতোপ্রধান করতে হবে।

২) নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য অস্তিম সময়ে এক পিতার স্মরণ-ই যেন থাকে। এই হাইয়েস্ট যুক্তিটি সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে - আমি আত্মা। এই শরীরকে ভুলে যেতে হবে।

বরদান :- আমি দেহ - এই ভাব থেকে নির্লিপ্ত হয়ে পরমাত্ম স্নেহের অনুভবকারী পদ্ব আসনধারী ভব

ব্যাখা: কমল আসন বা পদ্ম আসন হল ব্রাহ্মণ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতির প্রমাণ চিহ্ন। এমন পদ্ম আসনধারী আত্মারা আমি দেহ - এই ভাব থেকে স্বতঃই নির্লিপ্ত থাকে। তাদের নিজেদের শরীরের ভাব নিজের দিকে আকৃষ্ট করে না। যেমন ব্রহ্মা বাবার চলতে ফিরতে ফরিস্তা রূপ বা দেবতা রূপ সদা স্মৃতিতে থাকত। এমনই ন্যাচারাল দেহী-অভিমানী স্থিতি সদা থাকলে বলা হবে দেহ-ভাব থেকে নির্লিপ্ত। এমন দেহ-ভাব থেকে নির্লিপ্ত স্থিতিতে স্থির আত্মারা পরমাত্মার প্রিয় হয়।

স্লোগান - তোমাদের বিশেষত্ব বা গুণ হল প্রভু প্রসাদ, সেসব আমার ভাবা-ই হল দেহ-অভিমান ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যেমন তোমাদের এই নিশ্চয়তা রয়েছে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন, তিনি তোমাদের পিতা, ঠিক তেমনই অন্যদেরকেও বুঝিয়ে নিশ্চিত করাও, তারপর তাদের মতামত (ওপিনীয়ন) নাও"

প্রশ্ন :- বাবা তাঁর নিজের সন্তানদের এমন কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করেন, যা অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না ?

উত্তর :- বাবা যখন বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হন তখন জিজ্ঞাসা করেন -- বৎস, পূর্বে তোমরা কবে মিলিত হয়েছিলে ? যা শুধু বাচ্চারাই বোঝে, তারা অতি শীঘ্র বলে -- হ্যাঁ বাবা, আমরা ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। আর যারা বোঝে না, তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এ'রকম প্রশ্ন করার মতো বুদ্ধি অন্য কারোর মধ্যে থাকেই না। বাবা-ই তোমাদেরকে সমগ্র কল্পের রহস্য বোঝান।

ওম শান্তি। আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মাদের অসীম জগতের পিতা বোঝান যে -- এখানে তোমরা বাবার সম্মুখে বসে রয়েছ। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় যেন এই ভাবনাই চলে যে, আমরা শিববাবার কাছে যাই, যিনি ব্রহ্মার রথে(শরীর) বসে আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার (বর্সা) দেন। আমরা স্বর্গে ছিলাম, পুনরায় ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করে এখন নরকে এসে পড়েছি। আর কোনো সত্যসঙ্গে, কারোর বুদ্ধিতে এইসমস্ত কথা আসে না। তোমরা জানো, আমরা শিববাবার কাছে যাই, যিনি এই রথে এসে পড়ানও। তিনি আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছেন। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবশ্যই অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। একথা তো বাবা বুঝিয়েছেন যে, আমি সর্বব্যাপী নই। সর্বব্যাপী হলো ৫ বিকার। তোমাদের মধ্যেও ৫ বিকার রয়েছে, তাই তো তোমরা অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়েছ। ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন -- এই মতামতও অবশ্যই লেখাতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের তো পূর্ণ নিশ্চয় রয়েছে যে, ঈশ্বর পিতা সর্বব্যাপী নন। বাবা তো পরমপিতা, পরমশিক্ষক এবং গুরুও। তিনি অসীম জগতের সঙ্গতি দাতা। তিনি শান্তি প্রদান করেন। আর কোনো জায়গায় এমন কথা কেউ মনে ভাবেও না যে, আমরা কি প্রাপ্ত করব। এ কেবলমাত্রই কানরস -- রামায়ণ, গীতা ইত্যাদি শুনতে যায়। এর অর্থ কিছুই বুদ্ধিতে নেই। পূর্বে আমরাও পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলতাম। এখন বাবা-ই বোঝান যে -- এসবই মিথ্যা। এ বড় গ্লানির বিষয়। তাই (সর্বব্যাপী নন) এই মতামত গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। আজকাল যাদের দ্বারা তোমরা উদ্ঘাটন ইত্যাদি করাও, তারাও লেখে ব্রহ্মাকুমারীরা ভালো কাজ করছে। অত্যন্ত ভালভাবে বোঝায়। ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ বলে দেয়। এতে মানুষের মনে অবশ্যই ভালো প্রভাব পড়ে। তাছাড়া, এইধরনের মতামত কেউ লেখে না যে, সমগ্র দুনিয়ার মানুষ যে বলে - ঈশ্বর সর্বব্যাপী, একথা সম্পূর্ণ ভুল। ঈশ্বর তো পিতা, শিক্ষক, গুরু। এক তো মুখ্যকথাই হলো এটা, দ্বিতীয় হলো, আবার এই মতামতও চাই যে -- এটা জানার পরে আমরা বুঝতে পেরেছি যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়। কোনো মানুষ বা দেবতাকে ভগবান বলা যায় না। ভগবান এক, আর তিনি হলেন পিতা। সেই পিতার কাছ থেকেই শান্তি আর সুখের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। এমন-এমনভাবে মতামত নিতে হবে। তোমরা এখন যেসমস্ত মতামত নাও, সেসবের মধ্যে তারা কোনো কাজের কথা লেখে না। হ্যাঁ, এতটা তো লেখে যে, এখানে অত্যন্ত ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া, মুখ্যকথা হলো যার মধ্যে তোমাদের বিজয় নিহিত রয়েছে সেটা লেখাও যে ব্রহ্মাকুমারীরা সত্যকথাই বলে যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। তিনি হলেন পিতা, তিনিই গীতার

ভগবান। বাবা এসে ভক্তিমার্গ থেকে মুক্ত করে জ্ঞান প্রদান করেন। এই মতামত নেওয়ারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে, এই জলবাহিত নদী গঙ্গা পতিত-পাবনী নয়, তা হলেন একমাত্র বাবা। এমন-এমন ওপিনীয়ন যখন লিখবে তখনই তোমাদের বিজয় হবে। এখনও সময় আছে। এখন তোমাদের সার্ভিস যেভাবে চলে, এত খরচ হয়, এ তো তোমরা বাচ্চারাই একে-অপরকে সাহায্য কর। বাইরের লোকেরা তো কিছুই জানে না। তোমরাই নিজেদের তন-মন-ধন খরচ করে নিজেদের জন্যই রাজধানী স্থাপন কর। যে করবে সেই পাবে। যে করে না, সে পায়ও না। প্রতি কল্পে তোমরাই কর। তোমরাই নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হও। তোমরাই জানো যে, বাবা যেমন পিতাও, তেমন শিক্ষকও, আবার তিনি গীতা-জ্ঞানও যথার্থ রীতি অনুসারে শোনান। ভক্তিমার্গে যদিও গীতা শুনেছ কিন্তু রাজ্য কি প্রাপ্ত করেছ, না করনি। ঈশ্বরীয় মত বদলে গিয়ে আসুরী মত হয়ে গেছে। চরিত্র নষ্ট হয়ে অপবিত্র হয়ে গেছে। কুসুমেলায় কত কোটি-কোটি মানুষ যায়। যেখানে-যেখানে জল দেখে, সেখানেই চলে যায়। মনে করে জলের দ্বারাই পবিত্র হবে। এখন জল তো এখান-ওখান থেকে নদীর মাধ্যমে আসতেই থাকে। এর দ্বারা কি পবিত্র হতে পারে ! জলে স্নান করলেই কি আমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে দেবতা হয়ে যাব ? এখন তোমরা জানো যে, কেউ-ই পবিত্র হতে পারে না। এটা ভুল। তাহলে এই ৩টি বিষয়ে মতামত নেওয়া উচিত। এখন বলে যে, সংস্থাটি খুব ভাল, তাই অনেকের ভিতরে এই যে এক ভ্রান্ত-কথা ভরা ছিল যে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে সম্মোহন-শক্তি (জাদু) রয়েছে, তারা (ঘর-পরিবার থেকে) ভাগিয়ে নিয়ে যায় -- সেই চিন্তাধারা দূর হয়ে যাবে, কারণ তাদের আওয়াজ এখন অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে, তাই না। বিদেশেও এই আওয়াজ পৌঁছে গিয়েছিল যে এঁনার ১৬১০৮-জন রানী চাই, তারমধ্যে ৪০০ পাওয়া গেছে কারণ ওইসময় সত্সঙ্গে ৪০০ জন আসত। অনেকে বিরোধ করেছিল, পিকেটিং ইত্যাদিও করেছিল, কিন্তু বাবার বিরুদ্ধে কেউ-ই কিছু করতে পারেনি। সকলেই বলত, এই জাদুকর আবার কোথা থেকে এসেছে। আবার কেমন আশ্চর্য দেখো, বাবা তো করাচীতে থাকতেন। সমগ্র দল তখন নিজেরাই নিজেদের একত্রিত করে পালিয়ে এসেছিল। কেউ জানতেও পারেনি যে, তাদের ঘর থেকে এরা কিভাবে পালিয়েছে। এও ভাবেনি যে, এরা এতজন কোথায় গিয়ে থাকবে। তখন বাবা তৎক্ষণাৎ একটি বাংলো কেনেন। তাই এটাই হলো ম্যাজিক, তাই না। এখনও বলে যে এরা জাদুকরী(ব্রহ্মাকুমারী)। ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে গেলে আর ফিরে আসবে না। এরা স্বামী-স্ত্রীকে ভাই-বোন বানিয়ে দেয়, তাই অনেকে তো আর আসেই না। এখন তোমাদের প্রদর্শনী ইত্যাদি দেখে, সেই যে কথাগুলো বুদ্ধিতে বসে গিয়েছিল, তা দূর হয়। এছাড়া বাবা যে ওপিনীয়ন চায়, সেসব তো কেউ লেখেই না। বাবার তো সেই ওপিনীয়ন চাই -- তারা যেন লেখে যে, গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়। সমগ্র দুনিয়া মনে করে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। কিন্তু কৃষ্ণ তো ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে। শিববাবা হলেন পুনর্জন্ম-রহিত। তাই এরজন্য অনেকের মতামত চাই। অনেকেই রয়েছে যারা গীতা-জ্ঞান শোনে, পুনরায় দেখবে একথা সংবাদপত্রেও বেরিয়েছে যে, গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা শিব। একাধারে তিনিই পিতা, শিক্ষক, সকলের সঙ্গতি দাতা। শান্তি আর সুখের উত্তরাধিকার একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এছাড়া এখন তোমরা পরিশ্রম কর, উদ্ঘাটন করাও, মানুষের ভ্রান্তি দূর হয়, ভাল শিক্ষা পাওয়া যায়। যদিও বাবা যেমন বলেন, তাদের তেমনই মতামত লেখা উচিত। এটাই হলো মুখ্য ওপিনীয়ন। এছাড়া ওরা শুধু রায় দেয় যে -- এই সংস্থা খুব ভাল। এতে আর কি হবে। হ্যাঁ, ভবিষ্যতে যখন বিনাশ আর স্থাপনা আরো সমীপে আসবে তখন তোমরা এই ওপিনীয়নও পাবে। বুঝে লিখবে। এখন তোমাদের কাছে আসতে শুরু করেছে, তাই না। এখন তোমরা জ্ঞান পেয়েছ -- এক পিতার সন্তান আমরা সকলে ভাই-ভাই। একথা কাউকে বোঝান অতি সহজ। সর্ব আত্মাদের পিতা হলেন এক পরমপিতা। তাঁর

থেকে অবশ্যই পরম অসীম জগতের পদও প্রাপ্ত হবে। যা ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমরা পেয়েছিলে। ওরা(অজ্ঞানী লোক) বলে কলিযুগের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর। আর তোমরা বল ৫ হাজার বছর, কত পার্থক্য।

বাবা বোঝান, ৫ হাজার বছর পূর্বে বিশ্বে শান্তি ছিল। এই এইম অবজেক্ট (লক্ষ্মী-নারায়ণ) সম্মুখে রয়েছে। এঁাদের রাজত্বে বিশ্বে শান্তি ছিল। সেই রাজধানী আমরা পুনরায় স্থাপন করছি। সমগ্র বিশ্বে সুখ-শান্তি ছিল। দুঃখের কোন নামই ছিল না। এখন দুঃখ তো অপার। গুপ্ত রীতিতে আমরা সেই সুখ-শান্তির রাজ্য স্থাপন করছি নিজেদেরই তন-মন-ধনের সহযোগ দ্বারা। বাবাও গুপ্ত, নলেজও গুপ্ত, তোমাদের পুরুষার্থও গুপ্ত, তাই বাবা সঙ্গীত-কবিতা ইত্যাদি পছন্দ করেন না। ওটা হলো ভক্তিমার্গ। এখানে তো নীরব থাকতে হবে, শান্তিতে চলা-ফেরা করতে-করতেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টিচক্র-কে মন্বন করতে হবে। এখন এই পুরানো দুনিয়ায় এ তোমাদের অস্তিম জন্ম। পুনরায় আমরা নতুন দুনিয়ায় প্রথম জন্ম নেব। অবশ্যই পবিত্র আত্মা চাই। এখন সব আত্মারাই পতিত। আত্মাকে পবিত্র করার জন্যই তোমরা বাবার সঙ্গে যোগ-যুক্ত হও। স্বয়ং বাবা বলেন -- বৎস, দেহ-সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ কর। বাবা নতুন দুনিয়া তৈরী করছেন, ওঁনাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ খন্ডন হবে। আরে! বাবা, যিনি তোমাদের বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য দেন, এমন বাবাকে তোমরা কেমন করে ভুলে যাও ! তিনি বলেন -- বৎস, শুধুমাত্র এই অস্তিম জন্মে পবিত্র হও। এই মৃত্যুলোকে এখন বিনাশ সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই বিনাশও ৫ হাজার বছর পূর্বে হুবহু এইভাবেই হয়েছিল। একথা স্মৃতিতে তো আসে, তাই না। নিজেদের রাজ্য ছিল, তখন অন্য কোন ধর্ম ছিল না। বাবার কাছে যখন কেউ আসে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করি -- পূর্বে কবে মিলিত হয়েছিলে ? কোনো কোনো সুবুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চা তো ঝট করে বলে দেয় ৫ হাজার বছর পূর্বে। আবার নতুন কেউ এলে তখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। বাবা বুঝে যায় যে, ব্রাহ্মণী ঠিকমত বোঝায়নি। পুনরায় তিনি বলেন মনে করো, তখন স্মৃতিতে আসে। একথা তো আর কেউ-ই জিজ্ঞাসা করতে পারে না। তাদের জিজ্ঞাসা করার মতন বুদ্ধি আসবেই না। তারা কি এই কথা জানে ! যারা এই কুলের হবে, ভবিষ্যতে তারা অনেকেই তোমাদের কাছে এসে শুনবে। দুনিয়ার পরিবর্তন তো অবশ্যই হবে। চক্রের রহস্যও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। বাবা নতুন ঘর তৈরী করছেন তাই বুদ্ধি তখন সেইদিকে চলে যায়। পুরানো ঘরের প্রতি তখন আর মোহ থাকে না। এ হলো অসীম জগতের কথা। বাবা নতুন দুনিয়া, স্বর্গ স্থাপন করছেন তাই এখন এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখো না। মমত্ব যেন নতুন দুনিয়ায় থাকে। এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি যেন বৈরাগ্য আসে। ওরা(সন্ন্যাসী) হঠযোগের দ্বারা পার্থিব জগতের থেকে সন্ন্যাস নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে বসে। তোমাদের হলো সমগ্র দুনিয়ার থেকেই বৈরাগ্য, এতে অনেক দুঃখ রয়েছে। নতুন সত্যযুগী দুনিয়ায় অপার সুখ রয়েছে তাই একে অবশ্যই স্মরণ করব। এখানে সবকিছুই দুঃখদায়ক। মা-বাবা প্রভৃতির সকলেই বিকারের পথে ঠেলে দেয়। বাবা বলেন, কাম মহাশত্রু। একে জিততে পারলেই তো তোমরা জগৎ-জীত হয়ে যাবে। এই রাজযোগ বাবা শেখান, যার দ্বারা আমরা এই পদ প্রাপ্ত করি। তোমরা বল, আমাদেরকে ভগবান স্বপ্নে বলেছেন, পবিত্র হও তবেই স্বর্গের রাজত্ব পাওয়া যাবে। তাহলে আমরা এক জন্ম অপবিত্র হয়ে নিজেদের রাজত্ব হারাব কী, না হারাব না। এই পবিত্রতার কথাতেই তো ঝগড়া হয়ে থাকে। দ্রৌপদীও ডাকে যে, দুঃশাসন আমাকে নগ্ন(অপবিত্র) করেছে। তারা এমন নাটকও দেখায় যে, দ্রৌপদীকে কৃষ্ণ ২১টি শাড়ি প্রদান করেছে। এখন বাবা বসে বোঝান যে, কত দুর্গতি হয়েছে। দুঃখ তো অপার, তাই না। সত্যযুগে অপার সুখ ছিল। এখন আমি এসেছি -- অনেক

ধর্মের বিনাশ আর এক সত্য ধর্ম স্থাপন করতে। তোমাদের রাজত্ব প্রদান করে বাণপ্রস্থে চলে যাব।
আধাকল্প আমার প্রয়োজনই পড়বে না। তোমরা কখনো আমাকে স্মরণ করবে না। তাই বাবা
বোঝান -- তোমাদের প্রতি সকলের মনে যে ভ্রান্ত বা ব্যর্থ ভাইব্রেশন রয়েছে এখন তা নির্গত হয়ে
সঠিক ভাইব্রেশন তৈরী হচ্ছে। এছাড়া মুখ্যকথাই হলো, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন' -- সকলের থেকে এই
ওপিনীয়ন লিখিয়ে নাও। তিনিই তো এসে রাজযোগ শিখিয়েছেন। পতিত-পাবনও তো বাবা-ই।
জলবাহিত নদী কি পবিত্র বানাতে পারে, না পারে না। জল সর্বত্রই পাওয়া যায়। এখন অসীম
জগতের পিতা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে কর। দেহ-সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ কর। আত্মাই
এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। ওরা বলে যে, আত্মা নির্লেপ (দাগ লাগে না)
। আত্মা তথা পরমাত্মা -- এ হলো ভক্তিমার্গের কথা। বাচ্চারা বলে যে -- বাবা, কিভাবে স্মরণ
করব ? আরে ! নিজেকে আত্মা মনে কর, তাই না। আত্মা কত ছোট বিন্দু তাহলে তাদের বাবাও
এত ছোটই হবে। তিনি পুনর্জন্মে আসেন না। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে রয়েছে। বাবার স্মরণ কেন আসবে
না। চলা-ফেরা করতে-করতেই বাবাকে স্মরণ কর। আচ্ছা! বাবার রূপকে বড়ই মনে কর। কিন্তু
স্মরণ একজনকেই কর, তাই না, তবেই তোমাদের পাপ খন্ডন হবে। আর তো কোন উপায় নেই।
যারা বোঝে, তারা বলে, বাবা তোমাকে স্মরণ করেই তো আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া, বিশ্বের
মালিক হই, তাহলে তোমাকে কেন স্মরণ করব না। একে-অপরকে স্মরণ করাও, তবেই পাপখন্ডন হয়ে
যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :

১) যেমন বাবা আর তাঁর জ্ঞান গুপ্ত, তেমনই পুরুষার্থও গুপ্তভাবে করতে হবে। সঙ্গীত-কবিতা
ইত্যাদির পরিবর্তে নীরব হয়ে থাকাই ভাল। শান্তিতে চলা-ফেরা করতে-করতে স্মরণ করতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হতে চলেছে, তাই মোহ কাটিয়ে উঠতে হবে, একে দেখেও দেখবে না।
নতুন দুনিয়ার প্রতি মনঃসংযোগ (বুদ্ধিকে) করতে হবে।

বরদান :- সকল বস্তু(পদার্থ) আসক্তির উর্ধ্বে থাকা (ন্যায়াারা) অনাসক্ত, প্রকৃতিজীত ভব

ব্যাখ্যা :- যদি কোনো বস্তু কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে বিচলিত করে অর্থাৎ আসক্তির মনোভাব উৎপন্ন হয়,
তাহলেও পৃথক (ন্যায়াারা) হতে পারবে না। ইচ্ছাই আসক্তির আরেক রূপ। আবার কেউ-কেউ বলে,
ইচ্ছা নেই কিন্তু ভালো লাগে। তাহলে এও একধরনের সূক্ষ্ম আসক্তি -- সূক্ষ্মভাবে এর চেকিং করো,
এইসমস্ত বস্তু অর্থাৎ অল্পকালের সুখের সাধন আকর্ষণ করে না তো ? এইসব বস্তু প্রকৃতির
(শরীরের) সাধন। যখন এর থেকে অনাসক্ত অর্থাৎ আকর্ষণের উর্ধ্বে(ন্যায়াারা) চলে যাবে, তখন
প্রকৃতিজীত হবে।

স্লোগান :- 'আমার-আমার' -- এর ঝঞ্জাটের মধ্য থেকে মুক্ত হয়ে অসীম জগতে বিরাজ করো, তবেই
বলা হবে বিশ্বকল্যাণকারী।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কোনো পতিত দেহধারীদের প্রতিই ভালোবাসা রেখো না, কেননা তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে যাচ্ছে, তোমাদের এক বাবাকেই ভালোবাসতে হবে"

প্রশ্ন :-- বাচ্চারা, তোমরা কোন্ জিনিসের প্রতি বিরক্ত হবে না আর কেন ?

উত্তর :-- তোমরা তোমাদের এই শরীরের প্রতি কোনরকম বিরক্ত হবে না, কেননা তোমাদের এই শরীর খুবই মূল্যবান । আত্মা এই শরীরে বসে বাবাকে স্মরণ করে অনেক বড় লটারী পাচ্ছে । তোমরা বাবার স্মরণে থাকলে খুশীর মতো পুষ্টিকর খাবার পেতে থাকবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী সন্তানরা, এখন তোমরা দূরদেশের বাসিন্দা, এরপর দূরদেশের যাত্রী। আমরা হলাম আত্মা, এখন আমরা অনেক দূরদেশে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । এ কথা কেবল তোমরা আত্মারাই জানো যে, আমরা দূরদেশের বাসিন্দা, আর আমরা দূরদেশে থাকা বাবাকে ডাকি যে, তুমি এসে আমাদেরও সেই দূরদেশে নিয়ে চলো । বাচ্চারা, এখন দূরদেশে থাকা বাবা তোমাদের ওখানে নিয়ে যাচ্ছেন । তোমরা হলে আধ্যাত্মিক (রুহানী) যাত্রী, কেননা তোমরা তো এই শরীরের সঙ্গেই আছো, তাই না । আত্মাই তো যাত্রা করবে । শরীর তো তোমরা এখানেই ত্যাগ করবে । কেবল আত্মাই যাত্রা করবে । আত্মা কোথায় যাবে ? নিজের আত্মিক দুনিয়ায় । এ হলো শরীরের দুনিয়া আর ওটি হলো আত্মাদের দুনিয়া । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন, এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, যেখান থেকে তোমরা এখানে অভিনয় করতে এসেছো । এ হলো অনেক বড় মণ্ডপ বা স্টেজ । এই স্টেজে অভিনয় করে আবার সবাইকে ফিরে যেতে হবে । নাটক যখন সম্পূর্ণ হবে, তখনই তো তোমরা যাবে, তাই না । এখন তোমরা এখানে বসে আছো, তোমাদের বুদ্ধিযোগ কিন্তু ঘর আর রাজধানীর প্রতি । এ কথা খুব পাকাপাকি ভাবে মনে রেখো। কেননা এমন মহিমা তো আছেই - অন্তিম সময়ে যেমন মতি, তেমনই গতি । এখন এখানে তোমরা পাঠ গ্রহণ করছো, তোমরা জানো যে, ভগবান শিববাবা আমাদের পড়ান । এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ ছাড়া ভগবান কখনোই পড়াবেন না । সম্পূর্ণ পাঁচ হাজার বছরে নিরাকার ভগবান বাবা একবারই এসে পড়ান । এ বিষয়ে তো তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত । এই পাঠও কতো সহজ, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । ওই ঘরের প্রতি তো সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভালোবাসা আছে । সকলেই তো মুক্তিধামে যেতে চায়, কিন্তু অর্থ কেউই বোঝে না । সাধারণ মানুষের বুদ্ধি এখন কেমন আর তোমাদের বুদ্ধি এখন কেমন তৈরী হয়েছে, দুইয়ের কতো ফারাক । পুরুষার্থের নম্বর অনুযায়ী তোমাদের এখন স্বচ্ছ বুদ্ধি । তোমরা খুব ভালোভাবে এই বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান জানো । তোমাদের মনে আছে যে, আমাদের এখন পুরুষার্থ করে নর থেকে অবশ্যই নারায়ণ হতে হবে । এখান থেকে তো প্রথমে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে, তাই না । তাই খুশীর সঙ্গে যেতে হবে । সত্যযুগে যেমন দেবতারা খুশীর সঙ্গে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে, তেমনই তোমাদের এই পুরানো শরীরকে খুশীর সঙ্গে ত্যাগ করতে হবে । এই শরীরের প্রতি বিরক্ত হয়ো না। কেননা এই শরীর হলো খুবই মূল্যবান । এই শরীরের দ্বারাই আত্মা বাবার থেকে লটারী পায় । আমরা যতক্ষণ না পবিত্র হতে পারি, ততক্ষণ ঘরে ফিরে যেতে পারি না । তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে সেই যোগবলের দ্বারাই পাপের ভার মুক্ত হবে । নাহলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । তোমাদের তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । লৌকিক সম্বন্ধেও কোনো বাচ্চা কোনো খারাপ - পতিত কাজ করলে বাবা তাকে রাগ করে

লাঠির আঘাত করেন, কেননা নিয়ম বহির্ভূতভাবে তারা পতিত হয়ে যায় । কারোর সঙ্গে যদি নিয়মের বাইরে প্রেমের সম্পর্ক রাখে, তাহলে বাবা - মায়ের ভালো লাগে না । অসীম জগতের এই বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা তো এখানে চিরকাল থাকবে না । এখন তোমাদের নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে । ওখানে কোনো বিকারী - পতিত থাকে না । এক পতিত - পাবন বাবা এসেই তোমাদের এমন পবিত্র বানান । বাবা নিজেই বলেন, আমার জন্ম দিব্য এবং অলৌকিক, আর কোনো আত্মাই আমার মতো শরীরে প্রবেশ করতে পারে না । যদিও ধর্মস্থাপকরা আসেন, তাঁদের আত্মা প্রবেশ করে, কিন্তু সেকথা আলাদা । আমি তো সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই আসি । ওরা তো নীচে নেমে আসে তাঁদের ভূমিকা পালন করার জন্য । আমি তো সবাইকে নিয়ে যাই, তারপর বলে দিই, তুমি কিভাবে প্রথমদিকে নতুন দুনিয়াতে আসবে । ওই নতুন দুনিয়াতে কেউই বক থাকে না । বাবা তো বকেদের মাঝেই আসেন । তারপর তোমাদের হংসে পরিণত করেন । তোমরা এখন হংসে পরিণত হয়েছো এবং মুক্তো চয়ন করছো । সত্যযুগে তোমরা এই রত্ন পাবে না । এখানে তোমরা এই জ্ঞান রত্নের চয়ন করে হংসে পরিণত হও । তোমরা কিভাবে বক থেকে হংসে পরিণত হও, সে কথা বাবা বসে তোমাদের বুঝিয়ে বলেন । তিনি এখন তোমাদের হংসে পরিণত করছেন । দেবতাদের হংস এবং অসুরদের বক বলা হবে । এখন তোমরা আবর্জনা ত্যাগ করে মুক্তো চয়ন করছো ।

তোমাদেরই পদ্মসম সৌভাগ্যশালী বলা হয় । তোমাদের পায়ে পদ্মের ছাপ লাগে । শিববাবার তো পা-ই নেই যে পদ্ম হতে পারবে । তিনি তো তোমাদের পদ্মসম সৌভাগ্যশালী বানান । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি । এই সমস্ত বিষয়ই খুব ভালোভাবে বোঝার । মানুষ তো এ কথা বোঝেই যে, একসময় স্বর্গ ছিলো, কিন্তু তা কবে ছিলো, আবার কিভাবে হবে, সে সব জানে না । বাচ্চারা, তোমরা এখন আলোতে এসেছো । ওরা সব অন্ধকারে আছে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কিভাবে বিশ্বের মালিক হয়েছিলেন, এ কথা জানেই না । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা । বাবা বসে বোঝান, তোমরা যেভাবে তোমাদের ভূমিকা পালন করতে আসো, আমিও তেমনই আসি । তোমরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে ডাকো - হে বাবা, আমাদের মতো পতিতদের তুমি এসে পবিত্র বানাও । আর কাউকেই এমন বলবে না, এমনকি ধর্ম স্থাপকদেরও এমন বলবে না যে, এসে সকলকে পবিত্র বানাও । ক্রাইস্ট এবং বুদ্ধকে পতিত - পাবন বলবেই না । গুরু তিনিই, যিনি সঙ্গতি করবেন । তিনি তো প্রথমে আসেন, তাঁর পিছনে সবাইকেই আসতে হয় । এখান থেকে ফিরে যাওয়ার রাস্তা বলে দেওয়া, সকলের সদগতি করা অকালমূর্তি হলেন এক বাবা-ই । বাস্তবে সদ্ধুরু শব্দটিই হলো সঠিক । বরং তোমরা যা বলো তার তুলনায় সঠিক শব্দের প্রয়োগ তো শিখরাই করে, উচ্চস্বরে বলে - সদ্ধুরু অকাল । তারা অনেক জোরে সুর করে বলে, তারা বলে সদগুরু অকালমূর্তি । মূর্তিই যদি না হয়, তাহলে সদ্ধুরু কিভাবে হবে, সঙ্গতি কিভাবে দেবে ? প্রকৃত সদ্ধুরু নিজে এসেই তাঁর পরিচয় দেন - আমি তোমাদের মতো জন্ম নিই না । আর তো সকলেই শরীরধারীরা বসে শোনান । তোমাদের অশরীরী আত্মাদের পিতা বসে শোনান । এ হলো রাত - দিনের তফাৎ । এই সময় মানুষ যা কিছুই করে তা ভুলই করে । কেননা তারা রাবণের মতো চলছে, তাই না । প্রত্যেকের মধ্যেই পাঁচ বিকার উপস্থিত । এখন হলো রাবণ রাজ্য, এইসব কথা বাবা ডিটেলে বসে বোঝান । নাহলে সম্পূর্ণ দুনিয়ার চক্রের কথা কিভাবে জানা যাবে ? এই চক্র কিভাবে ঘোরে, তা তো জানা উচিত, তাই না । এও তোমরা বলো না যে, বাবা তুমি বোঝাও । বাবা নিজে থেকেই বোঝাতে থাকেন । তোমাদের একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করার থাকে না । ভগবান

তো হলেন বাবা । বাবার কাজ হলো সবকিছুই নিজে থেকে শোনানো, নিজে থেকে করা । স্কুলে গিয়ে বাবা বাচ্চাদের নিজে থেকেই ভর্তি করেন । তাদের চাকরী করতে পার্ঠান, তারপর বলেন, ৬০ বছর পরে এইসব ছেড়ে ভগবানের ভজন করো । বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ো, পূজা করো । তোমরা অর্ধেক কল্প পূজারী হও আবার অর্ধেক কল্প পূজ্য । কিভাবে তোমরা পবিত্র হবে, তারজন্য কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলা হয় । এরপর ভক্তি সম্পূর্ণ ছেড়ে যায় । ওরা সব ভক্তি করছে আর তোমরা জ্ঞান নিচ্ছে । ওরা রাতে আছে আর তোমরা দিনে যাও অর্থাৎ স্বর্গে । গীতায় লেখা আছে 'মনমনাভব' - এই শব্দ তো বিখ্যাত । গীতা যারা পড়ে তারা বুঝতে পারবে, খুব সহজভাবে লেখা আছে । সারাজীবন গীতা পড়ে এসেছে অথচ কিছুই বুঝতে পারেনি । এখন সেই গীতার ভগবান বসে যখন শেখান, তখন পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও । এখন আমরা ভগবানের থেকে গীতা শুনি তারপর অন্যদের শোনাই, আমরা পবিত্র হই ।

বাবার মহাবাক্যই হলো -- এ হলো সেই সহজ রাজযোগ । মানুষ কতো অন্ধশ্রদ্ধায় ডুবে আছে, তোমাদের কথা তো শোনেই না । এই অবিনাশী নাটকের নিয়ম অনুসারে যখন তাদের ভাগ্য খুলবে তখনই তোমাদের কাছে আসতে পারবে । তোমাদের মতো ভাগ্য অন্য কোনো ধর্মের মানুষের হতে পারবে না । বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের এই দেবী - দেবতা ধর্ম খুব সুখদায়ী । তোমরাও বুঝতে পারো - বাবা ঠিকই বলছেন । শাস্ত্রে তো ওখানেও কংস - রাবণ আছে, দেখানো হয়েছে । ওখানকার সুখের খবর তো কেউ জানেই না । যদিও তারা দেবতাদের পূজা করে, তবুও বুদ্ধিতে কিছুই স্থায়ী হয় না । বাবা এখন বলছেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো কি ? এমন কখনো শুনেছো কি, বাবা বাচ্চাদের বলছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । লৌকিক বাবা কখনো এমনভাবে স্মরণ করানোর পুরুষার্থ করান কি ? এ কথা অসীম জগতের পিতা বসে বোঝান । তোমরা এই সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে । প্রথমে তোমরাই ঘরে ফিরে যাবে । তারপর আবার অভিনেতা হয়ে ফিরে আসতে হবে । এখন কেউই জানতে পারবে না, এ নতুন আত্মা নাকি পুরানো আত্মা । নতুন আত্মাদের অবশ্যই নাম হয় । এখনো দেখো, কারোর কারোর কতো নাম । অনেক মানুষ আসতে থাকে । অনায়াসেই তারা আসতে থাকে । তো সেই প্রভাবও পড়ে । বাবাও এনার মধ্যে অনায়াসেই আসেন, তখন সেই প্রভাবও পড়ে । সেও নতুন আত্মাই আসেন তাই পুরানোর উপর প্রভাব পড়ে । শাখাপ্রশাখা বের হয়ে যায়, তাদেরও মহিমা হতে থাকে । কেউই বুঝতে পারে না, এর এতো নাম কেন ? নতুন আত্মা হলে তার মধ্যে প্রয়াস থাকে । এখন তো দেখো, কতো মিথ্যা ভগবান তৈরী হয়ে গেছে, তাই তো এমন গাওয়া হয়, সত্যের নৌকা টলমল করে, কিন্তু ডুবে যায় না । ঝড় তো অনেকই আসে কেননা ভগবান তো কান্ডারী, তাই না । বাচ্চারাও হেলতে থাকে, কারণ নৌকায় তো অনেক দোলা লাগে । অন্য সংসঙ্গে তো অনেকেই আসে, কেননা ওখানে তুফান ইত্যাদির কোনো কথা নেই । এখানে অবলাদের উপর কতো অত্যাচার হয়, তবুও তো স্থাপনা হতেই হবে । বাবা বসে বোঝান - হে আত্মারা, তোমরা কতো জংলী কাঁটা হয়ে গেছো, তোমরা অন্যকে কাঁটার আঘাত করো, তাই তোমাদেরও কাঁটা লাগে । প্রতিটি বিষয়ের প্রতিদান তো পেতেই হবে । ওখানে দুঃখের কোনো ছি - ছি কথা নেই, তাই তাকে বলা হয় স্বর্গ । মানুষ স্বর্গ আর নরক বলে থাকে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না । তারা বলে - অমুকে স্বর্গে গেছে, বাস্তবে এই কথা বলাও ভুল । নিরাকারী দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয় না । সে হলো মুক্তিধাম । এরা তবুও বলে - স্বর্গে গেছে ।

এখন তোমরা জানো যে - এই মুক্তিধাম হলো আত্মাদের ঘর । এখানে যেমন ঘর হয় । ভক্তিমার্গে যারা খুব ধনবান হয়, তারা কতো উঁচু মন্দির বানায় । শিবের মন্দির দেখো কিভাবে বানানো হয়েছে । লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির যখন বানায় তখন সেখানে কতো রত্ন থাকে । সেখানে অনেক ধন - সম্পদ থাকে । এখন সবই নকল হয়ে গেছে । তোমরাও আগে অনেক আসল গয়না পড়তে । এখন তো সবাই সরকারের ভয়ে আসল রেখে নকল পড়ে থাকে । ওখানে তো সবই আসল । ওখানে নকল কিছুই হয় না । এখানে আসল থাকা সত্ত্বেও সবাই লুকিয়ে রেখে দেয় । দিন - দিন সোনার মূল্য বাড়তে থাকে । ওখানে তো হলোই স্বর্গ । ওখানে তোমরা সবকিছুই নতুন পাবে । নতুন দুনিয়াতে সবকিছুই নতুন ছিলো, সেখানে অথৈ ধন ছিলো । এখন তো দেখা প্রতিটি জিনিসই কতো মূল্যবান হয়ে গেছে । বাচ্চারা, এখন তোমাদের মূলধাম (বতন) থেকে শুরু করে সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলা হয়েছে । মূলধামের রহস্য বাবা ব্যতীত আর কে বোঝাবেন ? তোমাদেরও তো আবার টিচার হতে হবে । গৃহস্থ জীবনে থেকেও তোমরা কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকো । তোমরা অন্যদেরও যদি নিজের মতো তৈরী করতে পারো তাহলে অনেক উঁচু পদ পেতে পারবে । এখানে যারা আছে, তাদের থেকেও অনেক উঁচু পদ পেতে পারে । নম্বরের ক্রমানুসার তো আছেই, বাইরে থেকেও বিজয় মালাতে গ্রথিত হওয়া সম্ভব, তা সে এক সপ্তাহের কোর্স করে বিলেতেই থাকুক বা যেখানেই থাকুক । সমস্ত দুনিয়াই এই খবর পাবে । বাবা এসেছেন এবং বলেছেন - কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো । এই বাবাই হলেন উদ্ধারকর্তা এবং গাইড । ওখানে তোমরা গেলে খবরের কাগজেও অনেক নাম বের হবে । অন্যেরাও একে খুব সহজ কথা মনে করবে -- আত্মা আর শরীর দুটো জিনিস । আত্মার মধ্যেই মন এবং বুদ্ধি আছে, শরীর তো জড় । আত্মাই হলো অভিনেতা । তাই আত্মাই হলো বিশেষ, তাই এখন আত্মাকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এখানে যারা থাকে, তারা ততটা স্মরণ করে না, যতটা বাইরে যারা থাকে, তারা করে । যারা বাবাকে খুব স্মরণ করে, অন্যদেরও নিজের তুল্য বানান, কাঁটাকে ফুলে পরিণত করেন, তারা উঁচু পদ পান । তোমরা জানো যে, তোমরাও প্রথমে কাঁটা ছিলে । এখন বাবা অর্ডিনেন্স জারি করেছেন -- কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করলে তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে কিন্তু এই লেখাতে কেউ বুঝতেই পারে না । বাবা এখন বুঝিয়ে বলেছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :--

১) সদা গুণ রঞ্জের চয়ন করে হংস হতে হবে । মুক্তো চয়ন করতে হবে । আবর্জনা ত্যাগ করতে হবে । প্রতি পদে পদ্ম সম উপার্জন জমা করে পদে পদে পদ্মসম ভাগ্যশালী হতে হবে ।

২) উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য শিক্ষক হয়ে অনেকের সেবা করতে হবে । কমল ফুল সম পবিত্র হয়ে অন্যদের নিজ সম বানাতে হবে । কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে হবে ।

বরদান :-- সহজ যোগের সাধনার দ্বারা সাধনের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে প্রয়োগী আত্মা ভব

সাধন থাকা সত্ত্বেও বা সাধনের প্রয়োগ করেও যোগের স্থিতি যেন চঞ্চল না হয় । যোগী হয়ে প্রয়োগ করা, একে বলা হয় অনাসক্ত অবস্থা । সব থাকা সত্ত্বেও নিমিত্ত ভাবে অনাসক্ত রূপে প্রয়োগ করো । ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণ সুন্দর হতে দেবে না । পরিশ্রম করতে করতেই সময় চলে যাবে । সেইসময় তোমরা সাধনাতে থাকার প্রয়াস করবে আর সাধন তার নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। তাই প্রয়োগী আত্মা হয়ে সহযোগের সাধনার দ্বারা সাধনের উপর অর্থাৎ প্রকৃতির উপর বিজয়ী হও ।

স্লোগান :-- 'আমিহ্ন ভাবের' অনেক সম্পর্ককে সমাপ্ত করাই হলো ফরিস্তা হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা অসীম জগতের পিতার নিকট এসেছো বিকারী থেকে নির্বিকারী হওয়ার জন্য, সেই জন্য তোমাদের মধ্যে কোনো ভূত (বিকার) থাকতে নেই"

প্রশ্ন :- বাবা তোমাদের এখন এমন কোন্ ধরনের পড়াশুনা করাচ্ছেন যা সমস্ত কল্পেও পড়ানো যায় না ?

উত্তর :- নূতন রাজধানী স্থাপন করার পাঠ, মানুষকে রাজ্য পদ দেওয়ার পাঠ, এই সময় সুপ্রিম বাবা-ই পড়ান। এই নূতন পাঠ সমস্ত কল্পেও পড়ানো যায় না। এই রকম পঠন-পাঠন দ্বারা সত্যযুগী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এটা তো জানে- আমি হলাম আত্মা, না কি শরীর। একে বলা হয় দেহী-অভিমানী। এটা হলোই তো পাপ আত্মাদের দুনিয়া বা বিকারী দুনিয়া। রাবণ রাজ্য। সত্যযুগ পাস্ট হয়ে গেছে। ওখানে সবাই ছিলো নির্বিকারী। বাচ্চারা জানে- আমরাই ছিলাম পবিত্র দেবী-দেবতা, যারা কিনা ৮৪ জন্মের পরে আবার পতিত হয়েছি। সকলে তো ৮৪ জন্ম নেয় না। ভারতবাসীই দেবী-দেবতা ছিল, যারা ৮২, ৮৩, ৮৪ জন্ম নিয়েছে। তারাই পতিত হয়েছি। অবিনাশী ভূমি হিসেবে ভারতই গৌরবান্বিত হয়েছিল। ভারতে যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো তখন এমন নূতন দুনিয়া, নূতন ভারত বলা হতো। এখন হলো পুরানো দুনিয়া, পুরানো ভারত। সে তো ছিলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী, কোনো বিকার ছিলো না। সেই দেবতারাই ৮৪ জন্ম নিয়ে এখন পতিত হয়েছেন। কাম-এর ভূত, ক্রোধের ভূত, লোভের ভূত- এই সব কড়া ভূত বা বিকার আছে। এর মধ্যে মুখ্য হলো দেহ-অভিমানের ভূত। রাবণের রাজ্য যে। ভারতের অর্ধ-কল্পের শত্রু হলো এই রাবণ, যখন মানুষের মধ্যে ৫ বিকার প্রবেশ করে। এই দেবতাদের মধ্যে এসব ভূত ছিলো না। এরপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে এদের আত্মাও বিকারী হয়ে গেছে। তোমরা জানো যে, আমরা যখন দেবী-দেবতা ছিলাম তখন কোনোই বিকারের ভূত ছিলো না। সত্যযুগ-এতাকে বলা হয় রাম রাজ্য, দ্বাপর-কলিযুগকে বলা হয় রাবণ রাজ্য। এখানে প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে ৫ বিকার আছে। দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত ৫ বিকার চলতে থাকে। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে বসে আছো। অসীম জগতের পিতার কাছে এসেছো বিকারী থেকে নির্বিকারী হতে। কেউ যদি নির্বিকারী হওয়ার পর বিকারের অধোগতিতে নেমে আসে তখন বাবা লেখেন- তুমি মুখ কালো করেছো বা কলঙ্কিত হয়েছো, এখন মুখ পরিষ্কৃত করা মুশকিল। ৫ তলা থেকে পড়ে গেলে যেমন হয়। হাড় ভেঙে যায়। গীতাতেও আছে ভগবানুবাচ - কাম হলো মহাশত্রু। বাস্তবিক ভাবে ভারতের ধর্ম শাস্ত্র হলোই গীতা। প্রত্যেক ধর্মের একটাই শাস্ত্র। ভারতবাসীর তো প্রচুর শাস্ত্র আছে। ওকে বলা হয় ভক্তি। নূতন দুনিয়া হলো সত্যপ্রধান গোল্ডেন এজ, ওখানে কোনো লড়াই ঝগড়া ছিলো না। সকলের দীর্ঘ আয়ু ছিলো, এভার হেল্দি-ওয়েল্দি (স্বাস্থ্য- সম্পদ পূর্ণ) ছিলো। তোমাদের মনে পড়ে গেছে যে আমরাই সুখী ছিলাম। সেখানে অকাল মৃত্যু হয় না। মৃত্যুর ভয় থাকে না। সেখানে হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস (স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুখী) সব থাকে। নরকে হ্যাপিনেস হয় না। শরীরের রোগ কিছু না কিছু লেগে থাকে। এটা হলো অপার দুঃখের দুনিয়া। ওটা হলো অপার দুঃখের দুনিয়া। অসীম জগতের পিতা তো আর দুঃখের দুনিয়া রচনা করবেন না! বাবা তো সুখের দুনিয়া রচনা করেন। আবার রাবণ রাজ্য এলে সেখানে দুঃখ, অশান্তি পাওয়া যায়। সত্যযুগ হলো সুখধাম, কলিযুগ হলো দুঃখধাম। বিকার যুক্ত হওয়া মানে

কাম-কাটারি চালানো। মানুষ তো বলে, এটা তো ভগবানের রচনা। কিন্তু না, ভগবানের রচনা নয়, এটা হলো রাবণের রচনা। ভগবান তো স্বর্গ রচনা করেছেন। সেখানে কাম-কাটারি হয় না। ভগবান দুঃখ-সুখ দেন- এরকম নয়। আরে, ভগবান হলেন অসীম জগতের পিতা, তিনি বাচ্চাদের দুঃখ দেবেন কীভাবে। উনি বলেন আমি সুখের উত্তরাধিকার দিই আবার অর্ধ-কল্প পরে রাবণ অভিশপ্ত করে দেয়। সত্যযুগে সুখ ছিলো অপার, ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিলো। একই সোমনাথ মন্দিরে কতো হীরে-জহরত ছিলো। ভারত কতো সলভেন্ট (স্বয়ম্ভুর, বিংশালী) ছিলো। এখন তো ইনস্যালভেন্ট (দেউলিয়া)। সত্যযুগে একশো ভাগ সলভেন্ট, কলিযুগে একশভাগ ইনসলভেন্ট- এই খেলা নির্ধারিত। এখন হলো আয়রন এজ, খাদ পড়তে পড়তে একদম তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কতো দুঃখ এখানে। এই এয়ারোপ্লেন ইত্যাদিও ১০০ বছরে তৈরী হয়েছে। একে বলা হয় মায়ার আড়ম্বর। তাই মানুষ মনে করে সায়েন্স তো স্বর্গ তৈরী করে দিয়েছে। কিন্তু এটা হলো রাবণের স্বর্গ। কলিযুগে মায়ার দম্ব দেখে তোমাদের কাছে সমস্যা আসে। মনে করে আমাদের কাছে তো গাড়ি বাড়ি সব আছে। বাবা বলেন স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয়, যখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো। এখন কি আর এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য আছে ! এখন কলিযুগের পরে আবার এনাদের রাজত্ব শুরু হবে। ভারত প্রথমে অনেক ছোট ছিলো। নূতন দুনিয়াতে হয়েই থাকে ৯ লক্ষ দেবতারা। ব্যাস। শেষের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমগ্র সৃষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে যে। প্রথম দিকে শুধুমাত্র দেবী-দেবতারা ছিলো। অসীম জগতের পিতা ওয়ার্ল্ডের সেই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বসে বোঝান। বাবা ব্যতীত আর কেউ বলতে পারে না। ওঁনাকে বলা হয় নলেজফুল গড ফাদার। সমস্ত আত্মাদের ফাদার। আত্মারা সবাই হলো ভাই-ভাই, এরপর ভাই-বোন হয়ে ওঠে। তোমরা সকলেই হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার অ্যাডপ্টেড (পালিত) চিলড্রেন (বাচ্চা)। সকল আত্মারা ওঁনারই তো সন্তান। ওঁনাকে বলা হয় পরমপিতা, ওঁনার নাম হলো শিব। ব্যাস। বাবা বোঝান- আমার একটিই নাম, তা হলো শিব। ভক্তি মার্গে মানুষ আবার অনেক মন্দির তৈরী করে অনেক নাম রেখে দিয়েছে। ভক্তির সামগ্রী কতো শত আছে। সে সবকে পড়াশুনা বলা হবে না। ওতে এইম অবজেক্ট কিছুই নেই। তা হলো নীচে নেমে যাওয়ার। নীচে নামতে নামতে তমোপ্রধান হয়ে যায়, আবার সতোপ্রধান হতে হবে সকলকে। তোমরা সতোপ্রধান হয়ে স্বর্গে যাবে, এছাড়া সকলে সতোপ্রধান ভাবে শান্তিধামে থাকবে। এটা ভালো করে স্মরণ করো। বাবা বলেন তোমরা আমাকে ডেকেছো- বাবা, পতিত হয়ে যাওয়া আমাদেরকে - এসে পবিত্র করো, তাই এখন আমি সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলতে এসেছি। মানুষ মনে করে গঙ্গা-স্নান করলে পবিত্র হয়ে যাবে। গঙ্গাকে পতিত-পাবনী মনে করে। কুয়োর থেকে জল বের হয়ে, সেটাকেও গঙ্গা জল মনে করে স্নান করে। গুপ্ত গঙ্গা মনে করে। তীর্থ যাত্রাতে বা কোনো পাহাড়ীতে গেলে, সেটাকেও গুপ্ত গঙ্গা বলে। একে বলে মিথ্যা। গড ইজ ট্রুথ (ঈশ্বর সত্য) বলা হয়। এছাড়া রাবণ রাজ্যে সব মিথ্যা বলার। গড ফাদারই সত্য-ভূমি স্থাপন করেন। সেখানে মিথ্যার কোনো কিছুই থাকে না। দেবতাদের ভোগও শুদ্ধ নিবেদিত হয়। এখন তো হলো আসুরী রাজ্য, সত্যযুগ ত্রেতাতে হলো ঈশ্বরীয় রাজ্য, যা এখন স্থাপন হচ্ছে। ঈশ্বর এসেই সবাইকে পবিত্র করেন। দেবতাদের মধ্যে কোনো বিকার হয় না। যেমন রাজা-রাণী তেমন প্রজা সবাই পবিত্র হয়। এখানে সবাই পাপী, কামুক, ক্রোধী। নূতন দুনিয়াকে স্বর্গ আর একে নরক বলা হয়। বাবা ব্যতীত নরককে স্বর্গে পরিণত করতে কেউ পারবে না। এখানে সবাই হলো নরকবাসী পতিত। ওখানে এরকম বলবে না যে আমরা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য স্নান করতে যাই। এটা হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ। বীজরূপ হলেন ভগবান। উনিই রচনা রচয়িত করেন। সর্বপ্রথম রচনা করেন দেবী-দেবতাদের। এরপর বৃদ্ধি পেতে পেতে এতো ধর্ম হয়ে যায়। প্রথমে এক ধর্ম এক রাজ্য ছিলো। সুখ আর সুখ ছিলো। মানুষ চায়ই বিশ্বে শান্তি

আসুক। সেটা এখন তোমরা স্থাপন করছো। এছাড়া সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর কিছু থাকবে। এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে। এখন হলো কলিযুগের শেষ আর সত্যযুগ ইত্যাদির পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। একে বলা হয় কল্যাণকারী পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। কলিযুগের পরে সত্যযুগ স্থাপন হচ্ছে। তোমরা সঙ্গম যুগে পড়াশুনা করো এর ফল সত্যযুগে প্রাপ্তি হয়। এখানে যতো পবিত্র হবে আর পড়াশুনা করবে ততোই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। এরকম পড়াশুনা কোথাও হয় না। তোমাদের এই পড়াশুনার সুখ নূতন দুনিয়াতে প্রাপ্ত হবে। যদি কোনো ভূত (বিকার) হয়, এক তো শাস্তি পেতে হবে, দ্বিতীয়ত আবার ওখানে কম পদ প্রাপ্ত হবে। কতো সেন্টর্স আছে, লক্ষ-লক্ষ সেন্টর্স হয়ে যাবে। সমগ্র বিশ্বে সেন্টর্স খুলে যাবে। পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হতেই হবে। তোমাদের এইম অবজেক্টও আছে। পড়ানোর জন্য এক শিববাবা আছেন। উনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। বাবা এসেই পড়ান। ইনি (ব্রহ্মা) পড়ান না, এনার দ্বারা পড়ান। এনাকে বলা হয় ভগবানের রথ। তোমাদের কত লক্ষ কোটি গুণ ভাগ্যশালী তৈরী করেন। তোমরা অনেক বিত্তশালী হও। কখনো রোগগ্রস্ত হও না। হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস সব প্রাপ্ত হয়। এখানে যদিও ধন থাকে কিন্তু রোগ ইত্যাদিও আছে। সেই হ্যাপিনেস থাকে না। কিছু না কিছু দুঃখ থাকে। তার তো নামই হলো সুখধাম, স্বর্গ, প্যারাডাইস। এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের এই রাজ্য কে দিয়েছে? এটা কেউ জানে না। এরা ভারতে ছিলো। বিশ্বের মালিক ছিলো। কোনো পার্টিশন ছিলো না। এখন তো কতো পার্টিশন। রাবণ রাজ্য। কতো টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। লড়াই লেগে থাকে। ওখানে তো সমগ্র ভারতে এই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো। ওখানে উপদেষ্টা ইত্যাদি থাকে না। এখানে তো কতো উপদেষ্টা আছে কারণ হলো বুদ্ধিহীনতা। তো উপদেষ্টাও সেরকম পতিত। পতিত পতিতকেই আকৃষ্ট করে, কর আর ঋণে ডুবে যায়...। কাঙ্গাল হয়ে যায়, ধারে ডুবে যায়। সত্যযুগে তো চাল-ডাল-আটা, ফল ইত্যাদি খুব সুস্বাদু। তোমরা ওখানে গিয়ে সব অনুভব করে আসো। সৃষ্টিবতনে গেলে তো স্বর্গেও যাবে। বাবা বলেন সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। ভারতে প্রথমে একই দেবী-দেবতা ধর্ম ছিলো। দ্বিতীয় কোনো ধর্ম ছিলো না। এরপর দ্বাপরে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। এখন হলো বিকারী দুনিয়া আবার তোমরা পবিত্র হয়ে নির্বিকারী দেবতা হও। এটা হলো স্কুল। ভগবানুবাচ আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি। তোমরা ভবিষ্যতে এরকম হবে। রাজ্য-ভাগ্যের পড়াশুনা আর কোথাও প্রাপ্ত হবে না। বাবা-ই পড়াশুনা করিয়ে নূতন দুনিয়ার রাজধানী দেন। সুপ্রিম ফাদার, টিচার, সদ্গুরু হলেন একই শিববাবা। বাবা মানে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। ভগবান অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। রাবণ, যাকে প্রতি বছর জ্বালানো হয়, এ হলো ভারতের নশ্বর ওয়ান শত্রু। রাবণ কিরকম অসুর বানিয়ে দিয়েছে ! এর রাজ্য ২৫০০ বছর চলে। বাবা তোমাদের বলেন, আমি তোমাদের সুখধামের মালিক করি। রাবণ তোমাদের দুঃখধামে নিয়ে যায়। তোমাদের আয়ুও কম হয়ে যায়। হঠাৎ করে অকালে মৃত্যু হয়ে যায়। অনেক রোগ হতে থাকে। ওখানে এরকম কোনো ব্যাপার থাকে না। নামই হলো স্বর্গ। মানুষ এখন নিজেকে হিন্দু বলতে থাকে, কারণ পতিত হয়েছে, দেবতা বলার যোগ্য নেই। বাবা এই রথ দ্বারা বসে বোঝাচ্ছেন, এই আত্মার পাশে বসেন তোমাদের পড়ানোর জন্য। তাই ইনিও অধ্যয়ন করেন। আমরা সকলে হলাম স্টুডেন্ট। এক বাবা হলেন টিচার। এখন বাবা পড়াচ্ছেন । আবার ৫ হাজার বছর পরে এসে পড়াবেন। এই জ্ঞান, এই পড়াশুনা আবার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পড়াশুনা করে তোমরা দেবতা হলে, ২৫০০ হাজার বছর আবার সুখের উত্তরাধিকার নিয়েছো, আবার দুঃখ এলো, রাবণের অভিশাপও শুরু । এখন ভারত খুবই দুঃখী। এটা হলো দুঃখধাম। মানুষ তাই ডাকে - পতিত-পাবন এসো, এসে পবিত্র করো। এখন তোমাদের মধ্যে কোনোই বিকার থাকতে নেই, কিন্তু অর্ধ- কল্পের রোগ কেউ কি আর তাড়াতাড়ি বের করে দিতে পারে ! ওই পড়াশুনাতেও যে ভালো

ভাবে পড়ে না, সে ফেল করে। যে পাশ উইথ অনার হয় সে তো স্কলারশিপ নেয়। তোমাদের মধ্যে যে ভালো ভাবে পবিত্র হয় আর তারপর অপরকে পবিত্র করে, সে প্রাইজ নেয়। মালা হয় ৮ এর। তারা হলো পাশ উইথ অনার। এরপর ১০৮ এর মালাও হয়ে থাকে, সেই মালাও জপ হয়। মানুষ এই রহস্য কি আর বোঝে! মালার উপরে আছে ফুল তারপর হলো ডবল দানা মেরু। স্ত্রী আর পুরুষ দুজনে পবিত্র হয়। তারা তো পবিত্র ছিলেন। তাদের স্বর্গবাসী বলা হতো। এই আত্মাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত হয়ে গেছে। আবার এখান থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যাবে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট (পুনরাবৃত্ত) হয়। বিকারী রাজা নির্বিকারী রাজাদের মন্দির ইত্যাদি তৈরী করে তাদের পূজা করে। তারাই আবার পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায়। বিকারী হওয়াতে আবার সেই লাইটের মুকুটও থাকে না। এই খেলা পূর্বনির্ধারিত। এটা হলো অসীম জগতের ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। প্রথমে একই ধর্ম হয়ে থাকে, যাকে রাম রাজ্য বলা হয়, তারপর আরো আরো ধর্মের লোক আসে। এই সৃষ্টির চক্র কি ভাবে আবর্তিত হতে থাকে সেটা একমাত্র বাবা-ই বোঝাতে পারেন। ভগবান তো হলেন একই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) ভগবান স্বয়ং টিচার হয়ে পড়ান, সেইজন্য তিনি খুব ভালো ভাবে পড়ান। স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য পবিত্র হয়ে অন্যদের পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে।

২) ভিতরে ভিতরে কাম, ক্রোধ, ইত্যাদির যা কিছু ভূত প্রবেশ করে রয়েছে, সে সব বের করে দিতে হবে। এইম-অবজেক্টকে সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- অনুভব শক্তির দ্বারা পুরানো স্বভাব, সংস্কার থেকে নিস্পৃহ মায়াজীত ভব

এই পুরানো দেহের স্বভাব আর সংস্কার হলো খুব কড়া, যা কিনা মায়াজীত হওয়ার পথে বড় বিন্দু রূপ হয়ে ওঠে। স্বভাব-সংস্কার রূপী সাপও শেষ হয়ে যায় কিন্তু রেখা থেকে যায় যা সময় এলে বারংবার ধোঁকা দেয়। কোনো সময় মায়ার এতো বশীভূত হয়ে যায় যে ভুলকে ভুল বলেও বুঝতে পারে না। তার বশীভূত হয়ে যায়। তাই চেক করো আর অনুভব শক্তির দ্বারা পুরানো লুকিয়ে থাকা স্বভাব সংস্কার থেকে পৃথক হলে তবে মায়াজীত হবে।

শ্লোগান:- বিদেহী থাকার অভ্যাস করো - এই অভ্যাসই অকস্মাৎ আসা পরীক্ষায় পাশ করাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদেরকে আন্তরিক ভাবে 'আমার সন্তান' বলে সম্বোধন করেন, তাই তোমরা এখানে প্রবৃত্তি মার্গের মতো ভালোবাসা অনুভব করো যেটা কোনো দেহধারী গুরু দিতে পারবে না"

প্রশ্নঃ - যেসকল বাচ্চার বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ হয়েছে অর্থাৎ যারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন তাদের লক্ষণ কেমন হবে ?

উত্তরঃ - ওদের মধ্যে অন্যকে জ্ঞান শোনানোর খুব শখ থাকবে। ওদের বুদ্ধি মিত্র-আত্মীয়দের দিকে ধাবিত হবে না। যারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন তারা পড়ার সময়ে কখনো হাই তুলবে না এবং স্কুলে কখনো চোখ বন্ধ করে বসবে না। যেসব বাচ্চারা এখানে পাগলের মতো বসে থাকে তাদের বুদ্ধি অন্য দিকে চলে যায়, ওরা জ্ঞানটাকে সঠিক ভাবে বোঝে না এবং ওদের কাছে তো বাবাকে স্মরণ করা খুবই কঠিন কাজ।

ওম্ শান্তি। এটা হলো বাবা এবং বাচ্চাদের মেলা (মিলন)। এটা কোনো গুরুর সাথে তার চেলা বা শিষ্যদের মিলন নয়। দুনিয়ার গুরুরা মনে করে যে, এরা আমার শিষ্য অথবা ফলোয়ার্স বা জিগ্সাসু (উত্তর সন্ধানী)। এটা তো ছোট নজরে দেখা হয়ে গেল। তখন সবাইকে সেই দৃষ্টিতেই দেখে। আত্মাকে দেখে না। গুরুরাও শরীরকেই দেখে আর তার চেলারাও দেহ-অভিমানী হয়ে বসে থাকে। তাকে নিজের গুরু বলে মনে করে এবং সেই দৃষ্টিতেই দেখে। গুরুকে খুব সম্মান করে। কিন্তু তার সাথে এখানে বিস্তর ফারাক। এখানে তো বাবা স্বয়ং বাচ্চাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি জানেন যে, এই বাচ্চাদেরকে জ্ঞান যোগ শেখাতে হবে। কিভাবে এই সৃষ্টি চক্র আবর্তিত হয় এবং অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি সব এই বাচ্চাদেরকে বোঝাতে হবে। ওইসব গুরুদের মনে বাচ্চাদের প্রতি কোনো ভালোবাসা থাকে না। বাবার অন্তরে তো বাচ্চাদের জন্য অনেক ভালোবাসা রয়েছে এবং বাচ্চাদের অন্তরেও বাবার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। তোমরা জানো যে, বাবা আমাদেরকে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান শোনান। ওরা কি শেখায় ? অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তিমার্গের ক্রিয়াদি করে, গায়ত্রী মন্ত্র শেখায়। এখানে তো স্বয়ং পিতা অবতরিত হয়ে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। আমরা তো বাবাকে একেবারেই জানতাম না, সর্বব্যাপী বলে দিতাম। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে পরমাত্মা কোথায় থাকেন, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে যে তিনি তো সর্বব্যাপী। তোমাদের কাছে যখন মানুষ আসে তখন তারা প্রশ্ন করে যে, এখানে কি শেখানো হয় ? তাদেরকে বলো যে - আমরা রাজযোগ শেখাই যার দ্বারা আপনি মানুষ থেকে দেবতা অর্থাৎ রাজা হতে পারবেন। অন্য কোনো সংসঙ্গে এইরকম বলবে না যে, আমরা দেবতা হওয়ার শিক্ষা দিই। দেবতার সত্যযুগে থাকে। কলিযুগে তো মানুষরা আছে। আমরা এখন আপনাকে সমগ্র সৃষ্টিচক্রের রহস্য বোঝাব, যার দ্বারা আপনি চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবেন এবং তারপর আপনাকে পবিত্র হওয়ার জন্য খুব ভালো উপায় বলা হবে। এইরকম উপায় কেউ কখনো বুঝতেও পারবে না। এই উপায়টা হলো সহজ রাজযোগ। বাবা হলেন পতিত পাবন। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তাঁকে স্মরণ করলেই পাপ নাশ হবে। কারণ এটা হলো যোগ-অগ্নি। সুতরাং এখানে নুতন বিষয় শেখানো হয়।

এটা হলো জ্ঞানমার্গ। কেবল বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান আর ভক্তি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। জ্ঞান দেওয়ার জন্য স্বয়ং বাবাকেই আসতে হয়। কারণ তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি নিজে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন যে, আমি হলাম সকলের পিতা, আমি ব্রহ্মার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্র বানাই। সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া। কলিযুগ হলো পতিত দুনিয়া। এটা হলো সত্যযুগের আদি এবং কলিযুগের অন্তিমের মধ্যবর্তী সময় বা সঙ্গমযুগ। এটাকে লিপ-যুগ বলা হয়। এই যুগে আমরা জাম্প (লাফ) দিই। কোথায় ? পুরাতন দুনিয়া থেকে নুতন দুনিয়াতে জাম্প দিই। গোটা দুনিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসেছে। এখন আমরা পুরাতন দুনিয়া থেকে নুতন দুনিয়ায় লাফ দিচ্ছি। সরাসরি উপরে পৌঁছে যাচ্ছি। পুরাতন দুনিয়াকে ত্যাগ করে আমরা নুতন দুনিয়াতে যাচ্ছি। এটা হল অসীম জগতের কথা। সীমাহীন এই পুরাতন দুনিয়াতে অনেক মানুষ রয়েছে। নুতন দুনিয়াতে তো খুব কম মানুষ থাকবে। ওটাকেই স্বর্গ বলা হয়। ওখানে সকলেই পবিত্র থাকে। কলিযুগে তো সকলেই অপবিত্র। রাবণ অপবিত্র বানিয়ে দেয়। সবাইকেই বোঝানো হয় যে, আমরা এখন রাবণ রাজ্য বা পুরাতন দুনিয়াতে রয়েছি। আসলে আমরা রাম-রাজ্যে ছিলাম, যেটাকে স্বর্গ বলা হয়। তারপর কিভাবে আমরা ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করে অধঃপতিত হয়েছি, সেটা আমরা আপনাকে বোঝাব। যে ভালো বিচক্ষণ ব্যক্তি হবে, সে তাড়াতাড়ি বুঝে যাবে। যার বুদ্ধিতে ধারণ হবে না সে পাগলের মতো এদিকে ওদিকে দেখতে থাকবে। মনোযোগ দিয়ে শুনবে না। এদেরকে পাগলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সন্ন্যাসীরাও যখন কথা শোনায় তখন যদি কেউ ঢুলতে থাকে কিংবা অন্যদিকে মন দেয় তখন তাকে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করা হয় যে কি শোনানো হল ? বাবাও সবাইকে দেখেন। কোনো

পাগল এখানে বসে নেই তো ? যারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চা, তারা কখনো পড়ার সময়ে হাই তুলবে না। স্কুলে তো চোখ বন্ধ করে বসার কোনো নিয়ম থাকে না। জ্ঞানটাকে একটুও বোঝে না। ওদের জন্য তো বাবাকে স্মরণ করা খুব কঠিন কাজ। তাই পাপ নাশ কিভাবে হবে ? তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চারা ভালোভাবে জ্ঞান ধারণ করে অন্যকেও শোনাবে। জ্ঞান যদি সঠিকভাবে না থাকে, তাহলে মিত্র-আত্মীয়দের দিকে বুদ্ধি ধাবিত হবে। এখানে তো স্বয়ং বাবা বলছেন যে, অন্য সবকিছু ভুলে যেতে হবে। অন্তিম সময়ে যেন কোনোকিছুই স্মরণে না আসে। বাবা তো কয়েকজন সন্ন্যাসীকে দেখেছেন যারা একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানী। ভোরবেলা উঠে ব্রহ্ম মহাত্মকে স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করে। তখন তার থেকে অনেক শান্তির তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। কিন্তু ওরা তো ব্রহ্মে লীন হয় না। পুনরায় কোনো মাতৃগর্ভে জন্ম নিতে হয়।

বাবা বুঝিয়েছেন, *বাস্তবে তো কৃষ্ণকেই মহাত্মা বলা যাবে*। মানুষ তো কোনো অর্থ না বুঝে এমনিই যাহোক বলে দেয়। বাবা বোঝাচ্ছেন যে কৃষ্ণ হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী। কিন্তু তাঁকে সন্ন্যাসী বলা হয় না, দেবতা বলা হয়। সন্ন্যাসী বলা হবে না কি দেবতা বলা হবে সেটা প্রকৃত অর্থের ওপর নির্ভর করে। কৃষ্ণ কিভাবে দেবতা হয়েছিল ? সন্ন্যাসী থেকে দেবতা হয়েছিল। অসীম জগতের থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিল এবং নুতন দুনিয়াতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ওই সন্ন্যাসীরা তো সীমিত কিছু বিষয় থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। অসীম জগতের থেকে সন্ন্যাস করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই সীমিত জগতের মধ্যেই পুনরায় বিকারের দ্বারা জন্ম নিতে হয়। ওরা অসীম জগতের মালিক হতে পারবে না, রাজা-রানী হবে না। ওদের ধর্মটাই আলাদা। সন্ন্যাসী ধর্ম আর দেবী-দেবতা ধর্ম এক নয়। বাবা বলেন, আমি অধর্মের বিনাশ করে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করছি। বিকারগুলোকেও তো অধর্ম বলা যাবে। তাই বাবা বলছেন যে এই সবকিছু বিনাশ করে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করার জন্য আমাকেই আসতে হয়। ভারতে যখন সত্যযুগ ছিল তখন একটাই ধর্ম ছিল। সেই ধর্মটাই অধর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন তোমরা পুনরায় আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করছ। যে যত বেশি পুরুষার্থ করবে, সে তত উঁচু পদ পাবে। *নিজেকে আত্মারূপে অনুভব করতে হবে। ঘর গৃহস্থ থেকেও উঠতে বসতে যত বেশি সম্ভব অভ্যাস করে এটা রপ্ত করো।* যেমন ভক্তরা ভোরবেলা উঠে নিরিবিলা স্থানে বসে মালা জপ করে, সেইরকম তোমরাও সারাদিনের হিসাব চেক করো। অমুক সময়ে এতক্ষণ স্মরণ করেছি, সারাদিনে এতক্ষণ স্মরণ করেছি। তাহলে টোটাল (মোট) কতক্ষণ স্মরণ করছি। ওরা তো ভোরবেলা উঠে মালা জপ করে। হয়তো কেউই সত্যিকারের ভক্ত নয়, বুদ্ধি বাইরে কোথাও না কোথাও ঘুরতে থাকে। এখন তোমরা বুঝে গেছ যে, ভক্তি করে কোনো লাভ নেই। এটা হলো জ্ঞানমার্গ। এতে অনেক লাভ। এখন তোমরা ক্রমোন্নতি করছ। প্রতি মুহূর্তে বাবা বলতে থাকেন - "মন্বনা ভব" । গীতাতেও এটা আছে, কিন্তু এর অর্থ কেউই বলতে পারবে না। ওদের কাছে কোনো উত্তর নেই। বাস্তবে এর অর্থ তো লেখাও আছে যে, নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে, সকল দৈহিক ধর্মকে পরিত্যাগ করে কেবল আমাকে স্মরণ করো। এটা হলো ভগবানুবাচ। কিন্তু ওদের বুদ্ধিতে রয়েছে কৃষ্ণই ভগবান। কৃষ্ণ তো দেহধারণ করে। অর্থাৎ পুনর্জন্ম নেয়। তাই তাকে কিভাবে ভগবান বলা যাবে ? সুতরাং সন্তানের প্রতি বাবার যেরকম দৃষ্টি থাকে, সন্ন্যাসী কিংবা অন্য কোনো গুরুর দৃষ্টি সেইরকম হতেই পারে না। হয়তো গান্ধীজীকে বাপুজী বলা হত কিন্তু সেক্ষেত্রেও যে পিতা এবং সন্তানের সম্বন্ধ ছিল, সেটা বলা যাবে না। সেও তো একজন সাকার ব্যক্তি ছিল। তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। এনার মধ্যে যে পিতা বসে আছেন, তিনি হলেন অসীম জগতের বাপুজী। লৌকিক এবং পারলৌকিক উভয় পিতার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। কিন্তু বাপুজীর কাছ থেকে তো কিছুই পাওয়া যায়নি। ঠিক আছে, হয়তো ভারতের রাজধানী ফেরং পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু এটাকে তো উত্তরাধিকার বলা যাবে না। সুখের প্রাপ্তি হওয়া উচিত।

উত্তরাধিকার দুই প্রকারের হয় - এক) সীমিত বা শারীরিক পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার, দুই) অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার। ব্রহ্মার কাছ থেকে কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। ইনি হলেন সকল সকল প্রজার পিতা। এনাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। ইনি নিজেই বলছেন যে আমার কাছ থেকে তোমরা কোনো উত্তরাধিকার পাবে না। যখন ইনিও বলছেন যে আমার কাছ থেকেও কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে না, তাহলে ঐ বাপুজী-র কাছ থেকে কি কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে ? কিছুই পাওয়া যাবে না। ইংরেজরা তো চলে গেছে। কিন্তু এখন কি পরিস্থিতি ? দারিদ্র, হরতাল, পিকেটিং, স্ট্রাইক ইত্যাদি তো লেগেই থাকে। কত মারামারি, ঝগড়াঝাটি হয়। কাউকেই ভয় পায় না। বড় বড় অফিসারদেরকেও মেরে ফেলে। সুখের পরিবর্তে আরও দুঃখ এসেছে। সুতরাং এখানে অসীম জগতের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বাবা বলেন - আগে এটা ভালো ভাবে রপ্ত করো যে, আমি আত্মা, শরীর নয়। বাবা আমাদেরকে দওক নিয়েছেন। আমরা হলাম দওক নেওয়া সন্তান। তোমাদেরকে বোঝানো হয় যে, বাবা অর্থাৎ জ্ঞানের সাগর এসেছেন এবং তিনি সৃষ্টিচক্রের রহস্য বোঝাচ্ছেন। অন্য কেউ এটা বোঝাতে পারবে না। বাবা বলছেন, দেহ সহ সকল দৈহিক ধর্মকে ভুলে কেবল আমাকে স্মরণ করো। সত্যপ্রধান তো অবশ্যই হতে হবে। তোমরা এটাও জানো যে

পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। নূতন দুনিয়াতে খুব কম জন থাকবে। কোথায় এত কোটি আত্মা আর কোথায় নয় লক্ষ। বাকি এতজন কোথায় যাবে ? তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমরা আত্মারা সবাই ওপরে ছিলাম। তারপর এখানে যে যার ভূমিকা পালন করতে এসেছি। আত্মাকেই অভিনেতা বলা হয়। এই শরীরের দ্বারা আত্মা অভিনয় করে। আত্মার তো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন। আত্মা অতি সুক্ষ্ম। *বাস্তবে ৮৪ লক্ষ জন্ম হয় না। প্রত্যেকেই যদি ৮৪ লক্ষ জন্ম নেয়, তবে ভূমিকা রিপটি হবে কিভাবে ? কিছুই তো মনে থাকবে না। স্মৃতির বাইরে চলে যাবে।* ৮৪ টা জন্মই তোমরা মনে রাখতে পার না, ভুলে যাও। বাচ্চারা, এখন বাবাকে স্মরণ করে তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এই যোগ অগ্নির দ্বারা-ই বিকর্মের বিনাশ হবে। এটাও নিশ্চিত যে, আমরা প্রতি কল্পেই অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি। এখন পুনরায় স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য বাবা বলছেন - কেবল আমাকেই স্মরণ করো। কারণ আমিই হলো পতিত-পাবন। তোমরাই তো বাবাকে ব্যাকুল হয়ে ডেকেছিলে। তাই বাবা এখন পবিত্র বানানোর জন্য এসেছেন। দেবতারা পবিত্র হয় আর মানুষ পতিত হয়। পবিত্র হওয়ার পরে শান্তিধামে যেতে হবে। তোমরা শান্তিধামে যেতে চাও, নাকি সুখধামে আসতে চাও ? সন্ন্যাসীরা তো বলে যে, সুখ আসলে কাক-বিষ্ঠা সম, তাই আমরা শান্তি পেতে চাই। ওরা কখনো সত্যযুগে আসবে না। সত্যযুগে তো প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম থাকবে। দেবতারা নির্বিকারী ছিল। তারাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন নির্বিকারী হতে হবে। যদি স্বর্গে যেতে চাও, তাহলে আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ নাশ হয়ে তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে এবং তারপর শান্তিধামে ও সুখধামে চলে যাবে। ওখানে শান্তিও ছিল, সুখও ছিল। এখন এটা হলো দুঃখধাম। এখন বাবা এসে সুখধাম স্থাপন করে দুঃখধামের বিনাশ করছেন। চিত্র তো সামনেই রয়েছে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, আপনারা এখন কোথায় রয়েছেন ? এটা হলো কলিযুগের অন্তিম সময়। বিনাশ অতি নিকটে। খুব ছোট টুকরো অবশিষ্ট থাকবে। ওখানে তো এত বড় ভূখন্ড থাকবে না। বাবা-ই বসে থেকে এইসব বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোল বোঝাচ্ছেন। এটা হল পাঠশালা। ভগবানুবাচ হল - আগে বাবার পরিচয় দিতে হয়। এখন কলিযুগ। এরপর সত্যযুগে যেতে হবে। ওখানে তো কেবল সুখ আর সুখ থাকবে। কেবল একজনকে স্মরণ করলে সেটাকে অব্যাভিচারী স্মরণ বলা হয়। শরীরটাকেও ভুলে যেতে হবে। *শান্তিধাম থেকে এসেছি এবং শান্তিধামেই ফিরে যাব*। ওখানে কোনো পতিত আত্মা যেতে পারবে না। বাবাকে স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে তোমরা মুক্তিধামে চলে যাবে। এইসব বিষয়গুলো ভালোভাবে বসে বোঝাতে হয়। আগে তো এত চিত্র ছিল না। ছবি ছাড়াই সংক্ষেপে বোঝানো হত। এই পাঠশালাতে শিক্ষালাভ করে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। এই জ্ঞান আসলে নতুন দুনিয়ার জন্য। এই জ্ঞান তো স্বয়ং বাবা-ই দেবেন, তাই না ? বাচ্চাদের ওপরে বাবার দৃষ্টি থাকে। তিনি আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়ান। তোমরাও অন্যদেরকে বোঝাও যে, অসীম জগতের পিতা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, তাঁর নাম হলো শিববাবা। কেবল অসীম জগতের পিতা বললেও সংশয় প্রকাশ করবে। কারণ এখন চারিদিকে অনেক বাবা হয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটির মেয়রকেও পিতা বলা হয়। বাবা বলছেন, আমি এর (ব্রহ্মা) মধ্যেই আসি এবং আমার নাম হলো শিব। আমি এই রথের দ্বারা-ই তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাই। একে আমি দত্তক নিয়েছি এবং নাম রেখেছি প্রজাপিতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মাও আমার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এখন পুরাতন দুনিয়া থেকে নূতন দুনিয়াতে জাম্প (লাফ) দেওয়ার সময়। তাই এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি সম্পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। একে বুদ্ধির দ্বারা ভুলতে হবে।

২) পড়াশুনার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। স্কুলে চোখ বন্ধ করে বসে থাকার নিয়ম নেই। খেয়াল রাখতে হবে যাতে পড়ার সময়ে বুদ্ধি এদিকে ওদিকে ধাবিত না হয় এবং হাই না ওঠে। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেটা ধারণ হয়ে যায়।

বরদান:- সময় অনুসারে নিজেকে চেক এবং চেঞ্জ করে সর্বদা বিজয়ী আত্মা ভব*

যে সত্যিকারের রাজযোগী, সে কোনো পরিস্থিতিতেই বিচলিত হবে না - এই রীতিতে সময় অনুসারে নিজেকে চেক করো এবং চেক করার পরে চেঞ্জ করে নাও। কেবল চেক করলে তো হতাশ হয়ে যাবে। ভাববে যে আমার মধ্যে এইরকম দুর্বলতা রয়েছে, কি জানি ঠিক হবে না কি। তাই চেক করো এবং চেঞ্জ করো। কারণ যে সময় অনুসারে কর্তব্য পালন করে, সে সর্বদাই বিজয়ী হয়। সুতরাং সর্বদা বিজয়ী শ্রেষ্ঠ

আত্মা হয়ে তীব্র পুরুষার্থের দ্বারা নশ্বর ওয়ানে চলে এসো।

স্লোগান:-

মন-বুদ্ধিকে কন্ট্রোল করার অভ্যাস থাকলেই এক সেকেন্ডে বিদেহী হতে পারবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এই পড়াশোনা হল সোর্স অফ ইনকাম, এই পড়াশোনার দ্বারা ২১ জন্মের উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে যায়"

প্রশ্ন:- মুক্তিধামে যাওয়া কি লাভ না ক্ষতি?

উত্তর:- ভক্তদের জন্য এও উপার্জন, কারণ অর্ধকল্প শান্তি-শান্তি কামনা করেছে। অনেক পরিশ্রম করেও শান্তি লাভ হয়নি। এখন বাবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুক্তিধামে যায় অতএব এও হল অর্ধকল্পের পরিশ্রমের ফল তাই একেও লাভজনক উপার্জন বলা হবে, ক্ষতির নয়। তোমরা বাচ্চারা তো জীবনমুক্তিতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ কর। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি নাচ করছে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মিক পিতা এই কথা তো বুঝিয়েছেন যে, আত্মা সবকিছু বুঝতে পারে। এই সময় বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের আত্মিক পিতা আত্মাদের দুনিয়ায় নিয়ে যান। সেই দুনিয়াকে বলা হয় আধ্যাত্মিক (রুহানী) দৈবী দুনিয়া, এই দুনিয়াকে বলা হয় দৈহিক দুনিয়া, মানুষের দুনিয়া। বাচ্চারা বোঝে রুহানী দৈবী দুনিয়া ছিল, সেটা ছিল দৈবী মানুষের পবিত্র দুনিয়া। এখন মানুষ অপবিত্র হয়েছে তাই সেই দেবতাদের গায়ন পূজন করে। এই স্মৃতিও আছে যথাযথভাবে প্রথমে সৃষ্টি রূপী বৃক্ষে একটি ধর্ম ছিল। বিরাট রূপে বৃক্ষের বিষয়েও বোঝাতে হবে। এই বৃক্ষের বীজরূপ রয়েছে উপরে। বৃক্ষের বীজ হলেন বাবা, সুতরাং যেমন বীজ তেমনই ফল অর্থাৎ পাতা ইত্যাদি বের হয়। এও বিস্ময়ের (ওয়ান্ডার) তাইনা। কত সূক্ষ্ম বস্তু কত ফল দেয়। কত রূপ পরিবর্তন হয়। এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের কথা কেউ জানে না, একেই বলা হয় কল্প বৃক্ষ, এই বৃক্ষের বর্ণনা একমাত্র গীতায় আছে। সবাই জানে গীতা হল নম্বরওয়ান ধর্ম শাস্ত্র। শাস্ত্রও নম্বর অনুযায়ী হয়, তাই না। কিভাবে নম্বর অনুযায়ী ধর্ম স্থাপন হয়, সে কথাও শুধুমাত্র তোমরাই বোঝো, অন্য আর করে বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে সর্বপ্রথমে কোন্ ধর্মের বৃক্ষ হয় তারপরে তাতে অন্য ধর্মের বৃদ্ধি কিভাবে হয়। একেই বলা হয় বিরাট নাটক। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ বৃক্ষটি আছে। বৃক্ষের উৎপত্তি কিভাবে হয়, এই হল মুখ্য কথা। দেবী-দেবতাদের বৃক্ষ এখন আর নেই, অন্য শাখা-প্রশাখা দাঁড়িয়ে আছে। যদিও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই। এই বিষয়েও কথিত আছে - এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করে, বাকি অন্য ধর্মের বিনাশ হয়ে যায়। এখন তোমরা জানো দৈবী বৃক্ষ কতখানি ছোট সাইজের হবে। তখন এত গুলি অন্য ধর্ম সব থাকবে না। বৃক্ষ প্রথমে ছোট থাকে তারপরে বড় হয়ে যায়। বাড়তে বাড়তে এখন কত বড় হয়েছে। এখন এই বৃক্ষের আয়ু পূর্ণ হয়েছে, এর জন্য শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের বট গাছের (ব্যানিয়ান ট্রি) দৃষ্টান্ত দিয়ে ভালো ভাবে বোঝানো হয়। এও গীতা জ্ঞান, যা বাবা তোমাদের সামনে বসে বলেন, যার দ্বারা তোমরা রাজার রাজা হও। তারপরে ভক্তি মার্গে এই গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হবে। এই রূপ অনাদি ড্রামা নির্দিষ্ট আছে। তবুও এমনই হবে। পরে যে ধর্ম গুলি স্থাপন হবে তাদের নিজস্ব শাস্ত্র থাকবে। শিখ ধর্মের নিজের শাস্ত্র, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের নিজের শাস্ত্র থাকবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি নাচ করছে। বুদ্ধি জ্ঞান-ডাম্প করছে। তোমরা সম্পূর্ণ বৃক্ষকে জেনেছ। কিভাবে ধর্মের আগমন হয়, কিভাবে বৃদ্ধি হয়। তারপরে আমাদের একটি ধর্ম স্থাপন হয়, বাকি গুলি শেষ হয়। গাওয়া হয় - জ্ঞান সূর্য প্রকট হলেন, হবে অজ্ঞান তিমির বিনাশ - এখন ঘোর অন্ধকার যে। অসংখ্য মানুষ আছে, এত সংখ্যা পরে থাকবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে এত ছিল না। তারপরে একটি ধর্ম স্থাপন হতেই হবে। এই নলেজ বাবা স্বয়ং প্রদান করেন। তোমরা বাচ্চারা উপার্জন করার জন্য এসে কত নলেজ গ্রহণ কর। বাবা টিচার রূপে আসেন, ফলে অর্ধকল্পের জন্য তোমাদের উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তোমরা কত বিতর্কিত হয়ে যাও। তোমরা জানো, আমরা এখন পড়াশোনা করছি। এ হল অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের পড়াশোনা। ভক্তিকে অবিনাশী জ্ঞান রঙ্গ বলা হবে না। ভক্তিতে মানুষ যা কিছু পড়ে, তাতে ক্ষতিই হয়। রঙ্গ তৈরি হয় না। জ্ঞান রঞ্জের সাগর একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। বাকি সব হল ভক্তি। ভক্তিতে কোনো মুখ্য উদ্দেশ্য নেই। উপার্জন হয় না। উপার্জনের জন্য তো স্কুলে পড়াশোনা করে। তখন ভক্তি করার জন্য গুরুর কাছে যায়। কেউ যৌবনে গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়, কেউ বৃদ্ধ বয়সে দীক্ষা নেয়। কেউ শৈশবে সন্ন্যাস নেয়। কুস্ত্র মেলায় অসংখ্য মানুষ আছে। সত্যযুগে তো এইসব কিছু হবে না। বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণে সব কথা এসে গেছে। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জেনে গেছ। তারা তো কল্পের আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। জ্ঞানের কথা জানা নেই। বাবা এসে অন্ধকার নিদ্রা থেকে সজাগ করেন। এখন তোমাদের জ্ঞানের ধারণা হতে থাকে। ব্যাটারি ভরতে থাকে। জ্ঞানের দ্বারা উপার্জন হয়, ভক্তি দ্বারা হয় ক্ষতি। টাইম অনুযায়ী যখন ক্ষতি হওয়ার সময় পূর্ণ হয় তখন

বাবা আবার উপার্জন করাতে আসেন। মুক্তিতে যাওয়া - এও হল উপার্জন। শান্তি তো সবাই চায়। শান্তিদেব বললে বুদ্ধি বাবার দিকে চলে যায়। বলা হয় - বিশ্বে শান্তি হোক, কিন্তু শান্তি হবে কিভাবে - তা কেউ জানে না। শান্তিধাম, সুখধাম হল আলাদা - সে কথাও জানে না। যে এক নম্বরে আছেন, তিনিও কিছু জানতেন না। এখন তোমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। তোমরা জানো - আমরা এই কর্ম-ক্ষেত্রে কর্মের পাট প্লে করতে এসেছি। কোথা থেকে এসেছি ? ব্রহ্মলোক থেকে। নিরাকারী দুনিয়া থেকে এসেছি এই সাকারী দুনিয়ায় পাট প্লে করতে। আমরা আত্মারা অন্য স্থানে বাস করি। এখানে এই পাঁচ তত্ত্বের শরীর থাকে। শরীর আছে বলেই তো আমরা কথা বলতে পারি। আমরা হলাম চৈতন্য পাটধারী। এখন তোমরা এমন বলবে না যে, এই ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে আমরা জানি না। প্রথমে জানতে না। নিজের পিতাকে, নিজের নিবাসকে, নিজের রূপকে যথার্থ রীতি জানতে না। এখন জানো আত্মা কিভাবে পাট প্লে করে। স্মৃতিতে আছে। প্রথমে স্মৃতি ছিল না।

তোমরা জানো, প্রকৃত বা সত্য পিতা সত্য কথা শোনান, যার ফলে আমরা সত্যথণ্ডের মালিক হই। সত্যের উপরেও সুখমণী-তে (গ্রন্থসাহেবের কিন্তু মনে শান্তি আর আনন্দ প্রদানকারী কিছু পদ) আছে। সত্য বলা হয় - সত্যখন্ডকে। দেবতার সবারাই সত্যবাদী হয়। সত্যের শিক্ষা প্রদান করেন বাবা। তাঁর মহিমা দেখো কতখানি। প্রচলিত মহিমা গীতি গুলি তোমাদের কাজে লাগে। শিববাবার মহিমা বর্ণনা করে। তিনি-ই বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তের কথা জানেন। সত্য জ্ঞান বাবা বলে দেন, ফলে তোমরা বাচ্চারা সত্যনিষ্ঠ হয়ে যাও। সত্যখন্ডও তৈরি হয়ে যায়। ভারত সত্যখন্ড ছিল। নম্বরওয়ান উঁচু থেকে উঁচু তীর্থ স্থলও হল ভারত। কারণ সকলের সদগতি দাতা পিতা ভারতেই আসেন। এক ধর্মের স্থাপনা হয়, বাকি সব ধর্মের বিনাশ হয়। বাবা বুঝিয়েছেন - সূক্ষ্মবতনে কিছুই নেই। এই সব সাক্ষাৎকার হয়। ভক্তিমার্গেও সাক্ষাৎকার হয়। সাক্ষাৎকার না হলে এই মন্দির ইত্যাদি কিভাবে তৈরি হয়েছে ! পূজো কেন হত। সাক্ষাৎকার করে, অনুভব করে তাঁরা চৈতন্যে ছিলেন। বাবা বোঝান - ভক্তি মার্গে যা মন্দির ইত্যাদি তৈরি হয়ে আছে, যা তোমরা দেখেছ, সেসব রিপটি হবে। চক্র পরিক্রমা করতেই থাকে। জ্ঞান ও ভক্তির খেলা নির্দিষ্ট আছে। সর্বদা বলা হয় জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। কিন্তু ডিটেল কিছু জানে না। বাবা বসে বোঝান - জ্ঞান হল দিন, ভক্তি হল রাত। বৈরাগ্য হয় রাতের। তারপরে দিনেরও হয়। ভক্তিতে আছে দুঃখ তার প্রতি বৈরাগ্য। সুখের প্রতি তো বৈরাগ্য, তা তো বলবে না ! সন্ন্যাস ইত্যাদি দুঃখের কারণে নেওয়া হয়। তারা বোঝে পবিত্রতায় সুখ আছে, তাই স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যায়। আজকাল তো মানবের হাতে অনেক ধন এসে গেছে। সম্পত্তি ছাড়া সুখের প্রাপ্তি নেই। মায়া আক্রমণ করে জঙ্গল থেকে শহরে নিয়ে আসে। বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ দু'জনই খুব বড় মাপের সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাসের শক্তি রামকৃষ্ণের ভিতরে ছিল। বাকি ভক্তি বোঝানো এবং তার প্র্যাকটিস ইত্যাদি ছিল বিবেকানন্দের কাজ। দু'জনের অনেক পুস্তক রয়েছে। বই লেখার সময়ও একাগ্রচিত্তে বসে লিখতে হয়। রামকৃষ্ণ যখন আত্মমগ্ন বা মায়ে়ের সাথে বার্তালাপ করতেন, শিষ্যরাও দূরে গিয়ে বসত। তিনি ছিলেন খুব কঠোর ও নির্ভাবান সন্ন্যাসী, তাঁর নামও অত্যন্ত খ্যাত। বাবা এমন বলেন না যে স্ত্রীকে মাতা গণ্য করো। বাবা বলেন তাকেও আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মারা সবাই হল ভাই-ভাই। সন্ন্যাসীদের কথা আলাদা, তিনি (রামকৃষ্ণ) স্ত্রীকে মাতা গণ্য করেছিলেন। বসে মায়ে়ের প্রশংসা করেছেন। এ হল জ্ঞানের পথ, বৈরাগ্যের কথা আলাদা। বৈরাগ্য বৃত্তিতে স্ত্রীকে মাতা গণ্য করেছেন। মায়ে়ের নামে ক্রিমিনাল দৃষ্টি হবে না। বোনের নামেও ক্রিমিনাল দৃষ্টি হতে পারে, মায়ে়ের প্রতি কখনও কু-চিন্তন হবে না। পিতার কন্যা সন্তানের প্রতি কু দৃষ্টি হতে পারে, মায়ে়ের প্রতি হবে না। সন্ন্যাসী স্ত্রীকে মাতা রূপে স্বীকার করতেন। তার জন্য এমন বলা হয় না যে দুনিয়া কিভাবে চলবে, জন্ম কিভাবে হবে ? সে তো একজনই, যিনি বৈরাগ্য ভাবের জন্য স্ত্রীকে মাতৃ আসনে বসিয়েছিলেন। তার জন্য রামকৃষ্ণের কতখানি মহিমা দেখো। এখানে ভাই-বোন বললেও অনেকের কু দৃষ্টি হয়, তাই বাবা বলেন - ভাই-ভাই নিশ্চয় করো। এ হল জ্ঞানের কথা। ওটা হল একজনের (রামকৃষ্ণের বিষয়) কথা। এখানে তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান অসংখ্য ভাই-বোন আছে, তাই না। বাবা বসে সব কথা বোঝান। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) তো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছেন। ওই নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম (সন্ন্যাস ধর্ম) হল একেবারেই আলাদা, শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য। ওই হল দৈহিক জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি, তোমাদের তো হল সম্পূর্ণ অসীম জগতের বৈরাগ্য। সঙ্গমে ই বাবা এসে তোমাদের অসীম জগতের কথা বুঝিয়ে দেন। এখন এই পুরানো দুনিয়ার উদ্দেশ্য বৈরাগ্য করতে হবে। এইটি হল খুবই পতিত ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া। এখানে শরীর পবিত্র হতে পারেনা। আত্মার নতুন শরীর প্রাপ্তি সত্যযুগেই হতে পারে। যদিও আত্মা এখানে পবিত্র হয়, কিন্তু শরীর তবুও অপবিত্র থাকে, যতক্ষণ না কর্মাতীত অবস্থা হবে। সোনায়ে খাদ মেশানো হয় তো গহনা গুলিও খাদ মিশ্রিত তৈরি হয়। খাদ বেরিয়ে গেলে গহনাও হবে খাঁটি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মা ও শরীর দুই-ই হল সতোপ্রধান। তোমাদের আত্মা ও শরীর দুই-ই হল তমোপ্রধান কালিমা যুক্ত। আত্মা কাম চিতায় বসে কালো হয়েছে। বাবা বলেন আমি এসে আবার শ্যামবর্ণ থেকে গৌরবর্ণে পরিণত করি। এই হল সব জ্ঞানের কথা। যদিও জল ইত্যাদির কোনও কথা নেই। সব কাম চিতায় বসে পতিত হয়েছে তাই রাখী বন্ধন করা হয় যাতে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করো।

বাবা বলেন, আমি আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি। আমি হলাম আত্মাদের পিতা, যাঁকে তোমরা স্মরণ করে এসেছ - বাবা এসো, আমাদের সুখধামে নিয়ে চলো। দুঃখ হরণ করো, কলিযুগে থাকে অপার দুঃখ। বাবা বোঝান তোমরা কাম চিতায় বসে কালো তমোপ্রধান হয়েছ। এখন আমি এসেছি - কাম চিতা থেকে নামিয়ে জ্ঞান চিতায় বসানোর জন্য। এখন পবিত্র হয়ে স্বর্গে যেতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা আকৃষ্ট করেন। বাবার কাছে যুগলে আসে - একজন আকৃষ্ট হয়, অন্যজন হয় না। পুরুষ চট করে বলে দেয় - আমি এই শেষ জন্মে পবিত্র থাকব, কাম চিতায় বসব না। এমন নয় নিশ্চয় হয়ে গেল। নিশ্চয় যদি হত, তাহলে তো অসীমের পিতাকে পত্র লিখত, কানেকশন রাখত। শোনা যায় পবিত্র থাকে, নিজের ব্যবসা ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে। বাবার স্মরণ কোথায় আছে। এমন বাবাকে তো খুব ভালোবাসা সহ স্মরণ করা উচিত। স্ত্রী-পুরুষের নিজেদের মধ্যে কত ভালোবাসা থাকে, স্বামীকে কত স্মরণ করে। অসীমের পিতাকে তো সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা উচিত। বলাও হয় - ভালোবাসো বা না বাসো, আমরা কখনও হাত ছাড়ব না। এমন নয়, এখানে এসে থাকবে, তাহলে তো সন্ন্যাস হয়ে গেল। ঘর সংসার ছেড়ে এখানে এসে থাকলে। তোমাদের তো বলা হয়, গৃহস্থ থেকে পবিত্র হও। প্রথমে এইরূপ ভাঙি তো হওয়ারই ছিল, ফলে এতজন তৈরি হয়ে বেরিয়েছে, সে সব বৃত্তান্তও শোনার মতো। যারা বাবার আপন হয়ে যশ্বে থেকে রুহানী সার্ভিস করে না, তারা গিয়ে দাস-দাসী হয়, তারপরে শেষের দিকে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে মুকুট প্রাপ্ত হয়। তাদেরও বংশ থাকে, প্রজায় আসতে পারে না। বাইরের কেউ এসে ভিতরের একজন হতে পারে না। বল্লভাচার্য বাইরের কাউকে ভিতরে আসতে দিতেন না। এইসব বিষয় ভালো ভাবে বুঝতে হবে। জ্ঞান হল সেকেন্ডের, তাহলে বাবাকে জ্ঞানের সাগর কেন বলা হয়? বাবা বাচ্চাদের বোঝাতেই থাকেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত বোঝাতেই থাকবেন। যখন রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে তোমরা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। যদিও কথাটি হল সেকেন্ডের। কিন্তু বোঝাতে হয়। দৈহিক জগতের পিতার কাছে দৈহিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় আর অসীম জগতের পিতা বিশ্বের মালিক করেন। তোমরা সুখ ধামে যাবে তো বাকি সব শান্তিধামে চলে যাবে। সেখানে তো আছে সুখ আর সুখ। বাবা এসেছেন আত্মাদের আমন্ত্রণে। আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হচ্ছি - রাজযোগের পঠন-পাঠন দ্বারা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) এই পতিত ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার প্রতি অসীমের বৈরাগ্য ভাব রেখে আত্মাকে পবিত্র করার পুরোপুরি পুরুষার্থ করতে হবে। একমাত্র বাবার আকর্ষণেই থাকতে হবে।

২) জ্ঞানের ধারণা দ্বারা নিজের ব্যাটারি ফুল করতে হবে। জ্ঞান রত্ন দ্বারা নিজেকে বিভবান করতে হবে। এখন হল উপার্জনের সময়, তাই ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

বরদানঃ পিতা ও বরদাতা এই ডবল সম্বন্ধের দ্বারা ডবল প্রাপ্তি অর্জনকারী সদা শক্তিশালী ভবঃ
 ব্যাখ্যা: সর্ব শক্তি হল বাবার উত্তরাধিকার এবং বরদাতার বরদান। পিতা ও বরদাতা - এই ডবল সম্বন্ধ দ্বারা প্রতিটি বাচ্চার এই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি জন্ম থেকেই হয়। জন্মের সাথেই পিতা সন্তানকে যে বালক সেই সর্বশক্তির মালিক করে দেন। তার সঙ্গে বরদাতা-র সম্বন্ধে জন্ম থেকেই মাস্টার সর্বশক্তিমান করে "সর্ব শক্তি ভব" এই বরদান প্রদান করেন। সুতরাং একের দ্বারা ডবল অধিকার প্রাপ্তির ফলে তোমরা সদা শক্তিশালী হয়ে যাও।

স্লোগানঃ দেহ এবং দেহ সহ পুরানো স্বভাব, সংস্কার বা দুর্বলতা গুলি থেকে নির্লিপ্ত হওয়া-ই হল বিদেহী হওয়া।*

২২-০৯-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ৩০-০১-৮৫ মধুবন

মায়াজিৎ এবং প্রকৃতিজিৎ-ই স্বরাজ্য অধিকারী

আজ চতুর্দিকের রাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের রাজ দরবার বাপদাদা দেখছেন। চারিদিকে হারানিধি অত্যন্ত স্নেহের অলৌকিক সেবাধারী অনন্য বাচ্চারা রয়েছে। এমন বাচ্চারা এখনও স্বরাজ্য অধিকারী রাজ্য দরবারে উপস্থিত রয়েছে। বাপদাদা এমন যোগ্য বাচ্চাদেরকে, যারা অত্যন্ত বিনম্র বা নিরহংকারী, উষ্ণ স্বপ্নান রয়েছে, এমন বাচ্চাদের দেখে অত্যন্ত পুলকিত হন। স্বরাজ্য দরবার সমগ্র কল্পে অলৌকিক, সকল দরবারের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আর অত্যন্ত মনোহর। এক একজন স্বরাজ্য অধিকারী, বিশ্ব রাজ্যের ফাউন্ডেশন, নতুন বিশ্বের নির্মাতা। এক একজন স্বরাজ্য অধিকারী দীপ্তিমান দিব্য তিলকধারী সকল বিশেষত্বে দীপ্তোজ্জ্বল অমূল্য মণিমাণিক্যে সুসজ্জিত রাজমুকুটধারী। সকল দিব্য গুণের মালা ধারণ করে, সম্পূর্ণ পবিত্রতার আলোক মুকুট ধারণ করা শ্রেষ্ঠ স্থিতির নিজ সিংহাসনে উপস্থিত রয়েছে। এমন সাজে সুসজ্জিত হয়ে রাজ দরবারে উপস্থিত রয়েছে। এমন রাজ দরবার বাপদাদার সামনে বর্তমান রয়েছে। প্রত্যেক স্বরাজ্য অধিকারীর সামনে কত পরিমাণে দাসদাসী রয়েছে ? প্রকৃতিজিৎ আর বিকারীজিৎ। বিকার ৫, প্রকৃতির তত্ত্বও হল পাঁচ। তো প্রকৃতিই দাসী হয়ে গেল না ! শত্রু সেবাধারী হয়ে গেল ! এমন আধ্যাত্মিক নেশায় থেকে বিকারকেও পরিবর্তন করে - কাম বিকারকে শুভ কামনা, শ্রেষ্ঠ কামনার স্বরূপে বদলে দিয়ে সেবাতে নিয়োজিত করে, এমন শত্রুকে সেবাধারী বানিয়ে দিতে পারে, তারা প্রকৃতির কোনো তত্ত্বের প্রতি বশীভূত হয় না। বরং প্রতিটি তত্ত্বকে তমোগুণী রূপ থেকে সতোপ্রধান স্বরূপে প্রদান করে নেয়। কলিযুগে এই তত্ত্ব গুলিই প্রবঞ্চনা করে আর দুঃখ দেয়। সঙ্গমযুগে তার পরিবর্তন হয়ে যায়। রূপ বদলে যায়। সত্যযুগে এই পাঁচ তত্ত্ব দেবতাদের সুখের উপাদান হয়ে যায়। এই সূর্য তোমাদের খাবার প্রস্তুত করবে, তো ভান্ডারী হয়ে যাবে তখন, তাই না ! এই বায়ু তোমাদের ন্যাচারাল পাখা হয়ে যাবে। তোমাদের মনোরঞ্জনের উপাদান হয়ে যাবে। বায়ু প্রবাহিত হলে গাছের পাতা নড়বে আর গাছের ডালপালা এমন নড়বে, ডালপালার নড়ার কারণে নানান প্রকারের সুরক্ষা নি স্বতঃই বাজতে থাকবে। তো মনোরঞ্জনের উপকরণ হয়ে গেল না ! এই আকাশ তোমাদের জন্য রাজপথ হয়ে যাবে। বিমান কোথায় চালাবে ? এই আকাশই তোমাদের পথ হয়ে উঠবে। এত বড় হাইওয়ে কোথাও আছে কী ? বিদেশে আছে ? যত মাইলই বানাক না কেন, আকাশ পথ তো তার কাছে ছোটই, তাই না ! এত বড় রাস্তা কোথাও আছে কী ? আমেরিকাতে আছে কী ? আর হবে অ্যাকসিডেন্ট রহিত রাস্তা। ৮ বছর বয়সের বাচ্চাও যদি চালায়, তবুও পড়বে না। তাহলে বুঝতে পেরেছো ! এই জল সুগন্ধী গন্ধদ্রব্যের কাজ করবে। ভেষজ গাছপালা, শিকড়বাকড়ের কারণে গঙ্গা জল যেমন আজও অন্য জলের থেকে পবিত্র, ঠিক তেমনি সুবাসিত ভেষজ শিকড়বাকড় থাকার জন্য জলও ন্যাচারাল সুগন্ধে ভরপুর হবে। এখানে যেমন দুধ দেহে শক্তি প্রদান করে, তেমনিই সেখানকার জলই শক্তিশালী হবে, স্বচ্ছ হবে। সেইজন্য বলা হয় দুধের নদী বইবে। সবাই এখন থেকেই (শুনেই) আনন্দিত হয়ে উঠলে, তাই তো ? তেমনি এই পৃথিবী এমন শ্রেষ্ঠ ফল দেবে যে, যেমন যেমন প্রকারের স্বাদের চাও, ঠিক সেই রকম স্বাদের ফল তোমাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে। এই লবণও সেখানে থাকবে না, চিনিও থাকবে না। এখন যেমন টক এর জন্য টমেটো রয়েছে, তৈরীই রয়েছে না ! টকের কাজ হয়ে যায়। তেমনিই তোমাদের যেমন স্বাদ চাই, অনুরূপ ফল থাকবে। রস ঢালো আর সেই স্বাদ প্রস্তুত হয়ে যাবে। তো এই পৃথিবী এক তো শ্রেষ্ঠ ফল, শ্রেষ্ঠ অল্প প্রদান করবার সেবা করবে, অন্যদিকে ন্যাচারাল সীন- সীনারি, যাকে বলা

হয় প্রকৃতি, সেই ন্যাচারাল দৃশ্যাবলী, পাহাড়ও থাকবে। এমন সোজা পাহাড় থাকবে না। ন্যাচারাল বিউটি - ভিন্ন ভিন্ন রকমের পাহাড় থাকবে। কোনোটা পাথির রূপে, কোনোটা ফুলের রূপে থাকবে। এমন ন্যাচারাল গঠনবিন্যাস হবে। কেবল নামমাত্র হাত লাগতে হবে। এমনই এই পাহাড় সেবাধারী হয়ে যাবে। কিন্তু কার সেবাধারী হবে? স্বরাজ্য অধিকারী আত্মাদের সেবাধারী হবে। তাই এখন নিজেকে দেখো, ৫ বিকার শত্রু থেকে সেবাধারীতে রূপান্তরিত হয়েছে? তবেই বলা হবে স্বরাজ্য অধিকারী। ক্রোধ অগ্নি যোগ অগ্নিতে বদলে যাবে। তেমনি লোভ বিকার, লোভ অর্থাৎ কামনা। সীমিত কামনা বদলে শুভ কামনা হয়ে যাবে যে - আমার প্রতিটি সংকল্প, বাণী, কর্মের দ্বারা আমি যেন নিঃস্বার্থ অসীমের সেবাধারী হয়ে যাই। আমি যেন বাবা-সম হয়ে যাই - এমন শুভ বাসনা অর্থাৎ লোভের পরিবর্তিত রূপ। তাকে শত্রু বানানোর পরিবর্তে সেবা কার্যে লাগাও। প্রত্যেকের মধ্যেই বেশ ভালোই মোহ রয়েছে। বাপদাদার প্রতি মোহ আছে তো? তোমরা এক সেকেণ্ডও বাবার সাথে দূরে থাকতে চাও না - একে মোহ বলা যাবে, নাকি যাবে না? কিন্তু এই মোহ সেবা করাবে। যারাই তোমাদের দু'নয়ন দেখবে, তারা তোমাদের দু'নয়নে সমাহিত বাবাকেই দেখবে। তোমাদের মুখ দিয়ে নিঃসারিত বাবার অমূল্য বোলই তারা কেবল শুনবে। তো মোহ বিকার সেবাতে নিয়োজিত হয়ে যাবে। বদলে গেল না! ঠিক তেমনি অহংকার। দেহ-অভিমান থেকে দেহী-অভিমानी হয়ে যাবে। শুভ অহংকার অর্থাৎ আমি আত্মা বিশেষ আত্মা হয়ে গেছি। লক্ষ কোটি গুণ ভাগ্যবান হয়ে গেছি। নিশ্চিন্ত (বেফিকর) বাদশাহ হয়ে গেছি। এই শুভ অহংকার অর্থাৎ ঈশ্বরীয় নেশা সেবার নিমিত্ত হয়ে যায়। তো এইভাবে পাঁচটি বিকার বদলে সেবার উপযোগী হয়ে গেলে, শত্রু থেকে সেবাধারী হয়ে গেল না! অতএব, এইভাবে চেক করো যে, মায়াজিৎ প্রকৃতিজিৎ কতদূর হয়েছ? রাজা তখন হবে, যখন আগে দাসদাসী তৈরী হয়ে যাবে। যে নিজে দাসের অধীন হবে, সে রাজ্য অধিকারী কীভাবে হতে পারবে!

ভারতের বাচ্চাদের সাথে মিলন মেলার প্রোগ্রাম অনুসারে আজ হল শেষ দিন। তো মেলায় আজ অন্তিম ডুব দেওয়ার দিন। এর গুরুত্ব অনেক। এই মহান গুরুত্বপূর্ণ দিনে, ওই সঙ্গম মেলায় যখন যায়, মনে করে - সব পাপ ডুব দিয়ে ভস্ম করে সমাপ্ত করে যাবে। সুতরাং তোমাদের সকলের ৫ বিকারকে চিরকালের জন্য সমাপ্ত করবার সংকল্প করা, এটাই হল অন্তিম ডুব দেওয়ার মহত্ব। তো সকলে পরিবর্তন করবার দৃঢ় সংকল্প করেছ? ছাড়তে হবে না, বদলে দিতে হবে। শত্রু যদি তোমার সেবাধারী হয়ে যায়, তবে শত্রু পছন্দ? নাকি সেবাধারী পছন্দ? তো আজকের দিনে চেক করো আর চেক করো, তবেই মিলন মেলার মহত্ব। বুঝেছ, কী করতে হবে? এমন ভাবে না যেন, চার (বিকার) তো ঠিক আছে, বাকি একটা যদি থেকেও গিয়ে থাকে, কোনো ব্যাপার না। কিন্তু এই এক-ই চারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এরা একে অন্যের সাথে সংযুক্ত, সেইজন্য রাবণের দশটি মাথাকে একসাথে দেখানো হয়। তাই অবশ্যই দশহরা পালন করে যেও। ৫ প্রকৃতির তত্ত্ব জিৎ এবং ৫ বিকার জিৎ, ১০ হয়ে গেল, তাই না! তো বিজয়া দশমী পালন করে যেও। সমাপ্ত করে দন্ধ করে ভস্ম সাথে করে নিয়ে যেও না। ভস্মও যদি সাথে করে নিয়ে যাও, তাহলে আবার ফিরে আসবে। ভূত হয়ে এসে যাবে। সেইজন্য সেটাও জ্ঞান সাগরে সমাপ্ত করেই যেও। আচ্ছা -

এমন সদা স্বরাজ্য অধিকারী, অলৌকিক তিলকধারী, রাজমুকুটধারী, প্রকৃতিকে যারা দাসী বানিয়ে দিতে পারে, ৫ শত্রুকে সেবাধারী বানিয়ে দিতে পারে, সদা নিশ্চিন্ত বাদশাহ, আধ্যাত্মিক নেশায় মত্ত বাদশাহ, এমন বাবার সম সদা কালের বিজয়ী বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ--সুমন আর নমস্কার।

কুমারীদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার

১) এখন নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ কুমারী অনুভব করো ? সাধারণ কুমারীরা হয় চাকরীর ডালা বহন করে বেড়ায়, নয়ত দাসী হয়ে যায় । কিন্তু শ্রেষ্ঠ কুমারীরা বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে যায় । এমন শ্রেষ্ঠ কুমারী তোমরা, তাই তো ? জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য কী হতে পারে ? সঙ্গদোষ বা সম্বন্ধের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, এই লক্ষ্যই থাকে তাই না ? বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া নয়। কী করব বন্ধন রয়েছে যে, কী করব চাকরি করতে হবে, সেইজন্য বলা হয় বন্ধনে আবদ্ধ। তাই, না সম্বন্ধের বন্ধন, না জীবিকার ডালার বন্ধন। উভয় বন্ধন থেকে যে মুক্ত, সে-ই বাবার প্রিয় হয় । এমন নির্বন্ধন তো ? উভয় জীবনই তোমাদের সামনে রয়েছে। সাধারণ কুমারীদের ভবিষ্যৎ আর বিশেষ কুমারীদের ভবিষ্যৎ দুইই সামনে রয়েছে। তো দুটোকে দেখে নিজেই বিচার করতে পারবে। যেমন বলবে তেমন করবে, এই রকম নয়। নিজের জন্য নির্ণয় নিজেই নিজের জজ হয়ে নাও। শ্রীমৎ তো হল বিশ্ব কল্যাণকারী হও। সেটা তো ঠিকই, কিন্তু শ্রীমতের সাথে সাথে স্বেচ্ছায় নিজের উৎসাহে যে এগিয়ে যায়, সে-ই সর্বদা সহজেই এগিয়ে যেতে থাকে। কারো কথায় বা অন্যরা কী বলবে সে কথা ভেবে কিছুটা সেই লজ্জায়, যদি না হই তবে যদি লোকে বলে যে, এর তো মনের জোর নেই - অন্যদের চাপে পড়ে যদি কেউ পা বাড়ায়ও, তবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তার পক্ষে পরিশ্রম সাপেক্ষ হবে। আর যারা নিজ উৎসাহে আসে, পরিস্থিতি কত বড়ই হোক না কেন, তার কাছে সেটা নিতান্তই সহজ মনে হবে। কারণ তার মনের উদ্দীপনা রয়েছে যে। তার নিজের উৎসাহ-উদ্দীপনাই তার পাখনা হয়ে যায়। কত বড় পাহাড়ই হোক, উড়ন্ত বিহঙ্গ তাকে সহজেই অতিক্রম করে নিতে পারে। আর যারা হাটছে বা চড়ছে, কতখানি পরিশ্রম করে আর কতটা সময় নিয়ে সেই পাহাড়কে অতিক্রম করবে ! তাই মনের উৎসাহ পাখনার কাজ করে। এই পাখনা বা ডানার সাহায্যে যে ওড়ে, তার কাছে ওড়া সব সময়ই সহজ। বুঝেছ ? তো শ্রেষ্ঠ মত হল বিশ্ব কল্যাণকারী হও, কিন্তু তাও নিজেই নিজের জজ হয়ে নিজের জীবনের নির্ণয় নাও। বাবা তো মতামত জানিয়েই দিয়েছেন, সেটা নতুন কোনো কথা নয়। এখন নিজে নির্ণয় নাও, তাহলে সর্বদা সফল হতে পারবে। সমঝদার ব্যক্তি সে-ই, যে ভেবে চিন্তে পা ফেলে। ভাবতেই থাকে, এমন নয় বরং এ বিষয়ে ভাবলো, বুঝলো আর ব্যাস্ করে ফেললো। একেই বলা হয় সমঝদার। সঙ্গমযুগে কুমারী হওয়া - এ হল প্রথম ভাগ্য। এই ভাগ্য তো তোমরা অবিনাশী ড্রামা অনুসারে পেয়েছ। এখন সেই ভাগ্যের উপরে ভাগ্য বানিয়ে যেতে থাকো। এই ভাগ্যকে কার্যে রূপদান করলে ভাগ্য বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। আর এই প্রথম ভাগ্যকেই যদি খুইয়ে ফেলো, তবে তো সদাকালের সকল ভাগ্যকেই খুইয়ে ফেলবে। সেইজন্য বড়ই ভাগ্যবান তোমরা। নিজে ভাগ্যবান হয়ে এখন অন্য সেবানারীদের ভাগ্যকেও তৈরী করার নিমিত্ত হও। বুঝেছ তোমরা !

সেবানারী (টিচারদের) বোনের প্রতি : -

সেবানারী অর্থাৎ সদাই যে সেবার আমোদে থাকে। তারা সদাই নিজের জীবনে আমোদের অনুভব করে। সেবানারী অর্থাৎ মৌজ বা আমোদের জীবন। অতএব, এমন সদা স্মরণ আর সেবার আমোদে থাকো, তাই না ! স্মরণ করবার মধ্যেও কিন্তু আমোদ রয়েছে আর সেবার আমোদ রয়েছে। জীবনও যেমন আমোদের, যুগও তেমনই আমোদের। যে সদাই আমোদে থাকে, তাকে দেখে অন্যরাও তাদের নিজেদের জীবনে আমোদের অনুভব করে। যত বড় মানসিক চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিই আসুক না কেন, আমোদে থাকা সেই আত্মা তাদেরকেও সেই দূশ্চিন্তা থেকে বের করে এনে আনন্দের মাঝে নিয়ে

আসে। এমন সেবাধারী, যে আমোদে থাকে, সে সদা শরীরে মনে সুস্থ থাকে। আমোদে থাকা ব্যক্তি উড়তে থাকে, কেননা খুশীতে থাকে। এমনিতে তো বলাই হয় - এ তো খুশীতে নাচতেই থাকে। চলছে, কিন্তু যেন নাচছে। নাচতে থাকা মানেই অনেক উঁচুতে ওঠা। পা উঁচু হবে তবেই তো নাচবে, তাই না ! তাই আমোদে থাকা মানেই হল খুশীতে থাকা। সেবাধারী হওয়া, অর্থাৎ বাপদাদার থেকে বিশেষ বরদান নেওয়া। সেবাধারীর বিশেষ বরদান রয়েছে - এক, নিজের প্রতি অ্যাটেনশান, দ্বিতীয় হল বরদান । অর্থাৎ ডবল লিস্ট। সেবাধারী হওয়া, অর্থাৎ সদা মুক্ত আত্মা হওয়া, জীবনমুক্ত অনুভব করা।

২ সেবাধারীরা, তোমরা সদা সফলতা স্বরূপ হয়েছ ? সফলতা হল জন্মসিদ্ধ অধিকার । অধিকার, সব সময়ই সহজে মেলে। পরিশ্রম করতে হয় না। তো অধিকারের রূপে সফলতার অনুভবকারী হয়েছ ? সফলতা হয়েই রয়েছে, এই দৃঢ় বিশ্বাস (নিশ্চয়) আর নেশা যেন থাকে। সফলতা আসবে কি আসবে না, এমন সংকল্প চলে না তো ? অধিকার যখন রয়েছে, তখন অধিকারীর যদি অধিকার প্রাপ্ত না হয়, এ হতেই পারে না। নিশ্চয় যদি থাকে, তবে বিজয় তো হয়েই রয়েছে। সেবাধারীর পরিভাষা এটাই। পরিভাষা যেটা, সেটাই হল প্র্যাকটিক্যাল। সেবাধারী অর্থাৎ সহজেই সফলতার অনুভবকারী।

বিদায় নেওয়ার সময় : - (সকলে গীত গাইল : না, এখনই যেও না, মন যে ভরেনি এখনও [অভি না যাও ছোড়কর, দিল অভি ভরা নেহি]) বাপদাদা যতখানি প্রেমের সাগর, ততটাই অনাসক্তও। স্নেহমাথা কিছু কথা, সে তো সঙ্গমযুগেরই আমোদ। আমোদিত থাকো, খাও দাও, নাচো, তবে তা নিরন্তর হওয়া চাই। এখন যেমন স্নেহে নিমজ্জিত রয়েছ, এমনই নিমজ্জিত থাকো। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার হৃদয়ের সঙ্গীত তো শুনতেই থাকেন। আজ মুখের গীতও শুনলেন। বাপদাদা শব্দকে দেখেন না, টিউনও দেখেন না, অন্তরের আওয়াজকে শোনেন। এখন তো সদা সাথেই রয়েছ তোমরা, সাকারেও এবং অব্যক্ত রূপেও, সদাই সাথে রয়েছ। এখন বিচ্ছেদের দিনেরও অবসান হয়েছে। এখন এই সঙ্গমযুগ তো পুরোটাই হল মিলন মেলা। কেবল এই মেলাতে এখন দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে - কখনো ব্যক্ত হয় কখনো অব্যক্ত। আচ্ছা - গুড মর্নিং।

বরদানঃ - আত্মিক শক্তির আধারে (ভিত্তিতে) শারীরিক শক্তির অনুভবকারী সদা সুস্থ ভব

এই অলৌকিক জীবনে আত্মা এবং প্রকৃতি (শরীর) উভয়েরই সুস্থ থাকা আবশ্যিক। আত্মা যদি সুস্থ থাকে, তবে শরীরের হিসাব-পত্র বা শরীরের রোগ ভোগ শূল থেকে কাটায় পরিণত হয়ে যাওয়ার কারণে, স্ব স্থিতির কারণে সুস্থ অনুভব করে। তাদের মুখের ভাষায়, চেহারা অসুস্থতার কষ্টের চিহ্ন থাকে না। কর্ম ভোগের বর্ণনার পরিবর্তে কর্মযোগের স্থিতির বর্ণনা করতে থাকে। তারা তাদের পরিবর্তন শক্তির দ্বারা কষ্টকে সন্তুষ্টতায় পরিবর্তিত করে, সন্তুষ্ট থাকে আর সন্তুষ্টতার ঢেউ ছড়িয়ে দেয়।

স্লোগানঃ - আন্তরিক ভাবে, তন দ্বারা, একে অপরকে ভালোবেসে সেবা করো, নিশ্চিত সফলতা লাভ হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র সর্বদা উন্মোচিত থাকলে খুশিতে রোমাঞ্চিত হয়ে যাবে, খুশির পারদ সর্বদা উর্ধ্বে থাকবে"

প্রশ্ন :- এইসময় মানুষের দৃষ্টি খুবই দুর্বল হয়ে গেছে, এইজন্য তাদের বোঝানোর জন্য কেমন যুক্তি চাই ?

উত্তর :- বাবা বলছেন, তাদের জন্য তোমরা এমন বড় বড় চিত্র বানাও যা তারা দূর থেকে দেখেই বুঝে যায়। এই গোলকের (সৃষ্টিচক্রের) চিত্র তো খুব বড় হওয়া চাই। এটা হচ্ছে অন্ধের সামনে আয়নার মতো।

প্রশ্ন :- সমগ্র দুনিয়াকে স্বচ্ছ বানাতে কে তোমাদের সাহায্য করবে ?

উত্তর :- এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় তোমাদের সাহায্য করবে। এই অসীম জগতকে সাফাই করার জন্য অবশ্যই কারো না কারোর সাহায্যের প্রয়োজন।

ওম শান্তি । কথিতও আছে - "বাবার থেকে এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি" । বাকিরা তো সব জীবনবন্ধ অবস্থায় থাকবে। এই ত্রিমূর্তি আর গোলকের চিত্র - এই দুটিই হল মুখ্য। চিত্রগুলি অনেক বড় বড় হওয়া চাই। অন্ধদের জন্য তো বড় বড় আয়নার দরকার, তাই না, যাতে তারা ভালভাবে দেখতে পাবে। এখন সকলেরই দৃষ্টি দুর্বল হয়ে গেছে, বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। বুদ্ধি বলা হয় তৃতীয় নেত্রকে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন খুশি বিরাজ করছে। খুশিতে যাদের রোমাঞ্চিত হয় না, শিব বাবাকে স্মরণ না করলে বলা যাবে, জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র অন্ধ খোলা আছে, দৃষ্টি ঘোলাটে। বাবা বোঝাচ্ছেন - কাউকে বোঝাতে হলে জ্ঞানের বিষয় খুব শর্টে বোঝাও। বড় বড় মেলা ইত্যাদি হয়। বাচ্চারা জানে সেবা করার জন্য বাস্তুবে একটি চিত্রই যথেষ্ট। যদি গোলকের চিত্রও হয়, তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। বাবা - ড্রামা আর ঝাড়ের অথবা কল্পবৃক্ষের আর ৮৪ জন্মের চক্রের রহস্য বোঝাচ্ছেন । ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এটাও একদম পরিষ্কার। এই চিত্রটিতেই সকল জ্ঞানের সার আছে। আর অন্যান্য সব চিত্রের দরকারই নেই। এই দুই চিত্র অনেক বড় হবে আর বড় বড় অক্ষরে লেখাও থাকবে - "জীবনমুক্তি দান পরমপিতা পরমাত্মার জন্মসিদ্ধ অধিকার এবং তা বিনাশের আগেই পাওয়া যাবে"। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে সবাই তা বুঝে যাবে। তোমাদের বোঝানোর দরকার থাকবে না। অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম জগতের এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এটা তো অবশ্যই স্মরণে রাখা চাই। কিন্তু মায়া তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেয়। সময়ও অতিবাহিত হয়ে চলেছে। গীতও আছে না - "অনেক গেছে, মাত্র অল্পই বাকি আছে"। এর অর্থ এই সময়কার-ই। বাকি অল্প সময়ই অবশিষ্ট রয়েছে। স্থাপনার কার্য হয়ে চলেছে। বিনাশের জন্য অল্প সময়েই অবশিষ্ট আছে। অল্পের থেকেও অল্প অবশিষ্ট থাকবে। ভাবো, তাহলে কি হবে ? এখনও তো কেউ অজ্ঞাননিদ্রা থেকে জাগরিত হচ্ছে না। অন্তিম সময় জাগরিত হবে। ধীরে ধীরে তাদের চোখ বড় বড় হবে । এটা স্থূল নেত্র নয়, বুদ্ধিরূপী নেত্র। ছোট ছোট চিত্রতে এত মজা আসে না। বড় বড় চিত্রের দরকার। বিজ্ঞানও অনেক সাহায্য করবে। বিনাশের সময় পঞ্চতন্ত্রও সাহায্য

করবে। বিনা কড়ি ব্যয়ে তোমাদেরকে কত সাহায্য করবে। তোমাদের জন্য একদম সাফাই করে দেয়। এটা একদম নোংরা দুনিয়া। আজমিরে স্বর্গের নিদর্শন আছে। এই দিলওয়ারা মন্দিরে স্থাপনার নিদর্শন আছে। পূর্বে তোমাদের এসব কিছুই বোধগম্য ছিল না। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো। যদিও মানুষ বলে যে, - আমরা তো জানতামই না যে, বিনাশ হয়ে যাবে, বুঝতেই পারিনি। একটা গল্প আছে না, বাঘ এসেছে..... বাঘ এসেছে....। কেউ বিশ্বাস করতো না। একদিন সব গরুকে খেয়ে নিল। তোমরাও বলতে থাকো - এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হলো বলে । অনেক সময় চলে গেছে...আর অল্পই অবশিষ্ট আছে।

এই সমস্ত জ্ঞান তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকতে হবে। আত্মাই ধারণা করে। বাবার আত্মার মধ্যেও জ্ঞান আছে। তিনি যখন শরীর ধারণ করেন তখন জ্ঞান শোনান। অবশ্যই তার মধ্যে অনেক জ্ঞান আছে, তবেই তো তাঁকে "জ্ঞানের সাগর", "গডফাদার" বলা হয়। তিনি সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। নিজেকেও জানেন, আর সৃষ্টিচক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সেই জ্ঞানও তাঁর আছে। এইজন্য ইংরেজীতে 'নলেজফুল' কথাটি খুব সুন্দর বলা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টিরপী বৃক্ষের বীজরূপ, তাই তাঁর মধ্যে সমস্ত জ্ঞান আছে। তোমরা এটা জানো পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। শিববাবা তো হলেনই নলেজফুল। এটা ভালোভাবে বুদ্ধিতে থাকা চাই। এইরকম নয় যে, সবার বুদ্ধিতেই একইরকম ধারণা হবে। হয়তো ডায়েরিতেও লেখে, কিন্তু ধারণা কিছু নেই। নামমাত্র লেখে। কাউকে কিছুই বোঝাতে পারে না। শুধু কাগজকেই বলে। কাগজ কি করবে। কাগজ দেখে তো কেউ বুঝতে পারবে না। এই চিত্র দ্বারা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বড়োর থেকেও বড় জ্ঞান, তাই অক্ষরও বড় বড় হওয়া চাই। বড় বড় চিত্র দেখে মানুষ বুঝবে এর মধ্যে অবশ্যই কিছু সার আছে। স্থাপনা আর বিনাশও লেখা আছে। রাজধানী স্থাপনা, এটা হচ্ছে পরমপিতা পরমাত্মার জন্মগত অধিকার। প্রত্যেক বাচ্চারই অধিকার হলো জীবনমুক্তি লাভ করা। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকবে যে সবাই জীবনবন্ধুতে আছে, সবাইকে জীবনবন্ধু থেকে জীবনমুক্তিতে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে? প্রথমে শান্তিধামে যাবে, তারপর সুখধামে। সুখধামকে জীবনমুক্তি বলা হয়। এই চিত্র অনেক বড় হওয়া চাই। মুখ্য চিত্র এটাই, তাই না। অনেক বড় বড় অক্ষরে লেখাও থাকবে। তবে তো মানুষ বলবে বি.কে. -রা এত বড় চিত্র বানিয়েছে, অবশ্যই কিছু জ্ঞান আছে। তো যেখানে যেখানে এত বড় বড় চিত্র দেখবে, সেখানে জিজ্ঞাসা করবে- এটা কি ? বোলো- এত বড় চিত্র আপনাদের বোঝানোর জন্যই করা হয়েছে। এখানে পরিষ্কার লেখা আছে - অসীম জগতের রাজ্যপদ এদেরই ছিল। এ তো কালকেরই কথা। আজ সেটা নেই, কেননা ৮৪ বার পুনর্জন্ম নিতে নিতে নিচে এসে গেছে। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান তো হতেই হবে। জ্ঞান আর ভক্তি, পূজ্য আর পূজারীর খেলা। অর্ধেক - অর্ধেক করে পুরো খেলা চলছে। তো এইরকম বড় বড় চিত্র বানানোর সাহস চাই। সেবা করার শখ চাই। দিল্লিতে তো প্রতিটি কোণায় কোণায় সেবা করা দরকার। মেলা প্রভৃতিতে তো অনেক মানুষ যায়। সেখানে তোমাদের এই চিত্র অনেক কাজে আসবে। ত্রিমূর্তি আর গোলোকের চিত্রই হলো মুখ্য। এটা খুব ভালো জিনিস। অন্ধের সামনে আয়নার সমান। অন্ধদের পড়ানো হয়ে থাকে। পড়াশোনা তো আত্মা করে। কিন্তু ছোট অবস্থায় আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছোট হয়। তাই তাদের পড়ানোর জন্য চিত্র ইত্যাদি দেখানো হয়। তারপর একটু বড় হলে তো পৃথিবীর ম্যাপ দেখানো হয়। তারপর সেই সমস্ত ম্যাপ (নকশা) বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যায়। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র ড্রামার চক্র আছে, এতসব ধর্ম আছে। কিভাবে নান্নার অনুসারে ওপর থেকে নামে, আবার চলেও যায়। সেখানে তো একটাই আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্ম হবে। যাকে স্বর্গ বলা হয়। বাবার সাথে যোগযুক্ত হলে আত্মা পতিত

থেকে পবিত্র হয়ে যায়। ভারতের প্রাচীন যোগ প্রসিদ্ধ আছে। যোগ অর্থাৎ স্মরণ। বাবাও বলেন আমাদের অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে এটা বলতেই হয়। লৌকিক বাবাকে এটা বলতে হয় না যে, আমাদের স্মরণ করো। বাচ্চারা নিজে থেকেই বাবা-মাম্মা বলতে থাকে। সেটা হলো লৌকিক মাতা-পিতা, এটা হচ্ছে পারলৌকিক। গীত আছে - "তোমার কৃপাতে গহীন সুখ পাওয়া যায়..."। যার গভীর দুঃখ হয়, সে-ই তখন এই গীত গায়। সুখের সময় তো বলার দরকার হয় না। দুঃখ হলে তবেই ডাকে। এখন তোমরা বুঝে গেছো, ইনি মাতা-পিতা। বাবা বলেন যে, প্রতিদিন আমি তোমাদের গুপ্ত রহস্য শোনাই। আগে জানা ছিল কি যে, মাতা পিতা কাকে বলা হয় ? এখন তোমরা জেনে গেছো, পিতা তো তাঁকেই বলা হয়। পিতার থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, ব্রহ্মা বাবার মাধ্যমে (উত্তরাধিকার দেন শিব বাবা)। মাতাও চাই, কেননা বাচ্চাদেরকে দত্তক নিতে হয়। এসব কথা কেউই বুঝতে পারবে না। তাই বাবা বারবার বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো। জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা যেখানেই যাও, যদি বিদেশেও যাও, সাত দিনের কোর্স তো করেছো, বাবার থেকে সত্যযুগের অবিদ্যার উত্তরাধিকার তো নিয়েছো। স্মরণের যাত্রাতেই আত্মা পবিত্র হবে। স্বর্গের মালিক হবে, এই লক্ষ্য তো বুদ্ধিতে আছে ! তারপর তো যেখানে খুশি যাও। সমগ্র গীতার জ্ঞান এই ব্যাজে আছে। কাউকে জিজ্ঞাসা করারও দরকার নেই যে, কি করব ? বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে হলে, বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। তোমরা অনেকবার বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার নিয়েছো। ড্রামার চক্র পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। অনেকবার তোমরা শিক্ষকের কাছ থেকে পড়ে কোনো না কোনো পদ প্রাপ্ত করেছো। পড়ার সময় বুদ্ধিযোগ শিক্ষকের সাথেই থাকে, তাইনা! পরীক্ষা ছোট হোক বা বড়, আত্মাই তো পড়ে। এঁনার আত্মাও এখন পড়ছে। শিক্ষকে আর লক্ষ্য-বস্তুকে স্মরণ করতে হবে। সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে। বাবা আর সত্যযুগকে স্মরণ করতে হবে। দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। যত যত ধারণ করবে ততই উঁচু পদ পাবে। ভালো ভাবে স্মরণ করলে এখানে আসার কি দরকার থাকে ! তবুও সবাই আসে। এইরকম শ্রেষ্ঠ বাবা, যাঁর থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আসে। মন্ত্র নিয়েই সবাই আসে। সবাই তো অত্যন্ত উঁচু মন্ত্র পেয়েছো। জ্ঞান তো সব ভালোভাবে বুদ্ধিতে আছে।

এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে, বিনাশী অর্থের জন্য বেশি সময় নষ্ট করার দরকার নেই। সেসব তো মাটিতে মিশে যাবে। বাবার কি কিছু চাই ? কিছুই চাইনা। যা কিছু খরচা ইত্যাদি তোমরা করো, তা তো নিজের জন্যই করো। জ্ঞানপ্রাপ্ত করার জন্য এক পয়সাও খরচ করতে হয় না। কোনো গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি কেনার দরকার তো নেই যুদ্ধ করার জন্য। তোমাদের লড়াই চলছে, সমগ্র দুনিয়ার থেকে গুপ্ত ভাবে। তোমাদের লড়াই দেখো কেমন ! একে বলা হয় যোগবল। সমস্ত বিষয় গুপ্ত। এখানে কাউকে মারার দরকার নেই। তোমরা শুধু বাবাকে স্মরণ করো। তাদের সকলের মৃত্যু ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর তোমরা যোগবল জমা করার জন্য এই পড়াশোনা করো। পড়াশোনা সম্পূর্ণ হলে পুনরায় প্রালব্ধ চাই নতুন দুনিয়ার জন্য। পুরানো দুনিয়ার জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। গীতও আছে না - "নিজের কুলের বিনাশ কিভাবে করে...."। কত বড় কুল। এতে সমগ্র ইউরোপ এসে যাবে। এই ভারত তো আলাদা ভাবে অবস্থান করছে। বাকি সব শেষ হয়ে যাবে। যোগবলের দ্বারাই তোমরা সমগ্র বিশ্বের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করবে। এই লক্ষ্মীনারায়ণের মতো পবিত্রও হতে হবে। সেখানে ক্রিমিনাল দৃষ্টি হবে না। পরবর্তীকালে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে। নিজেদের দেশের নিকটে আসতেই গাছপালা চোখে

পড়তেই মন খুশিতে ভরে যায় । তোমরাও এখন নিজের ঘরের সামনে এসে পৌঁছেছো। তোমরাও ঘরে চলে যাবে। পুনরায় সুখধামে আসবে। আর অল্প সময় আছে। স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছিলে, কত সময় অতিক্রান্ত হল ? এখন পুনরায় স্বর্গ নিকটে আসছে। তোমাদের বুদ্ধি উপরে চলে যায়। সেখানে হল নিরাকার দুনিয়া, যাকে ব্রহ্মাওও বলা হয়ে থাকে। আমি সেখানকার নিবাসী। এখানে তোমরা ৮৪ জন্ম ধরে তোমাদের কর্মফল অনুযায়ী ভূমিকা পালন করে চলেছো। এখন আমি ফিরে যাচ্ছি। তোমরা বাচ্চারা হলে অলরাউন্ডার (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পার্ট) । শুরু থেকে সম্পূর্ণ ৮৪ বার জন্ম তোমরাই নিয়েছো। যারা দেবীতে আসে তাদের অলরাউন্ডার বলা যাবে না। বাবা বুঝিয়েছেন, সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন কতজন্ম নাও। সর্বনিম্ন এক জন্ম পর্যন্ত। বাকিরা সবাই পরমধাম ফিরে যাবে। নাটক সম্পূর্ণ হলেই খেলা শেষ। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন, - "আমাকে স্মরণ করো। অন্তিম সময় যাকে মনে পড়বে সেই মতোই গতি হবে।" তোমরা বাবার কাছে পরমধামে চলে যাবে। তাকে মুক্তিধাম বা শান্তিধামও বলা হয়। তারপর এখানে হলো সুখ ধাম। এখন এটা দুঃখধাম। উপর থেকে প্রত্যেক আত্মাই সতোপ্রধান তারপর সতঃ-রজঃ-তমোতে আসে। এক জন্ম হলেও এই চারটি পর্যায়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। বাবা কত সুন্দর করে বাচ্চাদেরকে বসে বোঝান, তবুও বাচ্চারা স্মরণ করে না। বাবাকে ভুলে যায়। নশ্বরানুসারেই সব কিছু হয়, তাই না ! বাচ্চারা জানে যে, নশ্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী রুদ্র মালা তৈরি হয়। কতো কোটির মালা হয়। অসীম জগতের এই মালা। ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা- দুজনেরই পদবী দেখো, এ হল প্রজাপিতা ব্রহ্মারই নাম। অর্ধকল্প পর আবার রাবণ আসে। দেবতা ধর্ম, তারপর ইসলাম ধর্ম.....। মানুষ আদম-বিবিকেও স্মরণ করো আবার প্যারাডাইসকেও (স্বর্গ) স্মরণ করে। ভারত স্বর্গ ছিলো, বাচ্চাদের তো অনেক খুশি হওয়া চাই। অসীম জগতের বাবা, উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, উঁচুর থেকেও উঁচু জ্ঞান শোনান। উঁচুর থেকেও উঁচু পদ পাওয়া যায়। সবার থেকে উঁচু শিক্ষক হলেন - বাবা। তিনি শিক্ষক, আবার সঙ্গুরু হয়ে সাথেও নিয়ে যাবেন। এইরকম বাবাকে, কেন স্মরণে থাকে না ? খুশির পারদ চড়তেই থাকবে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে, মায়া চিন্তা করার সময় দেবে না। তোমরা বারবার হেরে যাও। বাবা তো বলেন, - বাচ্চারা, স্মরণের দ্বারাই তোমরা মায়াজিৎ হতে পারবে। আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতার ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

★ ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা যা কিছু শেখাচ্ছেন তা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। শুধু কাগজে নোট করলেই হবে না। বিনাশের আগে জীবনবন্ধ থেকে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করতে হবে।

২) বিনাশী ধন-সম্পদের পেছনে নিজের সময় অধিক ব্যয় ক'রো না, কেননা এসব তো মাটিতে মিশে যাবে। সেইজন্য অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিতে হবে আর দিব্য গুণও ধারণ করতে হবে।

বরদান :- অথরিটি হয়ে সময় মতো সর্বশক্তিগুলিকে কার্যে প্রয়োগ করে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

ব্যাখ্যা:- সর্বশক্তিমান বাবার দ্বারা যে সকল শক্তিগুলি প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলি যেরকম পরিস্থিতি, যেরকম সময় আর যে বিধি দিয়ে তোমরা কার্যে লাগাতে চাও, সেরকম রূপেই এই শক্তিগুলি তোমাদের সহযোগী হয়ে যাবে। এই শক্তিগুলিকে বা প্রভু-বরদানকে যেক্ষেপে চাও, সেই রূপে ধারণ করতে পারো। এক মুহূর্তের জন্য এখনই শীতলতার রূপে বা এখনই জ্বালা স্বরূপের অনুভব । কেবল সময় মতো তা কার্যে পরিণত করবার অথরিটি হও। এই সর্বশক্তি তো হল তোমাদের, অর্থাৎ মাস্টার সর্বশক্তিমানদের সেবাধারী ।

স্লোগান :- স্ব-পুরুষার্থ বা বিশ্ব কল্যাণের কাজে সাহস থাকলেই সফলতা তো হয়েই আছে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যোগবলের দ্বারা খারাপ সংস্কারকে পরিবর্তন করে নিজের মধ্যে সু-সংস্কার ভরো। পবিত্রতার সংস্কারই হলো সু-সংস্কার"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমাদের জন্মগত অধিকার কোনগুলি ? এখন তোমরা কি অনুভব কর ?

উত্তর :- তোমাদের জন্মগত অধিকার হলো মুক্তি এবং জীবনমুক্তি। এখন তোমরা এমন অনুভব কর যে, আমাদের বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা জানো যে -- বাবা এসেছেন ভক্তির ফল মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দিতে। এখন সকলকে শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে। নিজেদের ঘরের দর্শন করতে হবে।

ওম শান্তি। মানুষ, বাবাকে সত্য-সম্রাট(সাম্রাট পাতশাহ) বলে। ইংরেজীতে সম্রাট বলা হয় না, ওখানে শুধুমাত্র সত্য-পিতা বলা হয়। তারা বলে, গডফাদার ইজ ট্রুথ অর্থাৎ গডফাদার হলেন সত্য। ভারতেই বলা হয় সত্যিকারের সম্রাট। এরমধ্যে পার্থক্য তো অনেক, তিনি শুধু সত্য বলেন, সত্য শেখান, সত্য বানান। এখানেই বলা হয় সত্য-সম্রাট। সত্যও(পবিত্র) বানান আবার সত্যখন্ডের রাজাও বানান। এটাই সত্য যে, তিনি মুক্তিও দেন, জীবনমুক্তিও দেন - যাকে ভক্তির ফল বলা হয়। লিবারেশন আর ফ্রুসন অর্থাৎ মুক্তিলাভ আর সিদ্ধিলাভ (ফললাভ)। ভক্তির ফল দেন আর মুক্ত করেন। বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদের দুইই দেন। লিবারেট তো সকলকেই করেন, আর ফল তোমাদেরকে দেন। মুক্তিলাভ আর সিদ্ধিলাভ -- এমন ভাষাও তো তৈরী করা হয়েছে, তাই না। ভাষা তো অনেক। শিববাবারও তো অনেক নাম রাখা হয়েছে। কাউকে যদি বলা যে, ওঁনার নাম তো শিববাবা, তখন বলে - আমি তো প্রভু (মালিক) বলি। প্রভু তো অবশ্যই, কিন্তু তারও তো একটা নাম চাই, তাই না। নাম-রূপের উর্ধ্বে কোনো বস্তু হয় না। মালিকও তো কোন জিনিসেরই হয়, তাই না। নাম-রূপ তো অবশ্যই আছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো -- বাবা সত্যিই তোমাদের মুক্তও করেন আবার সকলকে শান্তিধামেও অবশ্যই যেতে হবে। নিজ নিকেতনের দর্শন সকলকেই করতে হবে। ঘর থেকে এসেছ তাই প্রথমে ঘরের দর্শন করবে। একেই বলা হয় গতি-সঙ্গতি। শব্দ গুলো তো(মুখে) বলে কিন্তু অর্থবিহীন। বাচ্চারা, তোমরা এমনভাবে অনুভব কর যে, আমরা ঘরেও ফিরে যাব আর ফলও প্রাপ্ত করব। নশ্বরের ক্রমানুসারেই তোমরা তা পাও। আবার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও নির্দিষ্ট সময়ানুসারে সবকিছু পায়। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে, এই পরচা (প্রচার পত্র) খুবই কাজের জিনিস --- তোমরা স্বর্গবাসী না নরকবাসী ? বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই জানো যে, এই মুক্তি-জীবনমুক্তি দুই-ই আমাদের গডফাদারলী বার্থ রাইট অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পিতার থেকে পাওয়া জন্মগত অধিকার। তোমরা লিখতেও পারো। বাচ্চারা, পিতার থেকেই তোমরা এই জন্মসিদ্ধ অধিকার লাভ কর। বাবার কাছে সমর্পণের মাধ্যমে তোমরা এই দুটো জিনিস প্রাপ্ত কর। ওটা হলো রাবণের বার্থ-রাইট, আর এ হলো পরমপিতা পরমাত্মার বার্থ-রাইট। অর্থাৎ এ হলো ভগবানের থেকে প্রাপ্ত করা জন্মসিদ্ধ অধিকার। এমনভাবে লেখা উচিত যাতে কিছু বুঝতে পারে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের স্বর্গ স্থাপন করতে হবে। কত কাজ করতে হবে। এখনও তো মনে হয় যেন শিশু, যেমন মানুষ কলিযুগের ক্ষেত্রে বলে যে, এ এখনও শিশু। বাবা বলেন, সত্যযুগের স্থাপনা এখনও শৈশবাবস্থায় রয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার(বর্সা) প্রাপ্ত করছ। রাবণের কোনো উত্তরাধিকারের কথা বলা যাবে না। উত্তরাধিকার পাওয়া যায় গডফাদারের কাছ থেকে। সে(রাবণ)

কি পিতা ? না পিতা নয়, একে শয়তান বলা হয়। শয়তানের কাছ থেকে কি উত্তরাধিকার পাওয়া যায় ? ৫ বিকার পাওয়া যায়, শো(কর্মও ব্যবহারে) সেভাবেই করে, তমোপ্রধান হয়ে যায়। এখন লোকেরা দশহরা কতরকমভাবে পালন করে, উৎসব পালিত হয়, অনেক খরচও করে। বিদেশ থেকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনা হয়। মহীশূরের দশহরা উৎসব সবচেয়ে বিখ্যাত। সেখানে ধনীও প্রচুর। রাবণ-রাজ্যে যখন ধনের আগমন হয়, তখন বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। বাবা বিস্তারিতভাবে বোঝান। এর নামই রাবণ-রাজ্য। ওখানে একে বলা হয় ঈশ্বরীয়-রাজ্য। রাম-রাজ্য বলাও ভুল। গান্ধীজী রাম-রাজ্য চাইতেন। মানুষ মনে করে, গান্ধীজীও অবতার ছিলেন। তাকে কত ধনদান করত। তাকে ভারতের বাপুজী (ফাদার অফ দ্য নেশন) বলা হতো। আর ইনি (শিব বাবা) তো সমগ্র বিশ্বের বাপু (ফাদার)। এখন তোমরা এখানে বসে রয়েছ, তোমরা জানো যে, এখন জীবাশ্মাদের সংখ্যা কত হবে। জীব (শরীর) তো বিনাশী, এছাড়া আত্মা হলো অবিনাশী। আত্মা তো অসংখ্য। যেমন উপরে নক্ষত্র থাকে, তাই না। নক্ষত্র অধিক না আত্মারা অধিক রয়েছে ? কারণ তোমরা হলে ধরনীর নক্ষত্র আর ওরা আকাশের নক্ষত্র। তোমাদের দেবতা বলা হয়, ওরা (অজ্ঞানী) তো ওগুলোকেই(জড় নক্ষত্র) দেবতা বলে। তোমাদের তো ভাগ্যশালী (লাকী) নক্ষত্র বলা হয়, তাই না।

আচ্ছা, পরস্পরের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা কর। বাবা, এখন আর এই কথায় যেতে চাইছেন না। এটা বুঝিয়েছেন যে, সকল আত্মাদের পিতা একজনই, ওঁনার বুদ্ধিতে সবই রয়েছে। যত মনুষ্য রয়েছে, তাদের সকলেরই পিতা তিনি। তোমরা সকলেই জানো যে, সমগ্র বিশ্ব সমুদ্রের (জলের) উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারোরই কিন্তু একথা জানা নেই। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে, সমগ্র সৃষ্টির উপরেই এখন রাবণ-রাজ্য। এমনও নয় যে, রাবণ-রাজ্য কোনো সাগরের তীরে অবস্থিত। চারিদিকে সমুদ্র তো রয়েছেই। কথিতও আছে তাই না যে -- নীচে ষাঁড়, আর তার শিং-এর উপর (সমগ্র) সৃষ্টি দাঁড়িয়ে রয়েছে। যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন পুনরায় শিং বদল করে। এখন পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। শাস্ত্রে অনেকপ্রকারের পৌরানিক গল্প-কাহিনী লিখে দিয়েছে। বাচ্চারা তো একথা জানে যে -- এখানে(সাকার দুনিয়া) সব আত্মারা সশরীরে রয়েছে, এদের বলা হয় জীবাশ্মা। ওখানে আত্মাদের যে ঘর রয়েছে সেখানে তো শরীর নেই। তাদের বলা হয় নিরাকারী। জীবের আকার আছে, তাই সাকার বলা হয়। নিরাকারের শরীর থাকে না। এ হলো সাকারী সৃষ্টি। ওটা হলো নিরাকারী আত্মাদের দুনিয়া। সৃষ্টি তো একেই বলা হয়, ওটা তো ইনকরপোরিয়াল ওয়ার্ল্ড (নিরাকারী দুনিয়া)। আত্মা যখন শরীরে আসে তখন সচল হয়। তা নাহলে তো শরীর কোনো কাজেই আসে না। ওটাকে (পরমধাম) বলাই হয় নিরাকারী দুনিয়া। যত আত্মা রয়েছে, তাদের সবাইকেই পরে আসতে হবে। তাই একে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ বলা হয়। সব আত্মারা যখন এখানে চলে আসে, তখন ওখানে একটিও (আত্মা) থাকে না। ওখানে যখন সব খালি হয়ে যায়, তখন পুনরায় সব ফিরে যায়। তোমরা পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে নিজেদের সংস্কার নিয়ে যাও। কেউ জ্ঞানের সংস্কার নিয়ে যায়, কেউ পবিত্রতার সংস্কার নিয়ে যায়। আসতে পুনরায় এখানেই হবে। কিন্তু প্রথমে তো ঘরে যেতে হবে। ওখানে থাকে সু-সংস্কার, এখানে হয় খারাপ সংস্কার। সুসংস্কার খারাপ সংস্কারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। পুনরায় খারাপ সংস্কার যোগবলের দ্বারা ভাল হয়ে যায়। ওখানে তো সুসংস্কার নিয়ে যাবে। বাবার মধ্যেও পড়ানোর সংস্কার রয়েছে, তাই না। যা তিনি এসে বোঝান। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। বীজের বিষয়েও বোঝান, আবার সমগ্র বৃক্ষের(ঝাড়) ব্যাপারেও বোঝান। বীজ কথা বোঝানো, সেটা হলো জ্ঞান আর বৃক্ষ সম্বন্ধে বোঝানো, সেটা হলো ভক্তি। ভক্তির বিস্তার অনেক, তাই না। বীজকে স্মরণ করা তো অতি সহজ। ওখানেই

তো যেতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে অতি অল্প সময় লাগে। পুনরায় সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতে পুরোপুরি ৫ হাজার বছর লাগে। এই চক্র একদম সঠিকভাবে বানানো হয়েছে, যা রিপীট হয়ে চলেছে। আর কেউ-ই একথা বলতে পারবে না। কেবল তোমরাই বলতে পারো। আধা-আধা করা হয়। আধা স্বর্গ, আধা নরক পুনরায় তা বিস্তারিতভাবেও (ডিটেল) বলা হয়। স্বর্গে জন্ম হয় কম। কারণ আয়ু দীর্ঘ হয়। নরকে জন্ম হয় বেশী, কারণ গড় আয়ু কম হয়। ওখানে হয় যোগী, এখানে হয় ভোগী, তাই এখানে অনেক জন্ম হয়। এই কথা অন্যেরা কেউ জানে না। মানুষের তো কিছু জানা নেই। কখন দেবতারা ছিল, তারা কিভাবে দেবতা হয়েছিল, কত কত বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল -- এও তোমরাই জানো। বাবা এইসময় বাচ্চাদের পড়িয়ে ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) দেন। তোমাদের এই সংস্কার পরে আর থাকে না। তখন হয়ে যায় দুঃখের সংস্কার। যেমন রয়্যালিটির (রাজস্বের) সংস্কার যখন তৈরী হয়, তখন জ্ঞান অর্জনের সংস্কার সমাপ্ত হয়ে যায়। এই সংস্কার সম্পূর্ণ হলে, পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে রুদ্রমালায় গাঁথা হবে, পুনরায় নশ্বরের ক্রমানুসারে নিজ ভূমিকা পালন করতে আসবে। যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছে, সে-ই প্রথমে আসে। ঔনার নামও বলে দেন। কৃষ্ণ হলো ফার্স্ট প্রিন্স অফ হেভেন (স্বর্গের প্রথম যুবরাজ)। তোমরা জানো যে, শুধু একজনই কি হবে ? না হবে না। সমগ্র রাজধানী তৈরী হবে, তাই না। রাজার সাথে তো প্রজাও চাই। এমনও হতে পারে যে একের থেকেই অন্যদের সৃষ্টি হবে। যদি বলো যে, ৮ জন্মই একসাথে আসে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো নশ্বরের ক্রমানুসারেই আসবে, তাই না। ৮ জন যদি একসাথে আসে, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের এত মহিমা-কীর্তন হয় কেন ? এই সমস্ত কথা পরে বোঝাব। তিনি বলেনও তো এমন, তাই না ! আজ অতি রহস্যময় কথা তোমাদের শোনাচ্ছি। (বিস্তারিতভাবে বলার জন্য) কিছু তো রয়ে যায়, তাই না। এই যুক্তি দেওয়া ভাল যে -- যদি দেখ লোকেরা বিশেষ কোনো বিষয়ে বুঝতে পারছে না, তখন বলো যে, আমাদের বড়দিদি এর উত্তর দিতে পারবে অথবা বলা উচিত, বাবা এখনও এই বিষয়ে বলেননি। বাবা দিন-দিন অতি রহস্যপূর্ণ কথা শোনান। একথা বলার মধ্যে কোনো লজ্জার ব্যাপার নেই। অতি রহস্যপূর্ণ পয়েন্টস্ যখন শোনান তখন তোমাদের তা শুনে অত্যন্ত আনন্দ হয়। পরে আবার বলে দেন --- 'মনমনাভব', 'মধ্যাজীভব'। শাস্ত্র যারা বানিয়েছে তারাই তো এই শব্দ গুলোকে ব্যবহার করেছে। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। বাচ্চারা, বাবার হয়ে গেছে (সমর্পিত) আর অসীম জগতের সুখ পেয়েছে। এখানে মন-বাণী-কর্মতে পবিত্রতার প্রয়োজন। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো বাবার উত্তরাধিকার লাভ করেছে, তাই না। ঐনারা হলেন প্রথম স্থানাধিকারী, যাদেরই পূজা এখন হয়। নিজেকে দেখো -- আমাদের মধ্যেও এইসব গুণ রয়েছে কিনা। এখন তো গুণহীন(বেগুণ), তাই না। নিজেদের অবগুণের কথাও কেউ জানে না।

এখন তোমরা বাবার হয়ে গেছো, তাই অবশ্যই তোমাদের চেঞ্জ হতে হবে। বাবা বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর রহস্যও বুঝিয়েছেন। ইনি(ব্রহ্মা) পতিত, উনি(বিষ্ণু) পবিত্র। অ্যাডপশন (দত্তক) এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই হয়। যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মা থাকেন তখনই অ্যাডপশন করা হয়। সত্যযুগে তো হয় না। এখানেও যদি কারো সন্তান না থাকে তখন দত্তক নেয়। প্রজাপিতারও অবশ্যই ব্রাহ্মণ সন্তান চাই। এ হলো ব্রহ্মা মুখ-জাত(মুখবংশীয়), ওরা হলো গর্ভজাত। ব্রহ্মা তো খ্যাতনামা। ঐনার পদবীও অসীম জগতের। সকলেই মনে করে প্রজাপিতা ব্রহ্মা আদিত্য, ঔনাকে ইংরেজীতে বলা হয় গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার। এ হলো অসীম জগতের পদবী (সারনেম)। ওসব হলো পার্থিব জগতের সারনেম। তাই বাবা বোঝান -- একথা অবশ্যই সকলের জানা উচিত যে, ভারতই সর্ববৃহৎ তীর্থস্থান, যেখানে অসীম জগতের পিতা আসেন। এমনও নয় যে, তিনি সমগ্র

ভারতেই বিরাজমান। শাস্ত্রে তো তারা মগধ লিখে দিয়েছে, কিন্তু বাবা নলেজ কোথায় শিখিয়েছে ? আবুতে কিভাবে এসেছে ? দিলওয়াড়া মন্দিরেও এর সম্পূর্ণ স্মরণ-চিহ্ন রয়েছে। যারা তৈরী করেছে, তাদের বুদ্ধিতে এসেছে বলেই তো বসে বানিয়েছে। সম্পূর্ণ সঠিক মূর্তি (মডেল) তো তৈরী করতে পারে না। বাবা এখানে এসেই সকলের সঙ্গতি করেন, সিন্ধুপ্রদেশে করেন না। সেটা তো পাকিস্তানে। এ হলো পাক অর্থাৎ পবিত্র স্থান। বাস্তবে পাক স্থান স্বর্গকে বলা হয়। পাক (পবিত্র) আর নাপাক (অপবিত্রের) সমগ্র এই নাটক (ড্রামা) পূর্ব-নির্ধারিত।

তাই মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা -- তোমরা একথা জানো যে, আত্মারা আর পরমাত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে বহুকাল..... কতকাল পরে মিলিত হয়েছে ? পুনরায় কবে মিলিত হবে ? সুন্দর মিলন-মেলা হয়েছে যখন দালাল-রূপে সত্গুরু-কে পাওয়া গেছে। গুরু তো অনেক, তাই না, সেইজন্য তাঁকে সত্গুরু বলা হয়। বিবাহের সময় যখন গাটছড়া (কঙ্কন পড়ানো হয়) বাঁধা হয়, তখন তাকে বলা হয় যে, তোমার স্বামীই তোমার গুরু, তোমার ঈশ্বর। আর স্বামীই সর্বপ্রথমে অপবিত্র বানায়। আজকাল দুনিয়া অত্যন্ত নোংরা(অপবিত্র) হয়ে গেছে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের ফুল (গুলগুল) হতে হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের হাতে সুদৃঢ় গাটছড়া (কঙ্কন) বাঁধেন।

এমনিতে তো শিবজয়ন্তীর সাথেই রাখিবন্ধন হয়ে যায়। গীতাজয়ন্তীও হয়ে যাওয়া উচিত। কৃষ্ণজয়ন্তী সামান্য দেরীতে নতুন দুনিয়ায় হয়। বাকি আর সব উৎসব এইসময়ের। রামনবমী কবে হয়েছে -- তাও কি কেউ জানে ? তোমরা বলবে নতুন দুনিয়ায় ১২৫০ বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর রামনবমী পালিত হয়। শিব-জয়ন্তী, কৃষ্ণ-জয়ন্তী, রাম-জয়ন্তী কবে হয়েছিল...? একথা কেউ-ই বলতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরাও এখনই বাবার মাধ্যমে জেনেছ। ভালোভাবে বলতে পারো। সমগ্র দুনিয়ার জীবন-কাহিনী তোমরা বলতে পারো। লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা কি বলতে পারবে ? না পারবে না। বাবা কত ভালোভাবে অসীম জগতের পাঠ পড়ান। একবারেই তোমরা ২১ জন্মের জন্য নগ্ন (অপবিত্র) হওয়া থেকে বেঁচে যাও। এখন তোমরা ৫ বিকার-রূপী রাবণের পর-রাজ্যে রয়েছ। এখন সম্পূর্ণ ৮৪-র চক্র তোমাদের স্মৃতিতে এসে গেছে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য মন-বাণী-কর্মে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। যোগবলের দ্বারা সুসংস্কার ধারণ করতে হবে। নিজেকে গুণবান বানাতে হবে।

২) সর্বদা খুশীতে থাকার জন্য বাবা প্রত্যহ যে রহস্যপূর্ণ কথা শোনান, তা শুনতে হবে এবং অন্যকে শোনাতে হবে। কোনো কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো না। যুক্তিযুক্তভাবে উত্তর দিতে হবে। এতে লজ্জা করা উচিত নয়।

বরদান :- স্বপ্নমানের আসনে (সীটে) আসীন হয়ে অর্ডার অনুসারে শক্তিগুলির পরিচালনকারী বিশালবুদ্ধি ভব

ব্যাখ্যা :- নিজের বিশালবুদ্ধির দ্বারা সর্বশক্তি-রূপী সেবাধারীদের সঠিক সময়ানুসারে কার্যে ব্যবহার কর। যে সমস্ত পদবী পরমাত্মার দ্বারা প্রাপ্ত করেছ, সেই নেশায় ডুবে থাকো। স্বমানের স্থিতি-রূপী সীটে সেট হয়ে থাকলে সর্বদা এমনই অনুভব হবে, যেন সর্বশক্তিগুলি সেবা করার জন্য সदा প্রস্তুত। যেন তোমার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। তাই বরদান আর উত্তরাধিকারকে কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করো। মালিক হয়ে, যোগযুক্ত হয়ে সেবাধারীদের দ্বারা যদি যুক্তিযুক্তভাবে সেবা নাও, তাহলে তারা সदा রাজী থাকবে। বার-বার অনুরোধ করতে হবে না।

স্লোগান :- যেকোনো কার্য শুরু করার পূর্বে বিশেষভাবে এই স্মৃতি ইমার্জ করো যে, সফলতা আমার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মার জন্মসিদ্ধ অধিকার।

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়াকে বশীভূত করার মন্ত্র হলো মন্মনাভব, এই মন্ত্রেই সব বিশেষত্ব সমাহিত আছে, এই মন্ত্রই তোমাদের পবিত্র করে তোলে"

"প্রশ্ন : - আত্মার নম্বর ওয়ান সেক্টির (সুরক্ষার) সাধন(পদ্ধতি) কোনটি আর কি ভাবে ?"

"উত্তর:- - স্মরণের যাত্রাই হলো সেক্টির নম্বর ওয়ান পদ্ধতি। কারণ এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের ক্যারেঙ্টার শুদ্ধ হতে থাকে। তোমরা মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। স্মরণের দ্বারা পতিত কর্মেন্দ্রীয় শান্ত হয়ে যায়। স্মরণের দ্বারাই শক্তি আসে। জ্ঞানের তলোয়ারে যোগের ধার চাই। স্মরণের দ্বারাই মধুর সতোপ্রধান হবে। কাউকেই নিরাশ করবে না। সেইজন্য স্মরণের যাত্রাতে দুর্বল হতে নেই। নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমি কতটা স্মরণের মধ্যে থাকি ?"

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের অবশ্যই সাবধান করতে হয়। কি রকম ? সেক্টি ফার্স্ট (সুরক্ষাই আগে)। কীসের সেক্টি ? স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে তোমরা খুবই সেফ (সুরক্ষিত) থাকো। বাচ্চাদের জন্য মুখ্য ব্যাপারই হলো এটি। বাবা বুঝিয়েছেন- বাচ্চারা, তোমরা যত স্মরণের যাত্রায় তৎপর থাকবে, ততই খুশীতে থাকবে আর ম্যানার্সও (আচরণ) ঠিক হবে। কারণ পবিত্র হতে হবে। ক্যারেঙ্টার্সও শুধরাতে হবে। নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে-আমার ক্যারেঙ্টার্স কাউকে কাউকে দুঃখ দেওয়ার মতো নয় তো ! আমার মধ্যে কোনো দেহ-অভিমান এসে যাচ্ছে কি? এটা ভালো ভাবে নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে। বাবা বসে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা নিজেরাও অধ্যয়ণ করো আবার অধ্যয়ণ করিয়েও থাকো। অসীম জগতের পিতা শুধুমাত্র অধ্যয়ণ করান। এছাড়া সকলেই তো হলো দেহধারী। এর মধ্যে সমগ্র দুনিয়া এসে যায়। একমাত্র বাবা হলেন বিদেহী। তিনি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বলেন যে, তোমাদেরও বিদেহী হতে হবে। আমি এসেছি তোমাদের বিদেহী করে তুলতে। পবিত্র হয়েই সেখানে যাবে। ঘৃণ্য কিছু (ছিঃ ছিঃ) তো সাথে নিয়ে যাবে না, সেইজন্য সর্বপ্রথম মন্ত্রই এটা দেওয়া হয়। মায়াকে বশীভূত করার মন্ত্র এটাই। পবিত্র হওয়ার মন্ত্র এটা। এই মন্ত্র অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এর দ্বারাই পবিত্র হতে হবে। মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। অবশ্যই আমরা দেবতা ছিলাম, সেইজন্য বাবা বলেন, নিজের সেক্টি যদি চাও, শক্তিশালী মহাবীর হতে চাও তো এই পুরুষার্থ করো। বাবা তো শিক্ষা দিতে থাকেন। এমনকি বারবার বলতেও থাকেন এ হল ড্রামা। ড্রামা অনুযায়ী একদম ঠিকঠাকই চলছে, তবুও বাচ্চাদের উল্লতির জন্য বোঝাতে থাকেন। স্মরণের যাত্রাতে দুর্বল হতে নেই। বন্ধনের জালে আবদ্ধ গোপিকারা, যারা বাইরে থাকে তারা যত স্মরণ করে, সামনে থাকে যারা ততো স্মরণ করে না, কারণ তারা যে শিববাবার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল। যারা মিলিত হয়, তাদের যেন পেট ভরে যায়। যে অনেক স্মরণ করে, সে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। দেখা যায়- ভালো-ভালো, বড়ো-বড়ো সেন্টার পরিচালনা করার মুখ্য যারা তারাও স্মরণের যাত্রায় দুর্বল। স্মরণের তীক্ষ্ণতা খুব ভালো রকমের দরকার। জ্ঞানের তলোয়ারে যোগের ধার না থাকার কারণে কারোর তীর লাগেই না, সম্পূর্ণ মরে না (লৌকিক স্থিতিকে ভোলে না)। বাচ্চারা প্রচেষ্টা করে জ্ঞানের তীর বিঁধিয়ে বাবার করে তুলতে বা মরজীবা করতে। কিন্তু মরে না, তাই অবশ্যই জ্ঞান তলোয়ারে কোনো ত্রুটি আছে। যদিও বাবা জানেন- ড্রামা একদম অ্যাকিউরেট চলছে, কিন্তু উল্লতির জন্য তো বোঝাতে থাকেন যে না! প্রত্যেকে নিজের মন থেকে

জিজ্ঞাসা করো- আমি কতোটা স্মরণ করি? স্মরণেই শক্তি জাগৃত হয়, সেইজন্য বলা হয়- জ্ঞান তলোয়ারে ধার চাই। জ্ঞান তো খুব সহজ ভাবে বোঝাতে পারা যায়।

তোমরা যত বেশি যোগে থাকবে, ততো মধুর হতে থাকবে। তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, তাই খুব মধুর ছিলে। এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। কখনো অপ্রসন্ন হতে নেই। এমন বাতাবরণ যেন না হয় যে কেউ বিক্ষুব্ধ হলো। এরকম প্রচেষ্টা করা চাই কারণ এই ঈশ্বরীয় কলেজ স্থাপন করার সার্ভিস খুবই উচ্চ মানের। ভারতে তো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই সুনাম আছে। বাস্তবে তো সেটা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় তো একই হয়। বাবা এসে সকলকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দেন। বাবা জানেন সমগ্র দুনিয়াতে যত মানুষই থাকুক, সবাই-ই নিঃশেষ হওয়ার। বাবাকে ডাকাও হয় এইজন্য যে, ঘৃণ্য দুনিয়ার বিনাশ আর নূতন দুনিয়ার স্থাপনা করো। বাচ্চারাও বোঝে বাবা একই ভাবে এসে থাকেন। এখন মায়ার কতো দাপট। ফল অফ পম্পিয়ার নাটকও দেখায়। বড়-বড় অটালিকা ইত্যাদি তৈরী করছে- এ সবই হলো মিথ্যা আড়ম্বর। সত্যযুগে বহুতল অটালিকা তৈরী হয় না। এখানে তৈরী হয় কারণ থাকার জমি কম। যখন বিনাশ হয় তখন বড়-বড় সব অটালিকা ভেঙে পড়ে। আগে এত বড়-বড় বিল্ডিং তৈরী হতো না। বম্ব যখন ছাড়া হয়, এমন ভাবে পড়তে থাকে যেন একেকটা তাস পড়ছে। এর অর্থ এটা নয় যে ওরাই মরবে আর বাকি সবাই থেকে যাবে। না, যেখানেই থাকুক, তা সমুদ্র হোক বা পৃথিবী, আকাশ, পাহাড়ে বা উড়ন্ত...সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা পুরানো দুনিয়া যে না। যে সব ৮৪ যোনী আছে (সমগ্র প্রাণীকুল) এই সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সেখানে নূতন দুনিয়াতে এসব কিছুই থাকবে না। না এত মানুষ থাকবে, না মশা, না কোনো জীব-জন্তু ইত্যাদি থাকবে। এখানে তো অনেক আছে। বাচ্চারা, এখন তোমরাও দেবতা হচ্ছে বলে ওখানে প্রতিটা জিনিস সতোপ্রধান হয়। এখানেও বড় কোনো মানুষের বাড়ী গেলে তো ভালো রকমের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। তোমরা তো সবচেয়ে বেশী বড় দেবতা হচ্ছে। বড় মানুষও বলবে না। তোমরা অনেক উচ্চ দেবতা হচ্ছে, এটা কোনো নূতন কথা না। ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমরা এরকম হয়েছিলে নম্বর অনুযায়ী। এই এতো আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না ওখানে। বাচ্চাদের অনেক খুশী থাকে- আমরা অনেক উঁচু দেবতা হচ্ছি। আমাদের অধ্যয়ণ করানোর জন্য এক বাবা-ই আছেন। তিনি আমাদের অনেক উচ্চ মানের করে তোলেন। পড়াশুনাতে প্রায়ই নম্বর অনুযায়ী পোজিশন প্রাপ্ত হয়। কেউ কম পড়ে, কেউ বেশী পড়ে। বাচ্চারা এখন পুরুষার্থ করছে, বড়-বড় সেন্টার খুলছে, যেন বড় বড় ব্যক্তির জানতে পারে। ভারতের প্রাচীন রাজযোগও বিখ্যাত। বিশেষ ভাবে বিদেশীদেরও বেশী রকম উৎসাহ জাগে রাজযোগ শেখার। ভারতবাসী তো তমোপ্রধান বুদ্ধিসম্পন্ন। বিদেশীরাও তমো বুদ্ধি সম্পন্ন, তাই তাদের শখ থাকে ভারতের প্রাচীন রাজযোগ শেখার। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ নামি-দামী, যার দ্বারা ভারত স্বর্গে পরিণত হয়েছিলো। খুব কমই আসে যারা সম্পূর্ণ ভাবে বোঝে। স্বর্গ হেভেন পাস হয়ে গেছে, তাই অবশ্যই আবার হবে। হেভেন বা প্যারাডাইস হলো সবচেয়ে ওন্টার অফ ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ বিশ্বের বিস্ময়। স্বর্গের কতো মহিমা। স্বর্গ আর নরক, শিবালয় আর বেশ্যালয়। এখন বাচ্চাদের নম্বর অনুযায়ী স্মরণে আছে যে, আমাদের শিবালয়ে যেতে হবে। ওখানে যেতে গেলে শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। উনিই হলেন সকলকে নিয়ে যাওয়ার পান্ডা। ভক্তিকে বলা হয় রাত। জ্ঞানকে বলা হয় দিন। এটা হলো অসীম জগতের কথা। নূতন আর পুরানো জিনিসে পার্থক্য থাকে। এখন বাচ্চাদের অন্তরে জাগে- এতো উচ্চতম থেকেও উচ্চ এই পঠন-পাঠন, বড় বড় বাড়িতে যদি এই পঠন-পাঠন করানো হয়, তবে বড়-বড় ব্যক্তির আসবে। একেক জনকে বোঝাতে হবে বসে। বাস্তবে অধ্যয়ণ বা শিক্ষার জন্য উত্তম স্থান হল নিরিবিলি স্থান। ব্রহ্মজ্ঞানীদের আশ্রমও দূরে দূরে

হয় আর নীচেই থাকে। এতো উপরে বহতলে থাকে না। এখন তো তমোপ্রধান হওয়াতে শহরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। সেই শক্তি শেষ হয়ে গেছে। এই সময় সকলের ব্যাটারী শেষ। এখন ব্যাটারীকে কীভাবে ভর্তি করতে হবে - এই বাবা ব্যতীত আর কেউই চার্জ করতে পারে না। ব্যাটারী চার্জ হলেই বাচ্চাদের মধ্যে শক্তি আসে। এর জন্য মুখ্য হলো স্মরণ। এতেই মায়ার বিদ্যুৎ ঘটে। কেউ সার্জনের সামনে সত্যি বলে, কেউ লুকিয়ে নেয়। ভিতরে যে ত্রুটি আছে, সেটা তো বাবাকে বলতে হবে। এই জন্মে যে পাপ করে ফেলেছো, সেটা অবিনাশী সার্জনের কাছে বর্ণনা করতে হবে, তা না হলে মনের ভিতরে ক্ষত হতে থাকবে। শোনালে পরে তখন ক্ষত থাকবে না। ভিতরে রেখে দেওয়া সেটাও ক্ষতিকারক। যারা সত্যিকারের বাচ্চা হয়, তারা সব বাবাকে বলে দেয়- এই জন্মে এই-এই পাপ করেছি। প্রত্যেক দিন বাবা জোর দিতে থাকেন, এটা তোমাদের অন্তিম জন্ম। তমোপ্রধান হওয়াতে অবশ্যই পাপ হয়ে থাকে যে ।

বাবা বলেন, আমি অনেক জন্মের শেষে যে নস্বর ওয়ান পতিত হয়েছে, তার মধ্যেই প্রবেশ করি। কারণ ওনাকেই আবার নস্বর ওয়ানে যেতে হবে। খুব পরিশ্রম করতে হয়। এই জন্মে পাপ তো হয়েছে, তাই না। কেউ জানতেই পারে না যে, আমরা এটা কি করছি। সত্যি বলে না। কেউ-কেউ সত্যি বলে দেয়। বাবা বুঝিয়েছেন - বাচ্চারা, তোমাদের কর্মেন্দ্রীয় তখনই শান্ত হবে, যখন কর্মাতীত অবস্থা তৈরী হয়। যেমন মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে তখন কর্মেন্দ্রীয় অটোমেটিক্যালি শান্ত হয়ে যায়। এতে তো ছোটবেলাতেই সব শান্ত হয়ে যাওয়া চাই। যোগবলে ভালো ভাবে থাকলে এই সব ব্যাপার এন্ড (শেষ) হয়ে যায়। ওখানে এরকম কোনো ঘট্য রোগ, নোংরা বসতি ইত্যাদি কিছুই থাকে না। মানুষ খুব পরিষ্কার-শুদ্ধ থাকে। ওখানে হলোই রাম রাজ্য। এখানে হলো রাবণ রাজ্য, তাই অনেক ধরনের নোংরা রোগ ইত্যাদি আছে। সত্যযুগে এসব কিছু হয় না। সেই দুনিয়ার বিষয়ে আর কী বলব ! নামটাই কতো ফার্স্ট ক্লাস - স্বর্গ, নূতন দুনিয়া। সব কিছুই সেখানে খুব পরিষ্কার । বাবা বোঝান- এই পুরুষোত্তম যুগেই তোমরা এই সব কথা শুনছো। আগে শোনোনি। আগে ছিলে মৃত্যু লোকের মালিক, আজ অমর লোকের মালিক হয়ে যাও। সুনিশ্চিত হয়ে যাও কাল মৃত্যুলোকে ছিলে, এখন সঙ্গমযুগে আসতে অমরলোকে যাওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ানোর জন্য কাউকে এখন পাওয়া গেছে। যে ভালোভাবে অধ্যয়ন করে, সে পয়সা কড়ি ইত্যাদিও ভালো উপার্জন করে। লৌকিক দুনিয়াতেও শিক্ষার স্থান অনেক উঁচুতে । এখানেও তাই । এই আধ্যাত্মিক পঠন-পাঠনের বলে তোমরা অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো। এখন তোমরা আলোতে আছো। এটাও তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের ছাড়া আর কারও জানা নেই। তোমারাও আবার বারে বারে ভুলে যাও। পুরানো দুনিয়াতে চলে যাও। ভুলে যাওয়ার মানে পুরানো দুনিয়াতে চলে যাওয়া।

এখন তোমাদের অর্থাৎ সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের জানা আছে যে আমরা কলিযুগে নেই। সর্বোপরি এটা স্মরণ রাখতে হবে, আমরা নূতন দুনিয়ার মালিক হচ্ছি। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেনই নূতন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য। এটা হলো শুদ্ধ অহংকার। সেটা হলো অশুদ্ধ অহংকার। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের তো কখনো অশুদ্ধ ভাবনাও আসা উচিত নয় । পুরুষার্থ করতে করতে অবশেষে শেষের দিকে রেজাল্ট বেরোবে। বাবা বোঝান, এই সময় পর্যন্ত সকলেই হলো পুরুষার্থী । পরীক্ষা যখন হয় তখন নস্বর অনুযায়ী পাস করে তারপর ট্রান্সফার হয়। তোমাদের হলো অসীম জগতের অধ্যয়ন যা শুধুমাত্র তোমরাই জানো। তোমরা অন্যদের কতো বোঝাও। নূতন-নূতন আসতে থাকে অসীম জগতের পিতার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। যদিও দূরে থাকে আবার শুনতে শুনতে

সুনিশ্চিত বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যায়। এরকম বাবার কাছে যাওয়া উচিত। যে বাবা বাচ্চাদের এমন পড়াশুনা করাচ্ছেন, তেমন বাবার সাথে তো অবশ্যই মিলিত হতে হবে। ভালো করে বুঝেই এখানে আসে। কেউ না বুঝলেও এখানে এলে বুঝে যায়। বাবা বলেন মনের মধ্যে যেকোনো কথাই থাকুক না কেন, বুঝতে না পারলে তবে জিজ্ঞাসা করো। বাবা তো চুপস্বক ! যার ভাগ্যে আছে সে ভালো ভাবে ধরতে পারে। ভাগ্যে না থাকলে সব বের হয়ে গেল। শুনে না শোনার মতো করে দেয়। এখানে কে বসে পড়ান ? ভগবান। ওঁনার নাম হলো শিব। শিববাবা-ই আমাদের স্বর্গের বাদশাহী দেন। তবে কোন্ পড়াশুনা ভালো ? তোমরা বলবে আমাদের শিববাবা পড়ান, যার দ্বারা ২১ জন্মের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এইভাবে বুঝিয়ে তাদেরকে তোমাদের বাবার কাছে নিয়ে যেতে হবে। কেউ তো সম্পূর্ণ বুঝতে না পারার কারণে এত সার্ভিস করতে পারে না। বন্ধনকে শিকলের মতো আঁকড়ে থাকে। শুরুতে তো তোমরা নিজেকে কতো শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে এসেছো। যেমন কোনো নেশাগ্রস্ত হয়। এটাও ড্রামাতে পার্ট ছিল যার প্রচেষ্টা চলেছে। ড্রামাতে ভাঙি (যোগ ভাঙি) হতো। জীবিত থেকেও মৃতবৎ, আবার মায়ার দিকে কেউ কেউ চলে গেছে। যুদ্ধ তো হয়, তাই না ! মায়া দেখে-এ তো খুব সাহস দেখিয়েছে। এখন আমি বাজিয়ে দেখব সুপরিপক্ক কিনা ? বাচ্চাদের কতো যত্ন লালন পালন করা হত। সব কিছু শেখানো হতো। বাচ্চারা, তোমরা অ্যালবাম ইত্যাদি দেখো কিন্তু শুধুমাত্র চিত্র দেখলে বুঝতে পারবে না। কে বসে বোঝাবে যে কি কি হতো ! তোমরা তো জানো, তোমরা কীভাবে ভাঙিতে পড়েছ, আবার এক একজন কীভাবে কীভাবে বেরোল ! যেমন টাকা ছাপলে তখনও কিছু-কিছু খারাপ হয়। এটাও ঈশ্বরীয় মিশনারী (নির্দিষ্ট লক্ষ্যে থাকা প্রচারকদের সমিতি)। ঈশ্বর বসে ধর্মের স্থাপনা করেন। এই কথা কারও জানা নেই। বাবাকে ডাকে, কিন্তু গরম চাটুতে জলের ছিঁটা দিলে যেমন বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, তেমনি এখানেও মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়, বোঝেই না। বলে এটা কীভাবে হতে পারে ? মায়া রাবণ একদম এরকম করে দেয়। শিববাবার পূজাও করে আবার বলে দেয় সর্বব্যাপী। শিববাবা বলেন, তবে আবার সর্বব্যাপী কীভাবে হবে ? পূজা করে, লিপ্সকে শিব বলে। এটা কি আর বলে যে এর মধ্যে শিব বসে আছেন ? এখন পাথরে-নুড়িতে ভগবানকে বলা...তবে কি সব ভগবান আর ভগবান হলো। ভগবান আনলিমিটেড তো নয়। তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝান, পূর্ব-কল্পেও এরকম বুঝিয়েছিলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আমাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এরকম মধুর বাতাবরণ তৈরী করতে হবে যেন কেউ ক্ষুধ না হয়। বাবার সমান বিদেহী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। স্মরণের শক্তি দ্বারা নিজের স্বভাব মধুর আর শান্ত করতে হবে।

২) সর্বদা এরকম নেশাতে থাকতে হবে যেন এখন আমরা সঙ্গমযুগী, কলিযুগী না। বাবা আমাদের নূতন বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য পাঠ পড়াচ্ছেন। অশুদ্ধ বাসনা নির্মূল করতে হবে।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তি দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সিদ্ধি স্বরূপ ভব

তোমাদের অর্থাৎ মাস্টার সর্বশক্তিমান বাচ্চাদের সংকল্পে এতো শক্তি আছে যে, যে সময় চাইবে সেটাই করতে পারবে আর করাতেও পারবে। কারণ তোমাদের সংকল্প সর্বদা শুভ, শ্রেষ্ঠ আর কল্যাণকারী

। শ্রেষ্ঠ আর কল্যাণের সংকল্প অবশ্যই সিদ্ধ হয়। মন সদা একাগ্র অর্থাৎ এক ঠিকানাতে স্থির থাকে, ঘুরে বেড়ায় না। যেখানে চাইবে যখন চাইবে মনকে সেখানে স্থির করতে পারবে। এতে সিদ্ধিস্বরূপ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হয়ে যায়।

শ্লোগান :- পরিস্থিতির হালচাল থেকে বাঁচতে হলে তবে বিদেহী স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে এসেছ নিজেদের চরিত্র সংশোধন করার জন্য, তোমাদের চরিত্র এখন দৈবীগুণ সম্পন্ন করে তুলতে হবে"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমাদের চোখ বন্ধ করে বসার জন্য কেন নিষেধ করা হয় ?

উত্তর :- কেননা দৃষ্টি দ্বারা মোহিত করেন যিনি সেই বাবা তোমাদের সম্মুখে । যদি চোখ বন্ধ থাকে তবে মোহিত হবে কীভাবে । স্কুলে চোখ বন্ধ করে বসতে নেই । চোখ বন্ধ থাকলে আলস্য আসবে । তোমরা বাচ্চারা তো এই স্কুলে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করছ, এই পঠন-পাঠন হল সোর্স অফ ইনকাম । পদ্ম গুণ সম (লক্ষ কোটি গুণ) লক্ষ উপার্জন প্রাপ্তি হচ্ছে, উপার্জন করতে গিয়ে আলস্য, উদাসীনতা আসা উচিত নয় ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা তো জানে রুহানী বাবা পরমধাম থেকে এসে আমাদের পড়াচ্ছেন । কি পড়াচ্ছেন ? বাবার সাথে আত্মার যোগযুক্ত হওয়ার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন, যাকে স্মরণের যাত্রা বলা হয় । বাবা এও বলেছেন -- বাবাকে স্মরণ করতে করতে মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা তোমরা পবিত্র হয়ে নিজেদের পবিত্র শান্তিধামে পৌঁছে যাবে । কত সহজভাবে বুঝিয়েছেন । নিজেকে আত্মা মনে করে যদি নিজের প্রিয় অনন্ত জগতের পিতাকে স্মরণ করো, তবে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের যে পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে, তা ভস্মীভূত হতে থাকবে । একেই বলা হয় যোগ অগ্নি । এ হলো ভারতের প্রাচীন রাজযোগ, যা বাবা প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে শিখিয়ে থাকেন । অনন্ত জগতের পিতা এই ভারতে, সাধারণ শরীরে (ব্রহ্মা বাবা) প্রবেশ করে তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলেন । এই স্মরণ দ্বারাই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে। কেননা বাবা হলেন পতিত-পাবন এবং সর্বশক্তিমান । তোমাদের আত্মা রূপী ব্যাটারি এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে । যা সতোপ্রধান ছিল এখন তাকে পুনরায় সতোপ্রধান কীভাবে করে তুলবে, যাতে তোমরা সতোপ্রধান দুনিয়াতে যেতে পার বা শান্তিধামে ঘরে ফিরে যেতে পার । বাচ্চাদের এটা খুব ভালোভাবে স্মরণে রাখা উচিত । বাবা বাচ্চাদের এই ডোজ দিচ্ছেন, এই স্মরণের যাত্রা তোমরা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে করতে পার । যতটা সম্ভব গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্মফুলের মতো পবিত্র থাকতে হবে । বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর সাথে সাথে দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। কেননা, দুনিয়াতে বসবাসকারীদের হল আসুরি চরিত্র । তোমরা বাচ্চারা এখানে এসেছ দৈবী চরিত্র গড়ে তুলতে । এই লক্ষী-নারায়ণের চরিত্র খুব মিষ্টি ছিল । ভক্তি মার্গে ওদেরই মহিমা গাওয়া হয়েছে । ভক্তি মার্গ কবে থেকে শুরু হয়েছে, এটা কারও জানা নেই । এখন তোমরা বুঝেছ আর রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে, এটাও এখন জেনেছ । বাচ্চারা, তোমাদের এই সম্পূর্ণ নলেজ বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । যখন জান যে আমরা স্তানের সাগর রুহানী বাবার সন্তান, এখন রুহানী বাবা আমাদের শিক্ষা প্রদান করতে এসেছেন । এটাও জান যে ইনি কোনও সাধারণ পিতা নন । ইনি হলেন অসীম জগতের রুহানী পিতা যিনি আমাদের পড়াতে এসেছেন । ওঁনার নিবাস স্থান হল ব্রহ্মলোকে । সবার লৌকিক পিতা তো এখানেই । বাচ্চাদের এটা দৃঢ়তার সাথে নিশ্চয় হওয়া উচিত -- আমরা আত্মাদের শিক্ষা প্রদানকারী পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি অনন্ত অসীম জগতের পিতা। ভক্তি মার্গে লৌকিক পিতা থাকা সত্ত্বেও পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করে । ওঁনার যথার্থ নাম শিব । বাবা স্বয়ং বুঝিয়ে বলেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমার একটাই নাম শিব। যদিও

অনেক নামে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছে, কিন্তু সেসবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। আমার একটাই যথার্থ নাম, তা হল শিব । তোমরা বাচ্চাদের আত্মা-ই বলা হয়, শালিগ্রাম বললেও কোনও ভুল নেই । অসংখ্য শালিগ্রাম আছে, কিন্তু শিব একজনই । তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা, বাকি সবাই তাঁর সন্তান । এর আগে তোমরা ছিলে লৌকিক (হদের) সন্তান, লৌকিক পিতার কাছে থাকতে । জ্ঞান তো ছিল না । সুতরাং অনেক রকমের ভক্তি করতে । অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করেছে, দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয়। রাবণ রাজ্যও ঐ সময় থেকে শুরু হয়েছে । এ হলো অতি সহজ বিষয় । কিন্তু এতো সহজ কথাও খুব কম জনই বুঝতে পারে । রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছিল, এটাও কেউ জানে না । তোমরা মিষ্টি বাচ্চারা জান-- বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর । যা ঔঁনার কাছে আছে তাই তিনি এসে বাচ্চাদের দিয়ে থাকেন । শাস্ত্র তো ভক্তি মার্গের জন্য ।

এখন তোমরা বুঝেছ -- জ্ঞান, ভক্তি তারপর হলো বৈরাগ্য । এই ৩ টিই হলো প্রধান । সন্ন্যাসীরা ও জানে জ্ঞান ভক্তি আর বৈরাগ্য । কিন্তু সন্ন্যাসীদের হলো নিজেদের সসীম বৈরাগ্য । ওরা অনন্ত জগতের বৈরাগ্য সম্পর্কে শেখাতে অপারগ । দুই প্রকারের বৈরাগ্য আছে -- এক হলো সীমিত বৈরাগ্য, অপরটি হলো অনন্ত জগতের বৈরাগ্য । ওটা হলো হঠযোগী সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য । এ হলো অনন্ত জগতের বৈরাগ্য । তোমাদের হলো রাজযোগ, ওরা ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়, সুতরাং ওদের সন্ন্যাসী নাম দেওয়া হয় । হঠযোগী ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায় পবিত্র থাকার জন্য । এটাও ভালো । বাবা বলেন -- ভারত তো পবিত্র ছিল । এর মতো পবিত্র খন্ড আর কিছু হয় না । ভারতের এতো উচ্চ মহিমার কথা ভারতবাসীরা নিজেরাই জানে না । বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে সব কিছু ভুলে যায় অর্থাৎ নাস্তিক আর অনাথ হয়ে যায় । সত্যযুগে কত সুখ-শান্তি ছিল । এখন কত দুঃখ-অশান্তি ! মূলবতন-ই তো হল শান্তিধাম, যেখানে আমরা আত্মারা বাস করি । আত্মারা নিজের ঘর থেকে এখানে আসে অসীম জগতের ভূমিকা পালন করতে । এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন অনন্ত জগতের পিতা আসেন নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাবা এসে উত্তম থেকে উত্তম (শ্রেষ্ঠতম) করে তোলেন । ঔঁনাকে উচ্চতমের থেকেও উচ্চ - ভগবান বলা হয় । কিন্তু তিনি কে, কাকে বলা হয়, এসব কিছুই জানে না । একটা বড় লিঙ্গ রেখে দিয়েছে । ভেবেছে এই লিঙ্গই নিরাকার পরমাত্মা । আমরা আত্মাদের পিতা তিনি -- মানুষ এটাও বোঝে না, শুধুই পূজা করে। সবসময় শিববাবা বলেন, রুদ্র বাবা বা বাবুলনাথ বাবা বলবে না । তোমরা লিখেও থাক শিববাবা স্মরণ আছে ? এই স্লোগান ঘরে-ঘরে লাগানো উচিত- শিববাবাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে। কেননা পতিত-পাবন একজনই - বাবা । এই পতিত দুনিয়াতে একজনও পবিত্র হতে পারে না। আবার পবিত্র দুনিয়াতেও একজনও পতিত থাকে না । শাস্ত্রে তো সব জায়গায়ই পতিত বলে লেখা আছে । ত্রেতাতেও বলে দেয় রাবণ ছিল, সীতাকে হরণ করা হয়েছিল । কৃষ্ণের সাথেও কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি দেখানো হয়েছে । কৃষ্ণের উপর কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে । সত্যযুগে এসব হতেই পারে না । কত মিথ্যে কলঙ্ক দেওয়া হয়েছে । বাবার উপরও কালিমা লেপন করেছে, দেবতাদের উপরেও কালিমা লেপন করা হয়েছে । সবারই গ্লানি করতে থাকে । সুতরাং এখন বাবা বলছেন, এ হলো স্মরণের যাত্রা, আত্মাকে পবিত্র করে তোলার । পবিত্র হয়ে তারপর পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে । বাবা ৮৪ চক্রও ব্যাখ্যা করেছেন । এখন তোমাদের এটা হল অস্তিম জন্ম, তারপর ঘরে ফিরে যেতে হবে । ঘরে তো শরীর যাবে না । সব আত্মাকে যেতে হবে। সেইজন্য মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে বসো, নিজেকে দেহ মনে কোরো না । সত্যসঙ্গে তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে বসো । এখানে বাবা বলেন - দেহী -অভিমানী হয়ে

বসো । যেমন আমার মধ্যে সংস্কার আছে - আমি জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর ইত্যাদি... বাচ্চারা, তোমাদেরও এমন হতে হবে । তিনি অসীম জগতের পিতা এবং সীমিত জগতের পিতার মধ্যে বৈসাদৃশ্যও ব্যাখ্যা করেছেন । অনন্ত জগতের পিতা বসে তোমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান বুঝিয়ে বলেন । আগে তোমরা জানতে না। এখন সৃষ্টি চক্র কীভাবে ঘোরে, এর আদি-মধ্য-অন্ত এবং চক্রের আয়ু কত সব বুঝিয়ে দেন। ভক্তি মার্গে তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর শুনিযে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দেওয়া হয়েছে । অবনতির দিকেই নেমে এসেছে । বলাও হয়ে থাকে যত আমরা ভক্তি করব ততই পিতাকে টানব । বাবা এসে আমাদের পবিত্র করে তোলেন । বাবাকে টেনে আনে (আহ্বান করে ,ডাকে) কেননা পতিত হয়ে বড়ই দুঃখী হয়ে পড়ে । তারপর বলে আমরা বাবাকে আহ্বান করি। বাবাও তখন দেখেন বাচ্চারা সম্পূর্ণ দুঃখী হয়ে তমোপ্রধান হয়ে গেছে, ৫ হাজার বছর পূর্ণ হওয়ার পর তবেই তিনি আসেন । এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন পুরানো দুনিয়ার জন্য নয় । তোমাদের আত্মা তা ধারণ করে সাথে নিয়ে যাবে । যেমন আমি জ্ঞানের সাগর, তোমরাও তেমনি জ্ঞানের নদী । এই নলেজ এই দুনিয়ার জন্য নয় । এই দুনিয়া তো ছিঃছিঃ, শরীরও ছিঃছিঃ হয়ে গেছে, একে তো ত্যাগ করতে হবে। শরীর তো এখানে পবিত্র হতে পারে না । আমি হলাম আত্মাদের পিতা । আত্মাদের পবিত্র করে তুলতে এসেছি । এইসব বিষয় মানুষ তো কিছুই জানে না । সম্পূর্ণ পাথর বুদ্ধি পতিত হয়ে গেছে। আর সেইজন্যই গেয়ে ওঠে পতিত-পাবন.....। আত্মাই পতিত হয়ে গেছে । আত্মাই সবকিছু করে। ভক্তিও আত্মাই করে, শরীরও আত্মাই ধারণ করে।

এখন বাবা বলেন, আমি তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের নিয়ে যেতে এসেছি । আমি অনন্ত জগতের পিতা, আত্মারা তোমাদের আহ্বান শুনেই এসেছি, তোমরা কতো ডেকেছ । এখনও পর্যন্ত আহ্বান করে বলে -- হে পতিত-পাবন, ও গডফাদার তুমি এসে যদি এই পুরানো দুনিয়ার দুঃখ থেকে, শয়তান থেকে মুক্ত করো, তবে আমরা সবাই ঘরে ফিরে যাব । আর তো কেউ জানেই না-- আমাদের ঘর কোথায়, ঘরে কিভাবে যাব, কবে যাব । মুক্তিতে যাওয়ার জন্য কত মাথা ঠোঁকে, কত গুরু করে । জন্ম-জন্মান্তর ধরে মাথা ঠুঁকে এসেছে । ঐ সব গুরুরা জীবন মুক্তির সুখকে তো জানেই না । ওরা শুধুই মুক্তি চায় । বলেও থাকে বিশ্বে শান্তি কিভাবে হবে ? সন্ন্যাসীরাও মুক্তিকেই জানে, জীবন মুক্তিকে জানেনা । কিন্তু মুক্তি-জীবনমুক্তি দুইয়েরই অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবা-ই প্রদান করে থাকেন । তোমরা যখন জীবনমুক্তিতে থাক বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যায় । এখান তোমরা বাচ্চারা নলেজ গ্রহণ করছো, তা হওয়ার জন্য । তোমরাই সবচেয়ে বেশি সুখ দেখেছ তারপর সবচেয়ে বেশী দুঃখও তোমরা দেখেছ । আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের তোমরাই ছিলে, তারপর ধর্ম-ব্রষ্ট, কর্ম-ব্রষ্ট হয়ে গেছ । তোমরা পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের ছিলে, এই লক্ষী-নারায়ণও পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের । ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া এটা সন্ন্যাসীদের ধর্ম । সন্ন্যাসীরা প্রথমে খুব ভালো ছিল, তোমরাও প্রথমে ভালো ছিলে, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছ । বাবা বলেন এটাই ড্রামার খেলা । বাবা বোঝান -- এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন হলো নতুন দুনিয়ার জন্য । পতিত শরীর, পতিত দুনিয়ায় ড্রামানুসারে আমাকে আবার ৫ হাজার বছর পরে আসতে হয় । না কল্প লক্ষ বছরের, না আমি সর্বব্যাপী । তোমরা তো আমার গ্লানি করে আসছ, তারপরও আমি তোমাদের উপকার করি । শিববাবার যত গ্লানি করা হয়েছে, তেমনটা আর কারও ক্ষেত্রে হয়নি। যে বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন তাঁকেই তোমরা বলো সর্বব্যাপী । যখন গ্লানির সীমা অতিক্রম করে, তখনই আমি এসে উপকার করি । এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, কল্যাণকারী যুগ । যখন তোমাদের পবিত্র করে তুলতে আসি। পবিত্র বানানোর জন্য কত সহজ উপায় বলে দেন । তোমরা ভক্তি মার্গে

অনেক ধাক্কা খেয়েছ, পুকুরেও স্নান করতে গেছ । ভেবেছ এর দ্বারাই পবিত্র হয়ে যাব । এখন কোথায় সেই জল আর কোথায় পতিত-পাবন পিতা । ওসব হলো ভক্তি মার্গ, এ হলো জ্ঞান মার্গ । মানুষ কত ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে । কুস্কর্ণের ঘুমে শুয়ে আছে । এ তো তোমরা জান -- গাওয়াও হয়ে থাকে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বিনাশ ডেকে আনে । এখন তোমাদের নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রীতবুদ্ধি । এখনও সম্পূর্ণ প্রীত বুদ্ধি নয়, কেননা মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয় । এ হলো ৫ বিকারের লড়াই । পাঁচ বিকারকে রাবণ বলা হয় । রাবণের উপর গাধার মস্তক দেখানো হয়েছে ।

বাবা এও বুঝিয়েছেন -- স্কুলে কখনও চোখ বন্ধ করে বসা উচিত নয় । ওটা তো ভক্তি মার্গে বলা হয় যে চোখ বন্ধ করে ভগবানের স্মরণে বসো । এখানে তো বাবা বলেন এটা হল স্কুল । শুনেওছ দৃষ্টি দ্বারা মোহিত করে সব কিছুই উল্লেখ নিয়ে যান। তাই তো বলা হয় ইনি জাদুগর । সে তো গানও আছে । দেবতারাও দৃষ্টি দ্বারা মোহিত হয়ে যায় । দৃষ্টি দ্বারা মানুষকে দেবতা করে তোলেন যিনি, তিনি তো জাদুগরই হলেন, তাই না । বাবা বসে আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ করছেন আর বাচ্চারা চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে তাকে কি বলবে ! স্কুলে চোখ বন্ধ করে বসতে নেই । নয়তো আলস্য আসে, পড়াশোনা হল সোর্স অফ ইনকাম । লক্ষ্য কোটি গুণ (পদ্ম গুণ সম) উপার্জন । উপার্জন করতে বসে কখনও হাই তুলতে নেই । আত্মাদের এটা সংশোধন করা উচিত । এটাই প্রধান লক্ষ্য যা সম্মুখে রয়েছে (সামনের লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি) । তাদের রাজধানী দেখতে হলে দিলওয়ারা মন্দিরে যাও । ওটা হলো জড়, আর এ হলো (মধুবন) চৈতন্য দিলওয়ারা মন্দির । এখানে দেবতারাও আছে, স্বর্গও আছে (যদিও এখন তারা পুরুষার্থী রূপে রয়েছে) । সবার সঙ্গতি দাতা আবুতেই আসেন, সেইজন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ হলো আবু । ধর্ম স্থাপক বা গুরু যারাই আছে, সবারই সঙ্গতি বাবা এখানে এসেই করেন । এটাই হল সবচেয়ে বড় তীর্থ, কিন্তু গুপ্ত রূপে । একে কেউ-ই জানে না । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যে সংস্কার বাবার মধ্যে আছে, সেই সংস্কারই ধারণ করতে হবে । বাবার সমান জ্ঞানের সাগর হতে হবে । দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে ।

২) আত্মা রূপী ব্যাটারিকে সতোপ্রধান করে তোলার জন্য চলতে-ফিরতে স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে । দৈবী চরিত্র ধারণ করতে হবে । খুব মিষ্টি হতে হবে (আচার ব্যবহারে)।

বরদান :- জ্ঞান ধন দ্বারা প্রকৃতির সব সাধন (সুযোগ সুবিধার সব উপকরণ) প্রাপ্তকারী পদ্ম পদম পতি ভব

জ্ঞান ধন (সম্পদ) স্বাভাবিকভাবেই স্থূল ধনের প্রাপ্তি করিয়ে থাকে । যেখানে জ্ঞান ধন আছে, সেখানে প্রকৃতিও দাসী হয়ে যায় । জ্ঞান ধন দ্বারা প্রকৃতির সব সাধন স্বাভাবিক ভাবেই প্রাপ্ত হতে

থাকে আর সেইজন্যই জ্ঞান ধন সর্ব ধনের (সর্ব সম্পদের) রাজা । যেখানে রাজা আছে সেখানে সর্ব স্বাচ্ছন্দ্য স্বয়ংক্রিয় ভাবেই প্রাপ্ত হয় । এই জ্ঞান ধনই পদ্ম পদমপতি বানাতে পারে, পরমার্থ আর তার ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত করিয়ে থাকে । জ্ঞান ধনের মধ্যে এতটাই শক্তি আছে যে অনেক জন্মের জন্য রাজারও রাজা (সম্রাট) বানিয়ে দেয় ।

স্লোগান :- আমি আত্মা "কল্প-কল্পের বিজয়ী"-- এই আধ্যাত্মিক (রূহানী) নেশা জাগলে মায়াজীত হতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে সর্ব আত্মাদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানকারী স্যালভেশন আর্মী অর্থাৎ উদ্ধারকারী সৈন্যদল, তোমাদের কোনোরকম কর্মবন্ধনে জড়ানো উচিত নয়"

প্রশ্ন :- কোন্ প্র্যাক্টিসটি করতে থাকলে আত্মা খুব শক্তিশালী হয়ে যাবে ?

উত্তর :- যখনই সময় পাবে তখন শরীর থেকে ডিট্যাচ থাকার প্র্যাক্টিস করো। ডিট্যাচ থাকলে আত্মায় শক্তি সঞ্চিত হয়, শক্তি বৃদ্ধি হয়। তোমরা হলে আন্ডার গ্রাউন্ড মিলিটারি, তোমরা ডাইরেকশন পেয়েছ - অ্যাটেনশন প্লিজ অর্থাৎ এক পিতার স্মরণে থাকো, অশরীরী হয়ে যাও ।

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ তো বাবা ভালো ভাবে বুঝিয়েছেন। যখনই মিলিটারি কোথায় দাঁড়িয়ে থাকে তারা বলে - অ্যাটেনশন। তাদের অ্যাটেনশন এর অর্থ হল সাইলেন্স। এখানেও বাবা তোমাদের বলেন অ্যাটেনশন, অর্থাৎ এক বাবার স্মরণে থাকো। তোমরা যখন মুখে কথা বলো, আসলে কথা বলার সময়ও সব কিছুই উর্ধ্বে থেকেই কথা বলা উচিত। অ্যাটেনশন - বাবার স্মরণে আছো ? বাবার ডাইরেকশন বা শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়, তোমরা আত্মাকেও চিনেছ, বাবাকেও চিনেছ। অতএব বাবার স্মরণ ব্যতীত তোমরা বিকর্মজিৎ বা সতোপ্রধান পবিত্র হতে পারবে না। মুখ্য কথা হল, বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা ! নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। এইসব কথা হল বর্তমান সময়ের, যা তারা অন্য দিকে নিয়ে গেছে। তারাও হল মিলিটারী, তোমরাও হল মিলিটারী। আন্ডারগ্রাউন্ড মিলিটারীও থাকে, তাইনা। অদৃশ্য হয়ে যায়। তোমরাও হল আন্ডারগ্রাউন্ড। তোমরাও অদৃশ্য হয়ে যাও ভ্যানিশ হয়ে যাও অর্থাৎ বাবার স্মরণে মগ্ন হয়ে যাও। একেই বলে আন্ডারগ্রাউন্ড হওয়া। কেউ তোমাদের চিনতে পারে না। কারণ তোমরা তো হলে গুপ্ত, তাইনা। তোমাদের স্মরণের যাত্রা হল গুপ্ত, বাবা শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো, কারণ বাবা জানেন, স্মরণের দ্বারাই বেচারাদের কল্যাণ হবে। এখন তোমাদের বেচারা বলা হবে, তাইনা। স্বর্গে তো কেউ গরিব বা বেচারা হয় না। বেচারা তাদের বলা হয় যারা কর্মবন্ধনে জড়িয়ে থাকে। এই কথাও তোমরা বুঝেছ, বাবা বুঝিয়েছেন - তোমাদের লাইট হাউসও বলা হয়। বাবাকেও লাইট হাউস বলা হয়। বাবা ক্ষণে ক্ষণে বোঝান - এক চোখে শান্তিধাম, অন্য চোখে সুখধাম রাখো। তোমরা হলে যেন লাইট হাউস। উঠতে, বসতে, চলতে ফিরতে তোমরা লাইট হয়ে থাকো। সবাইকে সুখধাম-শান্তিধামের পথ বলে দাও। এই দুঃখধামে সবার নৌকো আটকে আছে, তাই তো তারা বলে - আমার নৌকো পার করাও। হে মাঝি, হে নাবিক। সবার নৌকো আটকে আছে, তাদের উদ্ধার করবে কে ? প্রকৃত অর্থে তারা কোনো উদ্ধারকারী আর্মী (স্যালভেশন আর্মি) তো নয়, কেবল নামই রেখেছে। বাস্তবে উদ্ধারকারী আর্মী হলে তোমরা, যারা প্রত্যেকের উদ্ধার করো। সবাই ৫ বিকারের শৃঙ্খলে আটকে আছে, তাই তারা বলে আমাদের মুক্ত (লিবারেট) করো, উদ্ধার (স্যালভেজ) করো। তাই বাবা বলেন, এই স্মরণের যাত্রা দ্বারা তোমরা পার হয়ে যাবে। এখন তো সবাই ফাঁসে আছে। বাবাকে বাগানের মালিকও বলা হয়। এই সময়েরই সব কথা। তোমাদের ফুল হতে হবে, এখন তো সবাই হল কাঁটা, কারণ সবাই হল হিংস্র প্রকৃতির। এখন অহিংসক হতে হবে। পবিত্র হতে হবে। যারা ধর্ম স্থাপন করতে আসে সেই আত্মারা তো পবিত্র আত্মা-ই আসে। তারা তো অপবিত্র হতে পারে না। সর্ব প্রথম যখন আসে তখন পবিত্র হওয়ার দরুন তাদের আত্মা বা শরীর কোনো দুঃখ প্রাপ্ত করে না। কারণ তাদের কোনও পাপ কর্ম নেই। আমরা যখন পবিত্র তখন কোনও পাপ থাকে না, সুতরাং অন্যদেরও থাকে না। প্রতিটি কথা

বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। সেখান থেকে আত্মারা আসে ধর্ম স্থাপন করার জন্য। যাদের বংশ বিস্তার হয়। শিখ ধর্মেরও বংশ আছে। সন্ন্যাসীদের বংশ খোড়াই চলে, তারা রাজা হয় না। শিখ ধর্মে মহারাজা ইত্যাদি হয়, তাই যখন তারা আসেন স্থাপনা করতে তখন আত্মা নতুন থাকে। ক্রাইস্ট এসে খ্রিস্টান ধর্ম স্থাপন করেন, বুদ্ধ স্থাপন করেন বৌদ্ধ ধর্ম, ইব্রাহিম করেন ইসলাম ধর্ম -সবার নামে রাশির মিল আছে। দেবী-দেবতা ধর্মের নাম পাওয়া যায় না। নিরাকার পিতা এসে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। তিনি দেহধারী নন। অন্য ধর্ম স্থাপকদের দেহের নাম আছে, ইনি তো দেহধারী নন। দেবী-দেবতা ধর্মের বংশ নতুন দুনিয়ায় চলে। তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজেকে রুহানী মিলিটারী অবশ্যই নিশ্চয় করো। জাগতিক মিলিটারী ইত্যাদির কমান্ডার ইত্যাদি এসে বলে অ্যাটেনশন, তখন সবাই চট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এবারে তারা তো প্রত্যেকে নিজের নিজের গুরুকে স্মরণ করবে বা শান্ত হয়ে থাকবে। কিন্তু সেটা তো মিথ্যা শান্তি। তোমরা জানো আমরা হলাম আত্মা, আমাদের ধর্ম হল শান্তি। তাহলে স্মরণ কাকে করবে। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। জ্ঞান যুক্ত হয়ে স্মরণে থাকলে পাপ বিনষ্ট হয়। এই জ্ঞান অন্য কারো নেই। মানুষ এই কথা বোঝে না যে -আমরা আত্মা, আমরা শান্ত স্বরূপ। আমাদের শরীর থেকে ডিট্যাচ হয়ে বসতে হবে। এখানে তোমরা সেই শক্তি প্রাপ্ত করো যার দ্বারা তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবার স্মরণে বসতে পারো। বাবা বোঝান - কিভাবে নিজেকে আত্মা ভেবে ডিট্যাচ হয়ে বসবে।

তোমরা জানো আমরা আত্মা, আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমরা পরমধামের নিবাসী। এত দিন নিজের গৃহ ভুলে থেকেছি, অন্য কেউ কি বুঝবে - আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। পতিত আত্মারা তো ফিরে যেতে পারবে না। না কেউ এমন করে বোঝাবে যে অমুককে স্মরণ করো। বাবা বোঝান - স্মরণ একজনকেই করতে হবে। অন্য কাউকে স্মরণ করে কি লাভ হবে ! ধরো, ভক্তি মার্গে শিব-শিব বলে, জ্ঞান তো নেই যে লাভ কি হবে । শিবকে স্মরণ করলে পাপ বিনষ্ট হবে -এই কথা কেউ জানে না। তোমরা আওয়াজ শুনতে পাবে। শব্দ তো অবশ্যই ধ্বনিত হবে, কিন্তু সেসব কথায় কোনো লাভ নেই। বাবা (ব্রহ্মা বাবা) তো হলেন এইসব গুরুদের নিয়ম কায়দার অনুভাবী, তাই না।

বাবা বলেছেন না - হে অর্জুন, এই সব ত্যাগ করো সঙ্গুরুকে যখন পেয়েছ, তো এই সবার আর দরকার নেই। সঙ্গুরু উদ্ধার করেন। বাবা বলেন, আমি তোমাদের অসুরী জগৎ থেকে পার করে নিয়ে যাই। বিষয় সাগর পার করতে হবে। এই সব হল বোঝানোর বিষয় । মাঝি তো হল নৌকো চালক, কিন্তু তোমাদের বোঝানোর মাঝি শব্দটা নেওয়া হয়েছে। তাঁকে বলা হয় প্রাণেশ্বর বাবা অর্থাৎ প্রাণ দান করেন এমন বাবা, তিনি অমর করেন। প্রাণ বলা হয় আত্মাকে। আত্মা বেরিয়ে গেলে বলা হয় প্রাণ বেরিয়ে গেল। তখন শরীরটাকে একদম রাখতে দেয় না। আত্মা আছে তো শরীরও সুস্থ থাকে। আত্মা ব্যতীত শরীরে দুর্গন্ধ হয়। তখন সেই শরীর রেখে কি করবে। পশুরাও এমন করে না। শুধু একমাত্র বানর এমন প্রাণী যার সন্তানের মৃত্যু হলেও, তাতে দুর্গন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেই শব দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ত্যাগ করে না। সে তো হল পশু, তোমরা তো মানুষ, তাই না। শরীর ত্যাগ করলেই বলা হয় শীঘ্র বাইরে বের করো। মানুষ বলে স্বর্গে গেছে। যখন শব দেহ তোলা হয় তখন প্রথমে পা থাকে স্মশানের দিকে, তারপরে যখন সেখানে ভিতরে ঢোকে, পূজা ইত্যাদি করে বুঝতে পারে এখন স্বর্গে যাচ্ছে তখন তার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয় স্মশানের দিকে । তোমরা কৃষ্ণকেও

সঠিক দেখাও, নরককে লাখি মারছে। কৃষ্ণের এই শরীর তো নয়, তাঁর নাম রূপ তো পরিবর্তন হয়। কত রকমের কথা বাবা বোঝান তারপরে বলেন - "মন্মনাভব" ।

এখানে এসে যখন বসো তখন অ্যাটেনশন । বুদ্ধি যেন বাবার দিকে থাকে। তোমাদের এই অ্যাটেনশন হল সদাকালের (ফর এভার) জন্য। যত দিন জীবন আছে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হয়। স্মরণ করবে না তো পাপও নষ্ট হবে না। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্মরণের সময় চোখ বন্ধ করবে না। সন্ধ্যাসীরা চোখ বন্ধ করে বসে। কেউ আবার স্ত্রী -র মুখ দর্শন করে না। চোখ বেঁধে রাখে। তোমরা যখন এখানে বসো, তখন রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-ান্তের স্বদর্শন চক্র ঘোরানো উচিত। তোমরা হলে লাইট হাউস, তাই না। এটা হল দুঃখধাম, এক চোখে দুঃখধাম, অন্য চোখে সুখধাম। উঠতে বসতে নিজেকে লাইট হাউস নিশ্চয় করো। বাবা বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান। তোমরা নিজেদেরও খেয়াল রাখো। লাইট হাউস হলে নিজেদের কল্যাণ কর। বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে, কারো সঙ্গে পথে দেখা হলে তাকেও বলতে হবে। পরিচিত অনেকের সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ হয়, তারা তো একে অপরকে রাম-রাম বলে। তাদের বলা, তোমরা কি জানো এটা হল দুঃখধাম, ওই হল শান্তিধাম ও সুখধাম । তোমরা শান্তিধাম -সুখধাম যেতে চাও ? এই তিনটি চিত্র বোঝানো খুবই সহজ। তোমাদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। লাইট-হাউসও ইঙ্গিত দেয়। এই নৌকো যা রাবণের জেলখানায় আটকে আছে। মানুষ, মানুষকে উদ্ধার করতে পারে না। সেসব তো হল আর্টিফিসিয়াল দৈহিক জগতের কথা। এই হল অসীম জগতের কথা। সোশ্যাল সোসাইটির সেবাও নয়। বাস্তবে প্রকৃত সত্য সেবা হল - সকলের নৌকো পার করা। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে মানুষের কীরূপ সেবা করা যায়।

প্রথমে তো বলতে হবে তোমরা গুরুর কাছে দীক্ষিত হও - মুক্তিধাম যাওয়ার জন্য, বাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। কিন্তু কেউ মিলিত হয় না। মিলনের পথ এক বাবা-ই বলে দেন। তারা ভাবে - এই শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করলে ভগবান প্রাপ্ত হয়, আশায় থাকলে শেষে কোনো এক রূপে প্রাপ্ত হবে। কবে হবে - এই সব কথা বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন। তোমরা চিত্রে দেখিয়েছ একের স্মরণে থাকতে হবে। ধর্মস্থাপকরাও ইঙ্গিত করেন, কারণ তোমরা শিক্ষা দিয়েছ অতএব তারাও ইঙ্গিত দেয়। সাহেবকে জপ করো, উনি হলেন পিতা সদগুরু। বাকি তো অনেক রকমের শিক্ষা প্রদান করার অনেকে আছে। তাদের বলা হয় গুরু। অশরীরী হওয়ার শিক্ষা কেউ জানে না। তোমরা বলবে শিববাবাকে স্মরণ করো। তারা শিবের মন্দিরে যায়, তাই সর্বদা শিবকে বাবা বলার অভ্যাস আছে অন্য কাউকে বাবা বলে না, কিন্তু তিনি তো নিরাকার নন। তিনি তো হলেন শরীরধারী । শিব তো হলেন নিরাকার, প্রকৃত সত্য পিতা, তিনি হলেন সকলের পিতা। সব আত্মারা হল অশরীরী।

তোমরা বাচ্চারা যখন এখানে বসো, তখন এই চিন্তন করেই বসো - তোমরা জানো আমরা কীরূপ ফেঁসে ছিলাম। এখন বাবা এসে পথ বলেছেন, বাকিরা সবাই ফেঁসে আছে, মুক্তি নেই। দন্ড ভোগ করে তারপরে সবাই মুক্তি পাবে। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয় সাজা ভোগ করে ছোটখাটো পুরস্কার পেতে চাও নাকি ? অনেকে সাজা ভোগ করে তখন পদ ব্রষ্ট হয়ে যায়, পুরস্কার অর্থাৎ পদ মর্যাদা প্রাপ্তিও কম হয়ে যায়। সাজা কম থাকলে প্রাপ্তি বেশি হয়। এটা হল কাঁটার জঙ্গল। সবাই একে অপরকে কাঁটা বিদ্ধ করতেই থাকে। স্বর্গকে বলা হয় - গার্ডেন অফ আল্লাহ। খ্রিষ্টানরা বলে - প্যারাডাইজ ছিল। কখনও কারো সাক্ষাৎকার হতে পারে। এখানকার ধর্মের আত্মা হলে নিজের ধর্মে

ফিরে আসতে পারে। বাকি শুধু দেখলে কি হবে ! শুধু দেখলে কেউ যেতে পারবে না। যদি এসে বাবার পরিচয় জানে, নলেজ গ্রহণ করে। সবাই তো আসতেও পারবে না। দেবতাদের সংখ্যা তো খুব কম সেখানে। এখন এত জন হিন্দু আছে, আসলে তো ছিল দেবতা, তাই না। কিন্তু তারা ছিল পবিত্র, এখন হল পতিত। পতিতকে দেবতা বলা শোভনীয় নয়। এই একটি ধর্ম, যাকে ধর্মব্রষ্ট, কর্মব্রষ্ট বলা হয়। আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম বলে দেয়। দেবতা ধর্মের কোনো শ্রেণী রাখেনি।

আমরা আত্মারূপী বাচ্চা, আমাদের মোস্ট বিলাভেড বাবা আছেন, তিনি তোমাদের কিরূপ পরিবর্তন করে দেন। তোমরা বোঝাতে পারো, বাবা কীভাবে আসেন, যদিও দেবতাদের চরণ পুরানো তমোপ্রধান সৃষ্টিতে পড়ে না তো বাবা আসবেন কিভাবে ? বাবা তো হলেন নিরাকার, তাঁর তো নিজের চরণ নেই তাই এনার মধ্যে প্রবেশ করেন।

এখন তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় দুনিয়ায় বসে আছে, তারা সবাই আছে অসুরী দুনিয়ায়। এটা হল খুব ছোট সঙ্গমযুগ। তোমরা বুঝেছ আমরা না আছি দৈবী সংসারে, না আছি অসুরী সংসারে। আমরা আছি ঈশ্বরীয় সংসারে। বাবা এসেছেন আমাদের গৃহ পরমধাম ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাবা বলেন পরমধাম হল আমার নিবাস। তোমাদের জন্য আমি নিজের ধাম ত্যাগ করে নেমে আসি। ভারত যখন সুখধামে পরিণত হয় তখন আমি আসি না। আমি বিশ্বের মালিক হই না, তোমরা হও। আমরা হলাম ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। ব্রহ্মাণ্ডে সব এসে যায়। এখনো সেখানে মালিক রূপে বসে আছে, যাদের আসা বাকি। কিন্তু তারা এসে বিশ্বের মালিক হয় না। অনেক বোঝানো হয়। কোনো কোনো স্টুডেন্ট খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, স্কলারশিপ নিয়ে নেয়। কিন্তু এটাই আশ্চর্য যে, এখানে বলে আমরা পবিত্র হব আর গিয়ে পতিত হয়ে যায়। এমন কাঁচা মস্তিষ্কের মানুষদের আনবে না এখানে। ব্রাহ্মণীদের কর্তব্য হল পরীক্ষা করে নিয়ে আসা। তোমরা জানো যে আত্মা-ই শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করে, তাদের অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) লাইট হাউস রূপে সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামের পথ বলতে হবে। সবার জীবন নৌকো দুঃখধাম থেকে বের করার সেবা করতে হবে। নিজেরও কল্যাণ করতে হবে।

২) নিজের শান্ত স্বরূপ স্থিতিতে স্থির হয়ে শরীর থেকে ডিট্যাচ হওয়ার অভ্যাস করতে হবে, স্মরণ করতে বসে চোখ খুলে বসতে হবে, বুদ্ধি দ্বারা রচয়িতা ও রচনাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- এই অলৌকিক জীবনে সম্বন্ধের শক্তি দ্বারা অবিনাশী স্নেহ ও সহযোগ প্রাপ্তকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব

ব্যাখা: এই অলৌকিক জীবনে সম্বন্ধের শক্তি তোমরা বাচ্চারা ডবল রূপে প্রাপ্ত করেছ। এক পিতা দ্বারা সর্ব সম্বন্ধ, দ্বিতীয় দৈব পরিবারের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ দ্বারা সর্বদা নিঃস্বার্থ স্নেহ, অবিনাশী স্নেহ

এবং সহযোগিতা সর্বদা প্রাপ্ত হতেই থাকে। সুতরাং তোমাদের কাছে সম্বন্ধেরও শক্তি আছে। তোমরা হলে এমন শ্রেষ্ঠ অলৌকিক জীবন যুক্ত শক্তি সম্পন্ন বরদানী আত্মা । তাই আর্জি দাতা নয়, সদা রাজী থাকা আত্মা হও।

স্নোগান - যে কোনও প্ল্যান বিদেহী, সাক্ষী হয়ে সঞ্চলন করো এবং সেকেন্ডে প্লেন স্থিতি বানাতে থাকো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার শ্রীমত অনুসারে চলে আস্তার প্রকৃত সৌন্দর্যচর্চার শৃঙ্গার করবে, পর-চিন্তনের বশে এসে নিজের শৃঙ্গারকে বিকৃত করো না এবং এই মূল্যবান সময়ের অপচয় করো না"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমরা বাবার থেকেও বুদ্ধিমান জাদুকর হয়ে ওঠো - কিভাবে ?

উত্তর :- এখানে বসেই তোমরা নিজেদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন উন্নত আত্মিক সৌন্দর্যচর্চার শৃঙ্গার করো। আবার এখানে বসেই তোমরা নিজেদের পরিবর্তন ঘটচ্ছ - এটাই হলো বিশেষ জাদুকরী। কেবলমাত্র অল্ফ -কে (পরমাত্মা) স্মরণ করলেই তোমাদের সেই শৃঙ্গার হয়ে যায়। যে শৃঙ্গারে কোনও হাত-পায়ের কসরত করার প্রয়োজন নেই, যা শুধুমাত্র মনের বিচার-বুদ্ধির ব্যাপার। এই বিশেষ যোগের দ্বারাই তোমরা নির্মল, স্বচ্ছ ও সুশোভন হয়ে ওঠো। তোমাদের আত্মা আর শরীর কাঞ্চন হয়ে ওঠে। সত্যি কি চমৎকার - তাই না!

ওঁ শান্তি! আধ্যাত্মিক জাদুকর স্বয়ং বসে ওঁনার আধ্যাত্মিক বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ যারা বাবার থেকেও বুদ্ধিমান জাদুকর, তাদেরকে বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, কি করছো তোমরা এখানে ? এখানে বসে কিন্তু কোনো রূপ শব্দ করা বা এদিক-ওদিক তাকানো এমন কিছুই করা চলবে না। এই বাবা অর্থাৎ প্রেমিক সাজন, তিনি ওঁনার প্রেমিকা সজনিদের এই পদ্ধতির কথা শোনাচ্ছেন। প্রেমিক সাজন বলছেন - এখানে বসে কি করছো তোমরা ? অর্থাৎ তোমরা নিজেরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন শৃঙ্গারে সুসজ্জিত হচ্ছে। লোকেরা কিএকথা বিশ্বাস করবে কেউ ? এখানে তোমরা সবাই যারা বসে আছো, তা কিন্তু তোমাদের নিজেদের পুরুষার্থের ক্রমানুসারেই - তাই না ? তাই বাবা জানাচ্ছেন- এইভাবেই আত্মিক শৃঙ্গারে সুসজ্জিত হয়ে উঠতে হবে তোমাদের। আগামী ভবিষ্যতের জন্য তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - 'অমরপুরী'। যতক্ষণ এখানে বসে থাকো, ততক্ষণ তোমরা কি করো ? তোমরা ততক্ষণ স্বর্গ-রাজ্যের শৃঙ্গারের জন্য পুরুষার্থ করছো। তবে তাকে কি বলবে তোমরা ? এখানে বসেই তোমরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করছো। তাই তো বাবা তোমাদেরকে উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে 'মন্মথানাভব'-এর চাবি দিয়েছেন। অতএব এই এক ও একমাত্র নির্দেশ ছাড়া আর অন্য কোনও অপ্রয়োজনীয় কথা শুনে বা শুনিয়ে সময়ের অপব্যবহার করো না মোটেই। তোমরা যে যার নিজেদের শৃঙ্গারেই ব্যস্ত থাকবে। অন্য কে কি করলো বা করলো না - তাতে তোমাদের কি আসে যায় ! তোমরা যে যার নিজেদের পুরুষার্থে মনোযোগী হও। এটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। এসব নতুন কথা কেউ শুনলে পড়ে সে আশ্চর্যগ্ভিত হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে কেউ বা নিজের শৃঙ্গারে ব্যস্ত, আবার কেউ বা অন্যর শৃঙ্গার ক্ষতির চেষ্টায় রত। তারা কেবল পরিচিন্তন ও অন্যান্য বিষয়ে নিজেদের এই অমূল্য সময়কে হেলায় অপব্যয় করে। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - তোমরা কেবল নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখো, নিজেরা কি করছো। বাবা তো খুব সংক্ষেপে মাত্র একটি শব্দের যুক্তি বলে দিচ্ছেন - 'মন্মথানাভব'! এখানে বসেই তোমাদের মন-বুদ্ধিতে সমগ্র সৃষ্টি-চক্র কি সুন্দর ভাবে ঘোরাতে পারো তোমরা। তোমরা বি.কে.-রাই আবার সমগ্র বিশ্বকেও শৃঙ্গার করাও। অতএব তোমরা কত পদ্মাপদম্ লক্ষ-কোটিগুণ ভাগ্যশালী। এখানে বসেই তোমরা কত মহান কার্য করো। যার জন্য কোনও হাত-পায়ের কসরতও করতে হয় না তোমাদের। কেবলমাত্র মন-বুদ্ধিতে সংকল্প করলেই তা কার্যকরী হয়। তাই তো তোমরাও বলো- এখানে বসেই সমগ্র বিশ্বের মহান থেকে মহানতর শৃঙ্গার একমাত্র বি.কে.-রাই করতে পারে। অতএব এই "মন্মথানাভব" মন্ত্র কতই না উন্নত। এইভাবে যোগযুক্ত হতে

পারলেই তোমাদের পাপগুলিও ভস্ম হয় এবং তোমরাও সৌম্য হতে হতে কি সুন্দর সুশোভন হয়ে ওঠে। যদিও এখনও তোমাদের আল্লা কিছুটা পতিত অবস্থায়। তাই নিজেদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো, তোমাদের সেই কদর্য ভাবকে। যা একদা কতই না সৌম্য ও সুন্দর ছিলো, কিন্তু আজ তার কি কদর্য অবস্থা। অবশ্য এখন আবার তোমাদের আল্লা আর কায়া উভয়ই পবিত্র হতে হতে কাঙ্ক্ষন হয়ে যাবে। সত্যি কি আশ্চর্যের ! অতএব তেমনই আগ্রহের সাথে নিজেদের শৃঙ্গার করে দৈবীগুণ গুলি ধারণ করতে হবে। বাবা তো সব বাচ্চাদেরকে একই দিশা দেখান- "আল্ফ আর বে" (আল্লাহ আর বাদশাহী) ! কিন্তু শৃঙ্গারের ক্ষেত্রে কেবল পরমাত্মা 'আল্ফ'-এর বিষয়। অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে এক নাগাড়ে যদি বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তাতেই তোমাদের সর্বপ্রকার শৃঙ্গার পুরো হয়ে এক অপূর্ব পরিবর্তন আসবে তোমাদের মধ্যে ।

বাচ্চারা, বাবার থেকেও বড় জাদুকর তোমরা। বাবা তোমাদের যুক্তি বুঝিয়ে দেন যে, এমন ভাবে এইসব করতে পারলে তোমাদের সেই শৃঙ্গার হবে। নিজেরা যদি নিজেদের শৃঙ্গার তেমন ভাবে না করো, তবে তো সেই অবহেলায় নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করবে। একথা তো অবশ্যই বুঝতে পারো। ভক্তি-মার্গে থাকাকালীন তোমরা কত কিছুই না করেছো, সেইসব শৃঙ্গারে তোমরা নিজেরাই নিজেদের কতই না ক্ষতি করেছো। একদা কি ছিলে আর আজ কি হয়েছে ! অবশ্য এখন কেবলমাত্র একটি শব্দে বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের এই অলৌকিক শৃঙ্গার হয়ে যায়। বাবা বাচ্চাদেরকে কত সহজ-সরল ভাবে তা বুঝিয়ে কত সতেজ করো দেন । বাচ্চারা, তোমরা যখন এখানে এসে বসো, তখন তোমরা কি করো ? --এখানে বসে তোমরা স্মরণের যাত্রা করো। কিন্তু কারও মনে যদি এদিক-ওদিকের খেয়াল আসে, তবে কি আর তা শৃঙ্গার হয় ! নিজেকে যেমন শৃঙ্গার করতে হবে তেমনই অন্যকেও সেই দিশা দেখাতে হবে। বাবা আসেন-ই তোমাদেরকে তেমন ভাবে শৃঙ্গার করে সৌম্য সুন্দর বানাতে। শিববাবা, সত্যিই কি আশ্চর্য আপনার কর্ম-কর্তব্য, আপনি আমাদের এত সুন্দর করে জ্ঞান আর যোগ শিখিয়ে সুসজ্জিত করেন ! উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে আমাদের নিজেদের শৃঙ্গার নিজেকেই করতে হবে। কেউ কেউ আবার নিজেদের শৃঙ্গার যেমন করে, তেমনই অপরের শৃঙ্গারও করে। তবে এমনও অনেকে আছে, সে যেমন নিজের শৃঙ্গার করে না আবার অপরের শৃঙ্গারে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। বাজে কথা শুনিয়ে অপরের শৃঙ্গারের স্থিতিকে নষ্ট করে দেয়। নিজে যেমন শৃঙ্গার থেকে বঞ্চিত হয়, অপরকেও তা থেকে বঞ্চিত করায়। অতএব খুব মনোযোগ সহকারে শুনে নিজের মন-বুদ্ধিতে তা বিচার করবে বাবা কি কি যুক্তিগুলি জানাচ্ছেন। ভক্তি-মার্গের শাস্ত্রগুলিতে এইসব যুক্তিগুলি পাবে না কোথাও। শাস্ত্র ইত্যাদি তো কেবল ভক্তি-মার্গের জন্য। লোকেরা যখন বলবে- বি.কে.-রা শাস্ত্র ইত্যাদি মানে না কেন ? প্রত্যুত্তরে তাদেরকে বলবে, যুক্তিযুক্ত যা কিছুই আছে, সবকিছুই মানে বি.কে.-রা। অর্ধকল্প তো ভক্তি-মাগেই ছিলাম, এতদিন তো শাস্ত্রই অধ্যয়ন করে এসেছি, শাস্ত্রকে তো অস্বীকার করছি না। যদিও এই ভক্তিমার্গ আর জ্ঞানমার্গের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ। যেমন প্রতিদিনই আমরা দেখি রাত আর দিনকে। তেমনই জ্ঞানমার্গ হলো অসীমের দিনের আলোর মতো আর ভক্তিমার্গ হলো অসীমের রাত অর্থাৎ অন্ধকার। অতএব দুটোকেই যে মানতে হয়।

বাবা বলেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের শৃঙ্গারে মনোযোগ দাও। মহা মূল্যবান এই সময়ের অপচয় কোরো না মোটেই। অবশিষ্ট সময় আর অল্পই আছে। অতএব তোমাদের বুদ্ধিও যেন বিশাল হয়। নিজেদের মধ্যে যেন খুব সুন্দর প্রেম-সন্তাব বজায় থাকে। সময়ের অপব্যবহার

একেবারেই করবে না, যেহেতু সময় তোমাদের জন্য মহা মূল্যবান। তোমরা বি.কে.-রাই কানাকড়ি তুল্য থেকে হীরের মতন অমূল্য হয়ে ওঠে। অযথাই এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ শুনছো না তোমরা। এই বিশেষ জ্ঞান তো আর কোনো ধর্মীয় গল্প-গাঁথা নয়। একমাত্র এই বাবা-ই তা শোনাতে পারেন। বুদ্ধিমান জ্ঞানী-গুণীরা তো আর বেশী কিছু বলেন না। একমাত্র এই বাবা-ই যিনি সেকেন্ডেই জীবন মুক্তির দিশা দেখাতে পারেন। এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র, যাকে লোকেরা এত ভক্তি ভরে পূজাচনা করে, তাদেরকে এমন সুন্দর করে শৃঙ্গার করিয়েছে কে ? - যিনি সুন্দরতমের থেকেও অতি সুন্দর করে শৃঙ্গার করাতে পারেন, তিনি একমাত্র এই বাবা। আর তাই তো ওনারা এমন সুন্দর লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পেরেছেন, যাকে আজও সবাই পূজা করে। যে যত উন্নত স্তরের, তার মন্দিরও তত উঁচু এবং তার শৃঙ্গারও ততোধিক সুন্দর। পূর্বে এইসব দেবতাদের চিত্রগুলিতে হীরের হারও পড়ানো হতো। সেসবের অনুভব আছে ব্রহ্মাবাবার। তিনি নিজেও হীরের হার বানিয়েছিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য। বাস্তবে, ওনার মতন এমন নিখুঁত কারিগরি আর কেউই ছিল না। তোমরা বি.কে.-রাও এখন তেমনই কারিগর হয়ে উঠছো, অবশ্য নিজেদের পুরুষার্থ অনুসারেই।

আবারও বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের সময়ের অপচয় যেমন করবে না, তেমনি অন্যের সময়েরও যেন অপচয় না হয় তোমাদের কারণে। বাবা যেসব যুক্তিগুলো বলেন, তা তো খুবই সহজ-সরল। বাবাকে স্মরণ করলেই পাপ ভস্ম হয়ে যায়। এই স্মরণের যোগ ছাড়া যে শৃঙ্গার হয় না। তোমাদের যে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতনই হতে হবে। আর সেই কারণেই দৈবী স্বভাবগুলি ধারণ করতেই হবে। যা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অনেকেই পাথরের মতন বুদ্ধি অর্থাৎ নির্বোধ হওয়ার কারণে সবাইকে তা বোঝাতে হচ্ছে। অথচ মূল ব্যাপারটা কিন্তু এক সেকেন্ডের। এবার বাবা বলছেন- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের অতি আপন এই বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণেই, শৃঙ্গার নষ্ট হয়ে যায়। তাই তো বাবা জানাচ্ছেন- চলতে, ফিরতে, উঠতে, বসতে শৃঙ্গার করতেই থাকো। কিন্তু মায়া-ও কম যায় না। কোনও কোনও বাচ্চা যেমন লিখে জানায়- বাবা, আপনার মায়া আমাদের খুবই জ্বালাতন করে। উত্তরে বাবা জানান- আরে, মায়া আবার আমার হলো কি প্রকারে ? মায়া তো এই অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্যের অংশ বিশেষ। আমার এখানে আসার মূল উদ্দেশ্যই হলো তোমাদেরকে মায়ার হাত থেকে বাঁচানো। সেক্ষেত্রে আমার মায়া হয় কি প্রকারে ? বর্তমান সময়কালটা যে সর্বত্রই মায়ার রাজত্ব। যেমন রাত আর দিনের উপর কারও কর্তৃত্ব চলে না, তেমনই এই রাজত্ব চলে অসীমের রাত আর দিনের হিসাবে। এক সেকেন্ডের হের-ফের হয় না এতে। বাচ্চারা, পুরুষার্থের ক্রমিক অনুসারে তোমরাও নিজেদেরকে ঠিক তেমন ভাবেই শৃঙ্গার করে চলেছো। বাবা বলেন - চক্রবর্তী রাজা হতে চাইলে নিজেদের স্ব-দর্শন চক্রকে সর্বদাই ঘোরাতে থাকো। যদিও ঘর-গৃহস্থ থেকেও মন-বুদ্ধিতে এসব রেখেই যাবতীয় কর্ম-কর্তব্য করতে হবে। আত্মাতেই যে মন-বুদ্ধির অবস্থান। অবশ্য এখানে বর্হিজগতের কোনও কিছুই করতে হয় না তোমাদের। তোমরা এখানে আসো নিজেদেরকে শৃঙ্গার করে সতেজ হওয়ার জন্য। অর্থাৎ 'রিফ্রেশ হোমে'। বাবা সবাইকে একই পদ্ধতিতে একই পাঠ পড়ান। এখানে বাবার সম্মুখে এলেই রোজই নতুন নতুন পয়েন্ট শুনতে পাও, তারপর বাড়িতে ফিরতে ফিরতেই মাথা থেকে সব কিছুই বেরিয়ে যায় - যা বাবার কাছ থেকে শুনেছিলে। এখান থেকে বেরোতে না বেরোতেই সেই বুদ্ধির ঝুড়ি আবার খালি হয়ে যায়। ফলে যা কিছু শুনলে, তার মনন-চিন্তন-মন্বন আর হয়ে ওঠে না। এখানে অনেক জায়গা আছে যা শান্ত পরিবেশ, সেখানেও বসতে পারো তোমরা। বাইরে তো কেবল ছারপোকার সমাবেশ, একে অপরের সাথে মারপিট করে রক্ত পান করতেই ব্যস্ত তারা।

এভাবে বাবা বাচ্চাদের বোঝাতেই থাকেন - "বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এই সময়টা খুবই মূল্যবান। অতএব, সময়ের অপচয় করো না মোটেই। নিজেদেরকে শৃঙ্গার করার জন্য অনেক প্রকার যুক্তিই তো পেলে তোমারা। আমি এসেছি সবাইকে উদ্ধার করার জন্য। আমার আসার কারণ-ই হলো, তোমাদেরকে বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করা। সুতরাং এখন থেকে তোমরা লাগাতার একমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে থাকো, সময়ের অপচয় করো না। যাবতীয় কর্ম-কর্তব্য করার সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করতে থাকো। এত সব আত্মাধারী প্রিয়তমাদেরই (আশিক) এই এক ও একমাত্র প্রিয়তম (মাশুক) হলেন পরমপিতা পরমাত্মা।" যদিও জাগতিক অনেক প্রকার গল্প-গাঁথা ইত্যাদির কথা শোনায় লোকেরা। বাবা বলছেন- "এখন সে সবকিছুই ভুলে যাও তোমরা। ভক্তিমার্গে থাকাকালীন এই তোমরাই আমাকে কত স্মরণ করেছে, এবং অনেক প্রতিজ্ঞাও করেছে - বাবা আমরা তো আপনারই একান্ত-আপন, একমাত্র আপনার হয়েই থাকবো আমরা। এত অনেক সংখ্যার প্রেমিকাদের (আত্মাদের) এই এক ও একমাত্র প্রিয়তম হলেন - শিববাবা। ভক্তি-মার্গের লোকেরা যে বলে থাকে, আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় - তা একেবারেই বাজে কথা। কোনও মানুষেরই মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এটা একটা অবিনাশী নাটক। সবাই এখানে নিজ-নিজ কর্মফল অনুযায়ী নিজেদের কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করতে আসে এবং তাতে বিন্দুমাত্রও তফাত হয় না। বাবা জানাচ্ছেন- তাই কেবলমাত্র এই এক ও একমাত্র 'অল্ক' - কে(পরমাত্মা) স্মরণ করতে পারলেই তোমাদের শৃঙ্গার হয়ে যায়। তোমরা এখন তেমনই শৃঙ্গার করে চলেছো। এখনও তোমাদের সুপ্ত-স্মৃতিতে তা আছে- অনেক বারই এমন ভাবেই তোমরা সুসজ্জিত হয়েছো। বাচ্চারা, এই তোমরাই বলেছিলে- বাবা, প্রতি কল্পেই যেন ঠিক এমন ভাবেই তুমি আসবে আর আমরা আত্মাধারীরাও ঠিক এমন ভাবেই তোমার (অর্থাৎ পরমাত্মার) কাছ থেকে আবারও তা শুনবো। কত গুহ্য রহস্যময় পয়েন্ট এগুলি। বাবা স্বয়ং কত সুন্দর যুক্তি দিয়ে সহজ-সরল পদ্ধতিতে তা বুঝিয়ে দেন। তাই তো এমন বাবার প্রতি পূর্ণ রূপে সমর্পিত হতে হয়। জাগতিক প্রেমিক-প্রেমিকারা সবাই একই প্রকারের হয় না। কিন্তু অসীমের এই এক ও একমাত্র পরমাত্মা প্রেমিক বাবা, সব আত্মাধারী প্রেমিকার জন্য একই প্রকার। যা জাগতিক কোনও বিষয় নয়। আর তা ঘটে একমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই, যখন বাবার কাছ থেকে সেইসব যুক্তিগুলি পাওয়া যায়। তাই, যেখানেই যাও না কেন তোমরা, খাওয়া-দাওয়া, ঘোরা-ফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যে কোনও কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকায় ব্যস্ত থাকো না কেন, নিজেকে সর্বদাই শৃঙ্গার করতে থাকবো। সব আত্মারাই যে সেই এক প্রেমিক পরমাত্মার প্রেমিকা। ব্যস্, কেবলমাত্র ওঁনাকেই স্মরণ করতে থাকো।

কোনও কোনও বাচ্চা আবার বাবাকে বলে- আমি তো ২৪-ঘন্টাই পরমাত্মাকে স্মরণ করি। কিন্তু বাস্তবে তো তা সম্ভব নয়, ২৪-ঘন্টাই স্মরণে থাকা। খুব বেশী হলে তা দুই থেকে আড়াই ঘন্টা। এর থেকে বেশী লিখলে বাবা তা মানেন না। বাচ্চারা, তোমরা যদি অন্যদেরকেও তা স্মরণ করাতে না পারো, তবে কিভাবে বাবা ভাববেন যে তোমরা বাবাকে স্মরণ করছো ? এটা তো কোনও কষ্টসাধ্য কাজ নয় ! এর জন্য কোনও খরচাপাতিও লাগে না। একেবারেই কিছু লাগে না। কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর নিজেদের পাপের বোঝা ভস্ম করে হাল্কা হতে থাকো। যার জন্য প্রয়োজন দৈবী-গুণগুলি ধারণ করা। যারা পতিত, তারা না পারবে শান্তিধামে পৌঁছাতে আর না পারবে সুখধামে যেতে। তাই বাবা বলছেন- বাচ্চারা, নিজেদেরকে আত্মা স্বরূপে ভাই-ভাই ভাবো। তোমাদের ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্য ভূমিকার সম্পূর্ণ এই জন্মটাই। এই পুরোনো শরীরকে এবার ছাড়তে হবে।

একবার ভাবো, এই অবিনাশী নাটক কিভাবে বানানো হয়েছে। অবশ্য তা তোমরা বুঝতে পারবে যার যার নিজেদের পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। দুনিয়ায় কেউই এসবের কিছুই বোঝে না। প্রত্যেকেই নিজেদের কাছে জানতে চাও- তোমরা নিজেরা কি সম্পূর্ণভাবে বাবার শ্রীমত অনুসারে চলছো ? শ্রীমত অনুসারে চললে, তবেই তো নিজেদের শৃঙ্গার ভালো হবে। একে অপরকে উল্টো-পাল্টা শুনিয়ে কিস্বা শুনে নিজেদের শৃঙ্গারকে যেমন নষ্ট করে দাও, তেমনি আবার অপরের শৃঙ্গারকেও নষ্ট করে দাও। বাচ্চাদের কেবল এই নেশার ঘোরই থাকা উচিত, কিভাবে নিজেরা শৃঙ্গারধারী হয়ে উঠবে। এছাড়া অন্য সবকিছুই তো ঠিকঠাকই আছে তোমাদের। পেট পালনের জন্য কয়েকটা রুটির জোগাড় তো অনায়াসেই হয়ে যাবে। পেট আর কতটুকুই বা খায়। যদিও তোমরা এক বিশেষ প্রকারের সন্ধ্যাসী কিন্তু তার সাথে সাথে আবার রাজযোগীও বটে। অর্থাৎ না অতি উচ্চ স্তরের আর না তো নিম্ন স্তরের। খাওয়া-দাওয়া তো করবেই কিন্তু কোনও খাবারের প্রতিই যেন স্বভাবে আসক্তি না আসে। একথাই তোমরা একে অপরকে স্মরণও করাবে- শিববাবা স্মরণে আছে তো ? বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারের কথা মনে আছে তো ? সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী পাবার শৃঙ্গারকে স্মরণে আছে তো ? এবার নিজেই ভেবে দেখো, এখানে বসেই তোমরা কি অমূল্য সম্পদ অর্জন করছো। যে অর্জনের দ্বারা তোমরা অপার সুখের অধিকারী হতে পারো। কেবলমাত্র স্মরণের যাত্রাতেই তোমাদের এই বিশাল প্রাপ্তিযোগ, যার জন্য তেমন কোনও কষ্টও হয় না। অথচ ভক্তি-মার্গে লোকেরা কতই না ঠোকর ও ধাক্কা খায়। বাবা এখন এসেছেন তোমাদেরকে সেই শৃঙ্গার করাতে। সুতরাং তা খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো। ভুলে যেও না যেন। মায়াই তোমাদেরকে তা ভুলিয়ে দেয়, ফলে তোমাদের সময়ের অপচয় হয়ে যায়।

বাচ্চারা বর্তমানের এই সময়টা তোমাদের জন্য খুবই মূল্যবান। এই বিশেষ পঠন-পাঠনের বিশেষ পুরুষার্থের দ্বারাই সাধারণ মানুষ কত উন্নত স্তরে পৌঁছে যায়। বাবা কিন্তু তোমাদের আর অন্য কোনও কষ্টের কাজ দেন না। উনি কেবল বলেন, ওঁনাকে স্মরণ করতে। আর এর জন্য কোনও পুঁথি ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে না। বাবাও কি কোনও বই-পুস্তকের ব্যবহার করেন ? না। তাই বাবা জানাচ্ছেন - উনি এসে এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বি.কে.-দেরকে দত্তক নেন। যেহেতু উনি প্রজাপিতা। যেহেতু এত অনেক সংখ্যায় ('কুথ-বংশাবলী' - কুথ = হিন্দি শব্দ কোথ = গর্ভ) বাচ্চাকে তো শারীরিক ভাবে জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ প্রজারও প্রয়োজন। তাই এভাবে বি.কে.-দেরকে দত্তক নেন ব্রহ্মা। তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে কিন্তু (শিব) বাবার কাছ থেকে। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা তিনিই বি.কে.-দেরকে দত্তক বানান। সেই কারণেই ওঁনাকে বলা হয় 'মাতা-পিতা'! তোমরা তো জানোই, একেবারে সঠিক সময়েই বাবা আসেন এখানে। ওঁনার আসা ও ফিরে যাওয়া একেবারেই সঠিক সময় অনুসারেই। জাগতিক দুনিয়ার পরিবর্তন তো হতেই থাকে। বাবা কত সুন্দর ভাবে তোমাদেরকে প্রাপ্ত বুদ্ধিধারী করে গড়ে তোলেন বি.কে.-দেরকে। অতএব এমন বাবার শ্রীমত অনুসারে অবশ্যই চলা উচিত। এই বিশেষ পাঠের স্টুডেন্ট যারা, পাঠের বিষয়-বস্তুগুলিকে নিজেদের বুদ্ধিতে ধারণ করে, তার মনন-চিন্তন-মন্ডন চালাতে হবে সারাদিন ধরে। এই সংস্কার নিয়েই যে যেতে হবে তোমাদের। যেমন পরমাত্মা বাবার কাছে ওঁনার নিজের সংস্কার থাকে, তেমনি তোমাদের আত্মাতেও নিজের নিজের সংস্কার ভরা থাকে। এরপর আবার যখন আসবে, তখন সেই সংস্কার নিয়ে কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করবে। অবশ্য এসবই হবে যার যার নিজের নিজের পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। সুতরাং তোমরা নিজেরাই নিজের মনের কাছে জানতে চাও - নিজেদেরকে শৃঙ্গার করার লক্ষ্যে কে কতটা পরিমাণে পুরুষার্থ করছো। নিজেদের এই অমূল্য সময়কে নষ্ট করে দিচ্ছো না তো

? বাবা তো সতর্ক করতেই থাকেন- "অযথা বহির্জগতের বাতাবরণে মিশে গিয়ে নিজের সময়ের অপচয় কোরো না।" একমাত্র বাবার শ্রীমতকেই স্মরণ ও ধারণ করতে থাকবে। মনুষ্য-মত অবশ্যই বর্জণ করবে। তোমরা তো একথাও জানতে না, বর্তমানে তোমরা এক অতি পুরানো দুনিয়ায় অবস্থান করছো। বাবার কাছ থেকেই তোমরা তা জানতে পারছো, পূর্বে কি ছিলে তোমরা। বর্তমানের এই পুরাতন দুনিয়া যে অপার দুঃখের দুনিয়া। এখানেই তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করতে হয় অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারে। তোমাদের যা কিছু বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তা হয় ড্রামা অনুসারেই। তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলছেন -বাচ্চারা, এই অবিনাশী ড্রামার চিত্রনাট্য 'জ্ঞান' আর 'ভক্তির' একটা খেলা মাত্র। খুবই চমৎকার এই ড্রামা। এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে সমগ্র কল্পের অবিনাশী ভূমিকা ভরা আছে আত্মায়, যা নিরন্তর চলতেই থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অন্য সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে রেখে কেবলমাত্র এই নেশাতেই মগ্ন থাকতে হবে যে, আমিও কিভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন নিজেকে সুসজ্জিত (শৃঙ্গারধারী) করতে পারবো ?

২) নিজের প্রতি এই প্রশ্নগুলি করতে হবে :-

(ক) আমি কি শ্রীমত অনুসারে চলে 'মন্মনাভব'-র চাবি দ্বারা নিজের শৃঙ্গার ঠিকঠাক ভাবে করছি ?

(খ) উল্টো-পাল্টা কথাবার্তা শুনে বা শুনিয়ে শৃঙ্গারের স্থিতি নষ্ট করছি না তো ?

(গ) প্রেম ও সদ্ভাবের স্বভাব নিয়ে সবার সাথেই মিলেমিশে আছি তো ? নিজের এই অমূল্য সময়কে কোথাও অপচয় করছি না তো ?

(ঘ) দৈবী-গুণগুলি কি নিজের স্বভাবে ধারণ করতে পেরেছি ?

বরদান :- স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তনের কার্যে ব্রতী হয়ে মনের মতন সফলতা প্রাপ্ত করে সিদ্ধি-স্বরূপ হও

ব্যাখ্যা :- বি.কে.-রা প্রত্যেকেই স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তনের সেবায় রত। সবার মনেই এই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর যে, বর্তমানের এই পৃথিবীর পরিবর্তন আনতেই হবে আর তা নিশ্চয়ও রয়েছে - পরিবর্তন হবেই হবে। যেখানে এমন দৃঢ় প্রত্যয় - সেখানেই তো উৎসাহ-উদ্দীপনা। স্ব-পরিবর্তনের দ্বারাই বিশ্ব-পরিবর্তনের এই কার্যেই মনের মতন সফলতা প্রাপ্ত হয়। আর তখনই সেই সফলতা আসে, যখন একই সময়ে একসাথে তিনটি অর্থাৎ বৃত্তি, ভাইরেশন আর বাণী শক্তিশালী হয়।

স্লোগান :- কথায় মধ্যে যদি স্নেহ আর সংযম থাকে, তবেই সেই বাণীতে এনার্জি জমা হয়।

২৯-০৯-১৯ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৬-০২-৮৫ মধুবন

প্রতিটা স্বাসে খুশির সুব-ঝঙ্কতি শ্রেষ্ঠ জন্মের উপহার

আজ ভোলানাথ বাবা ভোলা ভাণ্ডারী নিজের অতি স্নেহী, সদা সহযোগী, সহজযোগী, সমগ্র ভাণ্ডারের মালিক বাচ্চাদের সাথে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন। তোমরা এখনকার মালিক, ভবিষ্যতেও মালিক। এখন বিশ্ব রচয়িতার বালক তথা মালিক, ভবিষ্যতে বিশ্বেরও মালিক। বাপদাদা এমন মালিক বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হন। এটাই বালক তথা এই মালিক ভাবের অলৌকিক নেশা, অলৌকিক খুশি। তোমরা এইরকম সদা সৌভাগ্যবান সদা সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাই না! আজ সব বাচ্চা বাবার অবতরণের জন্ম-জয়ন্তী পালনের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় উৎফুল্ল। বাপদাদা বলেন, বাবার জয়ন্তী তথা বাচ্চাদেরও জয়ন্তী, সেইজন্য এটা ওয়ান্ডারফুল জয়ন্তী। বাস্তবে, বাবা আর বাচ্চার একই জয়ন্তী হয় না। হয় কি? যে দিনে বাবার জন্ম সেই একই দিনে তাঁর বাচ্চার জন্ম, এমন কখনও শুনেছ? এটাই অলৌকিক জয়ন্তী। যে মুহূর্তে বাবা ব্রহ্মা বাচ্চার মধ্যে অবতরিত হয়েছেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত ব্রহ্মারও অলৌকিক জন্ম। অতএব, এই জন্ম একসাথে হলো, তাই না? ব্রহ্মার সাথে সাথে অনন্য ব্রাহ্মণদেরও জন্ম হলো। সেইজন্য শিববাবার অবতরণ এবং ব্রহ্মার দিব্য জন্মের তিথি, সময় এবং রেখা এক। যদিও শিববাবা এবং ব্রহ্মা বাচ্চা অর্থাৎ পরম আত্মা এবং মহান আত্মা, তৎসঙ্গেও ব্রহ্মা, বাবা সমান হয়েছেন। সমান হওয়ার কারণে তাঁরা কস্মাইন্ড রূপ হয়ে গেছেন। যখন তোমরা বলো, 'বাপদাদা', তখন সদা একসাথে বাপদাদা বলো, আলাদাভাবে বলো না। ঠিক একইভাবে, অনন্য ব্রাহ্মণ বাপদাদার সাথে সাথে ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী রূপে অবতরিত হয়।

অতএব, ব্রহ্মা এবং কুমার কুমারী, এরাও বাবা আর বাচ্চাদের কস্মাইন্ড রূপের স্মৃতির নাম। সুতরাং, বাপদাদা এসেছেন বাচ্চাদের ব্রাহ্মণ জীবনে অবতরণ জয়ন্তী উদযাপন করতে। তোমরাও সবাই অবতার, তাই না! অবতার হওয়া অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্মৃতি থাকা, "আমি দিব্য জীবনধারী ব্রাহ্মণ আত্মা।" সুতরাং, এই তো নবজন্ম, তাই না! তোমরা শ্রেষ্ঠ স্মৃতির সাথে এই সাকার শরীরে অবতরিত হয়েছ, বিশ্ব কল্যাণের কার্যে নিমিত্ত হয়েছ। সুতরাং, তোমরা তো অবতার, তাই না? যেমন বাবা অবতরিত হয়েছেন, তেমন তোমরাও অবতরিত হয়েছ বিশ্ব পরিবর্তনের জন্য। পরিবর্তন হওয়াই অবতরিত হওয়া, তাই না! সুতরাং, এই সভা অবতারগণের। বাবার সাথে সাথে তোমরা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চারও অলৌকিক বার্থডে। সুতরাং, বাচ্চারা বাবার জন্ম-জয়ন্তী পালন করবে, নাকি বাবা বাচ্চাদের জয়ন্তী পালন করবেন? নাকি সবাই মিলে একসাথে একে অপরের উদযাপন করবে! ভক্তরা শুধু স্মরণিক পালন করতে থাকে, আর তোমরা সামনাসামনি বাবার সঙ্গে উদযাপন কর। এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, কল্প-কল্পের অবিদ্যাতী ভাগ্যের রেখা টেনে দিয়েছে। সদা স্মৃতিতে রেখা, তোমাদের ভাগ্য ভগবানের সাথে। ভাগ্য বিধাতার থেকে ডিরেক্টলি তোমাদের ভাগ্য প্রাপ্ত করার পার্ট। তোমরা ডবল হিরো, হিরো পার্টধারী আবার হীরাসম জীবনধারীও। সুতরাং, ডবল হিরোই তো হলে, তাই না! সমগ্র বিশ্বের নজর তোমরা সব হিরো পার্টধারী আত্মার দিকে। তোমাদের অর্থাৎ ভাগ্যবান আত্মাদের আজ অন্তিম জন্মে এবং কল্পের অন্তিম কালেও তোমরা সব ভাগ্যবান আত্মার স্মরণ রূপে এখনও কত স্মারকচিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। বাবার বা ব্রাহ্মণের বোল শাস্ত্রের আকারে স্মরণিক হয়ে গেছে, এখনও যার দুটো বচন শোনার জন্য তারা তৃষিত। সামান্য দু'একটা বচন শুনে তারা শান্তি, সুখের অনুভব করতে থাকে।

তোমরা সব ভাগ্যবান আত্মার শ্রেষ্ঠ কর্ম চরিত্র রূপে এখনও গাওয়া হচ্ছে । তোমরা সব ভাগ্যবান আত্মার শ্রেষ্ঠ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প আশীর্বাদ রূপে গাওয়া হচ্ছে । যে কোনও দেবতার সামনে লোকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে যায় । তোমরা সব ভাগ্যবান আত্মার শ্রেষ্ঠ স্মৃতির স্মরণ রূপে আজও স্মারকচিহ্ন দ্রুমাগত চলে আসছে । লোকে স্মরণের কত মহিমা করে ! হয় তারা নাম স্মরণ করে অথবা মালারূপে জপ করে, এই স্মৃতির স্মরণই স্মরণিক রূপে চলছে । সুতরাং, এইরকম ভাগ্যবান কিভাবে হয়েছিলে ! কারণ ভাগ্যবিধাতার সাথে ভাগ্যবান হয়েছ । তাহলে, বুঝতে পারছ কত ভাগ্যবান দিব্য জন্ম তোমাদের ! এমন ভাগ্যবান বাচ্চাদের দিব্য জন্মের জন্য বাপদাদা, ভগবান, অভিনন্দন জানাচ্ছেন । সদাই অভিনন্দন আর অভিনন্দন । এই অভিনন্দন শুধু মাত্র এক দিনের জন্য নয় । এই ভাগ্যবান জন্ম প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা মুহূর্ত অভিনন্দনে পরিপূর্ণ । নিজেদের এই শ্রেষ্ঠ জন্ম তোমরা জানো, তাই না ? প্রতিটা শ্বাসে খুশির সুর বেজে চলেছে । এ শুধু তোমাদের শ্বাসক্রিয়া চলছে না, বরং সেটা খুশির সুর । তোমরা সেই সুর শুনতে পাও, তাই না ? ন্যাচারাল সুর কত শ্রেষ্ঠ ! এই দিব্য জন্মের এই খুশির সুর অর্থাৎ তোমাদের শ্বাস এই দিব্য জন্মের শ্রেষ্ঠ উপহার । ব্রাহ্মণ জন্ম হতেই গিষ্ট হিসেবে এই খুশির সুর লাভ করেছ, তাই না ? যখন তোমরা যন্ত্রে সঙ্গীতের সুর বাজাও তোমাদের আঙুল নিচে-ওপরে চলে, তাই নয় কি ? তেমনই শ্বাসও নিচে-ওপরে চলে । সুতরাং শ্বাস চলা অর্থাৎ সুর বেজে চলা । শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হতে পারে না । সকলের খুশির সুর ঠিকভাবে বাজছে, তাই না ! ডবল বিদেশিরা কি ভাবছে ? ভোলা ভাণ্ডারীর থেকে সব খাজানা নিয়ে নিজের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে নিয়েছ, তাই না ! যে ভাণ্ডার একুশ জন্ম পরিপূর্ণ থাকবে । পূর্ণ করার পরিশ্রম করতে হবে না । আরামে তোমাদের প্রালব্ধ লাভ হবে । বর্তমান সময়ের পুরুষার্থ ২১ জন্মের প্রালব্ধ নিয়ে আসে । ২১ জন্ম সদা সম্পন্ন রূপে থাকবে । সুতরাং, কি পুরুষার্থ করেছ ? পরিশ্রম করতে হয় ? পুরুষার্থ অর্থাৎ শুধু এই রথে বিরাজমান পুরুষ অর্থাৎ আত্মা মনে কর । একেই বলে, পুরুষার্থ । এই পুরুষার্থ তো করেছ, না ? এই পুরুষার্থের ফলস্বরূপ একুশ জন্ম সদা খুশি আর সন্তুষ্ট থাকবে । এখনও সঙ্গমযুগ আনন্দের যুগ । বিভ্রান্ত হওয়ার নয়, আনন্দের যুগ । যদি কোনও ব্যাপারে তালগোল পাকিয়ে যায়, তবে তার কারণ সঙ্গমযুগ থেকে পা মাঝে মাঝে কলিযুগের দিকে নিয়ে যাও । যখন তোমাদের সঙ্কল্প অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধিরূপী পা সঙ্গমযুগে থাকে, তোমরা সদা সুখানুভবে থাক । সঙ্গমযুগ অর্থাৎ দুইয়ের মিলন উদযাপন করার যুগ । সুতরাং, সঙ্গমযুগ হলো বাবা আর বাচ্চাদের মিলনোৎসব পালন করার জন্য । যেখানে মিলন সেখানে আনন্দ । সুতরাং, এই জন্ম খুশিতে উদযাপন করার, নয় কি ? বিষন্ন বা দিশাহারা হওয়ার লেশমাত্র নেই । খুশির সময় অনেক অলৌকিক খুশি পালন কর । ডবল বিদেশিরা ডবল খুশিতে থাক, তাই না ? এমন খুশিময় জন্মের (জীবনের) জন্য অভিনন্দন । বিশ্বে অনেক আত্মা আছে, যারা বিভ্রান্ত, তোমরা নও । আগে থেকেই তারা অনেক, আর তোমরা যারা খুশি উদযাপন কর তারা কতিপয় মাত্র । বুঝেছ – নিজেদের এই শ্রেষ্ঠ জন্ম-জয়ন্তী ! বাস্তবে, জ্যোতিষী তোমাদের জন্মের দিন, তিথি আর সময়ের আধারে ভাগ্য নির্ধারণ করে । তোমাদের সকলের সময়কাল কি ! কি তিথি ? বাবার সাথে সাথে ব্রাহ্মণদেরও জন্ম, তাই না ! সুতরাং, যে তিথি ভগবানের তা' তোমাদের ।

ভগবানের অবতরণ অর্থাৎ দিব্য জন্মের সময় তোমাদেরও জন্মের সময় । কত শ্রেষ্ঠ সময় ! কত শ্রেষ্ঠ রেখা, যেটাকে দশাও বলা হয় । সুতরাং, হৃদয়ে সদা এই উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকতে দাও যে বাবার সাথে সাথে তোমাদেরও জন্ম । ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ ব্যতীত কিছু করতে পারেন না । শিববাবা ব্রহ্মাকে ছাড়া কিছু করতে পারেন না । সুতরাং, তাঁরা তো একসাথেই হলেন, তাই না ! অতএব, জন্ম তিথি,

জন্ম সময়ের মহত্ব সদা স্মরণে রাখ । "যে তিথিতে ভগবান নেমে এসেছেন, সেই তিথিতে আমরা আল্লারাও অবতরিত হয়েছি ।" নামের শব্দেও দেখ কেমন সাদৃশ্য, ব্রহ্মা- ব্রাহ্মণ । ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী । নামের শব্দও শ্রেষ্ঠ, এইরকম শ্রেষ্ঠ জন্ম বা জীবনধারী বাচ্চাদের দেখে বাবা সদা উৎফুল্ল হন । বাচ্চারা বলে, বাহ ! বাবা বাহ ! আর বাবা বলেন, বাহ বাচ্চারা ! এমন বাচ্চাও কারও হবে না ।

আজকের এই দিব্য দিবসের বিশেষ উপহার হিসেবে বাপদাদা সকল স্নেহী বাচ্চাকে দুটো গোন্ডেন বোল (বাণী) উপহার দিচ্ছেন, এক, সদা নিজেকে ভাব - "আমি বাবার নয়নমণি (নূরে রতন) ।" নয়নমণি অর্থাৎ সদা নয়নে সমাহিত হয়ে থাকা । নয়নে সমাহিত হওয়ার স্বরূপ বিন্দু । নয়নে বিন্দুর চমৎকার ! সুতরাং, নয়নমণি অর্থাৎ আমি বিন্দু বাবার মধ্যে সমাহিত । "আমি ভালোবাসায় নিমজ্জিত ।" অতএব, প্রথমতঃ, এই গোন্ডেন বোল স্মরণে রাখ, "আমি নয়নমণি ।" দ্বিতীয়তঃ, বাবার সাথে আর হাত সদা আমার ওপরে আছে ।" তাঁর সাহচর্য তোমাদের সাথে আছে আর তাঁর হাতও । সদা আশীর্বাদের হাত এবং সহযোগের সাথে আছে । সুতরাং, সদা বাবার সাথে এবং হাত আছেই । সাথে দেওয়া হাত রাখা নয়, কিন্তু সদাসর্বদা আছেই । এই আরেকটা গোন্ডেন বোল- সদা সাথে আর সদা হাত । এটা আজ এই দিব্য জন্মের উপহার । আচ্ছা -

চারিদিকের এমন সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চাদের, সদা প্রতিটা শ্বাসকে খুশির সুর অনুভব করা বাচ্চাদের, ডবল হিরো বাচ্চাদের, সদা ভগবান আর ভাগ্যের প্রতিমূর্তি এমন বাচ্চাদের, সদা সর্ব সম্পদে যাদের ভান্ডার পরিপূর্ণ, সেই বাচ্চাদের দিব্য জন্মের জন্য ভোলানাথ, অমরনাথ বরদাতা বাবার অনেক অনেক অভিনন্দন, সেইসঙ্গে স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

দাদীদের সাথে - অসীম বাবার স্নেহের বাহু অনেক বড়, স্নেহের সেই বাহুতে বা অলিঙ্গনে তোমরা সবাই সমাহিত হয়ে আছ । তোমরা সব বাচ্চা সদাসর্বদা বাবার বাহুमध्ये আছ, বাহুডোরে আছ, এই কারণেই তোমরা মায়াজিৎ । ব্রহ্মার সাথে সাথে জন্মগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ আল্লা তোমরা, তাই না ! তিথিতে সামান্যতমও ফারাক নেই, সেইজন্য ব্রহ্মাকে বহু আনন দেখানো হয়েছে । ব্রহ্মারই পঞ্চানন বা ত্রি-আনন দেখানো হয়, কারণ ব্রহ্মার সাথে ব্রাহ্মণও আছে । তো তোমরা ত্রিমুখীতে আছ নাকি পঞ্চমুখীতে আছ ? মুখও সহযোগী, তাই না ! বাবারও নেশা আছে, কি বিষয়ে ? সমগ্র বিশ্বে কোনও বাবা এমন বাচ্চাদের খুঁজে নিয়ে আসতে গেলে পাবে তাদের ? (না ।) বাবা বলবেন, এমন বাচ্চা পাওয়া যাবে না, বাচ্চারা বলে, এমন বাবা পাওয়া যাবে না । এটা ভালোই, বাচ্চারাই ঘরের শোভা । শুধুমাত্র বাবা একা থাকলে ঘরের শোভা হয় না । এই কারণে বাচ্চারা এই বিশ্বরূপী ঘরের শ্রী । এত ব্রাহ্মণের শোভা সুবিন্যস্ত করার নিমিত্ত কে হয়েছে ? বাচ্চারাই তো হয়েছে, না ! বাবাও বাচ্চাদের শ্রীমন্ডিত রূপ দেখে খুশি হন । বাবাকে তোমাদের থেকেও বেশি মালা জপ করতে হয় । তোমাদের তো শুধু এক বাবাকেই স্মরণ করতে হয় আর বাবাকে কত মালার স্মরণ করতে হয় ! ভক্তিমার্গে যত মালা তাঁকে অর্পণ করা হয়েছে, বাবাকে সেই সবই এখন স্মরণ করতে হয় । এমনকি, একদিনের জন্যও এক বাচ্চারও মালা বাবা জপ করবেন না, এমন হতেই পারে না । সুতরাং, বাবাও চরম (নবধা) ভক্ত, তাই না ! প্রত্যেক বাচ্চার বিশেষত্ব এবং গুণের মালা বাবা জপ করেন এবং যতবার স্মরণ করেন তত সেই গুণ এবং বিশেষত্ব ফ্রেস হতে থাকে । বাবা মালা জপ করেন কিন্তু মালার ফল তিনি বাচ্চাদের দেন, তাঁর নিজের জন্য নেন না । আচ্ছা - বাপদাদা তো সদা বাচ্চাদের

সাথেই থাকেন, ঋণমাত্রও বাচ্চাদের থেকে আলাদা থাকতে পারেন না। থাকতে চাইলেও থাকতে পারেন না। কেন? বাচ্চারা তাকে কত স্মরণ করে, সুতরাং তাঁকে রেসপন্স তো দিতে হবে, না! তাঁকে স্মরণ করার রিটার্ন তো দিতে হবে, তাই না! এমনকি, এক সেকেন্ডও বাচ্চাদের ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না। তোমরা এমন ওয়ান্ডার কখনো দেখবে না যেখানে বাবা সদা সাথেই থাকবেন! বাবা বাচ্চাদের থেকে আলাদাই হবেন না। পিতা-পুত্রের এমন জুটি কখনও দেখবে না। খুব ভালো বাগিচা তৈরি হয়েছে। তোমাদের সবার এই বাগিচা ভালো লাগে, তাই না! প্রত্যেকের সুগন্ধ আলাদা এবং প্রত্যেকে প্রীতিমধুর, সেইজন্যই আল্লার বাগান গাওয়া হয়েছে।

তোমরা সবাই আদি রত্ন, প্রতিটা রত্নের কত ভ্যালু, আর প্রত্যেক মুহূর্তে প্রতিটা কাজে রত্ন আবশ্যিক। সুতরাং, তোমরা শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি। আজও রত্নরূপে যাঁদের পূজা হয়। এখন অনেক আত্মার বিঘ্ন বিনাশক হওয়ার সেবা করছ, এই কারণে তোমাদের প্রত্যেকের এত ভ্যালুয়েবল রত্ন হওয়ার স্মরণিক বিদ্যমান। প্রত্যেক রত্নের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। কোনো রত্ন বিঘ্ন বিনাশ করে, আর কোনো রত্ন অনাকিছু! সুতরাং, এখন লাস্ট পর্যন্তও স্মরণিকের স্থূল রূপ সেবা করছে। এইরকম সেবাধারী হয়েছে তোমরা। বুঝেছ!

সম্মেলনে আগত বিদেশি প্রতিনিধিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার
সবাই কোথায় পৌঁছেছ? তোমরা বাবার ঘরে এসেছ, এমন অনুভব কর? বাবার ঘরে অতিথি আসে নাকি বাচ্চারা আসে? তোমরা বাচ্চা, অধিকারী নাকি অতিথি? বাবার ঘরে এসেছ, বাবার ঘরে সদা অধিকারী বাচ্চারা আসে। এখন থেকে নিজেদের অতিথি নয়, বরং বাবার বাচ্চা মহান আত্মা মনে করে এগিয়ে যাও। তোমরা ভাগ্যবান যে কারণে এই স্থানে পৌঁছেছ। এখন কি করতে যাচ্ছ? এখানে আসার ভাগ্য তো ছিল, কিন্তু এখন কি করতে হবে? এখন সদাসর্বদা বাবার সাথে থাক, তাঁর স্মরণে থাকাই তাঁর সাথে থাকা। একলা যেয়োনা। কন্সাইন্ড হয়ে যেখানেই যাবে, যে কর্মই করবে তা কন্সাইন্ড রূপে করলে তোমরা সদা সহজ আর সফল অনুভব করবে। যাওয়ার আগে এই সঙ্কল্প অবশ্যই কর যে সদা তাঁর সাথে থাকবে। পুরুষার্থ করবে, এই ব্যাপারে ভেবে দেখবে, এটা নয়, বরং এটা তোমাদের করতেই হবে, কারণ দূততা সফলতার চাবি। সুতরাং এই চাবি সদা নিজের সাথে রাখ। এটা এমন চাবি, যে খাজানাই তুমি চাও শুধু তা সঙ্কল্প করবে আর খাজানা লাভ হবে! এই চাবি সদা সাথে রাখা অর্থাৎ সদা সাফল্য লাভ করা। এখন তোমরা অতিথি নও, বরং অধিকারী আত্মা। বাপদাদাও এইরকম অধিকারী বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হন। যে অনুভব তোমরা করেছ, সেই অনুভবের খাজানা সদা ভাগ করে দিতে থাক, তোমরা যত বেশি ভাগ করে দেবে তত বেশি বাড়তে থাকবে। সুতরাং, মহাদানী হও, শুধু নিজের কাছে রেখে দিয়োনা। আচ্ছা!

প্রত্যাশকাল ৩:৩০ মিনিটে বিদায়ের সময় - অভিনন্দনের সাথে সব বাচ্চাকে গুড মর্নিং। আজকের রাত যেমন শুভ মিলনের আনন্দ অনুভবে কাটিয়েছ, তেমনই সদা দিন রাত বাবার মিলনের আনন্দে উদযাপন করতে থাক। সদা মহাদানী বরদানী হয়ে অনেক আত্মাদের দানও দিও, বরদানও দিও।
আচ্ছা - এইরকম সদা বিশ্ব কল্যাণকারী, সদা হৃদয়বান, সদা সকলের প্রতি শুভ ভাবনা বহনকারী বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং।

বরদানঃ- উপলব্ধির শক্তি দ্বারা স্ব-পরিবর্তন করে তীর পুরুষার্থী ভব

যে কোনও পরিবর্তনের সহজ আধার হলো উপলব্ধির শক্তি। যতক্ষণ না পর্যন্ত উপলব্ধির শক্তি আসে, ততক্ষণ অনুভূতি হয় না এবং যতক্ষণ অনুভূতি না হয় ততক্ষণ ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বের ফাউন্ডেশন মজবুত হতে পারবে না, আর উৎসাহ-উদ্দীপনার কোনও কর্মকাণ্ড হবে না। যখন উপলব্ধির শক্তি সব বিষয়ে অনুভাবী করে তোলে তখনই তোমরা তীব্র পুরুষার্থী হয়ে যাও। উপলব্ধির শক্তি সদাকালের জন্য সহজ পরিবর্তন করিয়ে দেয়।

স্লোগান:- স্নেহের প্রতিচ্ছবি সাকারে ইমার্জ করে ব্রহ্মাবাবা সমান হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা, সদা শ্রীমত অনুসারে চল -- এটাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ, শ্রীমত অনুসারে চললে আত্ম-দীপ প্রজ্জ্বলিত(জাগৃত) হয়ে যায়"

প্রশ্ন :- সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ কে করতে পারে ? উচ্চ পুরুষার্থ কি ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ পুরুষার্থ সে-ই করতে পারে যার অ্যাটেনশন বা বুদ্ধির যোগ একজনের (বাবা) দিকেই থাকে। সর্বাপেক্ষা উচ্চ পুরুষার্থ হলো বাবার উপর সম্পূর্ণরূপে বলিপ্রদত্ত (কুর্বান) হয়ে যাওয়া। (সেচ্ছায়) বলিপ্রদত্ত বাচ্চারাই বাবার অতি প্রিয়।

প্রশ্ন :- সত্যিকারের দীপাবলী পালন করার জন্য অসীম জগতের পিতা কি পরামর্শ দেন ?

উত্তর :- বৎস, অসীম জগতের পবিত্রতা ধারণ কর। যখন এখানে (সঙ্গমযুগে) পবিত্র হবে, এমন উচ্চ পুরুষার্থ করবে তখনই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে যেতে পারবে অর্থাৎ সত্যিকারের দীপাবলী বা রাজ্যাভিষেক দিবস পালন করতে পারবে।

ওম শান্তি। বাচ্চারা, এখন এখানে বসে কি করছে ? চলতে-ফিরতে অথবা বসে-বসে জন্ম-জন্মান্তরের যা কিছু পাপের বোঝা মাথার উপর রয়েছে সেগুলিকে স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে বিনাশ করছে। আত্মা একথা জানে যে, আমরা যত বাবাকে স্মরণ করব ততই পাপ খন্ডন হয়ে যাবে। বাবা ভালভাবে বোঝান যে, যদিও (সকলেই) এখানে বসে রয়েছে তথাপি যারা শ্রীমতানুসারে চলে তাদের বাবার পরামর্শ ভালই লাগবে। অসীম জগতের পিতার পরামর্শ পাওয়া যায়, তাই অপার পবিত্রতা ধারণ করতে হবে। তোমরা এখানে এসেছ অসীম জগতের পবিত্রতা ধারণ করতে, আর তা হবেই স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে। কেউ-কেউ তো একদমই স্মরণ করতে পারে না, কেউ-কেউ আবার মনে করে, আমরা স্মরণের যাত্রার দ্বারা নিজেদের পাপ খন্ডন করছি অর্থাৎ নিজেদের কল্যাণ করছি। বাইরের লোকেরা তো এইসব কথা জানেই না। তোমরাই বাবাকে পেয়েছ, তোমরাই তো থাকো বাবার নিকটে। তোমরা জানো যে, এখন আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি, পূর্বে আসুরী সন্তান ছিলাম। এখন আমাদের সঙ্গ ঈশ্বরীয় সন্তানদের সাথে হয়েছে। গায়নও তো রয়েছে, তাই না -- সংসঙ্গে স্বর্গবাস, অসংসঙ্গে নরকবাস অর্থাৎ ডুবে যায়। বাচ্চারা প্রতিমুহূর্তে একথা ভুলে যায় যে, আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান তাই আমাদের ঈশ্বরীয় মতানুসারে চলা উচিত, না কি মনমত অনুসারে। মানুষের মতকেই মনমত বলা হয়। মানুষের মত আসুরীই হয়ে থাকে। যে বাচ্চারা নিজেদের কল্যাণ চায়, সতোপ্রধান হওয়ার জন্য তারা বাবাকে সঠিকভাবে স্মরণ করতে থাকে। সতোপ্রধানের মহিমা-কীর্তনও হয়ে থাকে। তারা ঠিকই জানে যে, আমরা নস্বরের ক্রমানুযায়ী সুখধামের মালিক হয়ে যাই। যত শ্রীমতানুসারে চলে ততই উচ্চপদ লাভ করে, আর যত নিজের মতে (মনমত) চলবে ততই পদদ্রষ্ট হয়ে যাবে। স্বকল্যাণ করার জন্য বাবার ডায়রেকশন তো পেতেই থাকে। বাবা বোঝান, এটাও পুরুষার্থ, যে যত স্মরণ করে তার পাপও ততই খন্ডিত হয়। স্মরণের যাত্রা ব্যতীত পবিত্র হতে পারবে না। উঠতে, বসতে, চলতে যেন এই প্রচেষ্টাই থাকে। বাচ্চারা, তোমরা কত বছর ধরে শিক্ষা পাচ্ছ তাও মনে কর যে, আমরা কত দূরে রয়েছি। বাবাকে এত স্মরণ করতে পারি না। তাহলে সতোপ্রধান হতে তো অনেকসময় লেগে যাবে। এরমধ্যে যদি (আত্মা) শরীর পরিত্যাগ করে দেয়

তাহলে তো কল্প-কল্পান্তরের জন্য পদপ্রাপ্তি কম হয়ে যাবে। যখন ঈশ্বরের হয়ে গেছ তখন তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত। তোমরা এখন শ্রীমত প্রাপ্ত কর। তিনি হলেন সর্বোচ্চ, ভগবান। তাঁর মতানুসারে না চললে অনেক ধোঁকা খেতে হবে। (শ্রীমতানুসারে) চল কি চল না, সে তো তোমরাই জানো আর শিববাবা জানে। তোমাদের যিনি পুরুষার্থ করান তিনি হলেন শিববাবা। সকল দেহধারীরাই পুরুষার্থ করে। ইনিও দেহধারী, এঁনাকেও শিববাবা পুরুষার্থ করান। বাচ্চাদেরই পুরুষার্থ করতে হবে। মুখ্যকথাই হলো, পতিতদের পবিত্র বানাতে হবে। সন্ন্যাসীরাও পবিত্র থাকে। তারা তো এক জন্মের জন্য পবিত্র হয়। এমনও অনেকে রয়েছে যারা এই জন্মে বাল-ব্রহ্মচারী হয়ে যায়। তারা দুনিয়াকে পবিত্র করার বিষয়ে কোন সহায়তা প্রদান করতে পারে না। সাহায্য তখন করা যায় যখন শ্রীমতানুসারে পবিত্র হয় এবং (সমগ্র) দুনিয়াকে পবিত্র করে।

এখন তোমরা শ্রীমত প্রাপ্ত করছ। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা আসুরী মতানুসারে চলেছ। এখন তোমরা জানো যে, সুখধামের স্থাপনা হচ্ছে। আমরা যত শ্রীমতানুসারে পুরুষার্থ করব ততই উচ্চপদ লাভ করব। এ ব্রহ্মার মত নয়। ইনি তো পুরুষার্থী। এঁনার পুরুষার্থ অবশ্যই এত উচ্চ, তবেই তো লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। তাই বাচ্চাদেরও তা ফলো করতে হবে। শ্রীমতানুসারে চলতে হবে, মনমতে নয়। নিজের আত্ম-জ্যোতিকে জাগরিত করতে হবে। এখন দীপাবলী পালিত হয়, সত্যযুগে দীপাবলী হয় না। ওখানে শুধু রাজ্যাভিষেক হয়। এছাড়া ওখানে আত্মারা তো সতোপ্রধান হয়ে যায়। এখানে যে দীপাবলী পালিত হয়, সে সবই মিথ্যে। বাইরের (শূল) প্রদীপ জ্বালানো হয়, ওখানে তো প্রতিটি ঘরেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত (জাগৃত) হয় অর্থাৎ সকলের আত্মাই সতোপ্রধান অবস্থায় থাকে। ২১ জন্মের জন্য জ্ঞান-ঘৃত ঢেলে দেওয়া হয়। পুনরায় ধীরে-ধীরে হ্রাস পেতে-পেতে এইসময় সমগ্র দুনিয়ার জ্যোতি স্ত্রিয়মাণ হয়ে যায়। তারমধ্যেও বিশেষ হলো ভারতবাসী, সাধারণভাবে সমগ্র দুনিয়া। এখন তো সকলেই পাপাত্মা, সকলেরই বিনাশের সময়, সকলকেই হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে ফেলতে হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের উচ্চপদ লাভ করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, শ্রীমতানুসারে চলেই তা লাভ করতে পারবে। রাবণ-রাজ্যে তো শিববাবার অনেক গ্লানি হয়েছে। এখনও যদি তাঁর আদেশানুসারে না চল তাহলে অনেক ধোঁকা খেতে হবে। ওঁনাকেই তো ডেকেছ যে, এসে আমাদের পবিত্র কর। তাই এখন স্ব-কল্যাণ করার জন্য শিববাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। তা নাহলে অতীব অকল্যাণ হয়ে যাবে। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এটাও জানো যে --- শিববাবার স্মরণ ব্যতীত আমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারবে না। এত বছর হয়ে গেল, তথাপি এখনও কেন তোমাদের জ্ঞানের ধারণা হলো না। (বুদ্ধিরূপী) স্বর্ণপাত্রের ধারণা হবে। নতুন-নতুন বাচ্চারা কত সার্ভিসেবেল হয়। দেখ, কত পার্থক্য। পুরানো-পুরানো বাচ্চারা এত স্মরণের যাত্রায় থাকে না যতটা নতুনরা থাকে। শিববাবার অনেক আদরের দুলাল রয়েছে, যারা অনেক সার্ভিস করে। যেভাবে শিববাবার নিকটে নিজেকে বলি(কুর্বান) দিয়েছে। বলিপ্রদত্ত হয়ে আবার কত সার্ভিসও করে। কত প্রিয়, মিষ্টি লাগে। স্মরণের যাত্রায় থেকেই বাবাকে সাহায্য করতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এইজন্যই তো আমাকে ডেকেছ যে, এসে পবিত্র কর, তাই বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করতে থাকো। দেহের সর্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতে হবে। শুধুমাত্র এক পিতা ব্যতীত মিত্র-সম্বন্ধীরাও যেন স্মরণে না আসে, তবেই উচ্চপদ লাভ করবে। স্মরণ না করলে উচ্চপদ লাভ করতে পারবে না। একথা বাপদাদাও বোঝে। বাচ্চারা, তোমরাও জানো। নতুন-নতুন যখন আসে তখন মনে করে দিনে-দিনে শুধরে যাবে। শ্রীমতানুসারে চলেই তো শুধরে যায়। ক্রোধের উপরেও পুরুষার্থ করতে-করতে বিজয় প্রাপ্ত করে। তাই বাবাও বোঝান, খারাপ সংস্কারকে নিষ্কাশিত করতে থাকো। ক্রোধ

অত্যন্ত খারাপ। নিজের অন্তরকেও দহন করে আর অন্যকেও দহন করে। তাই একেও নিষ্কাশিত করা উচিত। বাচ্চারা বাবার শ্রীমতানুসারে চলে না তাই পদপ্রাপ্তি কম হয়ে যায়, জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তরের জন্য ক্ষতি হয়ে যায়।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, ওটা হলো লৌকিক পঠন-পাঠন, এ হলো আধ্যাত্মিক পঠন-পাঠন, যা আধ্যাত্মিক (পারলৌকিক) পিতা পড়ান। সবরকমের লালন-পালনও হতে থাকে। কোন বিকারী এর অভ্যন্তরে (মধুবন) প্রবেশ করতে পারে না। অসুখ-বিসুখ ইত্যাদির সময়ে মিত্র-সম্বন্ধীরা আসে, এ তো ঠিক নয়। আমরা সেটা পছন্দ করি না, কারণ তাহলে অস্তিমসময়ে সেই মিত্র-সম্বন্ধীরাই স্মরণে আসবে। তাহলে সেই উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা তো পুরুষার্থ করান, তাই কেউ-ই যেন স্মরণে না আসে। এমন নয় যে, আমরা অসুস্থ তাই মিত্র-সম্বন্ধীরা দেখা করতে এসেছে। না, তাদের ডেকে আনা নিয়ম বহির্ভূত। নিয়মানুসারে চললেই সঙ্গতি হয়। তা নাহলে শুধু-শুধুই নিজের ক্ষতি করে দেয়। এ হলো পবিত্র থেকেও পবিত্রতম স্থান। এখানে অপবিত্ররা থাকতে পারে না। যদি মিত্র-সম্বন্ধীরা স্মরণে থাকে তাহলে মৃত্যুকালে অবশ্যই তারাই স্মরণে আসবে। দেহ-অভিমান এলে নিজেরই ক্ষতি হয়ে যায়। সাজার যোগ্য হয়ে যায়। শ্রীমতে না চলার কারণে অনেক দুর্গতি হয়ে যায়। সার্ভিসের যোগ্য হতে পারে না। হাজার মাথা কুটলেও কিন্তু সার্ভিসেবল হতে পারে না। অবজ্ঞা বা গ্লানি করলে প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যায়। উর্ধ্বে ওঠার পরিবর্তে আরও অধঃপতনে যায়। বাবা বলেন, বাচ্চাদের আঙ্গুকারী হওয়া উচিত। তা নাহলে পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। লৌকিক পিতারও ৪-৫টি সন্তান থাকে, কিন্তু তারমধ্যে যে আঙ্গুকারী হয় সেই তার প্রিয় হয়। যে আঙ্গুকারী নয়, সে তো দুঃখই দেবে। বাচ্চারা, এখন তোমরা দু'জন অতি উচ্চ পিতাকে পেয়েছ, ওঁাদের গ্লানি করা উচিত নয়। গ্লানি করলে জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তরের জন্য অতি নিম্নপদ লাভ করবে। পুরুষার্থ এমনভাবে করতে হবে যে অস্তিমসময়ে যেন একমাত্র শিববাবাই স্মরণে আসে। বাবা বলেন, আমি জানতে পেরে যাই যে -- প্রত্যেকে কেমন পুরুষার্থ করছে। কেউ-কেউ তো যৎসামান্য স্মরণ করে, বাকি সময়ে নিজের মিত্র-সম্বন্ধীদের স্মরণ করে থাকে। তারা খুব খুশীতে থাকতে পারে না। উচ্চপদ লাভ করতে পারে না।

তোমাদের তো রোজই সত্গুরুবার। বৃহস্পতিবার কলেজ বসে। ওটা হলো লৌকিক বা পার্থিব জ্ঞান, এ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান। তোমরা জানো যে, শিববাবা হলেন আমাদের বাবা, শিক্ষক, সত্গুরু। তাই তাঁর ডায়রেকশন অনুসারে চলা উচিত, তবেই তো উচ্চপদ লাভ করবে। যারা পুরুষার্থী, তাদের অন্তরে এত খুশী থাকে যে সেকথা আর জিজ্ঞাসা করে না। তাদের মধ্যে খুশী থাকে তাই অন্যদেরকেও খুশীতে রাখার পুরুষার্থ করে। দেখ, কন্যারা রাত-দিন কত পরিশ্রম করে -- কারণ এ হল অতি বিস্ময়কর জ্ঞান, তাই না। বাপদাদারও করুণা হয়, অনেক বাচ্চারা অবুঝ হওয়ার কারণে কত লোকসান করে ফেলে। দেহ-অভিমানের কারণে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত জ্বলতে থাকে। ক্রোধে মানুষ তামার মতন লালবর্ণের হয়ে যায়। ক্রোধ মানুষকে দহন করে আর কাম-বিকার কালো করে দেয়। মোহ-লোভে এতটা জ্বলে না যা ক্রোধে জ্বলে। ক্রোধের ভূত অনেকের মধ্যেই থাকে। কত লড়াই করে। লড়াই করে নিজেরই ক্ষতি করে ফেলে। নিরাকার, সাকার দু'জনেরই গ্লানি করে। বাবা জানেন এরা হলো কুপুত্র। পরিশ্রম করলে উচ্চপদ লাভ করবে। তাই স্বকল্যাণের জন্য সর্ব সম্বন্ধকে ভুলতে হবে। একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কাউকেই স্মরণ করবে না। গৃহে থেকেও, মিত্র-সম্বন্ধীদের

দেখেও শুধু শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তোমরা সঙ্গমযুগে রয়েছ, এখন নিজেদের প্রকৃত গৃহকে, শান্তিধামকে স্মরণ কর।

এ হলো অসীম জগতের পঠন-পাঠন, তাই না। বাবা শিক্ষা দেন এতে বাচ্চাদেরই লাভ। অনেক বাচ্চা নিজেদের বেকায়দা চলনের জন্য শুধু-শুধুই নিজের ক্ষতি করে। পুরুষার্থ করে বিশ্বের রাজত্ব নেওয়ার জন্য কিন্তু মায়া-রূপী বিড়াল কান কেটে নেয়। অলৌকিক জন্ম নিয়ে বলে আমরা এই পদ প্রাপ্ত করব কিন্তু মায়া-রূপী বিড়াল নিতে দেয় না, তাই পদব্রষ্ট হয়ে যায়। মায়া প্রচলিত জোরে আঘাত করে। তোমরা এখানে এসেছ রাজ্য নেওয়ার জন্য। কিন্তু মায়া উত্ত্যক্ত করে। বাবারও করুণা হয় যে, বেচারার উচ্চপদ লাভ করতে পারলে ভাল হয়। আমার (বাবা) নিন্দাকারী যেন না হয়ে যায়। সতগুরুর নিন্দাকারী এখানে স্থান পেতে পারে না, কার নিন্দা ? শিববাবার। আচার আচরণ এমন হওয়া উচিত নয় যাতে বাবার গ্লানি হয়ে যায়, এখানে অহংকারের কিছু নেই। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা তাঁর আম্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্বকল্যাণের জন্য সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে যেতে হবে। তাদের প্রতি মোহ রেখো না। ঈশ্বরের মতানুসারে চলতে হবে, নিজের মতে নয়। কুসঙ্গ থেকে বাঁচতে হবে, ঈশ্বরীয় সঙ্গে থাকতে হবে।

২) ক্রোধ অত্যন্ত খারাপ, নিজেকেই দহন করে। ক্রোধের বশীভূত হয়ে গ্লানি করা উচিত নয়। স্বয়ং খুশীতে থাকার এবং সকলকে খুশীতে রাখার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- হৃদয়ের অনুভব দ্বারা হৃদয়রাজের (দিলারাম) আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে স্ব-পরিবর্তক হও

ব্যাখা :- নিজেকে পরিবর্তনের জন্য দুটি বিষয়কে সত্যিকারের হৃদয় দ্বারা অনুভব করা উচিত।

১) নিজের দুর্বলতার অনুভূতি, ২) যে পরিস্থিতি বা ব্যক্তি নিমিত্ত হয়, তার ইচ্ছা আর তার মনের ভাবনার অনুভূতি। পরিস্থিতি-রূপী পেপারের (পরীক্ষা) কারণ জেনে স্বয়ং উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ স্বরূপের অনুভব কর যে, স্ব-স্থিতিই শ্রেষ্ঠ, পরিস্থিতি তো পেপার অর্থাৎ পরীক্ষা -- এই অনুভব সহজেই পরিবর্তন করে দেবে আর সত্যি-সত্যিই যদি হৃদয় দ্বারা অনুভব কর তবে হৃদয়রাজার (শিববাবা) আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে।

স্লোগান :- উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ) সেই, যে এভাররেডী হয়ে প্রতিটি কার্যে 'আগুস্তে হজুর' বলে।